৺মহামহোপাধ্যায়
যোগেন্দ্রনাথ বাগচী

ভারতীয় শাস্ত্র ও সাহিত্যে অদ্বৈতবাদ

ফার্মা কে. এল. মুখোপাধ্যায়
কলিকাতা ১৯৬১

ভারতীয় শাস্ত্র ও সাহিত্যে অদ্বৈতবাদ

কলিকাতা সংস্কৃত কলেজ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ও কলিকাতা সংস্কৃত
কলেজের গবেষণা বিভাগের ভূতপূর্ব দর্শনশাস্ত্রাধ্যাপক
৺মহামহোপাধ্যায়
ডক্টর যোগেন্দ্রনাথ বাগ্‌চী
তর্ক-সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ, ডি. লিট্.
কর্তৃক রচিত

ফার্মা কে. এল. মুখোপাধ্যায়
কলিকাতা ১৯৬১

প্রথম সংস্করণ ১৯৬১

প্রকাশক ঃ

৬।১এ বাঞ্ছারাম অক্রুর লেন,
কলিকাতা-১২

মুদ্রক ঃ
পৃষ্ঠা ঃ ১ হইতে ১৬৮
পুরাণ প্রেস, ২১ বলরাম ঘোষ ষ্ট্রীট
কলিকাতা

অপরাংশ ঃ
কলিকাতা ওরিয়েন্টাল প্রেস (প্রাঃ) লিঃ
৯ পঞ্চানন ঘোষ লেন
কলিকাতা-৯

মূল্য—৮·০০

প্রকাশকের নিবেদন

ভারতীয় শাস্ত্র ও সাহিত্যে অদ্বৈতবাদ গ্রন্থ প্রকাশিত হইল। আমার বিশেষ দুঃখের কারণ এই যে, গ্রন্থকারের জীবিতকালে ইহা প্রকাশ করা সম্ভব হয় নাই। কিন্তু সান্ত্বনার বিষয় এই যে, এই গ্রন্থখানা প্রকাশ করিবার যে অঙ্গীকার আমি তাঁহার সাক্ষাতে করিয়াছিলাম, তাহা পালন করিতে সমর্থ হইয়াছি।

বলা বাহুল্য যে গ্রন্থখানির কলেবর অতিশয় ক্ষীণ। কিন্তু তাহা হইলেও দর্পণখণ্ডে যেমন সুদূরপ্রসারিণী পর্বতমালা ও দিগন্তবিস্তৃত সমুদ্র। প্রতিবিম্বিত হইয়া থাকে, সেইরূপ স্বল্পায়তন এই গ্রন্থে অদ্বৈতবেদান্তের অপরিমেয় বিস্তার ও অতলস্পর্শী গাম্ভীর্য প্রতিফলিত হইয়াছে। ভারতবর্ষীয়-গণের চিন্তা-জগৎ কিরূপে অদ্বৈতবাদে ওতপ্রোতভাবে রহিয়াছে, তাঁহাদের বিভিন্নাভিমুখী দর্শন-প্রস্থান কিরূপে অদ্বৈতবেদান্ত-সাগরে মিলিয়া সমস্ত বিরোধ পরিহার করিয়া এক সমন্বয় ও পূর্ণতালাভ করিয়াছে, তাহ মহামহোপাধ্যায় তাঁহার অনন্যসাধারণ প্রতিভার দ্বারা ভারতের জনসাধারণের সম্মুখে উদ্ঘাটন করিয়াছেন। ভেদের মধ্যে অভেদের সন্ধান অনৈক্যের মধ্যে ঐক্যের স্থাপন—এই সিদ্ধান্তেই ভারতীয় সাহিত্যিক ও দার্শনিকগণের চিন্তা চরম পরিণতি লাভ করিয়াছে। এই আদর্শই অতীতে ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির দুর্দিনে অনির্বাণ দীপশিখার কার্য্য করিয়া তাহার লক্ষ্যপথ উদ্ভাসিত রাখিয়াছে। ভৌগলিক ব্যবধান উপেক্ষা করিয়া কিরূপে অদ্বৈতচিন্তা ভারতবর্ষের রাষ্ট্রিয় ও সাংস্কৃতিক সংহতিকে সুদৃঢ়ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে, তাহাই এই গ্রন্থে বিশেষভাবে প্রতিপাদিত হইয়াছে।

আমার বিশেষ বক্তব্য এই যে, গ্রন্থের মুদ্রণ ব্যাপারে আমাকে বহু অনিবার্য বাধার সম্মুখীন হইতে হইয়াছে। সেজন্য যে অনিচ্ছাকৃত ত্রুটি রহিয়া গিয়াছে, তাহা আগামী সংস্করণে পরিমার্জন করিব বলিয়া সংকল্প রাখিয়াছি।

একটি বিষয় উল্লেখ করা প্রয়োজন মনে করি যে, কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপক ভূতনাথ সপ্ততীর্থ মহাশয় এই গ্রন্থের একটি বিস্তৃত সূচী নির্মাণ করিয়া দিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত শুদ্ধিপত্র ও নির্ঘণ্ট রচনায় আচার্য সুদামা শাস্ত্রী ও অধ্যাপক ছবিনাথ মিশ্র, এম. এ. বিশেষরূপে সহযোগিতা করিয়াছেন। সেজন্য তাঁহাদিগকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাইতেছি। ইতি

বিনীত
প্রকাশক

3/115

ভারতীয় শাস্ত্র ও সাহিত্যে অদ্বৈতবাদ

বিষয় সূচী

৩ 3/115

বিষয় | পৃষ্ঠা

ভারতীয় শাস্ত্র ও সাহিত্যে অদ্বৈতবাদ

ভগবান্ শ্রীশঙ্করাচার্য্যের জীবনী সম্পূর্ণরূপে জানিতে না পারিলেও তাঁহার জীবনী সম্বন্ধে যে সামান্য ধারণা আছে, তদনুসারে দুই একটী কথা বলিব।

ভারতবর্ষে যখন শ্রৌত ও স্মার্ত্ত ধর্ম্ম ক্রমে ক্রমে গ্লানি-যুক্ত হইতেছিল, সেই সময় আচার্য্য আবির্ভূত হইয়া শ্রৌত ও স্মার্ত্ত ধর্ম্ম রক্ষা করিবার জন্য যে সব প্রয়াস করিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে ভারতের চারি প্রান্তে চারিটি মঠ প্রতিষ্ঠা, সেই প্রয়াসগুলির অন্যতম। ভারতের পশ্চিম প্রান্তে দ্বারকা নগরে "শারদা মঠ", পূর্ব্ব প্রান্তে জগন্নাথ পুরীতে "গোবর্দ্ধন মঠ", উত্তর প্রান্তে বদরীক্ষেত্রে "জ্যোতির্ম্মঠ" এবং দক্ষিণ প্রান্তে "শৃঙ্গেরী মঠ"। এই চারিটী মঠ এখনও বিদ্যমান থাকিয়া ভগবান্ আচার্য্যের কীর্ত্তি ঘোষণা করিতেছে। এই চারিটী মঠ ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যের প্রতিষ্ঠিত নহে—এরূপ কথা এখনও শোনা যায় নাই। বিশেষতঃ—'মঠাম্নায়' গ্রন্থে এই চারিটী মঠের বিশেষ বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে। সম্পূর্ণ ভারতবর্ষের শ্রৌত ও স্মার্ত্ত ধর্ম্ম রক্ষার জন্য এই চারি মঠের চারিজন আচার্য্যের প্রতি তাঁহাদের কর্ত্তব্য বিশেষ ভাবে আদেশ করা হইয়াছে। যথা—

"ধর্ম্মস্য পদ্ধতিরেষা জগতঃ স্থিতিহেতবে।
সর্ব্ববর্ণাশ্রমাণাং হি যথাশাস্ত্রং বিধীয়তে ॥২৪॥

জগতের স্থিতির হেতু ধর্ম্মের এই পদ্ধতি, শাস্ত্রানুসারে সকল বর্ণাশ্রমীর সম্বন্ধে বিহিত হইল। এই চারিটী মঠের আচার্য্যগণ কিরূপ হইবেন, তাহাও এই 'মাঠাম্নায়' গ্রন্থে বলা হইয়াছে—

"শুচির্জিতেন্দ্রিয়ো বেদবেদাঙ্গাদিবিশারদঃ।
যোগজ্ঞঃ সর্ব্বাশাস্ত্রাণামস্মদাস্থানমাপ্নয়াৎ ॥৭॥

শৌচপরায়ণ, জিতেন্দ্রিয়, বেদবেদাঙ্গাদি-পারগ, সকল শাস্ত্রের প্রয়োগকুশল ব্যক্তি অস্মৎকৃত মঠের আচার্য্যপদ প্রাপ্ত হইবেন।

যদি এই মঠাধীশগণ উক্ত লক্ষণসম্পন্ন না হন, তবে মনীষিগণ তাঁহাদিগকেও অধিকারচ্যুত করিবেন, ইহাও এই গ্রন্থে লিখিত আছে যথা—

"অন্যথারূঢ়পীঠোঽপি নিগ্রহার্হো মনীষিণাম্।" ১০।

আচার্য্য সম্পূর্ণ ভারতবর্ষকে একটী অখণ্ড দেশ মনে করিয়া সেই দেশবাসীর ধর্ম্মরক্ষার জন্য, ভারতকে চারিভাগে বিভক্ত করিয়াছিলেন এবং প্রতি বিভাগের অন্তর্গত প্রদেশগুলির নাম নির্দ্দেশপূর্ব্বক উহাদিগকে এক একটী মঠের অধীন করিয়াছিলেন। যেমন শারদা মঠের অন্তর্গত প্রদেশসমূহ—

"সিন্ধুসৌবীরসৌরাষ্ট্র-মহারাষ্ট্রস্তথান্তরাঃ।
দেশাঃ পশ্চিমদিক্‌স্থা যে শারদামঠভাগিনঃ ॥৫॥

সিন্ধু, সৌবীর, সৌরাষ্ট্র, মহারাষ্ট্র এবং তন্মধ্যবর্ত্তী পশ্চিম দিক্‌স্থিত দেশ সকল—এই শারদা মঠের অন্তর্গত। এরূপ প্রতি মঠ সম্পর্কে বলা হইয়াছে। (মঠাম্নায় রাজেন্দ্রনাথ ঘোষ সম্পাদিত অক্ষয়কুমার শাস্ত্রী অনুদিত দ্রষ্টব্য)।

এই কথাগুলি হইতে ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যের দেশপ্রেমিকতার পরিচয় পাওয়া যায়। যিনি দেশের অখণ্ডতাবোধ ও তাহার কল্যাণ সম্পাদন করেন, তাঁহাকে দেশপ্রেমিক বলিলে বোধ হয় অসঙ্গত হয় না। যখন এই দেশে যানবাহনাদির সুবিধা ছিল না, দূর দেশে যাতায়াত কষ্টকর ছিল, সেরূপ সময়ে সম্পূর্ণ ভারতবর্ষ পদব্রজে প্রদক্ষিণ করা ও ভারতের অন্তর্গত প্রদেশগুলির ধর্ম্মরক্ষার জন্য এরূপ মহদনুষ্ঠান করা বিশেষতঃ একজন সন্ন্যাসীর পক্ষে কত বড় অসাধারণ কার্য্য, তাহা ভাবিলেও বিস্মিত হইতে হয়।

আচার্য্য প্রণীত উপনিষদ্ভাষ্য, গীতাভাষ্য ও শারীরকসূত্রভাষ্য

আলোচনা করিলে এই শ্রৌত ও স্মার্ত্ত ধর্ম্মে তাঁহার প্রগাঢ় শ্রদ্ধার পরিচয় পাওয়া যায়। উপনিষৎ ও গীতা বাক্যের ব্যাখ্যাতে আচার্য্য অন্বয় করেন নাই অর্থাৎ উপনিষৎ ও গীতা বাক্যের আনুপূর্ব্বীর কোন পরিবর্ত্তন করেন নাই। যেভাবে পদগুলি সন্নিবিষ্ট, সেই-ভাবে রাখিয়াই ব্যাখ্যা করিয়াছেন। পদের পৌর্ব্বাপর্য্য পরিবর্ত্তন করিলে তাহা আর সে বাক্য থাকে না। ইহাতে অপৌরুষেয় উক্তির ও ভগবদুক্তির মর্য্যাদা হানি হয় মনে করিয়া বাক্যগুলিকে যথাবস্থিত রাখিয়াই ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ভগবান্ ভাষ্যকার শাস্ত্রগুলিকে কি দৃষ্টিতে দেখিতেন, ইহা তাহার একটী প্রকৃষ্ট প্রমাণ। শারীরক-সূত্রের দেবতাধিকরণ ভাষ্য পাঠ করিলে ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যের শাস্ত্রশ্রদ্ধার কিঞ্চিৎ পরিচয় পাওয়া যাইবে।

আচার্য্যপাদের শিষ্যগণের রচিত গ্রন্থাবলী হইতেও আমরা আচার্য্যপাদের উপদেশের মহিমা অবগত হইতে পারি। শারদা মঠের মঠাধীশ বিশ্বরূপাচার্য্য ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যের শিষ্য ছিলেন। এই বিশ্বরূপাচার্য্য যাজ্ঞবল্ক্যস্মৃতির বালক্রীড়া নামে একখানি টীকা প্রণয়ন করেন। এই টীকার সহিত যাজ্ঞবল্ক্যস্মৃতির ব্যবহারাধ্যায় মুদ্রিত হইয়াছে। দেওয়ানী ও ফৌজদারী বিচার বিভাগ এই ব্যবহারাধ্যায়ের অন্তর্গত। পরবর্ত্তী কালে পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য বিজ্ঞানেশ্বর ভগবৎপাদ এই বিশ্বরূপাচার্য্যপ্রণীত টীকা অবলম্বন করিয়া যাজ্ঞবল্ক্যস্মৃতির 'মিতাক্ষরা' নামে একখানি অতি সমীচীন টীকা প্রণয়ন করেন[১]। এই মিতাক্ষরাকার অদ্বৈতবাদী আচার্য্য ছিলেন। যাজ্ঞবল্ক্যস্মৃতির প্রায়শ্চিত্তাধ্যায়ে যে 'যতিধর্ম্ম প্রকরণ' আছে, তাহার মিতাক্ষরা টীকা দেখিলেই—মিতাক্ষরাকার যে অদ্বৈতবাদী ছিলেন, তাহা বুঝিতে পারা যাইবে।[২]

---

১ যাজ্ঞবল্ক্যমুনিভাষিতং মুহুর্বিশ্বরূপ-বিকটোক্তি-বিস্তৃতম্। (মঙ্গলশ্লোক, মিতাক্ষরা।)

২ যদ্যপি জীবপরমাত্মনোঃ পারমার্থিকভেদো নাস্তি তথাপ্যাত্মনঃ সকাশাদ-

বিশ্বরূপাচার্য্য বৃহদারণ্যক ভাষ্যের বার্ত্তিক রচনা করিয়াছিলেন। এই বার্ত্তিক সুরেশ্বরাচার্য্য রচিত বলিয়া জনসমাজে আদৃত। সুরেশ্বরাচার্য্যই বিশ্বরূপাচার্য্য। বিদ্যারণ্যস্বামী বিরচিত 'বিবরণপ্রমেয়-সংগ্রহে' সুরেশ্বরাচার্য্য প্রণীত[৩] 'বার্ত্তিক শ্লোক' বিশ্বরূপাচার্য্যপ্রণীত বলিয়া উদ্ধৃত হইয়াছে। পরাশর সংহিতার 'মাধবীয় ভাষ্যে'[৪] এরূপ আরও বহুগ্রন্থে[৫] বার্ত্তিক শ্লোক বিশ্বরূপাচার্য্যের নামে উল্লিখিত হইয়াছে। এই বার্ত্তিক গ্রন্থে পূর্ব্বমীমাংসাশাস্ত্রে অর্থাৎ ধর্ম্ম-

---

বিদ্যোপাধিভেদভিন্নতয়া জীবাত্মানঃ প্রভবন্তি হি যস্মাৎ তস্মাদ্ যুজ্যত এব জীবপরমাত্মনোর্ভেদব্যপদেশঃ। (নির্ণয়সাগর মুদ্রিত মিতাক্ষরা পৃঃ ৩৪০ প্রায়শ্চিত্তাধ্যায় যতিধর্ম্মপ্রকরণ ৬৭ শ্লোক)

সত্যমাত্মা সকলজগৎপ্রপঞ্চাবির্ভাবেহবিদ্যা-সমাবেশ-বশাৎ সমবায্যসমবায়ি নিমিত্তমিত্যেবং স্বয়মেব ত্রিবিধমপি কারণং ন পুনঃ কার্য্যকোটিনিবিষ্টঃ (প্রায়শ্চিত্তাধ্যায় যতিধর্ম্মপ্রকরণ ৬৪ শ্লোক পৃঃ—৩৪০।)

নন্বেকস্মিন্নাত্মনি সুরনরাদিদেহেষু ভেদপ্রত্যয়ো ন ঘটতে ইত্যাশঙ্ক্যাহ—আকাশমেকমিত্যাদি। যথৈকমেব গগনং কূপকুম্ভাদ্যুপাধিভেদভিন্নং নানেবানুভূয়তে, যথা বা ভানুরেকোঽপি ভিন্নেষু জলভাজনেষু করকমণিকমল্লিকাদিষু নানেবানুভূয়তে তথৈকোঽপ্যাত্মা অন্তঃকরণোপাধিভেদেন নানা প্রতীয়তে।

৩ বিজয়নগর সিরিজ মুদ্রিত বিবরণ প্রমেয় সংগ্রহ ৯২ পৃষ্ঠা।

৪ পরাশর মাধবীয় ভাষ্যে—

"আম্রে ফলার্থ ইত্যাদি হ্যাপস্তম্বস্মৃতের্বচঃ।
ফলবত্ত্বং সমাচষ্টে নিত্যানামপি কর্ম্মণাম্॥

(সুরেশ্বরাচার্য্য কৃত বৃহদারণ্যক ভাষ্যবার্ত্তিক ১, ১, ৯৭)

ইদং বাক্যং নিত্যকর্মবিষয়ত্বেন বার্ত্তিকে বিশ্বরূপাচার্য্য উদাজহার (পরাশর মাধবীয় ভাষ্য Vol. I part I pp, 57)

৫ ব্রহ্মানন্দ ভারতীকৃত "পুরুষার্থপ্রবোধ" গ্রন্থে "নৈষ্কর্ম্যসিদ্ধি" গ্রন্থের প্রণেতা সুরেশ্বরকে বিশ্বরূপাচার্য্য বলা হইয়াছে—

"ইত্যেবং নৈষ্কর্ম্যসিদ্ধৌ ব্রহ্মাংশৈর্ব্রহ্মবিত্তমৈঃ।
শ্রীমদ্ভির্বিশ্বরূপাদ্যৈরাচার্য্যৈঃ করুণার্ণবৈঃ॥

মীমাংসাশাস্ত্রে আচার্য্যের কি পরিমাণ পাণ্ডিত্য ও মর্ম্মজ্ঞতা প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা সেই গ্রন্থ না পড়িলে বলিয়া বুঝাইতে পারা যায় না।

দক্ষিণাপথে এই অদ্বৈতসম্প্রদায় স্মার্ত্ত সম্প্রদায় বলিয়া প্রসিদ্ধ। আচার্য্য শঙ্করপ্রদর্শিত অদ্বৈতমতের অনুসারী ব্যক্তিবর্গ মন্বাদি স্মৃতিশাস্ত্রসম্মত কর্ম্মকলাপ নিয়মিতভাবে অনুষ্ঠান করেন বলিয়াই ইঁহাদিগকে স্মার্ত্ত সম্প্রদায় বলে।

এই মিতাক্ষরাকার বিজ্ঞানেশ্বর দক্ষিণাপথে চালুক্য বংশীয় রাজা বিক্রমাদিত্যের আশ্রিত ছিলেন। হায়দরাবাদ রাজ্যের অন্তর্গত কল্যাণপুর নামক স্থানে মহারাজ বিক্রমাদিত্যের রাজধানী ছিল। ইহা বর্ত্তমান সময়ে কল্যাণকীর্ত্তি নামে প্রসিদ্ধ। ৯৯৮ শক হইতে ১০৪৮ শক পর্য্যন্ত এই বিক্রমাদিত্য রাজত্ব করিয়াছিলেন। সুতরাং মিতাক্ষরাকার প্রায় নয় শত বৎসরের পুরাতন ব্যক্তি।[৬] যাজ্ঞবল্ক্যস্মৃতির যে দুইখানা প্রাচীন টীকা প্রচলিত আছে, তন্মধ্যে মিতাক্ষরাকার যে অদ্বৈতবাদী ছিলেন, তাহা কথিত হইয়াছে। বিশ্বরূপাচার্য্য অদ্বৈতবাদের পরমাচার্য্য ছিলেন। তাঁহার অদ্বৈতবাদিতায় সন্দেহ না হওয়াই স্বাভাবিক। মাত্র ব্যবহারাধ্যায়ের বিশ্বরূপাচার্য্য-টীকা মুদ্রিত হইয়াছে। যতিধর্ম্ম-প্রকরণের টীকা মুদ্রিত হইলে তাহা হইতেও প্রমাণ প্রদর্শন সম্ভব হইত। পি, ভি, কানে মহাশয় স্বরচিত ধর্ম্মশাস্ত্রের ইতিহাস গ্রন্থে History of Dharmashastra Vol. I.) বিশ্বরূপাচার্য্য বিরচিত "বালক্রীড়া" টীকার যতিধর্ম্মপ্রকরণ হইতে অনেক বাক্য

---

৬ নির্ণয় সাগর মুদ্রিত মিতাক্ষরার ভূমিকা ও কানে মহাশয়ের ধর্ম্মশাস্ত্রের ইতিহাস দ্রষ্টব্য।

প্রায়শ্চিত্ত অধ্যায় যতিধর্ম্ম প্রকরণ—১৪৪ শ্লোক। পৃং—৩৫৬।

উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছেন যে, বিশ্বরূপাচার্য্য ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যের সম্পূর্ণ অনুযায়ী অদ্বৈতবাদী ছিলেন।[৭]

কানে মহাশয় আরও দেখাইয়াছেন যে, বিশ্বরূপাচার্য্য "বালক্রীড়া" টীকাতে গৌড়পাদ আচার্য্যের 'মাণ্ডুক্যকারিকা' হইতে শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন। এই ইতিহাস গ্রন্থের ২৫২ পৃষ্ঠাতে বিশ্বরূপাচার্য্যের বিশেষ বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। এই বিশ্বরূপাচার্য্য অন্য স্মৃতি-নিবন্ধও রচনা করিয়াছিলেন। পরবর্ত্তী স্মার্ত্তপণ্ডিতগণ "বিশ্বরূপ-নিবন্ধের" নাম উল্লেখ করিয়াছেন। "শ্রাদ্ধকলিকা" নামক একখানি গ্রন্থও বিশ্বরূপাচার্য্য-রচিত বলিয়া প্রসিদ্ধ।

এইরূপ 'মনুসংহিতা'র প্রাচীন ভাষ্যকার মেধাতিথি তাঁহার ভাষ্যে অদ্বৈতবাদিতার পরিচয় দিয়াছেন।[৮] মনুসংহিতার ৬ষ্ঠ ও ১২শ

---

৭ (ক) অপবর্গার্থং হি পারিব্রাজ্যং জ্ঞানৈকসাধনং ন তত্র কর্ম্মণাং প্রয়োজনমিত্যুক্তমেব।

(খ) তত্ত্বাগ্রহণাত্মকেনাবিদ্যোত্থত্বাৎ প্রপঞ্চস্য এবমাদিচোদ্যানবকাশ এব।

(গ) তত্ত্বেন ব্রহ্মণো নান্যদ্ বস্ত্বন্তরমস্তীতি ব্রহ্মবিদাং স্থিতিঃ।

যাজ্ঞবল্ক্য-প্রায়শ্চিত্তাধ্যায় ৬৬ শ্লোক।

৮ (ক) সপ্তদ্বারাবকীর্ণাং চ ন বাচমনৃতাং বদেৎ॥ অত্রাবকীর্ণাং বিক্ষিপ্তামেতদ্বিষয়াং ন বাচমনৃতাং বদেৎ ভেদাশ্রয়ত্বাদেতেষাং ভেদস্য সর্ব্বস্যাসত্যত্বাদনৃতামিত্যুক্তং কিন্তর্হি মোক্ষাশ্রয়ামেব বদেৎ॥ মেধাতিথিভাষ্য মনুসংহিতা॥ মনু সং ৬ অ ৪৮ শ্লো, বঙ্গবাসী সং ৫১৩ পৃঃ।

(খ) "অথবা অদ্বৈতদর্শনে নৈব চেতনাচেতনানি ভূতানি পৃথকৃত্বেন সন্তি, তস্যৈবায়ং বিবর্ত্তঃ, অতো বিবর্ত্তানাং ভূতময়ত্বাৎ তৈশ্চ তস্যাভেদাদ্‌যুক্তমেব তন্ময়ত্বম্॥ মনু ১ম ৭ শ্লোক, ১১ পৃঃ। "কথং পুনরেকস্য নানারূপবিবর্ত্তিতোপপত্তিরেকত্বাদ্বিরোধিনী, উচ্যতে এবমাহুর্বিবর্ত্তবাদিনঃ—যথা সমুদ্রাদ্ বায়ুনাঽভিহতা উর্ম্ময়ঃ সমুত্তিষ্ঠন্তি, তে চ ন ততো ভিদ্যন্তে নাপি লিপ্যন্তে সর্ব্বথা ভেদাঽভেদাভ্যাং নির্ব্বাচ্যাঃ এবময়ং ব্রহ্মণো বিশ্ববিবর্ত্তঃ। অপিশব্দশ্চাত্র দ্রষ্টব্যঃ। স্বরূপে স্থিতোঽগ্রাহ্যো বিবর্ত্তাবস্থায়াং ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যঃ। এবং সূক্ষ্মঃ,

অধ্যায়ের মেধাতিথিভাষ্য দেখিলে ভাষ্যকারের অদ্বৈতবাদিতার বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। ইনি অদ্বৈতবাদী হইলেও প্রচলিত অদ্বৈত-বাদের সহিত ইঁহার ভেদ আছে। ইনি প্রভাকরমতানুসারী মীমাংসক। এজন্য বেদের অর্থ কার্য্যরূপ, সিদ্ধরূপ নহে—এইরূপ বলিয়াছেন এবং জ্ঞানেও বিধি স্বীকার করিয়াছেন, 'বেদান্তসূত্রে'র ১ম অধ্যায় ১ম পাদের ৪র্থ সূত্রে ভাষ্যকার শঙ্কর "অত্রাপরে প্রত্যবতিষ্ঠন্তে" বলিয়া যে আচার্য্যগণের মত দেখাইয়াছেন, মেধাতিথি সেই মতেরই অনুযায়ী বলিয়া মনে হয়। এই মতের বিশেষ পরিচয়, সম্ভব হইলে পরে প্রদর্শিত হইবে। এইরূপ মনুসংহিতার আর একজন টীকাকার রাঘবানন্দ অদ্বৈতবাদী ছিলেন। ইনি শঙ্করাচার্য্যের মত সম্পূর্ণ অনুসরণ করিয়াছেন।

প্রসিদ্ধ মাধবাচার্য্য যিনি পরে বিদ্যারণ্যস্বামী নামে প্রখ্যাত হইয়া শৃঙ্গেরীমঠে শঙ্করাচার্য্যরূপে অবস্থিত ছিলেন, তিনি অদ্বৈতবিদ্যার আচার্য্য এবং বহু গ্রন্থের প্রণেতা। স্মার্ত্ত কর্ম্মের জন্য পরাশর স্মৃতির ব্যাখ্যা[৯]—'পরাশর-মাধব' ও কালনির্ণয় যাহা 'কালমাধব' বলিয়া পরিচিত এই দুইখানা গ্রন্থ রচনা করেন। পূর্ব্বমীমাংসাতে

অপিশব্দাৎ স্থূলাবস্থায়াং স্থূলঃ। অব্যক্তো ব্যক্তশ্চ শাশ্বতোঽশাশ্বতশ্চ ভূতময়স্তদ্রূপ-রহিতশ্চ। বিবর্ত্তাবস্থাভেদেনৈব ব্যাখ্যেয়ম্। মনু ১ম অ, ৭ শ্লোক, ১১পৃঃ।

(গ) ননু চ—সর্ব্ব এব ভাবা এবংরূপাঃ স্বেন রূপেণ সদাত্মকাঃ পররূপেণাসন্তঃ। কিমুচ্যতে ব্রহ্মণ্যবিরুদ্ধ ইতি। উচ্যতে অদ্বৈতদর্শনে নৈবান্যদ্-ব্রহ্মণঃ কিঞ্চিদস্তীতি। (মনু ১ম অ, ১১ শ্লোক পৃঃ ১৩)।

(ঘ) কিমেতে ক্ষেত্রজ্ঞাঃ পরমাত্মনো বিভূতয় উত স্বতন্ত্রাঃ? নৈবং পরমাত্মনোঽন্যঃ কশ্চিদস্তীতি বেদান্তনিষেবণাদিনা নিশ্চিত্য ধ্যাতব্যম্। মনু—ষষ্ঠ অ, ৭৩ শ্লোক পৃঃ—৫২১।

৯ শ্রুতিস্মৃতি-সদাচার-পালকো মাধবো বুধঃ।
স্মার্ত্তং ব্যাখ্যায় সর্ব্বার্থং দ্বিজার্থং শ্রৌত উদ্যতঃ ॥৫॥
জৈমিনীয় ন্যায়মালা ১।১।১

'জৈমিনীয়ন্যায়মালাবিস্তর' এবং 'যজুর্ব্বেদভাষ্য', 'ঋগ্‌বেদভাষ্য', 'সামসংহিতাভাষ্য' প্রভৃতি বেদের ভাষ্য গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। এই মাধবাচার্য্য প্রণীত 'পুরাণসার' নামে আর একখানা গ্রন্থও পাওয়া যায়।

এই মাধবাচার্য্য দক্ষিণাপথে বিজয়নগরের মহারাজ বুক্কণের প্রধান মন্ত্রী ছিলেন। ইনি দীর্ঘকাল এই মন্ত্রিপদে অধিষ্ঠিত থাকিয়া স্মৃতি, পুরাণ, বেদ প্রভৃতি গ্রন্থের ব্যাখ্যা ও ভাষ্য প্রণয়ন করিয়া দেশে শ্রৌত ও স্মার্ত্ত ধর্ম্মের বহুল প্রচার করিয়াছিলেন। রাজার আশ্রিত হওয়ায় এই কার্য্যে রাজার প্রচুর সহায়তাও পাইয়াছিলেন। মাধবাচার্য্য কিছুদিন মন্ত্রিপদে অধিষ্ঠিত থাকিয়া জয়ন্তী প্রদেশ শাসন করিবার জন্য নিযুক্ত হইয়াছিলেন। এই সময়ে কোঙ্কন দেশের রাজধানী গোবা নগরী, পাঠানরাজগণের অধিকৃত ছিল। তাহাদিগকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়া[১০] এই স্থান নিজের অধীন করিয়াছিলেন এবং এই কোঙ্কন প্রদেশের অন্তর্গত ২৫ পঁচিশখানি গ্রামযুক্ত কুচোর পরগণা ব্রাহ্মণদিগকে দান করিয়াছিলেন। ইহা তাঁহার দানপত্র হইতে জানা যায়। এখন পর্য্যন্ত এই গ্রামসমূহ মাধবাচার্য্যের দানপত্র অনুসারে সেই বংশের ব্রাহ্মণেরাই ভোগ করিতেছেন।

মাধবাচার্য্য ১৩৯১ খৃঃ অব্দে ১৩১৩ শকাব্দায় কোঙ্কনদেশ জয় করিয়া এই বিজয়-স্মৃতি রক্ষার জন্য 'মাধবপুর' নামে নগর স্থাপন করেন। এই মাধবাচার্য্য চতুর্থাশ্রমে 'বিদ্যারণ্য' নামে প্রখ্যাত হইয়া "পঞ্চদশী", "জীবন্মুক্তিবিবেক", "বিবরণ-প্রমেয়সংগ্রহ", "বৃহদারণ্যক-বার্ত্তিকসার" নামক অদ্বৈতবাদের বহু গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন।

---

১০ আশান্তবিশ্রান্ত-যশাঃ স মন্ত্রী দিশো বিজেতুং মহতা বলেন গোবাভিধাং কোঙ্কনরাজধানীমন্যেন মন্যেহর্ণবদর্ণবেন। ১। প্রতিষ্ঠিতাংস্তত্র তুরস্কসঙ্ঘান্ উৎসাদ্য দোষ্ণা ভুবনৈকবীর উন্মুলিতানামকরোৎ প্রতিষ্ঠাং শ্রীসপ্তনাথাদিসুধাভুজাং যঃ। ২। মাধব প্রশস্তি পত্র

মাধবাচার্য্যের কনিষ্ঠ ভ্রাতা সায়ণাচার্য্যও মাধবাচার্য্যের মতই অসাধারণ পণ্ডিত এবং অদ্বৈত বেদান্তের পরমাচার্য্য ছিলেন। মাধবাচার্য্যের আদেশে যে সমস্ত গ্রন্থ সায়ণাচার্য্য রচনা করিয়াছিলেন, সেই সমস্ত গ্রন্থের পুষ্পিকাতে 'ইতি মাধবীয়ে সায়ণাচার্য্যবিরচিতে' এরূপ উল্লেখ করিয়াছেন। এই সায়ণাচার্য্যের পুত্রের নামও মাধবাচার্য্য ছিল। অনেকে পূর্ব্ব মাধবাচার্য্যের সহিত এই সায়ণ-পুত্র মাধবের অভেদ মনে করেন। কিন্তু তাহা নহে। সায়ণ-পুত্র মাধব 'স্মৃতিরত্ন' নামে একখানি সুবৃহৎ স্মৃতিনিবন্ধ প্রণয়ন করিয়াছিলেন। সেই গ্রন্থে নিজের যে পরিচয় দিয়াছেন, তাহাতে সায়ণ-ভ্রাতা মাধবাচার্য্য হইতে তিনি যে ভিন্ন ব্যক্তি, তাহা সুস্পষ্ট লিখিত আছে। তাহাতে তিনি লিখিয়াছেন—"রাজাধিরাজ-পরমেশ্বর-বৈদিকমার্গপ্রতিষ্ঠাপক-শ্রীবীরহরিহর-ভূপাল-সাম্রাজ্যধুরন্ধরসায়ণাচার্য্যতনূদ্ভবমাধবাচায্য-বিরচিতে স্মৃতিরত্নে সম্পূর্ণমাহ্নিকম্"[১১]।

এই সায়ণ-পুত্র মাধবাচার্য্যই প্রসিদ্ধ 'সর্ব্বদর্শন-সংগ্রহ' গ্রন্থের প্রণেতা। সর্ব্বদর্শন সংগ্রহে মাধব নিজেকে "শ্রীমৎসায়ণমাধবঃ প্রভুরুপন্যাস্থৎ সতাং প্রীতয়ে" এইরূপ আত্মপরিচয় দিয়াছেন। তাহাতে তিনি যে সায়ণাচার্য্যের পুত্র, তাহা বলা হইয়াছে। অনেকে 'সায়ণ' এটীকে বংশনাম মনে করেন। কিন্তু স্মৃতিরত্ন গ্রন্থ দেখিলে এই বিষয়ে নিঃসংশয় হওয়া যায়। আরও বিশেষ কথা এই যে—'জৈমিনীয়-ন্যায়মালাবিস্তর' গ্রন্থে মাধবাচার্য্য নিজেই বলিয়াছেন যে—'বাগীশাদ্যাঃ

---

১১ স্মৃতিরত্ন গ্রন্থের প্রারম্ভে সায়ণাচার্য্যের পুত্র মাধবাচার্য্য নিজের এইরূপ পরিচয় প্রদান করিয়াছেন—কোঽন্যো মায়ণ-সায়ণস্য সদৃশীং খ্যাতিং পরাং গাহতে॥ অমুষ্মাদায়ুষ্মান্ ভুবনমহিতাৎ সায়ণবিভোঃ সমুদ্রাদুদ্ভূতঃ প্রকটিতকলো মাধববিধুঃ।

(A Descriptive Catalogue of the Sanskrit Manuscripts Government of Madras. Vol, XXVII.p. 10087)

সুমনসঃ সর্ব্বার্থানামুপক্রমে। যং নত্বা কৃতকৃত্যাঃ স্যুস্তং নমামি গজাননম্”॥ এই শ্লোকটী আমার প্রতিগ্রন্থের প্রারম্ভিক মুদ্রারূপ অর্থাৎ আমার অসাধারণ পরিচয়রূপে ব্যবহৃত হয়। ‘সর্ব্বদর্শনসংগ্রহে’র প্রারম্ভে এই শ্লোক নাই। এজন্য তাহা পূর্ব্বোক্ত মাধবাচার্য্যের প্রণীত নহে।

এই অসাধারণ স্মৃতিনিবন্ধ প্রণেতা সায়ণ-পুত্র মাধবাচার্য্য স্বীয় ‘সর্ব্বদর্শনসংগ্রহ’ গ্রন্থের সর্ব্বশেষে অদ্বৈত বেদান্ত দর্শন নিরূপণ করিয়া এই বেদান্ত দর্শন যে সর্ব্বদর্শন শ্রেষ্ঠ, তাহাই দেখাইয়াছেন এবং ‘সর্ব্বদর্শনসংগ্রহে’র সমাপ্তি পুষ্পিকাতেও এই কথাই বলিয়াছেন। কিন্তু কলিকাতা মুদ্রিত ‘সর্ব্বদর্শনসংগ্রহে’ অদ্বৈতবেদান্ত দর্শনাংশ মুদ্রিত হয় নাই। কিন্তু ‘সর্ব্বদর্শন-শিরোমণিভূতং অদ্বৈত-দর্শনং অন্যত্র নিরূপিতম্’ এরূপ একটী পাঠ আছে। এই প্রবন্ধে স্মৃতিরত্ন-গ্রন্থের পরিচয় দেওয়া অসম্ভব বলিয়া বিরত হইলাম। কিন্তু ইহা বলিতে বাধ্য হইতেছি যে স্মার্ত্তচূড়ামণি সায়ণ-পুত্র মাধব অদ্বৈত বেদান্তেরও একজন পরমাচার্য্য ছিলেন।

আপস্তম্ব ধর্ম্মসূত্রের ব্যাখ্যাতা হরদত্ত ‘উজ্জ্বলা’ নামক বৃত্তিতে প্রথম প্রশ্নের অষ্টম পটলের ২৩ কণ্ডিকার ব্যাখ্যাতে অদ্বৈতবাদের সুস্পষ্ট পরিচয় দিতে বলিয়াছেন—[১২] “আত্মা পরমার্থতঃ জ্ঞানস্বরূপ অত্যন্ত নির্ম্মল হইলেও সেই জ্ঞানস্বরূপ আত্মা বিষয়রূপে ভাসমান হয়।”—বিষ্ণুপুরাণ ২য় অ ৬ শ্লোক।

তাহার পর বৃত্তিকার হরদত্ত বলিতেছেন—[১৩] স্বভাবতঃ স্বচ্ছ

১২ “জ্ঞানস্বরূপমত্যন্তং নির্ম্মলং পরমার্থতঃ। তদেবার্থস্বরূপেণ ভ্রান্তিদর্শনতঃ স্থিতম্” ইতি পুরাণম্।

১৩ স্বভাবতঃ স্বচ্ছস্য চিদ্রূপস্যাত্মনঃ নীলপীতাদ্যাকারকালুষ্যং তদ্রূপায়া বুদ্ধিবৃত্তেরনুরাগকৃতং ভ্রান্তমিত্যর্থঃ। বৈষয়িকজ্ঞানাদন্য ইতি বিশেষণেনার্থাজ জ্ঞানাত্মক ইত্যপি সিদ্ধং ‘সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্মেতি’ চ শ্রুতেঃ (তৈঃ উপ—২-১-১)

চিদ্রূপ আত্মা নীলপীতাদি আকারের দ্বারা যে কলুষিত হন, তাহা নীলপীতাদ্যাকার বুদ্ধিবৃত্তির অনুরাগ জন্য হইয়া থাকে, অতএব ইহা ভ্রান্ত। আত্মা জ্ঞানস্বরূপ হইলেও তাহা বৈষয়িক জ্ঞানরূপ নহে। এই আত্মা বৈষয়িক জ্ঞান হইতে অন্য, এইরূপ বিশেষণদ্বারা আত্মা যে জ্ঞানাত্মক, তাহাও সিদ্ধ হইল। তৈত্তিরীয় উপনিষদে ব্রহ্মকে সত্য জ্ঞান অনন্ত স্বরূপ বলা হইয়াছে। এই এই নির্ম্মল জ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্ম (আত্মা) পরমেষ্ঠী। এই আত্মা পরমেষ্ঠী হইয়াও "বিভাক্"। দেবমনুষ্যাদিরূপে নানা শরীরে অনুপ্রবেশ করিয়া আত্মাকে বিভাগ করেন, এজন্য তাঁহাকে বিভাক্ বলা হইয়াছে। এই বিভাক্ আত্মা হইতে সমস্ত দেবমনুষ্যাদি শরীর উৎপন্ন হইয়াছে। এই আত্মাই প্রপঞ্চ সৃষ্টির মূল অর্থাৎ প্রপঞ্চ সৃষ্টির ভোক্তৃরূপে মূল কারণ। তিনি নিত্য, অবিনাশী, শাশ্বতিক, একরূপ ও অবিকার।

আপস্তম্বীয় ধর্ম্মসূত্রের প্রায়শ্চিত্ত প্রকরণে অধ্যাত্ম পটল নামক প্রথম প্রশ্নের অষ্টম পটল অবস্থিত। এই পটলের হরদত্তকৃত ব্যাখ্যা দেখান হইয়াছে। এই অধ্যাত্ম পটলের ভগবান্ শ্রীশঙ্করাচার্য্য বিরচিত এক ভাষ্যও আছে। সেই শাঙ্করভাষ্য অবলম্বন করিয়াই হরদত্ত এই ব্যাখ্যা করিয়াছেন। এই খণ্ডের শাঙ্কর ভাষ্যের কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম।[১৪] ইহাতে স্পষ্ট প্রতিপন্ন হইবে

এবং-ভূতঃ স আত্মা পরমেষ্ঠী পরমে স্বরূপে তিষ্ঠতীতি বিভাজ ইত্যস্য পরেণ সম্বন্ধঃ। বিভজত্যাত্মানং দেবমনুষ্যাদিরূপেণ নানাশরীরানুপ্রবেশেনেতি বিভাক্। তস্মাদ্বিভাজো নিমিত্তভূতাৎ সর্ব্বে কায়া দেবমনুষ্যাদিশরীরাণি প্রভবন্ত্যুৎপদ্যন্তে স মূলং স প্রপঞ্চসৃষ্টের্ভোক্তৃতয়া মূলং কারণং স নিত্যোঽবিনাশী শাশ্বতিকঃ একরূপোঽবিকারঃ॥ ১।৮।২৩॥

১৪ স পরমাত্মা ইন্দ্রিয়ৈর্জন্যতে যজ্‌জ্ঞানং জগতোঽস্য, তস্মাজ্‌জ্ঞানাদন্যো বিলক্ষণো লৌকিকজ্ঞানাদন্য ইতি বিশেষণাজ্ জ্ঞানাত্মক ইত্যেতৎ সিদ্ধং, সত্যং জ্ঞানমনন্তম্। তৈঃ—২।১।১ শাঙ্কর ভাষ্য আপস্তম্ব সূত্র অধ্যাত্ম পটল।

যে, হরদত্ত অদ্বৈতমতের পক্ষপাতী ছিলেন। ভগবান্ শ্রীশঙ্করাচার্য্যও এই আপস্তম্ব ধর্ম্মসূত্রের অধ্যাত্ম পটল হইতে "আত্মলাভান্ন পরং বিদ্যতে" "তস্মাৎ কায়াঃ প্রভবন্তি সর্ব্বে, স মূলং শাশ্বতিকঃ স নিত্যঃ" এই দুইটী বাক্য স্বীয় মত পোষণের জন্য শারীরিক ভাষ্যমধ্যে উদ্ধৃত করিয়াছেন। ইহার অভিপ্রায়—আপস্তম্ব ধর্ম্মসূত্রে আত্মলাভ হইতে শ্রেষ্ঠ বস্তু আর কিছু নাই, ইহা বলা হইয়াছে। আত্মলাভ করার অর্থ—আত্মস্বরূপের সাক্ষাৎকার। আবার আপস্তম্ব-ধর্ম্মসূত্রে বলা হইয়াছে—এই আত্মা হইতেই সমস্ত শরীর উৎপন্ন হইয়াছে, এই আত্মাই সমস্ত কার্য্যের মূল এবং শাশ্বত ও নিত্য।

ধর্ম্মশাস্ত্রসমূহের টীকাকারগণের অদ্বৈতবাদিতার কিঞ্চিৎ পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু ধর্ম্মশাস্ত্রকার মহর্ষিগণের সম্বন্ধেও ২।১টী কথা বলা আবশ্যক। ধর্ম্মশাস্ত্রকার মহর্ষিগণের সংখ্যা কত? ইহা বোধ হয় এখন পর্য্যন্তও নির্দ্দিষ্ট করিয়া বলিতে পারা যায় না। ১৮ জন স্মৃতিকার ও ১৮ জন উপস্মৃতিকার মহর্ষি আছেন। এই স্মৃতি ও উপস্মৃতি ৩৬ খানি। বোধ হয়, ইহাদের সারাংশ অবলম্বনে "ষট্‌ত্রিংশন্মুনিমত" নামে একখানি গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল। উহাও প্রাচীন। ভগবান্ অঙ্গিরা ১৮ জন উপস্মৃতিকার মহর্ষির নাম করিয়া আরও ২১ জন ধর্ম্মশাস্ত্রকার মহর্ষির নাম বলিয়াছেন। ফল কথা, বর্ত্তমানে ৫৭ জন ধর্ম্মশাস্ত্রকার মহর্ষির উল্লেখ আমরা পাইতেছি। ধর্ম্মশাস্ত্রের টীকা ও নিবন্ধ গ্রন্থে বিচ্ছিন্নভাবে এই মহর্ষিগণের উক্তিও দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু ৫৭ খানি ধর্ম্মশাস্ত্র সম্পূর্ণরূপে আমি দেখি নাই। এই ৫৭ ব্যতিরিক্ত আরও

শঙ্করভাষ্যে ব্রহ্মকে জ্ঞানস্বরূপ বলা হইয়াছে। কারণ, তৈত্তিরীয় শ্রুতিতেই ব্রহ্মকে "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" বলা হইয়াছে। শ্রুতিতে ব্রহ্মকে যে জ্ঞানস্বরূপ বলা হইয়াছে—তাহাতে ব্রহ্ম ইন্দ্রিয়জন্য জ্ঞানস্বরূপ নহে—ইহা বুঝিতে হইবে। ইন্দ্রিয়জন্য জ্ঞানই লৌকিকজ্ঞান। ব্রহ্ম এই লৌকিক জ্ঞান হইতে বিলক্ষণ অর্থাৎ নিত্য—স্বপ্রকাশ জ্ঞানস্বরূপ।

শালঙ্কায়ন প্রভৃতি বহু ধর্ম্মশাস্ত্রকার মহর্ষিগণের উক্তি মিতাক্ষরা প্রভৃতি টীকা গ্রন্থে পাওয়া যায়।[১৫]

এই সমস্ত গ্রন্থের তাৎপর্য্য দেখান অনায়াসসাধ্য নহে। জীবনব্যাপী পরিশ্রম করিলেও তাহা কতদূর সম্ভব বলা যায় না। কিন্তু ইঁহাদের অনেকেই যে অদ্বৈতবাদী ছিলেন, তাহা তাঁহাদের গ্রন্থ এবং অন্যান্য নানা গ্রন্থের পর্য্যালোচনা দ্বারা বুঝা যায়। সংক্ষেপে তাহার কিছু পরিচয় দিতেছি।

ভগবান্ মনু সর্বাত্মতা দর্শনেরই প্রশংসা করিয়াছেন।[১৬] ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যও তাঁহার শারীরক সূত্রভাষ্যের দ্বিতীয় অধ্যায় ১ম পাদের ১ম সূত্রে ইহা সুস্পষ্ট লিখিয়াছেন।

ভগবান্ যাজ্ঞবল্ক্য আদিত্য দেবের নিকট হইতে শুক্লযজুর্ব্বেদ

---

১৫ স্মৃতিরত্নে আদৌ স্মৃতিকর্ত্তৃনিরূপণম্ :—

মনুর্বৃহস্পতির্দক্ষো গৌতমোঽথ যমোঽঙ্গিরাঃ। যোগীশ্বরঃ প্রচেতাশ্চ শাতাতপ-পরাশরৌ ॥ সম্বর্ত্তোশনসৌ শঙ্খলিখিতাবত্রিরেব চ। বিষ্ণ্বাপস্তম্বহারীতা ধর্ম্মশাস্ত্রপ্রবর্ত্তকাঃ ॥ এতে হ্যষ্টাদশ প্রোক্তা মুনয়ো নিয়তব্রতাঃ।

তত্রৈবাঙ্গিরাঃ—

জাবালির্নাচিকেতশ্চ স্কন্দো লোগাক্ষি-কাশ্যপৌ। ব্যাসঃ সনৎকুমারশ্চ শন্তনুর্জনকস্তথা ॥ ব্যাঘ্রঃ কাত্যায়নিশ্চৈব জাতুকর্ণিঃ কপিঞ্জলঃ। বোধায়নশ্চ কাণাদো বিশ্বামিত্রস্তথৈব চ ॥ পৈঠিনসির্গোভিলশ্চেত্যুপস্মৃতিবিধায়কাঃ। বশিষ্ঠো নারদশ্চৈব সুমন্তুশ্চ পিতামহঃ ॥ বভ্রুঃ কার্ষ্ণাজিনিঃ সত্যব্রতো গার্গ্যশ্চ দেবলঃ। জমদগ্নির্ভরদ্বাজঃ পুলস্ত্যঃ পুলহঃ ক্রতুঃ ॥ আত্রেয়শ্ছাগলেয়শ্চ মরীচির্বৎস এব চ। পারস্করো ঋষ্যশৃঙ্গো বৈজবাপস্তথৈব চ ॥ ইত্যেতে স্মৃতিকর্ত্তার একবিংশতি-রীরিতাঃ। এতৈর্যানি প্রণীতানি ধর্ম্মশাস্ত্রাণি বৈ পুরা। তান্যেতানি প্রমাণানি ন হন্তব্যানি হেতুভিঃ।

১৬ সর্ব্বভূতানি চাত্মানং সর্ব্বভূতানি চাত্মনি, সংপশ্যন্নাত্মযাজী বৈ স্বারাজ্য-মধিগচ্ছতি। মনু সং—১২।৯১

ইহার অর্থ—সমস্ত ভূতে আত্মাকে দর্শন করা এবং আত্মাতে সমস্ত ভূতকে দর্শন করা। যিনি এইরূপ দর্শন করেন, তিনি স্বারাজ্য লাভ করিয়া থাকেন।

প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।[১৭] তিনি স্বকৃত যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতাতেও এই কথাই বলিয়াছেন। ভগবান্ যাজ্ঞবল্ক্য অদ্বৈতবাদ সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ করিতে বলিয়াছেন—আকাশ এক হইলেও যেমন ঘটাদি উপাধি দ্বারা ভিন্নরূপে প্রতিভাত হয়, অথবা একই সূর্য বিভিন্ন জলাধারে প্রতিবিম্বিত হইয়া নানা সূর্য্যরূপে প্রতিভাত হয়, সেরূপ আত্মা এক হইলেও নানারূপে প্রতিভাত হইয়া থাকেন। এই উক্তিতে যাজ্ঞবল্ক্য অদ্বৈত বেদান্তে প্রসিদ্ধ অবচ্ছেদবাদ ও প্রতিবিম্ববাদ উভয়ই দেখাইয়াছেন।[১৮]

ভগবান্ দক্ষ চরম অদ্বৈতবাদের কথা সুস্পষ্টভাবে বলিয়াছেন।

দক্ষ বলিতেছেন—"দ্বৈত, অদ্বৈত, দ্বৈতাদ্বৈত, ইহার একটীও পারমার্থিক নহে, যাহা দ্বৈত ও অদ্বৈত হইতে ব্যক্তিরিক্ত, সেই বস্তুই পারমার্থিক। ব্রহ্মভাবিত পুরুষ পরম-পদ লাভ (ব্রহ্মলাভ) করিয়া থাকেন। এই অবস্থাতে অহংভাব বা অন্য সম্বন্ধ থাকে না। দ্বৈতপক্ষাবলম্বিগণও অদ্বৈতেই (পর্য্যবসানে) ব্যবস্থিত, অদ্বৈতিগণের ধর্ম্ম বলিতেছি—অদ্বৈতাবস্থাতে আত্মব্যতিরিক্ত অন্য কিছু দর্শন থাকে না। যদি আত্মব্যতিরেকে দ্বিতীয় বস্তু দর্শন করেন, তবে তাঁহারা শাস্ত্রাধ্যয়ন ও গ্রন্থ শ্রবণ মাত্রই করেন।"[১৯]

---

১৭ আদিত্যাদীমানি শুক্লানি যজূংষি বাজসনেয়েন যাজ্ঞবল্ক্যেনাখ্যায়ন্তে। বৃহদারণ্যক উপ—৬।৫।৩

জ্ঞেয়ং চারণ্যকমহং যদাদিত্যাদবাপ্তবান্। যোগশাস্ত্রঞ্চ মৎপ্রোক্তং জ্ঞেয়ং যোগমভীপ্সতা। যাজ্ঞবল্ক্য স্মৃতি—১১০ শ্লোক প্রায়শ্চিত্তাধ্যায়, যতিধর্ম্মপ্রকরণ।

১৮ আকাশমেকং হি যথা ঘটাদিষু পৃথগ্ ভবেৎ। তথাত্মৈকোঽপ্যনেকস্তু জলাধারেম্বিবাংশুমান্॥ ১৪৪ শ্লোক॥ যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতা, প্রায়শ্চিত্তাধ্যায়, যতিধর্ম্মপ্রকরণ।

১৯ দ্বৈতঞ্চৈব তথাদ্বৈতং দ্বৈতাদ্বৈতং তথৈবচ। ন দ্বৈতং নাপি চাদ্বৈতমতো যৎ পারমার্থিকম্।—৪৮ শ্লোক। নাহং নৈবাস্ত সম্বন্ধো ব্রহ্মভাবেন ভাবিতঃ। ঈদৃশায়ামবস্থায়ামবাপ্য পরমং পদম্। দ্বৈতপক্ষে সমাস্থা যে অদ্বৈতে তু

মহর্ষি দক্ষের এই উক্তির তাৎপর্য্য আমরা আচার্য্য উদয়নের 'আত্মতত্ত্ব-বিবেকে'র আলোচনায় দেখাইব। ভগবান্ আপস্তম্ব তাঁহার ধর্ম্মসূত্রে বলিয়াছেন—"আত্মলাভ হইতে শ্রেষ্ঠ আর কিছুই নাই। এই আত্মা হইতেই সমস্ত শরীর উৎপন্ন হইয়াছে। ইনিই মূল। ইনিই শাশ্বতিক—ইনিই নিত্য। আত্মাকে যে সর্ব্বত্র দর্শন করে, সেই মোক্ষলাভ করে।[২০]

বিষ্ণু-সংহিতাতে ভগবান্ বিষ্ণু বসুধাকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছেন—"হে বসুধে! এই শরীর ক্ষেত্র বলিয়া অভিহিত হয়। আর এই ক্ষেত্রকে যে জানে, তাহাকে ক্ষেত্রজ্ঞ বলে। সর্ব্বক্ষেত্রে আমাকেই ক্ষেত্রজ্ঞ বলিয়া জানিবে। মুমুক্ষুগণ ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ-বিজ্ঞান অবশ্য অবগত হইবেন।[২১]

ভগবান্ হারীত স্বকৃত "হারীত-সংহিতা"তে বলিয়াছেন যে—যিনি "সমস্ত জীবের হৃৎপুণ্ডরীকে স্থিত, যিনি সর্ব্বপ্রাণিহৃদয় এবং যাহা সর্ব্বজনের একমাত্র জ্ঞেয়—তাহাকে 'আমি—সেই হইয়াছি' এরূপ চিন্তা করিবে।[২২]

ব্যবস্থিতাঃ। অদ্বৈতিনাং প্রবক্ষ্যামি যথাধর্ম্মঃ সুনিশ্চিতঃ। তত্রাত্মব্যতিরেকেণ দ্বিতীয়ং যদি পশ্যতি। ততঃ শাস্ত্রাণ্যধীয়ন্তে শ্রূয়ন্তে গ্রন্থসঞ্চয়াঃ।

দক্ষসংহিতা ৪৯—৫১ শ্লোক।

২০ আত্মলাভান্ন পরং বিদ্যতে। ১।৮।২২।২ আপস্তম্বকৃত ধর্ম্মসূত্র।

তস্মাৎ কায়াঃ প্রভবন্তি সর্ব্বে স মূলং শাশ্বতিকঃ স নিত্যঃ। ১।৮।২৩।২ আপস্তম্ব ধর্ম্মসূত্র। আত্মানং চৈব সর্ব্বত্র যঃ পশ্যেৎ স বৈ ব্রহ্মা নাকপৃষ্ঠে বিরাজতি। ১।৮।২৩।১ আ-ধ-সূ।

২১ ইদং শরীরং বসুধে! ক্ষেত্রমিত্যভিধীয়তে। এতদ্ যো বেত্তি তং প্রাহুঃ ক্ষেত্রজ্ঞমিতি তদ্বিদঃ। ৯৭।

ক্ষেত্রজ্ঞমেব মাং বিদ্ধি সর্ব্বক্ষেত্রেষু ভাবিনি। ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞবিজ্ঞানং জ্ঞেয়ং নিত্যং মুমুক্ষুণা। ৯৮। বিষ্ণুসংহিতা—৯৬অ, ৯৭।৯৮।

২২ যৎ সর্ব্বপ্রাণিহৃদয়ং সর্ব্বেষাঞ্চ হৃদি স্থিতং। যচ্চ সর্ব্বজনৈর্জ্ঞেয়ং সোঽহমস্মীতি চিন্তয়েৎ॥ ৭॥ হারীতসংহিতা—৭।৭।

আমরা সাধারণতঃ টীকাকারগণের দৃষ্টি সাহায্যে মূল গ্রন্থের অভিপ্রায় বুঝিতে চেষ্টা করিয়া থাকি। ঐরূপে টীকাকারগণের মত আলোচনা দ্বারা বুঝা যায়, স্মৃতিশাস্ত্র সমূহের অদ্বৈতবাদই তাৎপর্য্য। স্বতন্ত্রভাবে মূলগ্রন্থ আলোচনা করিয়াও ইহার কিঞ্চিৎ আভাস দেখান হইয়াছে। সম্প্রতি মহাভারতের টীকাকারগণ সম্বন্ধে ২।১টী কথা আলোচনা করা যাইতেছে।

মহাভারতের টীকাকারগণের সঙ্ক্ষিপ্ত পরিচয় ও তাঁহাদের মত

১। **রত্নাবলী**—এই প্রাচীন টীকা পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য অভয়ানন্দপূজ্যপাদ-শিষ্য আনন্দপূর্ণ মুনীন্দ্র, প্রণয়ন করেন।[২৩] ইনি বিদ্যাসাগর নামে প্রসিদ্ধ। এই বিদ্যাসাগর 'খণ্ডন-খণ্ড-খাদ্য' গ্রন্থের টীকাকার এবং প্রসিদ্ধ 'বিবরণ' গ্রন্থেরও টীকাকার। ইনি যে অদ্বৈতবাদের আচার্য্য, তাহা সুপ্রসিদ্ধ। তাঁহার রচিত যে কয়খানি গ্রন্থ সম্প্রতি পাওয়া যায়, তাহা এই—

—(১) বৃহদারণ্যকভাষ্যবার্ত্তিক ব্যাখ্যা (ন্যায়-কল্পলতিকা), (২) খণ্ডনখণ্ডখাদ্য টীকা, (৩) মহাবিদ্যা-বিড়ম্বন টীকা, (৪) পঞ্চপাদিকা-বিবরণ ব্যাখ্যা—টীকারত্ন, (৫) ব্রহ্মসিদ্ধি টীকা—ভাবশুদ্ধি।

২। **তাৎপর্য্য দীপিকা বা জ্ঞানদীপিকা**—ইহা পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য সত্যবোধশিষ্য শ্রীদেববোধ কৃত। এই টীকাকার দেববোধ যে অদ্বৈতবাদী ছিলেন, তাহা তাঁহার নামেই বুঝা যায়। বিশেষতঃ এই টীকাকার মঙ্গলাচরণে বলিয়াছেন—"যে বেদব্যাস মুনি

---

২৩ ইতি শ্রীমৎ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য অভয়ানন্দপূজ্যপাদশিষ্যেণ আনন্দপূর্ণমুনীন্দ্রেণ বিদ্যাসাগরাপরনামধেয়েন বিরচিতায়াং ব্যাখ্যানরত্নাবল্যাং মোক্ষধর্ম্মটিপ্পনীকায়াং সমাপ্তো মোক্ষধর্ম্মঃ॥

স্বাত্মানন্দরূপ কৈবল্যামৃত ভোজন করিয়া বাহ্য সুখে বিতৃষ্ণ হইয়াছেন, তাঁহাকে প্রণাম করি।"[১] কর্ণপর্ব্বের টীকার প্রারম্ভে মঙ্গলাচরণ অদ্বৈতবাদিতার পরিচায়ক। এই দেববোধকে প্রামাণিক বলিয়া নীলকণ্ঠ তাঁহার টীকায় উল্লেখ করিয়াছেন (২৮২পৃ বোম্বাই-মুদ্রিত)। মহাভারতের প্রসিদ্ধ টীকাকার অর্জ্জুনমিশ্র এই দেববোধ-বিরচিত "তাৎপর্য্য-দীপিকা" অবলম্বন করিয়াই টীকা প্রণয়ন করিয়াছেন। অরণ্যপর্ব্বের টীকাতে অর্জ্জুনমিশ্র বলিয়াছেন যে, মহাভারতের দেববোধাচার্য্য প্রণীত টীকাই মহৌষধীরূপ লতা—স্বভাবতঃ প্রকাশময়ী বলিয়া সেই লতার আলোকে অব্যক্ত বনভূমি অর্থাৎ অরণ্যপর্ব্ব প্রকাশিত হইতেছে। সেই দেববোধের বাঙ্ মহৌষধী লতাকে প্রণাম।

৩। **ভাবদীপ**—নীলকণ্ঠ—মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ, ইনি শ্রীগোপালের উপাসক পরম বৈষ্ণব হইলেও পূর্ণ অদ্বৈতবাদী। ইনি "নারায়ণং নমস্কৃত্য" শ্লোকের টীকাতে জীব ও ব্রহ্মের ঐক্য প্রতিপাদন করিয়াছেন। যাহা অর্জ্জুন মিশ্র সঙ্ক্ষেপে বলিয়াছেন, তাহাই নীলকণ্ঠ অতি বিস্তৃতভাবে বলিয়াছেন। টীকার প্রারম্ভেই সমস্ত দর্শনের মূল অদ্বৈতদর্শন এইরূপ লিখিয়াছেন[২]। নীলকণ্ঠ বিরচিত

---

১ ইতি শ্রীমৎ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য সত্যবোধশিষ্য পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীদেববোধকৃতৌ মহাভারত-তাৎপর্য্যদীপিকায়াং জ্ঞান-দীপিকায়াং দ্রোণপর্ব্বণি বিবরণং সমাপ্তম্॥

স্ববোধানন্দ-নিষ্যন্দ-কৈবল্যামৃতভোজিনে।
স্বসুখেঽপি বিতৃষ্ণায় কৃষ্ণায় মুনয়ে নমঃ॥
দেববোধমুনে র্জীয়াদ্ বাক্কর্ণী কর্ণপর্ব্বণি।
অজ্ঞান-মত্তমাতঙ্গহৃদয়স্থানদারিণঃ॥

২ নরোঽবিদ্যাবচ্ছিন্নং চৈতন্য জীবঃ, তেন বিষয়ীকৃতেঽনবচ্ছিন্নচৈতন্যরূপে ব্রহ্মণি শুক্তৌ রজতবৎ কল্পিতং চরাচরং অপ্‌শব্দবাচ্যং নারং, তদেব অয়নং শুক্তীদমংশস্য রজতমিব প্রবেশস্থানং যস্য সঃ নারায়ণ ইতি। নীলকণ্ঠটীকা মহাভারত প্রারম্ভ। 'নারায়ণং নমস্কৃত্য' এই শ্লোকের ব্যাখ্যাতে নীলকণ্ঠ 'নর'

"বেদান্তকতক" ও "অবিমুক্ত নিরুক্তিসার" নামক দুইখানি গ্রন্থের উল্লেখ মহাভারত টীকাতে পাওয়া যায়।[৩]

৪। **আকূতচন্দ্রিকা**—রত্নগর্ভ ভট্টাচার্য্য। ইনি মাধবের পৌত্র, হিরণ্যগর্ভের পুত্র। রত্নগর্ভ বিষ্ণুপুরাণেরও টীকাকার। এই টীকা মুদ্রিত হইয়াছে। ইহার প্রথম দুইটী শ্লোকে সম্পূর্ণ অদ্বৈতবাদ প্রকাশিত।[৪] নীলকণ্ঠ তাঁহার টীকার বহুস্থলে রত্নগর্ভের নাম

শব্দের অর্থ বলিয়াছেন জীব অর্থাৎ অবিদ্যাবচ্ছিন্ন চৈতন্য। এই অবিদ্যাবচ্ছিন্ন চৈতন্য জীবের অবিদ্যাদ্বারা বিষয়ীকৃত অনবচ্ছিন্ন চৈতন্যরূপ ব্রহ্মে শুক্তিতে রজতবৎ কল্পিত চরাচর বিশ্বই "অপ" শব্দবাচ্য। ইহাকেই 'নার' বলা হইয়া থাকে। ইহাই "অয়ন" অর্থাৎ আশ্রয় যাঁহার, তিনিই নারায়ণ। রজত যেমন শুক্তির ইদমংশের প্রবেশস্থান, এইরূপ 'নার' পদবাচ্য যাঁহার প্রবেশস্থান অর্থাৎ আশ্রয়, তিনিই নারায়ণ।

কণভক্ষমক্ষচরণং জৈমিনি-কপিলৌ পতঞ্জলিঞ্চ নুমঃ।
শ্রীমদ্‌ব্যাসবচোঽম্বুধি-নয়শীকর-বর্ষিণো মুদিরান্‌॥

৩ চিত্রশালা প্রেস মুদ্রিত মহাভারতের ৭১৩, ৬২৩ পৃঃ ও ৫২ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

৪ অংশদ্বয়েন সৃষ্ট্যাদি-দ্বিসপ্তভুবনোক্তিভিঃ।
অধ্যারোপ্য নিষিদ্ধং তদ্‌ রাজ্ঞাং দ্বিজসদুক্তিভিঃ ॥১॥
দ্বিতীয়েঽংশে মনুব্যাসধর্ম্মাদ্যাঃ স্থিতিহেতবঃ।
বর্ণ্যন্তেঽত্র নিষেধায় কৌরব্যপৃতনা যথা ॥২॥

অর্থাৎ অদ্বৈতশাস্ত্রে সৃষ্টিবাক্যসমূহ দ্বারা ব্রহ্মে প্রপঞ্চের অধ্যারোপ প্রদর্শিত হয় এবং 'নেতি' 'নেতি' ইত্যাদি নিষেধবাক্য দ্বারা আরোপিত প্রপঞ্চের অপবাদ প্রদর্শিত হইয়া থাকে। এই কথাই অদ্বৈতবেদান্তিগণ বলিয়াছেন—"অধ্যারোপাবাদাভ্যাং নিষ্প্রপঞ্চং প্রপঞ্চ্যতে"। বিষ্ণুপুরাণের প্রথম অংশ-দ্বয়ের দ্বারা চতুর্দশ ভুবনের সৃষ্টি বলায় অধ্যারোপ প্রদর্শিত হইয়াছে। অতঃপর নিষেধ বাক্য দ্বারা আরোপিত চতুর্দশ ভুবনের নিষেধ প্রতিপাদিত হইয়াছে। এই শ্লোকের দ্বিজপদ সম্বোধন নহে। বিষ্ণুপুরাণের দ্বিতীয় অংশে মনু, ব্যাস, ধর্ম প্রভৃতির নাম উল্লিখিত হইয়াছে—ইহারা ধর্ম্মের স্থিতিহেতু। ইঁহাদের

উল্লেখ করিয়াছেন। (বম্বে চিত্রশালা প্রেসে মুদ্রিত মহাভারতের ৫৩ পৃ, ৬০পৃ, ২৮২ পৃ দ্রষ্টব্য)

৫। **অর্থপ্রকাশিকা**—সর্ব্বজ্ঞনারায়ণ।

৬। **অর্থদীপিকা**—অর্জ্জুনমিশ্র। ইনি বারেন্দ্র-ব্রাহ্মণ। ইঁহার পিতার নাম ঈশান, নিবাস উত্তর বঙ্গ, গ্রাম চম্পাহট্টী (চম্পটী)। ইনি সত্যখাঁ নামক ব্রাহ্মণ জমিদারের আশ্রিত ছিলেন।

> শ্রীমতঃ সত্যখানস্য যোগক্ষেমান্বয়াঽধুনা।
> টীকেয়ং রচিতা বিদ্বৎপ্রিয়া গঙ্গানিষেবিনা॥

এসিয়াটিক সোসাইটী সংগৃহীত হস্তলিখিত পুস্তকে এইরূপ পরিচয় আছে। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ও এই কথাই বলিয়াছেন। আদিপর্ব্বের টীকার প্রারম্ভে তাঁহার অদ্বৈতবাদিতার পরিচয় আছে।[৫] ইনি মহাভারত টীকাকার দেববোধের অনুসারে টীকা লিখিয়াছেন,[৬] ইহা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে।

প্রতিপাদনের জন্য নহে, কিন্তু ইঁহাদের নিষেধের জন্য। যেমন মহাভারতে কৌরব সৈন্য বর্ণন নিষেধের জন্যই করা হইয়াছে।

৫ নরশ্চাসাবুত্তমশ্চেতি জীবঃ, নরত্বমুক্তব্যুৎপত্ত্যা উত্তমত্বং পরমাত্ম-তাদাত্ম্যাৎ।

"যদেতদ্ দৃশ্যতে লোকে মন্যতে মনসাপি চ।
সর্ব্বং নারায়ণং বিদ্ধি একং নানেব সংস্থিতম্॥

অর্জ্জুন মিশ্র মহাভারতের টীকাতে নরোত্তম পদের ব্যুৎপত্তিতে বলিয়াছেন—পূর্ব্বোক্ত ব্যুৎপত্তি অনুসারে জীবই নরশব্দবাচ্য এবং এই জীবই ব্রহ্মের সহিত অভিন্ন বলিয়া ব্রহ্মাভিন্ন জীবই নরোত্তম পদবাচ্য। লোকে যাহা দেখা যায়, মনের দ্বারাও যাহা চিন্তা করা যায়, তাহা সমস্তই একমাত্র নারায়ণ। নারায়ণ এক হইয়াও নানার মত প্রতিভাত হইয়া থাকেন।

৬ অরণ্যে দেববোধস্য বাঙ্ মহৌষধিবল্লয়ঃ।
জয়ন্তি সহজোদ্দ্যোত-দর্শনাব্যক্তভূময়ঃ॥

৭। **বিবরণ**—যজ্ঞনারায়ণ।

৮। **প্রকাশ**—লক্ষ্মণ (শাণ্ডিল্য)।

৯। **টীকা (মিতভাষিণী)**—পরমানন্দ ভট্টাচার্য্য—এই টীকাকার বাঙ্গালী বলিয়া মনে হয়। ইনি রামোপাসক বৈষ্ণব হইলেও অদ্বৈতবাদী ছিলেন[৭]। টীকার মঙ্গলাচরণে তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ও সংস্কৃত পুঁথির ক্যাটালগে ভূমিকায় পরমানন্দ ভট্টাচার্য্যকে বাঙ্গালী বলিয়া সন্দেহ করিয়াছেন।

১০। **দীপিকা**—নন্দনাচার্য্য।

১১। — — রামকৃষ্ণ

১২। **মনোরমা**— ×

১৩। × ×[৮]

১৪। **মহাভারত-তাৎপর্য্য-প্রকাশিকা**।[৯]

১৫। **মহাভারত-ব্যাখ্যা (লক্ষালঙ্কার) অথবা (লক্ষাভরণ)**—বাদিরাজ (মাধ্ব-বৈষ্ণব)।

১৬। **মহাভারত দুষ্কর শ্লোক (ব্যাসকূট) ব্যাখ্যা**—ভগবদ্‌ বিমলবোধ। ইনি অদ্বৈতবাদী সন্ন্যাসী।

১৭। **মহাভারত টীকা**—জগদীশ চক্রবর্ত্তী। ইনি বাণীকণ্ঠ আচার্য্যের পুত্র বাঙ্গালী। ইন্দ্রাণী পরগণার অন্তর্গত নলহাটী ইহার

---

৭ দূর্ব্বাকান্তদলশ্যাম-শ্রীরামচরণ-দ্বয়ম্‌।
দ্বৈতজ্ঞানোদয়চ্ছেদি চকাস্তু হৃদি সন্ততম্‌॥

দূর্বাদলশ্যাম শ্রীরামচন্দ্রের চরণদ্বয় দ্বৈতজ্ঞানের উচ্ছেদক এবং সেই চরণ দ্বয় আমার হৃদয়ে সর্বদা প্রকাশমান থাকুক।

৮ টীকাখানির নাম ও রচয়িতার নাম পাওয়া যায় না। গ্রন্থখানি তাঞ্জোর মহারাজের লাইব্রেরীতে আছে।

৯ মহাভারতের সর্ব্বজ্ঞনারায়ণ রচিত 'অর্থপ্রকাশিকা' যজ্ঞনারায়ণ কৃত

বাসস্থান। এই স্থানে প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক ভবানন্দ সিদ্ধান্তবাগীশ জন্ম গ্রহণ করেন, কিন্তু মারহাটার ভয়ে তিনি পরে নবদ্বীপে আসিয়া বাস করেন। উল্লিখিত মহাভারতের টীকাকারগণের অনেকেই যে অদ্বৈতবাদী ছিলেন, তাহা তাঁহাদের উক্তি দ্বারা দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি। মহাভারতের অধিকাংশ টীকাই এখন দুর্লভ, সমস্ত টীকা দেখার সুযোগও নাই। তবে অধিকাংশ টীকাকারগণই যে অদ্বৈতবাদী, ইহা নিঃসংশয়।

মহাভারত-টীকাকারগণের মত সম্বন্ধে সংক্ষেপে বলা হইল। এখন বিষ্ণুপুরাণ, গীতা ও শ্রীমদ্‌ভাগবতের টীকাকার সম্বন্ধে ২।১টি কথা বলিতেছি।

চিৎসুখাচার্য্য রচিত বিষ্ণুপুরাণের একখানি অতি প্রাচীন টীকা ছিল। শ্রীধর স্বামী ঐ টীকা অবলম্বন করিয়াই বিষ্ণুপুরাণের দ্বিতীয় টীকা লিখিয়াছেন। ইহা তাঁহার টীকার প্রারম্ভে রচিত শ্লোক হইতেই জানা যায়।[১০] ঐ প্রাচীন টীকাকার চিৎসুখাচার্য্য যে অদ্বৈতবাদী ছিলেন, তাহাতে কোন বৈমত্য নাই।

বিষ্ণুপুরাণের ১ম অংশের ৪র্থ অধ্যায়ের ৩৭।৪১ শ্লোকের টীকায় শ্রীধর স্বামী বলিয়াছেন যে—"হে বরাহমূর্ত্তি ভগবন্! তোমার এই যে

'বিবরণ', লক্ষ্মণ (শাণ্ডিল্য) কৃত 'প্রকাশ'ও নন্দনাচার্য্য কৃত 'দীপিকা' টীকার বিশেষ বিবরণ জানা যায় নাই। রামকৃষ্ণ কৃত টীকার নাম পাওয়া যায় না। 'মনোরমা' টীকা ও 'মহাভারত তাৎপর্য্য প্রকাশিকা' টীকার লেখকের নাম জানা যায় না।

১০ শ্রীমচ্চিৎসুখযোগিমুখ্যরচিতব্যাখ্যাং নিরীক্ষ্য স্ফুটং
তন্মার্গেণ সুবোধ-সংগ্রহবতীমাত্মপ্রকাশাভিধাম্॥
শ্রীমদ্বিষ্ণুপুরাণ-সারবিবৃতিং কর্ত্তা যতিঃ শ্রীধর-
স্বামী সদ্‌গুরু-পাদপদ্মমধুপঃ সাধুঃ স্বধীশুদ্ধয়ে॥ ২।

—বিষ্ণুপুরাণ প্রারম্ভে।

মূর্ত্ত ভূতাত্মক রূপ দেখা যাইতেছে—তুমি জ্ঞানঘন জ্ঞানাত্মা, জ্ঞানময়ই তোমার রূপ—অযোগিগণ অজ্ঞগণ স্বীয় ভ্রান্তিজ্ঞানবশে তোমাকে জগদ্রূপ ও ভূতময় দর্শন করিয়া থাকে। সমস্তই জ্ঞানাত্মক—ইহাতে তত্ত্বজ্ঞ জনের অনুভব প্রমাণরূপে উল্লেখ করিতেছেন—যাহা দ্বারা জানা যায়, তাহাকে জ্ঞান বলে, যেমন বেদান্ত পুরাণাদি। তাহা যাহারা জানে, তাহারাই জ্ঞানবিৎ। শ্রুতিও এরূপ বলিয়াছেন যে, পরিদৃশ্যমান সমস্তই ব্রহ্ম এবং ব্রহ্মাত্মকই সমস্ত।"[১১]

গীতা, পুরাণ ও ইতিহাসে অদ্বৈতবাদ

মহাভারতের ভীষ্মপর্ব্বের অন্তর্গত 'শ্রীভগবদ্গীতা' সর্ব্বজনসমাদৃত গ্রন্থ। এই গীতা-গ্রন্থের প্রথম ভাষ্যকার ভগবান্ শ্রীশঙ্করাচার্য্য। এই শঙ্করাচার্য্যের ভাষ্য অবলম্বন করিয়াই শ্রীধরাচার্য্য স্বামী 'সুবোধিনী' টীকা[১২] এবং মধুসূদন সরস্বতী 'গূঢ়ার্থ দীপিকা' টীকা রচনা করেন। ইঁহারা উভয়েই অদ্বৈতবাদী বলিয়া সুপ্রসিদ্ধ।

---

১১ ব্যাপ্তাজ্জগতস্তস্য বৈলক্ষণ্যমাহ—যদেতদিতি। তব যদেতন্ মূর্ত্তং ভূতাত্মকং যদ্রূপং দৃশ্যতে এতজ্ জ্ঞানাত্মনো জ্ঞানঘনস্য তব জ্ঞানময়মেব রূপম্। জ্ঞানাত্মকং তবেতি বা পাঠঃ। অযোগিনস্ত্বজ্ঞা ভ্রান্তিজ্ঞানেন জগদ্রূপং ভূতময়ং পশ্যন্তীত্যর্থঃ। ৩৯।

জ্ঞানাত্মকমেব সর্ব্বং ইত্যত্র বিদ্বদনুভবং প্রমাণয়ন্তি—যে ত্বিতি। জ্ঞায়তে অনেনেতি জ্ঞানং বেদান্তপুরাণাদিঃ, তদ্বিদঃ। শ্রুতিশ্চ—'সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম' "ঐতদাত্ম্যমিদং সর্ব্বং" ইত্যাদি। ৪১।

১২ (ক) ভাষ্যকারমতং সম্যক্ তদ্ব্যাখ্যাতৃগিরস্তথা।
যথামতি সমালোচ্য গীতাব্যাখ্যাং সমারভে॥ ৩

—মঙ্গলশ্লোক প্রারম্ভে।

বেঙ্কটনাথ প্রণীত গীতার 'ব্রহ্মানন্দগিরি' নামক ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। ইনিও যে অদ্বৈতবাদের সমর্থক ছিলেন, ইহা তাঁহার গীতা ব্যাখ্যার প্রারম্ভ দেখিলেই বুঝিতে পারা যায়।[১৩] তিনি এই টীকার পুষ্পিকাতে নিজেকে অদ্বৈতাচার্য্য ব্রহ্মানন্দ তীর্থের শিষ্য বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন।[১৪]

এই ভগবদ্‌গীতার রামচন্দ্র সরস্বতী কৃত 'পদযোজনা' নামক আর একখানি টীকা আছে। ইহা এ পর্য্যন্ত মুদ্রিত হয় নাই। এই টীকাকার অদ্বৈতবাদী ছিলেন। তিনি গ্রন্থের প্রারম্ভে মঙ্গলাচরণ শ্লোকেই তাঁহার পরিচয় দিয়াছেন।[১৫]

ভগবদ্‌গীতার আর একখানি টীকা পাওয়া যায় কিন্তু গ্রন্থকারের নাম পাওয়া যায় না। এই গ্রন্থকারও যে অদ্বৈতবাদী ছিলেন, তাহা তাঁহার মঙ্গলাচরণ শ্লোক হইতে মনে হয়।[১৬] ইহাও মুদ্রিত হয় নাই। গীতার শাঙ্কর ভাষ্যের আনন্দগিরি প্রভৃতি প্রণীত অনেক টীকা আছে।

(খ) ভগবদ্‌ভক্তিযুক্তস্য তৎপ্রসাদাত্মবোধতঃ।
সুখং বন্ধবিমুক্তিঃ স্যদিতি গীতার্থ-সংগ্রহঃ॥
...জ্ঞানস্য ভক্ত্যাবান্তরব্যাপারত্বমেব যুক্তমিতি—
শ্রীধরস্বামিটীকা ১৮।৭৮ শ্লোক।

১৩ সানন্দং সন্দিদেশে স্ফুরতু স পুরতঃ সান্দ্রজীমূতধামা,
শ্রীমানদ্বৈতভূমা মম পরমগুরুঃ শ্রীযশোদা-কিশোরঃ॥

১৪ ইতি শ্রীমৎপরমহংস-পরিব্রাজক-সার্ব্বভৌম-শ্রীমদদ্বৈতবিদ্যাপ্রতিষ্ঠাপনাভিনবাচার্য্য-সর্ব্বতন্ত্রস্বতন্ত্র-শ্রীমদ্রামব্রহ্মানন্দতীর্থ-ভগবৎ-পূজ্যপাদানাং শিষ্যেন শ্রীবেঙ্কটনাথেন কৃতে ব্রহ্মানন্দগির্য্যাখ্যানে ভগবদ্‌গীতাব্যাখ্যানে ষোড়শোঽধ্যায়ঃ।

১৫ ইতি শ্রীমৎপরমহংস-পরিব্রাজকাচার্য্য-ব্রহ্মানন্দ-সরস্বতী-শিষ্য-রামচন্দ্র-সরস্বতী-বিরচিতায়াং ভগবদ্‌গীতাব্যাখ্যায়াং অর্জ্জুনবিষাদযোগো নাম প্রথমঃ অধ্যায়ঃ।

১৬ সচ্চিদানন্দরূপায় কৃষ্ণায়াভীষ্টকারিণে।
নমো বেদান্তবেদ্যায় গুরবে বুদ্ধিসাক্ষিণে॥

সেই সমস্ত টীকাকারগণের অদ্বৈত মতবাদ সুপ্রসিদ্ধ বলিয়া তাহা আর এখানে উল্লেখ করিলাম না।

গীতার প্রচলিত যে ধ্যান আছে—"অদ্বৈতামৃত-বর্ষিণীং ভগবতী-মষ্টাদশাধ্যায়িনীং" তাহাতেও অদ্বৈতবাদেরই পরিচয় পাওয়া যায়। মহাভারতের টীকাকার নীলকণ্ঠও শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতার টীকা প্রণয়ন করিয়াছেন, তাহাও অদ্বৈতবাদের পূর্ণ সমর্থক।

এই গীতার সার সঙ্কলন করিবার জন্য 'অষ্টাদশ-শ্লোকী-গীতা, 'সপ্তশ্লোকী গীতা' প্রভৃতিও আছে। বাহুল্যবোধে এস্থলে বিশেষ পরিচয় উল্লেখ করিলাম না। কিন্তু 'অষ্টাবক্র গীতা,' 'উত্তর গীতা' প্রভৃতি যে সব গীতা প্রস্থানের গ্রন্থ আছে, তাহার কিঞ্চিৎ পরিচয় দিব।

'অষ্টাবক্র গীতা' একখানি প্রসিদ্ধ অদ্বৈতবাদের গ্রন্থ। এই অষ্টাবক্র গীতার বিশ্বেশ্বর প্রণীত একখানি টীকা আছে। এই টীকার নাম 'অধ্যাত্ম-প্রদীপিকা'।[১৭] এই টীকার মঙ্গলাচরণ শ্লোক হইতে তিনি যে অদ্বৈতবাদী ছিলেন, তাহার পরিচয় পাওয়া যায়।

"উত্তরগীতার ভাষ্যকার গৌড়পাদাচার্য্য। অনেকে উত্তরগীতাকে মহাভারতের অন্তর্গত মনে করেন, কিন্তু মহাভারতে উহা দেখা যায় না। যাহা হউক, এই গ্রন্থ ও উহার ভাষ্য উভয়ই অদ্বৈতবাদে পূর্ণ। কিন্তু এই গৌড়পাদাচার্য্য শঙ্করাচার্যের পরম গুরু কি না, সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। গৌড়পাদাচার্য্যের এই ব্যাখ্যার নাম 'দীপিকা'।

দত্তাত্রেয় প্রণীত 'অবধূত গীতা' নামে আর একখানি অদ্বৈতবাদের গ্রন্থ আছে। 'ঈশ্বরানুগ্রহাদেযা পুংসামদ্বৈতবাসনা" এই প্রসিদ্ধ শ্লোকটী অবধূত গীতারই অন্তর্গত। এইরূপ অধ্যাত্ম রামায়ণের অন্তর্গত 'রামগীতা'—অদ্বৈতবাদের গ্রন্থ। এই গীতার ব্যাখ্যাতা সুপ্রসিদ্ধ নাগেশ ভট্টের শিষ্য রামবর্ম্মা অদ্বৈতবাদী ছিলেন।

কূর্ম্মপুরাণের অন্তর্গত 'ঈশ্বর-গীতা'। ইহাও অদ্বৈতবাদের গ্রন্থ।

---

১৭ যদজ্ঞানাজ্জগজ্জাতং যদ্বিজ্ঞানাদ্বিলীয়তে।
তং নত্বা সচ্চিদানন্দং কুর্ব্বেঽধ্যাত্ম-প্রদীপিকাম্॥

ইহার ব্যাখ্যাতা যজ্ঞেশ্বর সুরি। ইনিও অদ্বৈতবাদী। ইঁহার টীকা 'ভাষ্য' নামে প্রসিদ্ধ। কিন্তু এখনও মুদ্রিত হয় নাই। এই গীতার বিজ্ঞান ভিক্ষু বিরচিত একটী ব্যাখ্যা আছে। বিজ্ঞান ভিক্ষু কিন্তু অদ্বৈতবাদী নহেন।

পদ্মপুরাণের অন্তর্গত 'কপিলগীতা' নামে একখানি গ্রন্থ আছে। ইহাও অদ্বৈতবাদের গ্রন্থ। ঐ পদ্মপুরাণের অন্তর্গত 'শিব গীতা' নামে অপর একখানি অদ্বৈতবাদের গ্রন্থ আছে। লক্ষী নারায়ণ সূরি প্রণীত 'বালনন্দিনী' নামে ইহার একখানি টীকা পাওয়া যায়। এই টীকাকারও অদ্বৈতবাদী, কিন্তু এখনও এই গ্রন্থ মুদ্রিত হয় নাই। এই টীকাকার ভট্টোজী দীক্ষিতের টীকা দেখিয়াই টীকা লিখিয়াছেন —এরূপ উল্লেখ পাওয়া যায়।[১৮] ইহা দেখিয়া মনে হয় ভট্টোজী দীক্ষিতও শিবগীতার একখানি টীকা লিখিয়াছিলেন।

'সিদ্ধান্তগীতা' নামে আর একখানি গ্রন্থ পাওয়া যায়, ইহাও মুদ্রিত হয় নাই, কিন্তু ইহা অদ্বৈতবাদের গ্রন্থ।[১৯]

'ঋভুগীতা' নামে আর একখানি গীতা পাওয়া যায়। ইহাও অদ্বৈতবাদের গ্রন্থ।[২০] এই গীতাখানি স্কন্দপুরাণের উত্তর খণ্ডের অন্তর্গত।

স্কন্দপুরাণের অন্তর্গত 'ব্রহ্মগীতা' নামে আর একখানি গীতা পাওয়া

---

১৮ ভট্টোজিদীক্ষিতকৃতিং কৃতিভির্বিভাব্যা-
মালোক্য বালমতয়ে বিতনোমি টীকাম্।

১৯ নমামি পরমজ্যোতিরবাঙ্‌মনসগোচরম্।
উন্মূলয়ত্যবিদ্যাং যদ্ বিদ্যামুন্মীলয়ত্যপি ॥১॥—সিদ্ধান্তগীতা ॥

অর্থাৎ বাক্য ও মনের অতীত সেই পরম জ্যোতিকে প্রণাম করি। যে জ্যোতি অবিদ্যার উন্মূলন করিয়া থাকে এবং বিদ্যাকে উন্মীলিত করে।

২০ চৈতন্যমাত্রং ব্রহ্মৈব আত্মা কেবলমদ্বয়ঃ।১।
অর্থাৎ চিন্মাত্র কেবল অদ্বয় ব্রহ্মই আত্মা।—ঋভুগীতা ॥

যায়। ইহাও অদ্বৈতবাদের গ্রন্থ। এই গ্রন্থের টীকাকার মাধবাচার্য্য; টীকার নাম 'তাৎপর্য্যদীপিকা।' এই মাধবাচার্য্য সায়নাচার্য্যের ভ্রাতা বেদভাষ্যকার মাধবাচার্য্য নহেন। ইঁহার লেখার রীতি বেদভাষ্যকার মাধবাচার্য্যের অনুরূপ। অনেক স্থলে মঙ্গলাচরণ শ্লোকও বেদভাষ্যকার মাধবাচার্য্যের অনুরূপ। কিন্তু ইহাঁর পুষ্পিকা হইতে ইহাঁকে ভিন্ন ব্যক্তি বলিয়াই জানা যায়। ইনি মাধবমন্ত্রী নামেও খ্যাত। এই ব্রহ্মগীতার ব্যাখ্যার মঙ্গলাচরণে "নমঃ শ্রীশঙ্করানন্দ-গুরু পাদাম্বুজন্মনে" লিখিয়াছেন। বিদ্যারণ্য মুনি বিরচিত 'পঞ্চদশী' গ্রন্থের মঙ্গলাচরণও এইরূপ।

স্কন্দপুরাণের অন্তর্গত 'সূতগীতা' নামে আর একখানি গীতা পাওয়া যায়। ইহাও অদ্বৈতবাদের গ্রন্থ, কিন্তু মুদ্রিত হয় নাই।[২১] এই সূতগীতার বিদ্যারণ্য প্রণীত ব্যাখ্যা আছে। ইহাও অদ্বৈতবাদের গ্রন্থ। এই বিদ্যারণ্য ও পূর্ব্বোক্ত মাধবমন্ত্রী একই ব্যক্তি।

'গণেশ গীতা' বলিয়া আর একখানি গ্রন্থ পাওয়া যায়। ইহাও অদ্বৈতবাদের গ্রন্থ।[২২] 'গর্ভগীতা' বলিয়া আর একখানি গীতা পাওয়া যায়। ইহাও অদ্বৈতবাদের গ্রন্থ। স্কন্দ পুরাণান্তর্গত "গুরুগীতা" নামক আর একখানি গীতা পাওয়া যায়।[২৩] ইহাও অদ্বৈতবাদের গ্রন্থ।

স্কন্দ পুরাণের অন্তর্গত "সূতসংহিতা" নামক যে শিবধর্ম্ম প্রতিপাদক অংশ আছে, তাহার ভাষ্যকার "মাধবাচার্য্য" নামে খ্যাত।

---

২১ ঐশ্বরং পরমানন্দমনন্তং সত্যচিদ্‌ঘনম্।
আত্মত্বেনৈব পশ্যন্তং নিস্তরঙ্গং সমুদ্রবৎ ॥১॥—সূতগীতা ॥

২২ যেনামৃতময়ো ভূত্বাপ্নুয়াদ্ ব্রহ্মামৃতং যতঃ।
যোগামৃতং মহাভাগ! তন্মে করুণয়া বদ ॥২॥—গণেশগীতা ॥

২৩ অখণ্ডমণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরম্।
অদ্বৈতং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥১॥—গুরুগীতা ॥

এই ভাষ্যকার অদ্বৈতবাদী এবং নিজেকে "উপনিষন্মার্গপ্রবর্ত্তক" বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন।[২৪]

'জীবন্মুক্তগীতা' বলিয়া আর একখানি গীতা পাওয়া যায়। ইহাও অদ্বৈতবাদের গ্রন্থ। 'ভৃগুগীতা' 'অর্জ্জুনগীতা' নামে আরও দুইখানি গীতা পাওয়া যায়। ইহাও অদ্বৈতবাদের গ্রন্থ।

মহাভারতের অশ্বমেধ পর্ব্বের অন্তর্গত 'অনুগীতা' নামে আর এখানি গীতা পাওয়া যায়। ইহাও অদ্বৈতবাদের গ্রন্থ। ইহার টীকাকারের নাম যোগীন্দ্র। মনে হয়—এই টীকার নাম 'কতক'।

দেবীভাগবতের 'তিলক' টীকাকার শৈব নীলকণ্ঠও অদ্বৈতবাদী ছিলেন, ইহা তাঁহার টীকা দেখিলে বুঝিতে পারা যায়। তিনি টীকার উপক্রমণিকায় বলিয়াছেন—[২৫] 'যিনি এই ভারতমণ্ডলে তত্ত্বজ্ঞানরূপ মহাধন বিতরণ করিয়া অস্মদাদির পরম উপকারী হইয়াছেন; যাঁহার প্রত্যুপকার বিষয়ে আমাদের অন্যবিধ কোন সামর্থ্য না থাকায় কেবল নমস্কার মাত্রই সম্বল; সেই পরমগুরু ভগবান্ শ্রীশঙ্করাচার্য্যের পাদপদ্ম যুগলে বারংবার প্রণিপাত করি।'

দেবী ভাগবতের মঙ্গল শ্লোকের ব্যাখ্যায় অদ্বৈতবাদের যে পরিচয়

---

২৪ প্রণমামি পরং ব্রহ্ম যতো ব্যাবৃত্তবৃত্তয়ঃ।
অবিচারসহং বস্তু বিষয়ীকুর্ব্বতে ধিয়ঃ॥

—সূতসংহিতার মাধব প্রণীত তাৎপর্য্যদীপিকার মঙ্গল শ্লোক।

ইতি শ্রীমৎ-কাশীবিলাস-শ্রীক্রিয়াশক্তিপরমভক্ত-শ্রীমৎত্র্যম্বকপাদাব্জসেবা-পরায়ণেন উপনিষন্মার্গপ্রবর্ত্তকেন শ্রীমাধবাচার্য্যেণ বিরচিতায়াং শ্রীসূতসংহিতা-তাৎপর্য্যদীপিকায়াং সমাধিনিরূপণং নাম বিংশোঽধ্যায়ঃ।

২৫ নমঃ শ্রীশঙ্করাচার্য্যপাদাব্জায়োপকারিণে।
যস্য প্রত্যুপকারায় নম ইত্যেব কেবলম্ ॥৩॥

—দেবী-ভাগবত-তিলকটীকা প্রারম্ভ।

দিয়াছেন, নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করা গেল।[২৬] মঙ্গল শ্লোকের পূর্ব্বোক্ত অনুবাদ শ্রীহরিচরণ বসু সম্পাদিত দেবীভাগবত হইতে গৃহীত।

প্রসিদ্ধ শ্রীমদ্‌ভাগবতের টীকাকার শ্রীধরস্বামী বিষ্ণুপুরাণ গ্রন্থেরও টীকা করিয়াছিলেন। বিষ্ণুপুরাণ ও শ্রীমদ্‌ভাগবত এই দুইখানি মহাপুরাণই বৈষ্ণবগণের বিশেষ আদরণীয় গ্রন্থ। এই দুইখানি গ্রন্থের টীকাকার শ্রীধরস্বামী যে অদ্বৈতবাদী ছিলেন, তাহা ভাগবতের ১ম শ্লোকের ব্যাখ্যাতেই প্রকাশিত। শ্রীধরস্বামী বলিতেছেন—[২৭]

"সেই পরমেশ্বরকে স্বরূপ ও তটস্থ লক্ষণের দ্বারা ব্যাসদেব নির্দ্দেশ করিতেছেন। পরমেশ্বরের স্বরূপ লক্ষণ সত্য। ঐ সত্যতাতে হেতু এই—যে পরমেশ্বরে তমঃ রজঃ ও সত্ত্ব এই ত্রিবিধ মায়াগুণের ভূত, ইন্দ্রিয় এবং দেবতা রূপ যে সৃষ্টি (তমো হইতে ভূত, রজঃ হইতে ইন্দ্রিয় ও সত্ত্ব হইতে দেবতা রূপ সৃষ্টি) তাহা অমৃষা অর্থাৎ সত্য। যাহার সত্যতা দ্বারা মিথ্যা সৃষ্টিও সত্যবৎ প্রতীত হয়, তিনিই পরম সত্য, তাঁহাকেই আমরা ধ্যান করি। এই পরম সত্য

---

২৬ "সর্ব্বচৈতন্যরূপাং তামাদ্যাং বিদ্যাঞ্চ ধীমহি বুদ্ধিং যা ন প্রচোদয়াৎ" ইতি দেবীভাগবত-মঙ্গলাচরণম্। তদ্ব্যাখ্যা তিলকটীকায়াং যথা—আদ্যাম্ অনাদিভূতাং বিদ্যাং ব্রহ্মবিষয়কশুদ্ধসত্ত্বান্তর্মুখ-প্রতিবিম্ববিশিষ্ট- বৃত্তিরূপাং যাং তাপনীয়াস্তরীয়োপাধিমাহুঃ। একৈব শক্তিরন্তর্মুখতয়া বিলসন্তী বিদ্যাতত্ত্বরূপিণী তদুপাধিক আত্মা তুরীয় ইত্যুচ্যতে। বহির্মুখতয়াবিলসন্ত্যবিদ্যাতত্ত্বরূপিণী তদুপাধিক আত্মা প্রাজ্ঞ ইত্যুচ্যতে ইতি তেষাং সিদ্ধান্তঃ। চকারঃ সমুচ্চয়ার্থঃ আত্মরূপাং তাং প্রসিদ্ধাম্ আদ্যাং বিদ্যাঞ্চ ধীমহি ধ্যায়ামঃ (দেবী-ভাগবত-তিলক-টীকার মঙ্গলশ্লোক)।

২৭ তমেব স্বরূপ-তটস্থ-লক্ষণাভ্যাং উপলক্ষয়তি। তত্র স্বরূপলক্ষণং সত্যমিতি। সত্যত্বে হেতুঃ—যত্র যস্মিন্ ত্রয়াণাং মায়াগুণানাং তমোরজঃ-সত্ত্বানাং সর্গো ভূতেন্দ্রিয়-দেবতারূপোঽমৃষা সত্যঃ, যৎসত্যতয়া মিথ্যাসর্গোঽপি সত্যবৎ প্রতীয়তে তং পরং সত্যং ইত্যর্থঃ। অত্র দৃষ্টান্তঃ—তেজোবারিমৃদাং যথা বিনিময় ইতি। বিনিময়ো ব্যত্যয়ঃ। অন্যস্মিন্ অন্যাবভাসঃ, স যথাঽধিষ্ঠান-সত্তয়া সত্যবৎ প্রতীয়তে তদ্বদিত্যর্থঃ।

বিষয়ে দৃষ্টান্ত এই যে—তেজ, বারি ও মৃত্তিকার ব্যত্যয় অর্থাৎ অন্যেতে অন্যের অবভাস যেমন অধিষ্ঠানসত্তা দ্বারা সত্যবৎ প্রতীত হয়, সেইরূপ এই সৃষ্টিও পরমেশ্বরের সত্তাদ্বারা সত্যবৎ প্রতীত হইয়া থাকে।

পুরাণ প্রস্থানের মধ্যে ৫খানি গ্রন্থ ইতিহাস নামে পরিচিত। মহাভারত, রামায়ণ, শিবরহস্য, বিদ্যারহস্য ও ব্রহ্মজ্ঞান সুখোদয়। "ভা-রা-শি-বি-ব্রাঃ পঞ্চেতিহাসাঃ।" ঔশনস পুরাণে লিখিত হইয়াছে —"রামায়ণং ভারতঞ্চ পরং শিবরহস্যকম্। ব্রহ্মবিদ্যা-রহস্যঞ্চ ব্রহ্মজ্ঞান-সুখোদয়ঃ।" এই ইতিহাস গ্রন্থের মধ্যে শিবরহস্য একখানি প্রধান গ্রন্থ এবং অদ্বৈতবাদে পরিপূর্ণ।

আগমশাস্ত্রে অদ্বৈতবাদ

এবার আগমশাস্ত্র সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলিব। শৈবাগম, পাঞ্চরাত্রাগম, বৈখানসাগম, শাক্তাগম প্রভৃতি আগমশাস্ত্রের বহু বিভাগ আছে। তাহার মধ্যে শৈবাগম ও শাক্তাগম বিবেচনা করিয়া দেখিলে অদ্বৈতবাদীই বটে। যদিও আগমশাস্ত্রের নিবন্ধকারদের মধ্যে কেহ কেহ আগমানুসারী দর্শন রচনা করিয়াছেন। তাহা কিন্তু অদ্বৈত-দর্শন নহে। তাহা কোথাও বিশিষ্টাদ্বৈত বাদানুযায়ী, কোথাও বা পরিণামবাদ অনুসারী হইয়াছে।

কাশ্মীরদেশীয় শৈবগণ 'প্রত্যভিজ্ঞা দর্শন' নামে একটি নূতন দর্শন প্রস্থান প্রবর্ত্তনেরও চেষ্টা করিয়াছেন। দক্ষিণদেশীয় শৈবগণ 'শ্রীকণ্ঠভাষ্য' প্রভৃতিতে বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের মত শক্তিবিশিষ্টাদ্বৈতবাদ প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। শ্রীকণ্ঠভাষ্যের টীকাকার অদ্বৈত-বিদ্যার পরমাচার্য্য মহাশৈব অপ্পয় দীক্ষিত 'শিবার্ক মণিদীপিকা' নামে শ্রীকণ্ঠভাষ্যের টীকা প্রণয়ন করিয়াছেন। অপ্পয় দীক্ষিত নিজেই তাঁহার টীকাগ্রন্থের প্রারম্ভে এই শক্তিবিশিষ্টাদ্বৈতবাদ যে অদ্বৈতবাদে

পর্য্যবসিত হয়,[২৮] তাহা বলিয়াছেন। শ্রীকণ্ঠভাষ্যের তাৎপর্য্য আলোচনা করিয়া অন্য গ্রন্থেও এই অদ্বৈতবাদেই যে শ্রীকণ্ঠভাষ্যের পর্য্যবসান, তাহাও তিনি দেখাইয়াছেন।

অপ্পয় দীক্ষিত "শিবাদ্বৈত-নির্ণয়" নামক গ্রন্থে শিবাদ্বৈত মত যে শুদ্ধাদ্বৈতেই পর্য্যবসিত, ইহাই প্রতিপাদন করিয়াছেন।[২৯]

শৈবগণের শিবাদ্বৈতবাদ আপাতদৃষ্টিতে বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ হইলেও ইহা শুদ্ধাদ্বৈতবাদেই পর্য্যবসিত হয়—ইহাই প্রতিপাদনের জন্য "শিবাদ্বৈতনির্ণয়" গ্রন্থখানি লিখিত হইয়াছে। অনেকে মনে করেন অপ্পয় দীক্ষিত পূর্ব্বে অদ্বৈতবাদী ছিলেন না, পরে অদ্বৈতবাদে শ্রদ্ধালু হইয়াছিলেন; কিন্তু এই মত সঙ্গত মনে হয় না, কারণ অপ্পয় দীক্ষিত শিবার্কমণিদীপিকার প্রারম্ভে স্বীয় পিতামহ "আচার্য্য দীক্ষিতের" পরিচয়প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে, আচার্য্য দীক্ষিত অসাধারণ বিদ্বান্ এবং অদ্বৈতানন্দ সমুদ্রে সর্ব্বদা নিমগ্নচিত্ত ছিলেন।[৩০] অপ্পয় দীক্ষিতের পিতা শ্রীরঙ্গরাজ অধ্বরীও অসাধারণ বিদ্বান্ ও প্রসিদ্ধ 'বিবরণ' গ্রন্থের ব্যাখ্যাতা ছিলেন।[৩১] এই ব্যাখ্যা গ্রন্থের নাম

---

২৮ যদ্যপ্যদ্বৈত এব শ্রুতিশিখর-গিরামাগমানাঞ্চ নিষ্ঠা,
সাকং সর্ব্বৈঃ পুরাণস্মৃতিনিকর-মহাভারতাদিপ্রবন্ধৈঃ।
তত্রৈব ব্রহ্মসূত্রাণ্যপি চ বিমৃশতাং ভান্তি বিশ্রান্তিমন্তি,
প্রত্নৈরাচার্য্যরত্নৈরপি পরিজগৃহে শঙ্করাদ্যৈস্তদেব॥
(শ্রীকণ্ঠভাষ্য শিবার্কমণিদীপিকা প্রারম্ভ)

২৯ শ্রীকণ্ঠশিবাচার্য্যাঃ সিদ্ধান্তং নিজগদুঃ শিবাদ্বৈতম্।
তৎ কিং বিশিষ্টমভিহিতমবিশিষ্টং বেতি চিন্তয়ামোঽত্র॥
শিবাদ্বৈতনির্ণয় ১ম শ্লোক।

৩০ আসেতুবন্ধতটমা চ তুষারশৈলাদাচার্য্য-দীক্ষিত ইতি প্রথিতাভিধানম্।
অদ্বৈত-চিৎসুখ-মহাম্বুধিমগ্নভাবমস্মৎ-পিতামহ-মশেষগুণং প্রপদ্যে॥
শিবার্কমণিদীপিকা প্রারম্ভ ৪র্থ শ্লোক

৩১ Vivaraṇadarpaṇa by Rangarājā dhvarin (No. 7064)

"বিবরণদর্পণ"। অপ্পয় দীক্ষিত নিজেকে "অদ্বৈতবিদ্যাচার্য্য" বলিয়া পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে; অপ্পয় দীক্ষিত পিতৃপিতামহ ক্রমেই অদ্বৈতবাদী এবং পরম শৈব ছিলেন। 'শিবাদ্বৈত-নির্ণয়' গ্রন্থে বহু সূক্ষ্ম বিচারের অবতারণা করা হইয়াছে। এই প্রবন্ধে সেই গ্রন্থ হইতে অতি সামান্য অংশমাত্রের উল্লেখ করিব।

শ্রীকণ্ঠাচার্য্য ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যে শক্তিবিশিষ্ট ব্রহ্মই বেদান্তপ্রতিপাদ্য বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। চিৎ ও জড় এই উভয় প্রপঞ্চই শক্তির পরিণাম। এজন্য বিশিষ্টাদ্বৈত পক্ষই শ্রীকণ্ঠাচার্য্যের সিদ্ধান্ত বলিয়া আপাততঃ মনে হইলেও বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখিলে শুদ্ধাদ্বৈত-পক্ষই আচার্য্যের পরম সিদ্ধান্ত বলিয়া বুঝিতে পারা যায়।

শ্রীকণ্ঠাচার্য্য "অনিয়মঃ সর্ব্বেষাং" এই সূত্রটী[৩২] প্রথমতঃ বিশিষ্টাদ্বৈত মতে ব্যাখ্যা করিয়া পরে শুদ্ধাদ্বৈত পক্ষেও ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, সমস্ত ব্রহ্মোপাসকেরই কি মৃত্যুর পরে অর্চিরাদি পথে গতি হইবে? অথবা যে যে ব্রহ্মোপাসনাতে অর্চিরাদি পথ শ্রুতি বলিয়াছেন, মাত্র সেই উপাসকদিগেরই অর্চিরাদি পথে গতি হইবে? এইরূপ সংশয় প্রদর্শন করিয়া পূর্ব্বপক্ষে বলিয়াছেন যে, শ্রুতি যে যে উপাসনাতে অর্চ্চিরাদি পথ বলিয়াছেন, মাত্র সেই উপাসনাতেই অর্চ্চিরাদি পথ বুঝিতে হইবে, সমস্ত ব্রহ্মোপাসকের অর্চ্চিরাদি পথে গতি হইবে না। কারণ শ্রুতি ব্রহ্মোপাসনামাত্রেই অর্চ্চিরাদি পথ বলেন নাই। তাহার পরে সিদ্ধান্ত করিতেছেন যে, না—তাহা নহে, পঞ্চাগ্নিবিদ্যা, উপকোশলবিদ্যা প্রভৃতি যে কয়টী

This is a work of rare value being the only copy available written by the father of the famous Appyayadikshit.

Vide: A Descriptive Catalogue of the Sanskrit Manuscripts in the Tanjore Mahārāja Serfojiś Sarasvati Mahal Library—Tanjore, Vol. VIII

৩২ অনিয়মঃ সর্ব্বেষামবিরোধঃ শব্দানুমানাভ্যাম্—ব্রহ্মসূত্র, ৩, ৩, ৩২

উপাসনাতে অর্চ্চিরাদি গতি শ্রুতিতে বলা হইয়াছে, মাত্র সেই কয়টী উপাসনাকারী উপাসকেরই যে অর্চ্চিরাদিপথে গতি হইবে—তাহা নহে, কিন্তু সমস্ত ব্রহ্মোপাসনাতেই অর্চ্চিরাদিগতি লাভ হইবে, কারণ তাহা হইলেই "তদ্ যে ইত্থং বিদুঃ" এই ছান্দোগ্য শ্রুতির ও "অগ্নির্জ্যোতিরহঃ শুক্লঃ ষণ্মাসা উত্তরায়ণম্" এই গীতা বাক্যের সহিত অবিরোধ হইতে পারে। এই উদাহৃত শ্রুতি ও গীতা সাধারণভাবে সমস্ত উপাসকের জন্যই অর্চ্চিরাদি গতির নির্দ্দেশ করিয়াছেন। বিশিষ্টাদ্বৈতবাদিগণ নির্গুণ অসঙ্গ ব্রহ্মস্বরূপ স্বীকার করেন না, ইঁহাদের মতে ব্রহ্মোপাসনার অর্থই সগুণব্রহ্মোপাসনা। সুতরাং সগুণ ব্রহ্মোপাসকমাত্রেরই অর্চ্চিরাদিগতি লাভ হইয়া থাকে,-ইহাই তাঁহাদের সিদ্ধান্ত।

এইরূপে স্বসিদ্ধান্ত দেখাইয়া পরে আচার্য্য শ্রীকণ্ঠ বলিতেছেন,[৩৩] অন্যেরা আবার ঐ ব্রহ্মসূত্রটীর অন্যরূপ ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন। তাঁহারা বলেন যে, সকল উপাসকই যে অর্চ্চিরাদি গতি লাভ করিবেন, এইরূপ নিয়ম নাই। আর তাহা হইলেই প্রদর্শিত ছান্দোগ্যশ্রুতি ও গীতাস্মৃতির সহিত অবিরোধ হয়। এইরূপে নির্গুণ ব্রহ্মোপাসকগণের অভিপ্রায় দেখাইয়া ভাষ্যকার পরে বলিতেছেন—এই দ্বিতীয় ব্যাখ্যাতেও কোনও দোষ নাই, যেহেতু নির্গুণ ব্রহ্মোপাসকদিগের গতির অপেক্ষা নাই। পরব্রহ্ম সর্ব্বত্র বিদ্যমান বলিয়া নির্গুণ ব্রহ্মোপাসকের উৎক্রান্তি ও দেশান্তর গতির আবশ্যকতা নাই।

ব্রহ্মসূত্রের ৪তুর্থ অধ্যায়ে "তদাপীতেঃ" (ব্রহ্মসূত্র ৪, ২, ৮) এই অধিকরণের শেষেও আচার্য্য শ্রীকণ্ঠ পুনর্ব্বার নির্গুণ ব্রহ্মোপাসকের উৎক্রান্তি ও দেশান্তরগতি নাই—ইহাই প্রতিপাদন করিয়াছেন।

---

৩৩ কেচিদাহুঃ—অনিয়মঃ সর্ব্বেষামুপাসকানামর্চ্চিরাদিগতৌ নিয়মাভাবঃ। তথা সতি শ্রুতিস্মৃতিভ্যামবিরোধঃ ইতি তত্রাপি ন দোষঃ নিরন্বয়োপাসকানাং তদপেক্ষাঽভাবাৎ। —ব্রহ্মসূত্র শ্রীকণ্ঠভাষ্য, ৩, ৩, ৩২

পূর্ব্বোক্ত অধিকরণ ব্রহ্মসূত্র ৪, ২, ৮ সূত্র হইতে ১৩ সূত্র পর্য্যন্ত ছয়টি সূত্র লইয়া রচিত হইয়াছে। শৈব সিদ্ধান্ত অনুসারে ভাষ্যকার শ্রীকণ্ঠ ব্রহ্মবিদ্‌গণের উৎক্রান্তি ও গতি প্রতিপাদন করিয়া পরে লিখিয়াছেন—অন্যেরা এইরূপ বলেন—নির্গুণ ব্রহ্মোপাসকের শরীরপাতেই মুক্তি, অর্চ্চিরাদি গতি তাঁহাদের নাই।[১]

এইরূপ ভঙ্গ্যন্তরে নির্গুণ ব্রহ্ম তত্ত্বের স্বীকার ও নির্গুণ ব্রহ্মবিদ্‌গণের মোক্ষ লাভের জন্য লোকান্তর গমনের প্রতিষেধ করিয়া শুদ্ধাদ্বৈত মতের সহিত স্বীয় মতের অবিরোধ সূচনা করিয়াছেন। যদিও অপ্পয় দীক্ষিত এস্থলে বহু জটিল বিচারের অবতারণা করিয়াছেন, তথাপি এস্থলে সঙ্ক্ষেপে তাহার সার মর্ম্ম প্রকাশিত হইল।

শ্রীকণ্ঠাচার্য্য ব্রহ্মসূত্র ৪, ৩, ১ সূত্রের ভাষ্যেও[২] পূর্ব্বোক্ত নির্গুণ ব্রহ্মবিদ্‌গণের অর্চ্চিরাদি গতি নাই[৩]—ইহা মতান্তরের উপন্যাসছলে বলিয়াছেন। যদিও আচার্য্য শুদ্ধাদ্বৈতবাদিগণকে "কেচিৎ" বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহাতে এরূপ আশঙ্কা হয় যে, ইহা তাঁহার নিজের মত নহে। তাহা কিন্তু বলা যায় না। কারণ ভাষ্যকার শ্রীকণ্ঠ বহু স্থানে নিজের সিদ্ধান্ত মতও "কেচিৎ" বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যেমন "আনন্দময়াধিকরণে" স্বীয় সিদ্ধান্তই "কেচিদাহুঃ" বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। বিশেষ কথা এই যে, আচার্য্য ভাষ্য রচনাকালে সগুণ-বিদ্যানিষ্ঠ ছিলেন বলিয়াও নির্গুণ-বিদ্যানিষ্ঠগণকে "কেচিৎ" বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকিবেন। এই কথাই অপ্পয় দীক্ষিত 'শিবাদ্বৈত নির্ণয়ে' বলিয়াছেন।[৪] নির্ব্বিশেষ

---

১ কেচিন্নিরন্বয়োপাসকানাম্ ইহ শরীরপাত এব মুক্তিরিতি অর্চ্চিরাদিগতিমনিয়তামাহুঃ। ব্রহ্মসূত্র ৪, ২, ৮—১৩ সূ শ্রীকণ্ঠভাষ্য শিবাদ্বৈতনির্ণয় ২৯ পৃঃ

২ অর্চ্চিরাদিনা তৎপ্রথিতেঃ, ব্র. সূ. ৪, ৩, ১।

৩ নিরন্বয়োপাসকানাং নার্চ্চিরাদিরিতি কেচিৎ।

৪ ন চ "কেচিৎ" ইত্যুপন্যাসাৎ অনভিমতত্বং শঙ্কনীয়ম্, স্বয়মিদানীং সগুণবিদ্যানিষ্ঠ ইতি দ্যোতনার্থত্বেনৈতস্যান্যথাসিদ্ধতয়া ইত্যাদি—
—শিবাদ্বৈতনির্ণয় ৩৭ পৃ ৩ পঙ্‌ক্তি

ব্রহ্মবিদ্যা যে আচার্য্য শ্রীকণ্ঠের অভিপ্রেত, তাহা "প্রাণস্তথানুগমাৎ" (ব্র. সূ. ১, ১, ২৯) এই সূত্রের ভাষ্যে জীবব্রহ্মাভেদ-বিষয়িণী বিদ্যা স্বীকার করাতেও স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়।

"আত্মেতি তূপগচ্ছন্তি গ্রাহয়ন্তি চ" (ব্র. সূ. ৪, ১, ৩) এই সূত্রের ভাষ্যেও জীব ও ব্রহ্মের ঐক্য ভাষ্যকার সমর্থন করিয়াছেন।

এইরূপ "বদতীতি চেন্ন প্রাজ্ঞো হি প্রকরণাৎ" (ব্র. সূ. ১, ৪, ৫) এই সূত্রের ভাষ্যেও ভাষ্যকার জীব ও ব্রহ্মের অভেদ স্বীকার করিয়াছেন এবং জীব ও ব্রহ্মের অভেদেই শ্রুতি ও সূত্রের তাৎপর্য্য, ইহাও প্রকারান্তরে বলিয়াছেন।

ব্রহ্মের চিৎশক্তিই সকল প্রপঞ্চাকারে অবস্থিত বলিয়া চিৎশক্তির সহিত সমস্ত প্রপঞ্চের অভেদ—ইহা ভাষ্যকার বহু স্থলেই বলিয়াছেন এবং চিৎশক্তির সহিত ব্রহ্মের অভেদও কথিত হইয়াছে। তাহাতে জীব ও ব্রহ্মের অভেদ সুতরাং সিদ্ধ হইতেছে।

যদি বলা যায় যে, ভাষ্যকার যদি সমস্ত প্রপঞ্চের অন্তর্গত চেতনবর্গকে চিৎশক্তির সহিত অভেদ ও অচেতনবর্গকে চিৎশক্তির বিবর্ত্ত বলিয়া স্বীকার করিতেন এবং এইভাবে সমস্ত প্রপঞ্চের সহিত চিৎশক্তির অভেদ দেখাইতেন অর্থাৎ চিৎশক্তিকে সকল প্রপঞ্চাকার বলিতেন, তবে শুদ্ধাদ্বৈত সিদ্ধ হইতে পারিত। কিন্তু ভাষ্যকার তো তাহা বলেন নাই, প্রত্যুত প্রকৃত্যধিকরণাদিতে চিৎশক্তি জড় প্রপঞ্চরূপে পরিণত হয়—এই কথাই বলিয়াছেন।

এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে, চিৎশক্তির পরিণামিত্ব নিরূপণ বিবর্ত্তবাদের অনুকূলই হইবে, বিবর্ত্তবাদের প্রতিকূল নহে। প্রপঞ্চের উপাদান কারণরূপে ব্রহ্মকে প্রতিপাদন করিয়া শ্রুতি প্রপঞ্চের পরিণামী কারণ ব্রহ্ম ইহা দেখাইয়াছেন। তাহাতেই ব্রহ্মে প্রপঞ্চের প্রসক্তি হইয়াছে। এই প্রপঞ্চোপাদান ব্রহ্মে প্রসক্ত প্রপঞ্চের নিষেধ প্রতিপাদন দ্বারা শ্রুতি ব্রহ্মের বিবর্ত্ততাই চরম তাৎপর্য্য দ্বারা প্রতিপাদন করিয়াছেন। এজন্য ব্রহ্মের পরিণামিত্বে শ্রুতির

অবান্তর তাৎপর্য্য ও বিবর্ত্ততাতে চরম তাৎপর্য্য গৃহীত হইয়া থাকে।

শাঙ্কর ভাষ্যেও শ্রুত্যনুসারে প্রথমতঃ "ভোক্ত্রাপত্তি অধিকরণে" (২, ১, ১৩ ব্র. সূ.) প্রপঞ্চকে ব্রহ্মের পরিণামরূপে প্রদর্শন করিয়া "আরম্ভণাধিকরণে" (২, ১, ১৪ ব্র. সূ.) প্রপঞ্চের পরিণামত্ব নিষেধ করিয়া প্রপঞ্চের ব্রহ্মবিবর্ত্ততাই উপপাদিত হইয়াছে। "উপসংহার অধিকরণে" (ব্র. সূ. ২, ১, ২৪) এবং "কৃৎস্নপ্রসক্তি অধিকরণে" (ব্র. সূ. ২, ১, ২৬) প্রপঞ্চের ব্রহ্মপরিণামত্ববাদই সম্ভাবিত দোষ পরিহারপূর্ব্বক সম্ভাবিতরূপে প্রতিপাদন করা হইয়াছে।

"তদনন্যত্বমারম্ভণশব্দাদিভ্যঃ" (ব্র. সূ. ২, ১, ১৪) সূত্রের ভগবৎপাদীয় ভাষ্যের শেষে ভাষ্যকার বলিয়াছেন যে, ব্রহ্মসূত্রের ত্রয়োদশ সূত্রে সূত্রকার পরিণামপ্রক্রিয়া আশ্রয় করিয়াছেন।[৫] এজন্য আকাশাদি কার্য্য প্রপঞ্চের প্রত্যাখ্যান করেন নাই। জগৎ ব্রহ্মের পরিণাম ইহা স্বীকার করিলে যে দোষের সম্ভাবনা হয়, পরিণাম প্রক্রিয়া অবলম্বন করিয়াই সূত্রকার তাহার উত্তর দিয়াছেন। সগুণ ব্রহ্মের উপাসনাতে এই পরিণাম প্রক্রিয়ার আবশ্যকতা আছে বলিয়াই সূত্রকার পরিণামবাদ অবলম্বন করিয়াছেন।

ভগবৎপাদীয় ভাষ্যানুসারে "সঙ্ক্ষেপশারীরক"কার সর্ব্বজ্ঞাত্ম মুনি পরিণামবাদ যে বিবর্ত্তবাদের অনুকূল—তাহা অতি বিশদভাবে প্রতিপাদন করিয়াছেন। 'সঙ্ক্ষেপশারীরক'কার বলিয়াছেন[৬]—সঙ্ঘাত-বাদ, আরম্ভবাদ, পরিণামবাদ ও বিবর্ত্তবাদ—এই চারি প্রকার

---

৫ অপ্রত্যাখ্যায়ৈব কার্যপ্রপঞ্চং পরিণাম-প্রক্রিয়াঞ্চাশ্রয়তি সগুণেষূপাসনেষু উপযোক্ষ্যত ইতি (ব্র. সূ. ২, ১, ১৪ সূত্রের শাঙ্করভাষ্য)

৬ আরম্ভ-সংহতি-বিকার-বিবর্ত্তবাদানাশ্রিত্য বাদিজনতা খলু বাবদীতি।
আরম্ভ-সংহতি-মতে পরিহৃত্য বাদৌ দ্বাবত্র সংগ্রহপদং নয়তে মুনীন্দ্রঃ ॥১॥
সংক্ষেপ শারীরক ২।৫৭

বাদের যে কোনও একটি বাদ অবলম্বন করিয়া বাদিগণ স্ব স্ব অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়া থাকেন। ব্রহ্মসূত্রকার আরম্ভবাদ ও সঙ্ঘাতবাদ পরিত্যাগ করিয়া পরিণামবাদ ও বিবর্ত্তবাদ এই দুইটী বাদ স্বীয় সূত্রে সিদ্ধান্তরূপে গ্রহণ করিয়াছেন।

ব্রহ্মসূত্রকার পরিণামবাদ ও বিবর্ত্তবাদের মধ্যেও প্রথম পরিণামবাদ অবলম্বন করিয়া "ভোক্ত্রাপত্তেরবিভাগশ্চেৎ স্যাল্লোকবৎ" প্রভৃতি সূত্রের অবতারণা করিয়াছেন।[৭] জগৎ ব্রহ্মের পরিণাম হইলে যে সমস্ত বিরোধের সম্ভাবনা হইতে পারে, সেই সমস্ত সম্ভাবিত বিরোধের পরিহারও পরিণামবাদ অবলম্বন করিয়াই দেখাইয়াছেন। ইহাতে সূত্রকারের এই অভিপ্রায় জানা যে, ব্যবহারের রক্ষাকল্পে ও কর্ম্মকাণ্ডের উপযোগী হিসাবে পরিণামবাদেরও আবশ্যকতা আছে।

পরিণামবাদ প্রদর্শন করিয়া সূত্রকার স্বাভিমত বিবর্ত্তবাদ প্রদর্শন করিতে "তদনন্যত্বমারম্ভণশব্দাদিভ্যঃ" ইত্যাদি সূত্রের অবতারণা করিয়াছেন। পরিণাম প্রদর্শন না করিয়া বিবর্ত্ত বুঝান যায় না বলিয়াই সূত্রকার প্রথমতঃ ব্রহ্মের পরিণামরূপে প্রপঞ্চের নির্দ্দেশ করিয়া পরে ব্রহ্মের বিবর্ত্তরূপে প্রপঞ্চের নির্দ্দেশ করিয়াছেন। সপ্রপঞ্চরূপে ব্রহ্মের জ্ঞান না হইলে, নিষ্প্রপঞ্চরূপে ব্রহ্মের জ্ঞান হইতে পারে না। সপ্রপঞ্চ প্রদর্শনপূর্ব্বক শ্রুতি নিষ্প্রপঞ্চ ব্রহ্ম প্রতিপাদন করিয়াছেন।

সর্ব্ববিশেষণ বিবর্জ্জিত অসঙ্গ ব্রহ্মতত্ত্ব কোনও প্রতীতিরই বিষয় হইতে পারে না, কারণ সমস্ত প্রতীতিই "এবংপ্রকারমিদং নান্যপ্রকারং" অর্থাৎ ইহা এই প্রকার, ইহা অন্যপ্রকার নহে" এইরূপে

---

৭ তত্রাপি পূর্ব্বমুপগম্য বিকারবাদং ভোক্ত্রাদিসূত্রমবতার্য্য বিরোধহৃত্যৈ। প্রাবর্ত্তত ব্যবহৃতেঃ পরিরক্ষণায় কর্ম্মাদিগোচর-বিধাবুপযোগহেতোঃ ॥২॥

—সংক্ষেপ শারীরক ২।৫৮

বস্তুকে বিষয় করিয়া থাকে। আরও কথা, যদি এই নিষ্প্রপঞ্চ ব্রহ্মতত্ত্ব অন্য প্রমাণের দ্বারা নিরূপিত হইতে পারিত, তবে তাদৃশ ব্রহ্মপ্রতিপাদক শ্রুতি অনুবাদিনী হইয়া যাইত ও অপ্রমাণ হইয়া পড়িত। কারণ উহাতে প্রামাণ্যের হেতু অজ্ঞাতজ্ঞাপকত্ব থাকে না। ব্রহ্ম নির্ব্বিশেষ অসঙ্গ ও অত্যন্ত অপরিদৃষ্ট বস্তু, এজন্য তাদৃশ বস্তুতে কোনও পদের সঙ্গতিগ্রহ হইতে পারে না। যাহাতে শক্তি-জ্ঞান নাই, তাহা পদার্থ নহে। যাহা অপদার্থ, তাহা পদার্থ সংসর্গরূপ বাক্যার্থে বিশেষণ বা বিশেষ্যরূপে প্রবিষ্ট হইতে পারে না। তাদৃশ ব্রহ্ম বস্তু সংসর্গরূপও নহে। এজন্য ব্রহ্ম শব্দ-প্রমাণের দ্বারা সিদ্ধই হইতে পারে না। এইরূপ ব্রহ্ম প্রতি-পাদনের অন্য উপায় না থাকায় শ্রুতি প্রথমতঃ সমস্ত জগতের উপাদানরূপে অর্থাৎ নানারূপে পরিণত প্রপঞ্চের পরিণামী উপাদান-রূপে ব্রহ্মের নির্দ্দেশ করিয়াছেন। সৃষ্টিশ্রুতি যে যে স্থলে ব্রহ্মকে কারণ বলিয়াছেন, সেই সেই স্থলে ব্রহ্ম বিবিধ প্রপঞ্চরূপে পরিণত হইয়াছেন, ইহাই মাত্র বুঝিতে পারা যায়। এক অসহায় ব্রহ্ম হইতে জগতের উৎপত্তি বলায় আরম্ভবাদ ও সঙ্ঘাতবাদের সম্ভাবনা হয় না এবং তৎকালে প্রপঞ্চের মিথ্যাত্বসম্ভাবনার কোন কারণ না থাকায় বিবর্ত্তবাদেরও প্রবেশ হইতে পারে না। এইরূপে সৃষ্টিশ্রুতিসমূহ দ্বারা পরিণামবাদ অবলম্বনে সপ্রপঞ্চ ব্রহ্ম নিরূপিত হইলে, ব্রহ্মের সর্ব্বদা নিষ্প্রপঞ্চ স্বভাব প্রতিপাদক "নেতি নেত্যাত্মা" "একমেবাদ্বিতীয়ম্" "নেহ নানাস্তি কিঞ্চন" "নাত্র কাচন ভিদাস্তি" প্রভৃতি শ্রুতি সৃষ্টিশ্রুতি দ্বারা প্রসক্ত প্রপঞ্চের উপাদানে প্রপঞ্চের নিষেধ করিয়া নিষ্প্রপঞ্চ ব্রহ্মের নিরূপণ করিয়া থাকেন। এজন্য আচার্য্য মণ্ডন "ভেদপ্রপঞ্চবিলয়দ্বারেণ চ নিরূপণম্" (ব্র, সি, ব্রহ্মকাণ্ড ২য় শ্লোক) এইরূপ বলিয়াছেন। স্বীয় উপাদানে প্রসক্ত প্রপঞ্চের সর্ব্বদা অভাব প্রতিপাদন দ্বারা শ্রুতি প্রপঞ্চের মিথ্যাত্বই প্রকাশ করিয়া থাকেন। তাহাতেই প্রপঞ্চ ব্রহ্মের বিবর্ত্ত—ইহা সিদ্ধ

হয়। সুতরাং পরিণামবাদপূর্ব্বকই বিবর্ত্তবাদের প্রবেশ হইয়া থাকে। এজন্য সঙ্ক্ষেপ-শারীরককার যে বলিয়াছেন—"পরিণামবাদ বলার পরেই বিবর্ত্তবাদ বলিতে পারা যায়, পরিণামবাদ না বলিয়া বিবর্ত্তবাদ বলিতে পারা যায় না", তাহা ঠিকই বটে।[৮]

বিবর্ত্তবাদ অপেক্ষা পরিণামবাদ সহজে লোক বুঝিতে পারে। কারণ পরিণামবাদে কারণের সহিত কার্য্যের ভেদাভেদ সিদ্ধ হয় বলিয়া লোকসিদ্ধ ভেদের নিষেধ করিতে হয় না। প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের সহিতও বিরোধ হয় না, অথচ ব্রহ্মপরিণামবাদে কারণ ব্রহ্মের অদ্বয়ত্বও কথঞ্চিৎ উপপাদন করা যায়। এজন্য ব্রহ্ম-সূত্রকার ব্রহ্মপরিণামবাদও স্বীকার করিয়াছেন।

মানুষ কোনও প্রাসাদে আরোহণ করিতে ইচ্ছুক হইলে, যেমন সোপানের নীচের ধাপে প্রথমে পা রাখিয়া ক্রমে উপরের ধাপে পা রাখে, নীচের ধাপে পা না রাখিয়া যেমন উপরের ধাপে পা রাখিতে পারে না, এইরূপ শাস্ত্রও কোনও সূক্ষ্ম তত্ত্ব প্রতিপাদন করিতে, প্রথমে স্থূল পরে সূক্ষ্ম তত্ত্বের প্রতিপাদন করিয়া থাকেন। এইভাবে বলিলে মানুষ অনায়াসে বুঝিতে পারে। তাই ব্রহ্মসূত্রকার পরিণামবাদ অবলম্বন করিয়া "ভোক্ত্রা-পত্তেঃ" ইত্যাদি সূত্র দ্বারা ব্রহ্মের সহিত জগতের কার্য্যকারণভাব প্রতিপাদন করিয়া, পরে আরম্ভণাধিকরণ দ্বারা বিবর্ত্তবাদ প্রতিপাদন করিয়াছেন। পরিণামবাদে ভেদের প্রসক্তি ও বিবর্ত্তবাদে ভেদের নিষেধ করা হইয়াছে, এজন্য পরিণামবাদ ও বিবর্ত্তবাদের পৌর্ব্বাপর্য্যও মানিতে হইয়াছে। ভেদের প্রসক্তি না হইলে ভেদের নিষেধ করা সম্ভব হইত না। সুতরাং ভেদপ্রসঞ্জক পরিণামবাদ বিবর্ত্তবাদের পূর্ব্বভাবীই হইবে।[৯]

---

৮ সাক্ষাদিহাভিমতমেব বিবর্ত্তবাদমাহত্য সূত্রয়তি পূর্ব্বমপেক্ষমাণঃ।
আরম্ভণাদিবচনেন বিবর্ত্তবাদং শক্নোতি বক্তুমুদিতে পরিণামবাদে ॥৩॥

৯ আরুহ্য ভূমিমধরামিতরাধিরোঢ়ুং শক্যেতি শাস্ত্রমপি কারণকার্য্যভাবম্।

যদিও বেদান্তে পরিণামবাদ ও বিবর্ত্তবাদ এই উভয় বাদই গ্রহণ করা হইয়াছে, তথাপি পরিণামবাদ বিবর্ত্তবাদেরই পূর্ব্বভূমি স্বরূপ। অধিকারী পুরুষ পরিণামবাদে ব্যবস্থিত হইলে তাহার নিকটে বিবর্ত্তবাদ স্বতঃই সমাগত হইয়া থাকে।[১০]

উপেয় ফল লাভের জন্যই মানুষ যেমন পূর্ব্বে উপায়ের অনুষ্ঠান করে, শ্রুতি ও সূত্রকার সেইরূপ উপেয় বিবর্ত্ত সিদ্ধির জন্যই তাহার উপায়স্বরূপ পরিণাম পূর্ব্বে প্রদর্শন করিয়াছেন।[১১]

সূত্র, ভগবৎপাদীয় ভাষ্য ও সংক্ষেপ শারীরকের আলোচনাতে ইহা স্পষ্ট বুঝিতে পারা গেল যে, ব্রহ্মপরিণামবাদ ব্রহ্মবিবর্ত্তবাদের বিরোধী ত নহেই; প্রত্যুত ব্রহ্মবিবর্ত্তবাদেরই অনুকূল। আচার্য্য শ্রীকণ্ঠ স্বীয় ভাষ্যে পরিণামবাদ বিবৃত করিলেও তাহা বিবর্ত্তবাদের প্রতিকূল হয় নাই। আরও কথা এই যে, ভাষ্যকার শ্রীকণ্ঠ "সন্ ঘটঃ" ইত্যাদি প্রত্যক্ষ প্রপঞ্চের সত্যতা-বিষয়ক নহে, ইহাই দেখাইবার জন্য উপাদান সদ্ বস্তুর সহিত ঘটাদি প্রপঞ্চের তাদাত্ম্যই উক্ত প্রত্যক্ষের বিষয় হইয়া থাকে—এইরূপ আরম্ভণাধিকরণে বলিয়াছেন। আরম্ভণাধিকরণে ভাষ্যকার "সন্ ঘটঃ" ইত্যাদি প্রত্যক্ষ—ঘটের সত্যতা-বিষয়ক নহে, কিন্তু সদ্‌রূপ ব্রহ্ম বিষয়ক—এইরূপ বলিয়াছেন।

প্রপঞ্চাকারে পরিণত চিৎশক্তি ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন নহে, উহা ব্রহ্মের সহিত অভিন্ন—এই কথাও ভাষ্যকার "আকাশস্তল্লিঙ্গাৎ"

উক্ত্বা পুরা পরিণতি-প্রতিপাদনেন সংপ্রত্যপোহতি বিকার-মৃষাত্বসিদ্ধ্যৈ ॥
সংক্ষেপ শারীরক ২।৬০

১০ বিবর্ত্তবাদস্য হি পূর্ব্বভূমির্বেদান্তবাদে পরিণামবাদঃ।
ব্যবস্থিতেঽস্মিন্ পরিণামবাদে স্বয়ং সমায়াতি বিবর্ত্তবাদঃ ॥
সংক্ষেপ শারীরক ২।৬১

১১ উপায়মাতিষ্ঠতি পূর্ব্বমুচ্চৈরুপেয়মাপ্তুং জনতা যথৈব।
শ্রুতির্মুনীন্দ্রশ্চ বিবর্ত্তসিদ্ধ্যৈ বিকারবাদং বদতস্তথৈব ॥
সংক্ষেপ শারীরক ২।৬২

(ব্র. সূ. ১, ২, ২৩) এই সূত্রের ভাষ্যে বলিয়াছেন। এইরূপ "দহরাধিকরণে" (ব্র. সূ. ১, ২, ১৩), "প্রসিদ্ধি (ব্র. সূ. ১, ২, ১) অধিকরণে" এবং "আধ্যানাধিকরণে"ও (ব্র. সূ. ৩, ৩, ১৪) চিৎ-শক্তি যে ব্রহ্ম-স্বরূপ হইতে অভিন্ন, তাহার সমর্থন করিয়াছেন।

পরমেশ্বরের চিৎশক্তি আছে এবং এই চিৎশক্তি পরমেশ্বর হইতে অভিন্ন এবং অভিন্ন হইয়াও এই চিৎশক্তি পরমেশ্বরের ধর্ম্ম, যাহা শৈব সিদ্ধান্তে স্বীকৃত হইয়াছে, তাহা সংক্ষেপশারীরকাদি অদ্বৈতপ্রধান শাস্ত্রেও নিরূপিত হইয়াছে।

"পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য দ্বারা জানা যায় যে, জড়রূপা ও অজড়রূপা দুই প্রকার শক্তি ব্রহ্মের আছে। জড়াত্মিকা অবিদ্যাশক্তি অসদ্‌রূপা হইলেও চিৎশক্তি সত্য বলিয়া চিৎশক্তিযুক্ত ব্রহ্মও সত্য, আর এই চিৎশক্তির পরিণামই জগৎ—এইরূপ শৈব সিদ্ধান্তে স্বীকার করা হয়। পরমেশ্বরের চিৎশক্তি স্বতঃ বিকারবর্জ্জিত চৈতন্যরূপা। উহা জড়শক্তির মত অসত্য নহে কিন্তু চৈতন্যরূপা বলিয়া সত্য, যেহেতু চৈতন্য বস্তু সত্য। চিৎশক্তি কূটস্থরূপা হইলেও জড়শক্তি ও চিৎশক্তির সংসর্গবশতঃ জগতের উৎপত্তি হইয়া থাকে। কূটস্থ চিৎশক্তির স্বতঃ বিকার না হইলেও জড়শক্তিরূপ উপাধিবশতঃ ঔপাধিক বিকার হইয়া থাকে অর্থাৎ বিকারবতী জড়শক্তিরূপ উপাধিবশতঃ চিৎশক্তিও বিকারবতী বলিয়া প্রতীত হয়।[১২]

শাস্ত্র ও গুরুবাক্যে শ্রদ্ধালু শৈবগণ উল্লিখিত শৈব সিদ্ধান্ত

---

১২ চিচ্ছক্তিঃ পরমেশ্বরস্য বিমলা চৈতন্যমেবোচ্যতে
সত্যেবাস্য জড়াঽপরা ভগবতঃ শক্তিস্ত্ববিদ্যোচ্যতে।
সংসর্গাচ্চ মিথস্তয়োর্ভগবতঃ শক্ত্যোর্জগজ্জায়তে
ঽসচ্ছক্ত্যা সবিকারয়া ভগবতশ্চিচ্ছক্তিরুদ্রিচ্যতে॥

সংক্ষেপ শারীরক ৩।২২৮

প্রদর্শন করিয়া থাকেন। তাঁহাদের সেই সিদ্ধান্ত পণ্ডিতগণও কোন ভূমিকাতে সঙ্গতই মনে করেন, আবার কোনও ভূমিকাতে এই সিদ্ধান্ত সঙ্গত মনে করেন না। কর্ম্ম এবং উপাসনা-ভূমিতে ব্রহ্মপরিণামবাদরূপ শৈব সিদ্ধান্ত সঙ্গত হইলেও নির্গুণ তত্ত্ব প্রতিপাদক বেদবাক্য আলোচনা করিলে এই পরিণামবাদরূপ শৈব সিদ্ধান্ত সঙ্গত মনে হয় না অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞান ভূমিতে পরিণামবাদ পণ্ডিতগণ গ্রহণ করেন না।[১৩]

এইরূপে শ্রীকণ্ঠভাষ্য ও সংক্ষেপ-শারীরক আলোচনা করিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, শৈব সিদ্ধান্তের সহিত অদ্বৈত সিদ্ধান্তের কোনও বিরোধ নাই, উভয় পক্ষই ভূমিকা বিশেষে উভয় পক্ষের প্রতি শ্রদ্ধাসম্পন্ন। আজকাল শৈব সিদ্ধান্তকে অদ্বৈতবাদবিরোধী বলিয়া প্রচার করিবার জন্য কেহ কেহ আগ্রহ প্রকাশ করিতেছেন, তাহা সাম্প্রদায়িক বিরোধ প্রচারের যুগে সঙ্গতই বটে।

সংক্ষেপ শারীরক প্রণেতা সর্ব্বজ্ঞাত্ম মুনি পূর্ব্বোত্তর মীমাংসকগণের সম্মত প্রমাণসমূহের স্বরূপ বুঝাইবার জন্য 'প্রমাণলক্ষণ' নামক আরও একখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন। এই গ্রন্থেও তিনি দেবেশ্বরের শিষ্য বলিয়া নিজের পরিচয় দিয়াছেন।[১৪] এই গ্রন্থে সুরেশ্বরের নাম গ্রহণ পূর্ব্বকই সুরেশ্বর বার্ত্তিকের উল্লেখ করিতে বলিয়াছেন—"সুরেশ্বরস্য বার্ত্তিকং গমকমাহুঃ"। সুতরাং ইনি

---

১৩ ইত্যেবং কথয়ন্তি কেচিদপরে শ্রদ্ধালবস্তৎ পুনঃ
কস্যাঞ্চিদ্ ভুবি সম্মতঞ্চ বিদুষাং নেষ্টস্তু ভূম্যন্তরে।
কর্ম্মোপাস্তিবিধানভূমিষু তথা তৎ সম্মতং নির্গুণে
তত্ত্বে তৎ পরবেদবাক্যবিষয়ে ত্বালোচিতে নেষ্যতে॥

সংক্ষেপ শারীরক ৩।২২৯

১৪ শ্রীদেবেশ্বরপাদপদ্মরজসা সত্ত্বঃ পবিত্রীকৃতঃ।
সর্ব্বজ্ঞাত্মমহামুনিঃ প্রকরণং চক্রে ত্রি(দ্বি)কাণ্ডীগতম্॥

সুরেশ্বরের শিষ্য। এজন্য গুরুর নাম গ্রহণ অসঙ্গত মনে করিয়া গুরুর নাম "দেবেশ্বর" বলিয়াছেন, এরূপ মনে করা সঙ্গত নহে। কারণ সংক্ষেপ শারীরকের শেষে গ্রন্থকার রাজা মনুকুলাদিত্যের রাজ্যকালে "সংক্ষেপ শারীরক" গ্রন্থ রচিত হইয়াছে, এইরূপ উল্লেখ করিয়াছেন।[১৫] রাজা মনুকুলাদিত্য ১০ম শতাব্দীতে রাজত্ব করিতেন—এইরূপ কথা স্বর্গীয় গোপীনাথ রাও তাঁহার একটী প্রবন্ধে বলিয়াছেন। এই রাজাই সংক্ষেপ শারীরককারের আশ্রয়দাতা ছিলেন।

হস্ত লিখিত "প্রমাণ-লক্ষণ" পুস্তকের শেষে এইরূপ লেখা আছে যে, শ্রীশ্রেষ্ঠানন্দপাদের শিষ্য শ্রীদেবানন্দপাদ, শ্রীদেবানন্দপাদের শিষ্য শ্রীদেবেশ্বরপাদ, শ্রীদেবেশ্বরপাদের শিষ্য শ্রীসর্ব্বজ্ঞাত্মপাদ। ইঁহার রচিত প্রমাণ-লক্ষণ সমাপ্ত হইল।[১৬] সংক্ষেপ শারীরককার পঞ্চপাদিকার "প্রবোধ পরিশোধিনী" নামে একখানা টীকাও রচনা করিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায়। সংক্ষেপ শারীরক হইতে জানা যায়—গ্রন্থকার বৈষ্ণব ছিলেন। প্রারম্ভ শ্লোকে ও ৩য় শ্লোকে ভগবান্ মুরারি ও অচ্যুতকে প্রণাম করিয়াছেন। গ্রন্থের শেষ শ্লোকে ভগবান্ বিষ্ণুর প্রণাম করিয়াছেন।[১৭]

অনেকে মনে করেন—সঙ্ক্ষেপ-শরীরককার জীবন্মুক্তি মানিতেন না। কিন্তু এরূপ মনে করা সঙ্গত নহে। ৪ অধ্যায়ের ৩৮ শ্লোকে

---

১৫ চক্রে সজ্জন-বুদ্ধি-বর্দ্ধনমিদং রাজন্য-বংশে নৃপে
শ্রীমত্যক্ষত-শাসনে মনুকুলাদিত্যে ভুবং শাসতি ॥

১৬ শ্রীশ্রেষ্ঠানন্দপাদশিষ্যাঃ শ্রীদেবানন্দপাদাঃ। শ্রীদেবানন্দপাদশিষ্যাঃ শ্রীদেবেশ্বরপাদাঃ। শ্রীদেবেশ্বরপাদশিষ্যাঃ শ্রীসর্ব্বজ্ঞাত্মপাদাঃ। তদীয়-কৃতিঃ প্রমাণলক্ষণং সমাপ্তম্।

১৭ ভুজঙ্গমাঙ্গ-শায়িনে বিহঙ্গমাঙ্গ-গামিনে।
তুরঙ্গমাঙ্গ-ভেদিনে নমো রথাঙ্গ-ধারিণে ॥
সং, শা, ৪র্থ অ ৬৩ শ্লোক

প্রথমে সদ্য বিদেহ-মুক্তিবাদিগণের মত দেখাইয়াছেন। এই মতে জীবন্মুক্তি স্বীকার করা হয় না, ব্রহ্মজ্ঞান দ্বারা সদ্যই বিদেহ মুক্তি লাভ হইয়া থাকে। ৩৯ শ্লোকে জীবন্মুক্তি প্রতিপাদক শাস্ত্রকে ব্রহ্মবিদ্যার স্তুতিবাদ বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। পরে ৪০ শ্লোকে জীবন্মুক্তি-প্রতিপাদক শাস্ত্র অর্থবাদ মাত্র হইতে পারে না বলিয়া জীবন্মুক্তির সমর্থন করিয়াছেন। অনন্তর ৪১ শ্লোকে ও ৪২ শ্লোকে অবিদ্যা-সংস্কার প্রভৃতি যাহা পূর্ব্বাচার্য্যগণ স্থলবিশেষে বলিয়াছেন, তাহার অভিপ্রায় কি—তাহাই দেখাইয়াছেন। ৪৩ শ্লোকে অবিদ্যাতে ব্রহ্মবিদ্‌গণের স্বানুভূতিই প্রমাণ, ইহা দেখান হইয়াছে। ৪৪ শ্লোক হইতে ৪৬ শ্লোক পর্য্যন্ত জীবন্মুক্তিরই সমর্থন করিয়াছেন। এই-রূপে গ্রন্থ সমাপ্তি পর্য্যন্ত জীবন্মুক্তি পূর্ব্বক বিদেহ মুক্তির কথাই বলিয়াছেন। টীকাকার পূজ্যপাদ মধুসূদন সরস্বতীও ৩৮ শ্লোকের টীকাতে বলিয়াছেন যে, এই শ্লোকে সদ্য বিদেহকৈবল্যবাদীর মত দেখাইতেছেন, কিন্তু এই মতই গ্রন্থকারের সিদ্ধান্ত এরূপ বলেন নাই। ৪০ শ্লোকের টীকাতেও গ্রন্থকার মতান্তর দেখাইতেছেন—এইরূপ বলিয়াছেন। সুতরাং দুইটী মতই পূর্ব্ব প্রসিদ্ধ, ইহাই বুঝিতে পারা যায়। জীবন্মুক্তি পক্ষ আড়ম্বরের সহিত পরে ও গ্রন্থসমাপ্তি পর্য্যন্ত বলাতে জীবন্মুক্তিপক্ষই সংক্ষেপ শারীরককারের অভিমত বুঝিতে পারা যায়।

কোনও মতের প্রদর্শন মাত্রই যদি তাঁহার নিজের মত হয়, তবে চতুর্থ অধ্যায়ের ১৪ শ্লোকে পঞ্চম প্রকার অবিদ্যা-নিবৃত্তি দেখান হইয়াছে বলিয়া ইহাও সংক্ষেপশারীরককারের মত বলিয়া গৃহীত হওয়া উচিত। যদি বলা যায় যে, পরে ১৫ শ্লোকে অবিদ্যা-নিবৃত্তি, অবিদ্যার অধিষ্ঠানভূত চিন্মাত্র স্বরূপ বলা হইয়াছে, এজন্য পূর্ব্বমত সিদ্ধান্ত নহে, তবে জীবন্মুক্তি পক্ষও পরে বলা হইয়াছে এবং বিশেষ আড়ম্বরের সহিত গ্রন্থসমাপ্তি পর্য্যন্ত বলা হইয়াছে বলিয়া জীবন্মুক্তি পক্ষই গ্রন্থকারের সম্মত বলিয়া গ্রহণ করা উচিত।

শ্রীকণ্ঠাচার্য্য যদি নির্গুণ, নিষ্প্রপঞ্চ, জীবাভিন্ন শুদ্ধাদ্বৈতরূপ ব্রহ্মই স্বীকার করেন, তবে তিনি আর পৃথক্ ভাষ্য রচনা করিতে গেলেন কেন? ভগবৎপাদীয় ভাষ্যই তো রহিয়াছে। এইরূপ প্রশ্নের উত্তরে বক্তব্য এই যে, নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার দ্বারা জীবের ব্রহ্মভাব প্রাপ্তি হয়। কিন্তু এই সাক্ষাৎকার ব্রহ্মনিদিধ্যাসন লভ্য। সেই পরম সূক্ষ্ম ব্রহ্মে নিদিধ্যাসনযোগ্য চিত্তস্থৈর্য্য যাঁহারা লাভ করিতে পারেন নাই, তাঁহাদের সেই স্থৈর্য্য লাভ করিতে হইলে, দৃঢ় ভক্তিতে দীর্ঘকাল নিরন্তর আরাধিত অনন্ত কল্যাণগুণযুক্ত দিব্য বিগ্রহ শ্রীপরমেশ্বরের অনুগ্রহ লাভ করিতে হইবে। জীবের আরাধনাতে প্রসন্ন হইয়া শ্রীপরমেশ্বর জীবকে শুভ বুদ্ধিযুক্ত করিয়া থাকেন। "স নো বুদ্ধ্যা শুভয়া সংযুনক্ত" শ্রুতিও ইহাই বলেন। শ্রীপরমেশ্বরের অনুগ্রহে জীবের জ্ঞান লাভ হয়। "ঈশ্বরাজ্ জ্ঞানমন্বিচ্ছেৎ" স্মৃতিও এই কথাই বলেন। আচার্য্য শ্রীহর্ষও "খণ্ডন" গ্রন্থে বলিয়াছেন—"ঈশ্বরানুগ্রহাদেষা পুংসামদ্বৈতবাসনা।"

স্ত্রীর আন্তর উপচার দ্বারা পুরুষ যেমন স্ত্রীর প্রতি প্রসন্ন হয়, সেইরূপ জীবের আন্তর ধ্যান দ্বারা মহেশ্বর জীবের প্রতি প্রসন্ন হইয়া থাকেন।

"যথান্তরোপচারেণ নরঃ স্ত্রীষু প্রসীদতি।
তথান্তরেণ ধ্যানেন প্রসীদতি মহেশ্বরঃ॥

পুরাণও ইহাই বলেন।

পরমেশ্বরে নিরতিশয় ভক্তিসম্পন্ন হইতে না পারিলে ঈশ্বরের অনুগ্রহলাভ হইতে পারে না, ঈশ্বরের অনুগ্রহ ব্যতীত ব্রহ্মজ্ঞানের উদয় হইতে পারে না। এই ঈশ্বরনিষ্ঠতার উপযোগী ভক্ত্যতিশয় সিদ্ধির জন্যই পরমেশ্বরই পরব্রহ্ম, পরমেশ্বর তত্ত্বই পরমার্থ তত্ত্ব, এতদপেক্ষা পরমেশ্বরের আর অন্য কোনও তাত্ত্বিক রূপ নাই, ইহাই প্রতিপাদনের জন্য আচার্য্য শ্রীকণ্ঠ পরমেশ্বরে বেদান্তবাক্যসমূহের ও ব্রহ্মসূত্রের তাৎপর্য্য প্রতিপাদন করিয়াছেন। শ্রুতি ও সূত্রের

ব্যাখ্যাবিশেষ দ্বারা পরমেশ্বর তত্ত্ব প্রতিপাদনের জন্যই শ্রীকণ্ঠ ভাষ্য রচনা করিয়াছেন।

ইহাতে প্রশ্ন হইতে পারে যে, যদি পরমেশ্বরে ভক্তির আতিশয্য লাভের জন্যই আচার্য্য শ্রীকণ্ঠ ভাষ্য রচনা করিয়াছেন, তবে শ্রুতি, স্মৃতি ও পুরাণাদিতে যে পরমেশ্বর মহিমা বর্ণিত হইয়াছে, সেই মহিমারই প্রখ্যাপন করা আচার্য্যের উচিত ছিল, কিন্তু বেদান্তপ্রতিপাদ্য নির্গুণ ব্রহ্মতত্ত্বের প্রত্যাখ্যান আচার্য্যের উচিত হয় নাই, কারণ নির্গুণ ব্রহ্মতত্ত্ব আচার্য্যেরও ত অভিমতই বটে। নিজের অভিপ্রেত তত্ত্বেই দোষ উদ্ভাবন করা কোনও মতে সঙ্গত হইতে পারে না।

এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে, বিহিত কর্ম্মের অনুষ্ঠান দ্বারা ব্রহ্মজ্ঞানে অধিকার লাভ হইয়া থাকে বলিয়া, সুপ্রাচীন মহর্ষিগণও তাঁহাদের অভিমত ব্রহ্মজ্ঞানে মানুষের দৃঢ় অধিকার লাভের জন্যই মানুষকে কর্ম্মানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত করাইয়াছেন, ইচ্ছাপূর্ব্বকই তাঁহারা স্বাভিমত ব্রহ্মজ্ঞানে দোষও প্রদর্শন করিয়াছেন। ব্রহ্মজ্ঞানে দৃঢ় অধিকার লাভ করিবার পূর্ব্বেই যাহাতে ব্রহ্মজ্ঞানে প্রবৃত্ত হইতে না পারে, এজন্য কর্ম্ম দ্বারাই পরম শ্রেয়ঃ লাভ হইয়া থাকে এইরূপ বলিয়া কর্ম্মানুষ্ঠানে মানুষকে প্রবৃত্ত করাইতে প্রয়াস করিয়াছেন।

যেমন মহর্ষি আপস্তম্ব স্বীয় ধর্ম্মসূত্রে শ্রুতিস্মৃতিবিরোধ প্রদর্শন-পূর্ব্বক সন্ন্যাস আশ্রমের দোষ কীর্ত্তন করিয়া, অশুদ্ধ চিত্ত পুরুষের সন্ন্যাসে প্রাথমিক প্রবৃত্তির নিরোধ করিয়াছেন। চিত্তশুদ্ধির জন্য যজ্ঞাদি কর্ম্মের সাধক গৃহস্থাশ্রমের প্রশংসা করিয়া গৃহস্থাশ্রমে বিশেষভাবে প্রবৃত্তি উৎপাদন করিতে প্রয়াস করিয়াছেন।

মহর্ষি আপস্তম্ব স্বীয় ধর্ম্মসূত্রে সন্ন্যাস আশ্রমের প্রশংসা প্রতিপাদক পুরাণবাক্য[১৮] পূর্ব্বপক্ষরূপে উল্লেখ করিয়া, তাহার

---

১৮ অষ্টাশীতিসহস্রাণি যে প্রজামীষিরে ঋষয়ঃ।
দক্ষিণেনার্য্যম্ণঃ পন্থানং তে শ্মশানানি ভেজিরে ॥১॥

বিশেষভাবে খণ্ডন করিয়াছেন। পুরাণবাক্যের অর্থ এই যে, পূর্ব্বতন বহু মহর্ষিগণ গার্হস্থ্য অবলম্বন করিয়া পিতৃযানে গমন করিয়াছেন, তাঁহাদের দেহ শ্মশানে ভস্মীভূত হইয়াছে। আর যে সমস্ত মহর্ষিগণ গার্হস্থ্য অবলম্বন না করিয়া ঊর্দ্ধরেতা হইয়া চতুর্থাশ্রম অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাঁহারা দেবযান পথে গমন করিয়া অমৃতত্ব লাভ করিয়াছেন।

পুরাণে এইরূপ ঊর্দ্ধরেতাগণের প্রশংসা শুনিতে পাওয়া যায়।[১৯] এই ঊর্দ্ধরেতা সন্ন্যাসিগণ সিদ্ধ-সঙ্কল্প। ইঁহাদের সঙ্কল্পমাত্রেই বারিবর্ষণ, অপুত্রের পুত্র লাভ প্রভৃতি হইয়া থাকে। ইঁহারা দূর দর্শনে ও মনের ন্যায় শীঘ্র গমনে সমর্থ ইত্যাদি।[২০] শাস্ত্রের এই সব কথা শুনিয়া ও প্রত্যক্ষ ফল দেখিয়া কেহ কেহ সন্ন্যাস-আশ্রমও শাস্ত্রসিদ্ধ শ্রেষ্ঠ আশ্রম বলিয়া মনে করেন।[২১]

কিন্তু যাঁহারা বেদজ্ঞ, তাঁহারা বেদকেই প্রমাণ মনে করেন, বেদার্থেই তাঁহাদের নিষ্ঠা। বেদ যাহা বলিয়াছেন—ব্রীহি, যব, পশু, আজ্য, পয়ঃ, পুরোডাশ, কপাল এবং পত্নীসম্বদ্ধ নানাবিধ কর্ম্মরাশি, তাহাই তাঁহারা কর্ত্তব্য মনে করেন। বেদবিরুদ্ধ আচার 'সন্ন্যাস' অকর্ত্তব্য মনে করেন।[২২] গৃহস্থ কর্ম্মিগণই স্বর্গপদবাচ্য অনন্ত সুখ

অষ্টাশীতিসহস্রাণি যে প্রজাং নেষিরে ঋষয়ঃ।
উত্তরেণার্য্যম্নঃ পন্থানং তে অমৃতত্বং হি কল্পতে ॥২॥

আ. ধ. সূ. ২ প্র ৯ প ২৩ খ ৬ সূ

১৯ ইত্যূর্দ্ধরেতসাং প্রশংসা আ.ধ.সূ. ২প্র ৯প ২৩খ ৬সূ

২০ অথাপি সঙ্কল্পসিদ্ধয়ো ভবন্তি ৭সূ. যথা বর্ষং প্রজাদানং দূরেদর্শনং মনোজবতাং যচ্চান্যদেবং যুক্তম্ ৮সূ.

২১ তস্মাচ্ছ্রুতিতঃ প্রত্যক্ষফলত্বাচ্চ বিশিষ্টানাশ্রমান্ এতানেকে ব্রুবতে। ৯সূ.

২২ ত্রৈবিদ্যবৃদ্ধানাং তু বেদাঃ প্রমাণমিতি নিষ্ঠা। তত্র যানি শ্রূয়ন্তে

লাভ করিয়া থাকেন। ইঁহাদের পুত্র পৌত্রাদিক্রমে প্রজনন ধারা অব্যাহত থাকে বলিয়া ইঁহাদের মৃত্যু নাই।[২৩] বেদই এই কথা বলিয়াছেন যে—হে মরণশীল গৃহস্থ! তুমি যে পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করিয়া থাক—ইহাই তোমার অমরণশীল রূপ। তুমি মরণশীল হইয়াও অমৃত।

আর ইহাও প্রত্যক্ষসিদ্ধ যে, সেই গৃহস্থই পুত্ররূপে আবির্ভূত হইয়াছে, কেবল দেহমাত্রই ভিন্ন। পিতা ও পুত্রের সারূপ্য প্রত্যক্ষসিদ্ধ। পিতার মৃত্যু হইলেও মৃত ব্যক্তির পুত্রাদি জীবিত থাকিয়া যে সমস্ত সৎ কার্য্যের অনুষ্ঠান করে, তদ্দ্বারা মৃত পিতৃ-পিতামহের কীর্ত্তি ও স্বর্গ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া থাকে।[২৪] আজ যে গৃহস্থ তাহার শুভ কর্ম্মদ্বারা মৃত পিতার কীর্ত্তি ও স্বর্গের বৃদ্ধি সম্পাদন করিতেছে, তাহার পুত্রও সেইরূপে আবার তাহার কীর্ত্তি ও স্বর্গের বর্দ্ধক হইবে। স্বর্গস্থ ব্যক্তিগণ এইরূপে প্রলয়কাল পর্য্যন্ত অবস্থান করিয়া প্রলয়ের পরে আবার যখন সৃষ্টি হইবে, তখন ইহারা প্রজাপতিরূপে প্রজাদিগের সৃষ্টিকর্ত্তা হইবেন।[২৫] ভগবান্ প্রজাপতির এইরূপ উক্তি শুনিতে পাওয়া যায় যে, যাঁহারা ব্রহ্মচর্য্য পালনপূর্ব্বক বেদ গ্রহণ করিয়া বেদ-প্রতিপাদ্য

ব্রীহিযব-পশ্বাজ্যপয়ঃ-কপালপত্নীসম্বন্ধানি উচ্চৈর্নীচৈঃ কার্য্যমিতি তৈর্বিরুদ্ধ আচারোঽপ্রমাণমিতি মন্যন্তে। ১০সূ

২৩ ততঃ পরমানন্ত্যং ফলং স্বর্গশব্দং শ্রূয়তে ১২সূ.
অথাপ্যস্য প্রজাতিমমৃতামাম্নায় আহ। প্রজামনু প্রজায়সে তদু তে মর্ত্ত্যামৃতমিতি। আ.ধ.সূ. ২প্র. ৯প ২৪খ ১সূ

২৪ অথাপি স এবায়ং বিরূঢ়ঃ পৃথক্ প্রত্যক্ষেণোপলভ্যতে। দৃশ্যতে চাপি সারূপ্যম্ দেহত্বমেবান্যৎ। তে শিষ্টেষু কর্মসু বর্ত্তমানাঃ পূর্বেষাং সাম্পরায়েণ কীর্ত্তিং স্বর্গং চ বর্দ্ধয়ন্তি। ৩সূ

২৫ এবমবরোবরঃ পরেষাম্। আভূতসংপ্লবাত্তে স্বর্গজিতঃ। পুনঃ সর্গে বীজার্থা ভবন্তি ইতি ভবিষ্যৎ পুরাণে।

তপস্যা, যজ্ঞ ও দান প্রভৃতি কর্ম্মের অনুষ্ঠান ও প্রজা উৎপাদন করেন। আমি (প্রজাপতি) তাঁহাদেরই সহিত বাস করি অর্থাৎ তাদৃশ ব্যক্তিরাই প্রাজাপত্য লোক লাভ করিয়া থাকেন। স্বর্গস্থ ব্যক্তির পুত্রাদি শুভ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া যেমন পিতৃপিতামহের কীর্ত্তি ও স্বর্গের বর্দ্ধক হইয়া থাকে, সেইরূপ পুত্রাদির অসৎ কর্ম্ম দ্বারা পিতৃপিতামহের কোনও হানি হয় না, কেবল অসৎকর্ম্মকারীই ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। বৃক্ষের একটী পত্র কীটদৃষ্ট হইলে যেমন বৃক্ষের কোন হানি হয় না, কেবল সেই পত্রটীই নষ্ট হইয়া যায় মাত্র।[২৬] তদ্রূপ অশুভ কর্ম্মকারীর স্বর্গগত পিতৃপিতামহ পুত্রাদিকৃত অশুভ কর্ম্মের ফলভোগ করেন না, কেবল পুত্রাদির শুভকর্ম্মেরই ফল ভোগ করিয়া থাকেন। পুণ্যকারী ব্যক্তিরা সমুজ্জ্বল নক্ষত্ররূপে আকাশে প্রতীয়মান হইয়া থাকেন।

যদি বা কোনও চতুর্থাশ্রমী স্বীয় সৎ কর্ম্মের অংশ দ্বারা ইহলোকেই সঙ্কল্প সিদ্ধ হন, তাহা হইলেও সেরূপ ব্যক্তি অনন্ত ফল লাভ করিতে পারেন না, তাঁহাদের সুখভোগ অন্তবৎ অর্থাৎ— পরিচ্ছিন্নই হইয়া থাকে। সুতরাং সন্ন্যাস আশ্রম সমস্ত আশ্রমের শ্রেষ্ঠ নহে।

সন্ন্যাসাশ্রম জাবাল শ্রুতিসিদ্ধ হইলেও মহর্ষি আপস্তম্ব সন্ন্যাসাশ্রমকে অপ্রামাণিক বলিয়াছেন। আপস্তম্ব স্বীয় ধর্ম্মসূত্রে পূর্ব্বে নিজেই বলিয়াছেন—"আশ্রম চারিপ্রকার গার্হস্থ্য, ব্রহ্মচর্য্য, মৌন (সন্ন্যাস) ও বানপ্রস্থ। শাস্ত্রানুসারে এই চতুর্ব্বিধ আশ্রমে অব্যগ্র-

---

২৬ অথাপি প্রজাপতের্বচনম্—ত্রয়ীং বিদ্যাং ব্রহ্মচর্য্যং প্রজাতিং, শ্রদ্ধাং তপো যজ্ঞমনু প্রদানম্। য এতানি কুর্বতে তৈরিৎসহস্মো রজো ভূত্বা ধ্বংসতেঽন্যৎ প্রশংসন্নিতি।

তত্র যে পাপকৃতস্ত এব ধ্বংসন্তি যথাপর্ণং বনস্পতেঃ। ন পরান্ হিংসন্তি। ৯সূ,

ভাবে স্থিত আশ্রমী পুরুষ ক্ষেম লাভ করিয়া থাকেন।” আশ্রম চারি প্রকার বলায় সন্ন্যাস আশ্রম আপস্তম্ব নিজেই স্বীকার করিয়াছেন। চতুর্বিবধ আশ্রমই শাস্ত্রসিদ্ধ—ইহাও তিনি নিজেই বলিয়াছেন; সুতরাং সন্ন্যাস আশ্রমের প্রত্যাখ্যান করাতে মহর্ষির নিজের বাক্যেরই বিরোধ হইয়াছে। চারি আশ্রমই শাস্ত্রমূলক বলিয়া পরে সন্ন্যাস আশ্রম শাস্ত্রসিদ্ধ নহে বলাতেও নিজের কথারই বিরোধ হইয়াছে।

“গৃহস্থ কর্ম্মিগণই স্বর্গপদবাচ্য অনন্ত সুখ লাভ করেন” এই কথাও “চাতুর্মাস্য-যাজীর অক্ষয় সুকৃত হয়” ইত্যাদি বেদবাক্যের ন্যায় অর্থবাদই বলিতে হইবে। কারণ কর্ম্মসাধ্য পুণ্য অবিনাশী হইতে পারে না। “এবমেবামুত্র পুণ্যচিতো লোকঃ ক্ষীয়তে” ইত্যাদি শ্রুতিও পুণ্যফলমাত্রকেই বিনাশী বলিয়াছেন। “পিতাই পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করে” এইরূপ বলাও যুক্তিবিরুদ্ধ। দুইটী দেহে সাদৃশ্য থাকিলেই দুইটী দেহে আত্মা এক—ইহা সিদ্ধ হয় না। “পুত্রাদির দুষ্ট কর্ম্ম দ্বারা পিত্রাদির অনিষ্ট হয় না”—এই কথাও “পিতৃভিঃ সহ মজ্জতি” ইত্যাদি শাস্ত্রবিরুদ্ধ।

এইরূপ বিবেচনা করিলে দেখা যায় যে, আপস্তম্বের গার্হস্থ্য আশ্রমের প্রশংসা শাস্ত্রবিরুদ্ধ ও স্ববাক্যবিরুদ্ধ হইয়াছে। কিন্তু মহর্ষি আপস্তম্ব নিজের অজ্ঞতা প্রযুক্ত এই সব বিরুদ্ধ কথা বলিয়াছেন, তাহা কখনই বলিতে পারা যায় না। মহর্ষির এরূপ বলার অভিপ্রায় এই যে, সন্ন্যাসের ফল শ্রবণমাত্রেই প্রলুব্ধ হইয়া, নিম্নাধিকারিগণ সন্ন্যাসের উপযোগী দৃঢ় বৈরাগ্য না থাকায় সন্ন্যাসে বলপূর্ব্বক প্রবৃত্ত হইয়া সন্ন্যাসাশ্রমোচিত শম দমাদির অনুষ্ঠানে অসামর্থ্য প্রযুক্ত পতিতই হইবে, এতাদৃশ মন্দ অধিকারিগণ পতিত না হউক—এই মনে করিয়া তাহাদের প্রতি অনুগ্রহ প্রযুক্তই গার্হস্থ্য আশ্রমের ঐরূপ প্রশংসা করিয়াছেন। ঋগ্বেদের ঐতরেয় ব্রাহ্মণেও

ঐরূপ প্রশংসা দেখা যায়। মহর্ষিও উক্ত বেদের অনুকরণেই ঐতরেয় বাক্যের[১] ৩৩ অঃ ১ খণ্ডের ব্যাখ্যামাত্র করিতে বলিয়াছেন—"গার্হস্থ্য, ব্রহ্মচর্য্য, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস—এই চতুর্ব্বিধ আশ্রম অকিঞ্চিৎকর অর্থাৎ সুখের হেতু নহে—এজন্য ব্রাহ্মণাদি বর্ণগণ পুত্রলাভের ইচ্ছা করুক, পুত্রই সুখের হেতু।" পুত্রলাভ গৃহস্থেরই হইতে পারে; সুতরাং প্রদর্শিত বেদবাক্য দ্বারা গার্হস্থ্য আশ্রমেরই প্রশংসা করা হইয়াছে।

এইরূপ মহাভারতের শান্তিপর্ব্বেও[২] দেখা যায় যে, কুরুক্ষেত্র মহাযুদ্ধের অবসানে, মহারাজ যুধিষ্ঠির শোকে ব্যাকুল হইয়া সন্ন্যাস আশ্রম গ্রহণ করিতে উদ্‌যুক্ত হইয়াছিলেন। বানপ্রস্থ অথবা সন্ন্যাস আশ্রম গ্রহণ করিবার জন্য মহারাজ যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃদিগের নিকটে বলিয়াছিলেন যে—"অথবা আমি মৌনী ও মুণ্ডিতমস্তক হইয়া এক এক দিন একটী বৃক্ষমূলে বাস করিয়া ভৈক্ষ্য আচরণ-পূর্ব্বক দেহের অবসান করিব। সমস্ত প্রিয় ও অপ্রিয় পরিত্যাগ করিয়া সমস্ত শরীর-সংস্কার বর্জ্জনপূর্ব্বক বৃক্ষমূলে বা শূন্যাগারে বাস করিব।" ভ্রাতৃগণের নিকটে মহারাজ যুধিষ্ঠিরের এই অনুজ্ঞা প্রার্থনাতে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরের অদৃঢ় বৈরাগ্য বুঝিতে পারিয়া নিজে ও তথায় উপস্থিত ব্যাস প্রভৃতি মহর্ষিগণ সন্ন্যাসাশ্রমের বহু দোষ দেখাইয়া মহারাজ যুধিষ্ঠিরের চিত্তশুদ্ধির জন্য তাঁহাকে অশ্বমেধাদি যজ্ঞকর্ম্মে প্রবৃত্ত করাইয়াছিলেন। এস্থলে শ্রীকৃষ্ণ ও

---

১ কিন্নু মলং কিমজিনং কিমু শ্মশ্রূণি কিং তপঃ। পুত্রং ব্রহ্মাণ ইচ্ছধ্বং স বৈ লোকোঽবদাবদঃ॥ ঐতরেয় ৩৩ অ ১ম খণ্ড।

২ অথবৈকোঽহমেকাহমেকৈকস্মিন্ বনস্পতৌ।
চরন্ ভৈক্ষ্যং মুনির্মুণ্ডঃ ক্ষপয়িষ্যে কলেবরম্॥ ১২॥
পাংশুভিঃ সমভিচ্ছন্নঃ শূন্যাগারপ্রতিশ্রয়ঃ।
বৃক্ষমূলনিকেতো বা ত্যক্তসর্ব্বপ্রিয়াপ্রিয়ঃ॥ ১৩॥

বঙ্গবাসী মুদ্রিত মহাভারত, শান্তিপর্ব্ব ৯ম অধ্যায় ১২-১৩ শ্লোক

মহর্ষিগণ যে সন্ন্যাসের দোষ কীর্ত্তন করিয়াছেন, তাহা সন্ন্যাসের হেয়তা প্রতিপাদনের জন্য নহে, কিন্তু বৈরাগ্য দৃঢ় না হইলে সন্ন্যাস গ্রহণ অনুচিত, তাহাতে কল্যাণ না হইয়া অকল্যাণই হইবে—মাত্র ইহাই প্রতিপাদনের জন্য। কারণ মহাভারতের শান্তিপর্ব্বের অন্তর্গত মোক্ষধর্ম্ম পর্ব্বে সন্ন্যাসের অসাধারণ প্রশংসা করা হইয়াছে।

এইরূপ মনুসংহিতাতেও[৩] যে বলা হইয়াছে—ঋণত্রয় পরিশোধ করিয়া মোক্ষে অর্থাৎ মোক্ষের অন্তরঙ্গ সন্ন্যাস আশ্রমে মনোনিবেশ করিবে, ঋণত্রয় পরিশোধ না করিয়া মোক্ষমার্গের সেবা অর্থাৎ সন্ন্যাস গ্রহণ করিলে তাহার অধোগতিই হইবে—ইহাও যাহার দৃঢ় বৈরাগ্যের উদয় হয় নাই, সেইরূপ অধিকারীকে লক্ষ্য করিয়াই বলা হইয়াছে বুঝিতে হইবে। তাহা না হইলে "যদহরেব বিরজেৎ তদহরেব প্রব্রজেৎ", "ব্রহ্মচর্য্যাদেব প্রব্রজেৎ" ইত্যাদি প্রত্যক্ষ জাবাল শ্রুতির বিরোধ ঘটিবে। মনুসংহিতাতে প্রদর্শিত আশ্রম সমুচ্চয় পক্ষ অবিরক্ত পুরুষ সম্বন্ধেই বুঝিতে হইবে, নতুবা শ্রুতিবিরোধ হইবে—ইহাই বলা হইয়াছে। শ্রুতিতে যে আশ্রম সমুচ্চয় পক্ষ ও আশ্রম বিকল্প পক্ষ বলা হইয়াছে, তাহা বৈরাগ্যের প্রতি লক্ষ্য করিয়াই বলা হইয়াছে। অদৃঢ়বৈরাগ্যের প্রতি সমুচ্চয় পক্ষ ও দৃঢ়বৈরাগ্যের প্রতি বিকল্প পক্ষ বুঝিতে হইবে। আপস্তম্ব, মহাভারত ও মনুস্মৃতি বিভিন্ন প্রকারে ইহাই উপদেশ করিয়াছেন যে, অদৃঢ়বৈরাগ্য পুরুষের সন্ন্যাসে অধিকার নাই, কেবলমাত্র ফলশ্রবণে প্রলুব্ধ হইয়া উচ্চাধিকার গ্রহণ করিলেই কল্যাণ হইতে পারে না।

এই অভিপ্রায়েই শ্রীকণ্ঠাচার্য্যও সগুণ ব্রহ্মেই বেদান্ত-বাক্যসমূহের সমন্বয় প্রদর্শন করিয়াছেন। শুদ্ধ ব্রহ্ম প্রাপ্তিরূপ মহাফল শ্রবণমাত্রেই

---

৩ ঋণানি ত্রীণ্যপাকৃত্য মনো মোক্ষে নিবেশয়েৎ।
অনপাকৃত্য মোক্ষন্তু সেবমানো ব্রজত্যধঃ॥
মনু সং ৬ষ্ঠ অ ৩৫ শ্লো

সন্তুষ্ট হইয়া তাদৃশ ব্রহ্ম সাক্ষাৎকারের উপযোগী চিত্তের একাগ্রতার অভাববশতঃ মন্দাধিকারী ব্যক্তি শুদ্ধ ব্রহ্ম সাক্ষাৎকারে অসমর্থ হইয়া যদি অল্প ফল বোধে সগুণ ব্রহ্মের উপাসনাপথও পরিত্যাগ করে, তবে উভয় পথ ভ্রষ্ট হইয়া অধোগতিই প্রাপ্ত হইবে। মন্দাধিকারিগণের এরূপ অকল্যাণ না হউক, এই অভিপ্রায়ে তাহাদের প্রতি অনুগ্রহ করিয়া তাহাদিগকে নির্গুণ ব্রহ্মোপাসনা হইতে বিরত করিয়া সগুণ উপাসনাতেই স্থিরভক্তিতে প্রবর্ত্তিত করিবার জন্য সগুণ ব্রহ্মেই বেদান্তবাক্যের সমন্বয় দেখাইয়াছেন।

প্রদর্শিত আপস্তম্ব ধর্ম্মসূত্রের যেমন অত্যন্ত অতাৎপর্য্য বিষয়ে তাৎপর্য্য প্রদর্শন করা হইয়াছে, আচার্য্য শ্রীকণ্ঠ সেইরূপ অত্যন্ত অতাৎপর্য্য বিষয় সগুণ ব্রহ্মে শ্রুতির তাৎপর্য্য প্রতিপাদন করেন নাই। নির্গুণ ব্রহ্মই উপাধিযুক্ত হইয়া সগুণ ব্রহ্মরূপে প্রতিভাত হইয়া থাকেন। এজন্য নির্গুণ ব্রহ্ম প্রকরণেও নির্গুণ ব্রহ্ম প্রতিপত্তির উপায়রূপে সগুণ ব্রহ্মের কথা বলা হইয়াছে। নির্গুণ ব্রহ্মে শ্রুতির পরম তাৎপর্য্য থাকিলেও সগুণ ব্রহ্মে শ্রুতির অবান্তর তাৎপর্য্য স্বীকৃত হইয়া থাকে। যেমন "এতস্যৈব অক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ বিধৃতৌ তিষ্ঠতঃ" (অর্থাৎ হে গার্গি! এই অক্ষর পরমাত্মা ব্রহ্মেরই প্রশাসনে চন্দ্র, সূর্য্য আকাশে যথাস্থানে অবস্থিত আছে।), "সর্ব্বস্য বশী সর্ব্বস্যেশানঃ সর্ব্বস্যাধিপতিঃ" ইত্যাদি সগুণ প্রতিপাদক বাক্য নির্গুণ প্রতিপত্তির উপায় বলিয়া সগুণ ব্রহ্মে শ্রুতির অবান্তর তাৎপর্য্য আছে। এই অবান্তর তাৎপর্য্যের বিষয় সগুণ ব্রহ্মকেই পরমার্থরূপে প্রতিপাদন করিয়া আচার্য্য শ্রীকণ্ঠ মন্দ অধিকারীর তাদৃশ সগুণ তত্ত্বে শ্রদ্ধা উৎপাদনের প্রয়াস করিয়াছেন।

আরও কথা এই যে, ভগবৎপাদ শঙ্করও ব্রহ্মসূত্রের সগুণ ব্রহ্ম বিচারার্থতা স্বীকার করিয়াছেন। নির্গুণ ব্রহ্ম বিচারার্থক ব্রহ্মসূত্র

দ্বারা সগুণ ব্রহ্ম বিচারও সূচিত হইয়াছে। সূত্রের এই অনেকার্থকতা দোষ নহে, তাহা সূত্রের ভূষণ। প্রথম সূত্রের—“অস্তি তাবৎ ব্রহ্ম নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্তস্বভাবং সর্ব্বজ্ঞং সর্ব্বশক্তিসমন্বিতঞ্চ। ব্রহ্মশব্দস্য হি ব্যুৎপাদ্যমানস্য নিত্যশুদ্ধত্বাদয়ো অর্থাঃ প্রতীয়ন্তে” এই ভাষ্যে ভগবৎপাদ নির্গুণ ও সগুণ ব্রহ্মে ব্রহ্ম শব্দের ব্যুৎপত্তি প্রদর্শন করিয়া “অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা” সূত্রে বিচার্য্য প্রতিপাদক ব্রহ্ম শব্দ নির্গুণ ও সগুণ উভয় প্রতিপাদক বলিয়া সূচিত করিয়াছেন।

নিত্য শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত ব্রহ্ম নির্গুণ এবং সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশক্তিসমন্বিত ব্রহ্ম সগুণ। ব্রহ্ম শব্দের ব্যুৎপত্তিলভ্য অর্থ সগুণ ব্রহ্ম এবং নির্গুণ ব্রহ্ম উভয়ই হইবে—ইহাই ভাষ্যকারের অভিপ্রায়। ব্রহ্ম শব্দের অবয়বসামর্থ্য দ্বারা ঐ অর্থগুলি কিরূপে পাওয়া যায়, তাহা আচার্য্য পদ্মপাদ পঞ্চপাদিকা গ্রন্থে বিশদভাবে দেখাইয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, ব্রহ্ম শব্দ হইতেই সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশক্তি সমন্বিত বস্তু জানা যায়। ব্রহ্মের যদি কোনও একটী বস্তু অবিদিত থাকে, অথবা তাঁহার শক্তি যদি কোনও একটী কার্য্যেরও অজনক হয়, তবে তাঁহার উৎকর্ষ আপেক্ষিক হইয়া পড়িবে। কিন্তু তাহা সঙ্গত হয় না, কারণ বৃদ্ধিক্রিয়া প্রতিপাদক বৃহ্ ধাতু হইতে ব্রহ্ম পদ নিষ্পন্ন হইয়াছে। এজন্য ব্রহ্ম অর্থ বৃহৎ, সর্ব্বতোভাবে পূর্ণ বস্তুই বৃহৎ, দেশ কাল বা বস্তুকৃত অবচ্ছেদ প্রযুক্ত অল্পতা যাহাতে নাই, তাহাই বৃহৎ বা ব্রহ্ম শব্দের অবয়বসামর্থ্যলভ্য অর্থ। অসর্ব্বজ্ঞ বা অসর্ব্বশক্তি বস্তু বৃহৎ হইতে পারে না, আপেক্ষিক উৎকর্ষ দ্বারা বৃহৎ হয় না। গুণহীন, দোষবহুল বস্তুই অল্প বলিয়া প্রতীত হয়। গুণতঃ অপকৃষ্ট বস্তুতেও অল্প বুদ্ধি হইয়া থাকে। গুণবহুল দোষহীন বস্তুকে মহান্ বলা হয়। সর্ব্ববিষয়ক জ্ঞান না থাকিলে এবং সমস্ত কার্য্যের নিয়মন শক্তি না থাকিলে অজ্ঞাত বিষয়ের ও অনিয়ম্য কার্য্যের অপেক্ষায় তাহাতে অপকর্ষ থাকিবে। এই

অপকর্ষযুক্ত অল্পতা নিবারণের জন্য ব্রহ্ম বস্তুকে সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বশক্তিসমন্বিত বলিতে হইবে। অন্য প্রমাণ দ্বারা নিশ্চিত অর্থে যখন শব্দ প্রয়োগ করা হয়, তখন শব্দের স্বারস্য ভঙ্গ করিয়া, শব্দবৃত্তির সংকোচনপূর্ব্বক প্রমাণান্তর অনুসারেই শব্দ হইতে অর্থ প্রতীত হইয়া থাকে। আর যখন শব্দ অবয়বসামর্থ্য মাত্র দ্বারা অর্থের প্রকাশ করে, তখন শব্দের অবয়বসামর্থ্য সংকোচক প্রমাণান্তর বা উপপদ কিংবা প্রকরণাদি না থাকায় অবয়বসামর্থ্য দ্বারা শব্দ মুখ্য অর্থেরই প্রকাশক হইয়া থাকে। এজন্য ব্রহ্ম শব্দের অবয়বসামর্থ্যের সংকোচ না করিলে সামর্থ্যসংকোচক কোনও প্রমাণ না থাকায় ব্রহ্ম শব্দ হইতে সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বশক্তিসমন্বিত বস্তুই প্রতীত হইবে। কোনও স্থলে যে ব্রহ্ম শব্দ হইতে ব্রাহ্মণজাতি, জীব, চতুর্মুখ ব্রহ্মা বা শব্দরাশিকে বুঝায়, তাহার কারণ সেই সেই স্থলে ব্রহ্ম শব্দের অবয়বসামর্থ্যের সংকোচক প্রমাণান্তরাদি থাকে।

এইরূপে ভাষ্যকার ভগবৎপাদ বলিয়াছেন যে, ব্রহ্মজিজ্ঞাসা সূত্রের ব্রহ্ম পদটি সগুণ ও নির্গুণ উভয় ব্রহ্মকেই সূচিত করে। তাহাতে ভাষ্যকারের মতেও ব্রহ্মসূত্রে যেমন বিশুদ্ধ ব্রহ্ম—তাহার স্বরূপ, প্রমাণ, সাধন ও ফলের সহিত বিচারিত হইয়াছে, সেইরূপ সগুণ ব্রহ্মও তাহার স্বরূপ, প্রমাণ, সাধন ও ফলের সহিত বিচারিত হইয়াছে বুঝিতে হইবে, যেহেতু ব্রহ্মজিজ্ঞাসা সূত্রটীই স্বরূপাদির সহিত ব্রহ্ম বিচারের প্রতিজ্ঞাসূত্র এবং এই সূত্রের ব্রহ্ম পদটী উভয়ার্থক।

সগুণ ও নির্গুণ এই উভয় ব্রহ্মই বিচার্য্য বলিয়া প্রতিজ্ঞা প্রদর্শন করায় এই প্রতিজ্ঞার অনুকূলেই দ্বিতীয় জন্মাদি সূত্রও ভাষ্যে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। জগতের অভিন্ন নিমিত্তোপাদানত্বরূপ জগৎকারণত্ব ধর্মটী বিশেষণ হইলে সগুণ ব্রহ্মের লক্ষণ হয় এবং

উপলক্ষণ হইলে বিশুদ্ধ ব্রহ্মের লক্ষণ হয়—ইহাই জন্মাদিসূত্রে বলা হইয়াছে। সুতরাং লক্ষণ দ্বারা দ্বিবিধ ব্রহ্মেরই স্বরূপ নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। তৃতীয় শাস্ত্রযোনিত্ব সূত্রে সগুণ ব্রহ্মের জগৎকারণত্ব দ্বারা আক্ষিপ্ত সর্ব্বজ্ঞতার দৃঢ়তা প্রতিপাদনের জন্য শাঙ্কর ভাষ্যে ১ম বর্ণক দেখান হইয়াছে। প্রথম বর্ণকে সূত্রের যেরূপ যোজনা দেখান হইয়াছে, আবার ২য় বর্ণকে সূত্রের অন্যরূপ যোজনা দেখাইয়া জন্মাদি সূত্র দ্বারা লক্ষিত সগুণ নির্গুণ উভয় সাধারণ ব্রহ্মের শাস্ত্রপ্রমাণকত্ব দেখান হইয়াছে। শাস্ত্রযোনিত্ব সূত্রের দ্বিতীয় বর্ণকে উভয়বিধ ব্রহ্মে যে শাস্ত্রের প্রামাণ্য দেখান হইয়াছে, তাহার উপপাদনের জন্য ৪র্থ সমন্বয় সূত্রে সগুণ নির্গুণ সাধারণ ব্রহ্মে বেদান্ত-বাক্যসমূহের তাৎপর্য্যতঃ অন্বয় দেখান হইয়াছে।

ভগবৎপাদীয় ভাষ্য অনুসারেই সংক্ষেপ-শারীরককার সর্ব্বজ্ঞাত্ম মুনি নির্গুণ ব্রহ্মে বেদান্ত-বাক্যসমূহের মহাতাৎপর্য্য ও সগুণ ব্রহ্মে অবান্তর তাৎপর্য্য আছে বলিয়া উভয়বিধ ব্রহ্মেই বেদান্ত-বাক্যসমূহের সমন্বয় সিদ্ধ হয় বলিয়াছেন। তিনি আরও বলিয়াছেন[৪] যে, সগুণ প্রতিপাদক 'সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম' ইত্যাদি সমস্ত বেদান্ত-বাক্যই নির্গুণ ব্রহ্মে সমনুগত হইয়া থাকে। সগুণ ব্রহ্মে সমনুগত বাক্যরাশি নির্গুণ ব্রহ্ম সমন্বয়ের বিরোধী নহে, সগুণের প্রতিপাদক বাক্যই নির্গুণেরও প্রতিপাদক, একটী বাক্যের উভয় ব্রহ্মে তাৎপর্য্য বিরুদ্ধ নহে।

ইহাতে আপত্তি এই যে, সগুণ ব্রহ্ম ও নির্গুণ ব্রহ্ম বস্তুতঃ এক ত নহে। যদি এক হইত, তবে যে বাক্যের সগুণে তাৎপর্য্য আছে, তাহার নির্গুণেও তাৎপর্য্য বলিতে পারা যাইত। এইরূপ

---

৪ সগুণবাক্যমপীহ সমন্বিতং, ভবতি নির্গুণবস্তুনি সর্ব্বশঃ।
ন খলু নির্গুণ-বস্তু-সমন্বয়ং, ন সহতে সগুণস্য সমন্বয়ঃ॥
সং. শা. ১ম অ ৪৬৩ শ্লো

আশঙ্কার উত্তরে আচার্য্য বলিতেছেন[৫]—নির্গুণ বস্তুতে গুণ সংসর্গ অধ্যস্ত বলিয়া সগুণ দশাতেও নির্গুণ স্বরূপের কিছুমাত্র হানি হয় নাই। নির্গুণ ব্রহ্মে গুণ সংসর্গ কল্পিত হইলে ব্রহ্ম সগুণ হইয়া থাকেন, এজন্য সত্য ও অসত্য বস্তু মিলিত হইয়া সগুণ ব্রহ্মরূপে প্রতীত হইয়া থাকেন। সগুণ ব্রহ্ম সত্যাসত্য শরীর। এই সত্যাসত্য বস্তুরূপ সগুণ ব্রহ্মের জ্ঞানও সত্যাসত্য বিষয়ক হইয়া থাকে। এই সত্যাসত্য বিষয়ক জ্ঞানের জনক বেদান্ত-বাক্যেরও তাৎপর্য্য এইরূপ অর্থাৎ সগুণ নির্গুণ উভয় বিষয়ক। সগুণ বিষয়ক জ্ঞান উভয় বিষয়ক বলিয়া "তাদৃশ জ্ঞানজননসামর্থ্য রূপ" বাক্য-তাৎপর্য্যও উভয় বিষয়ক। যদি বলা যায়—একটী বাক্যের তাৎপর্য্য ভিন্ন বিষয়ক হইতে পারে না, তাহা হইলে তাৎপর্য্য ভেদে বাক্যও ভিন্ন হইয়া যাইবে, বাক্য আর এক থাকিবে না। এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে, সগুণ প্রতিপাদক বাক্যের তাৎপর্য্য এক হইলেও বিষয়ভেদে ভিন্ন হইয়াছে, তাৎপর্য্য স্বরূপতঃ ভিন্ন হয় নাই। সগুণ প্রতিপাদক বাক্যের তাৎপর্য্য সত্য ও অসত্য বিষয়ক বলিয়া ভিন্ন বিষয়রূপ উপাধি প্রযুক্ত তাৎপর্য্যেরও ঔপাধিক ভেদ হইয়া থাকে। সগুণ ব্রহ্মের গুণাংশ কল্পিত বলিয়া এবং কল্পিত গুণাংশে তাৎপর্য্য পরম পুরুষার্থের সাধন নহে বলিয়া, কল্পিত গুণাংশে তাৎপর্য্য অবান্তর বা অপ্রধান। ব্রহ্মাংশ পরমার্থ সত্য অকল্পিত বলিয়া এবং ব্রহ্মাংশে তাৎপর্য্য পরম পুরুষার্থের সাধন বলিয়া তাহা চরম অর্থাৎ প্রধান। এজন্য তাৎপর্য্যের স্বতঃ ভেদ

---

৫ সত্যাসত্যবপুস্তথাহি সগুণং ব্রহ্মাস্য বিদ্যা তথা,
তদ্বৎ তদ্বিষয়স্য বেদবচসস্তাৎপর্য্যমেবংবিধম্।
তেনাবান্তরমস্য বেদবচসস্তাৎপর্য্যমন্যাদৃশং
চান্যন্নির্গুণ-বস্তুতত্ত্ব-বিষয়ং সঙ্কীর্ত্ত্যতে ভাগশঃ॥

সং. শা. ১ম অ ৪৬৪ শ্লো

হয় নাই এবং তাৎপর্য্যও উভয় স্থলে তুল্য নহে। সগুণে অবান্তর তাৎপর্য্য ও নির্গুণে চরম তাৎপর্য্য বা মহাতাৎপর্য্য—এজন্য বাক্য ভেদ দোষ হইবে না। ভিন্ন বিষয় প্রযুক্তই তাৎপর্য্যের ভেদ হইয়াছে।

এইরূপে ব্রহ্মসূত্রের শাঙ্কর ভাষ্য আলোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে—স্বরূপ, প্রমাণ, সাধন ও ফলের সহিত সগুণ ব্রহ্মও বেদান্তসূত্র দ্বারা বিচারিত হইয়াছে। সমস্ত ব্রহ্মসূত্র দ্বারা সগুণ ব্রহ্মের বিচার শাঙ্কর ভাষ্যে প্রদর্শিত হয় নাই। এজন্য শ্রীকণ্ঠাচার্য্য সগুণ ব্রহ্মে ভক্ত্যতিশয় সিদ্ধির জন্য সমস্ত ব্রহ্মসূত্রগুলি সগুণ ব্রহ্মপর যোজনা করিয়াছেন।

যদিও শঙ্কর ভগবৎপাদ নির্গুণ ব্রহ্ম নিরূপণের জন্যই ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য রচনা করিয়াছেন, তথাপি তত্তদধিকরণের বিষয়-বাক্যসমূহের অব্রহ্ম জীবাদিপরত্ব শঙ্কারূপ পূর্ব্বপক্ষ নিরসন পূর্ব্বকই তাঁহাকে ব্রহ্মনিরূপণ করিতে হইয়াছে। অব্রহ্ম জীবাদি শঙ্কারও সর্ব্বকর্ত্তৃত্ব, সর্ব্বপালয়িতৃত্ব, সর্ব্বসংহর্ত্তৃত্ব প্রভৃতি ব্রহ্মলিঙ্গ দ্বারাই নিরাস করিতে হইয়াছে। তাহাতে আপত্তি হয় যে, সর্ব্বধর্ম্ম-বিবর্জ্জিত চিন্মাত্ররূপ শুদ্ধ ব্রহ্মের আবার ধর্ম্ম কি? শুদ্ধ ব্রহ্মে কোনও ধর্ম্ম না থাকায় ব্রহ্মলিঙ্গ দ্বারা জীবাদি পূর্ব্বপক্ষের নিরসনই বা কিরূপে হইবে? এই আপত্তির সমাধান করিতে অদ্বৈতবাদীকে বলিতে হইবে যে, ব্রহ্ম বস্তুতঃ নির্ধর্ম্মক হইলেও ব্যবহার দশাতে যে সমস্ত কল্যাণ গুণ ব্রহ্মে কল্পিত হইয়া আছে, তাহাই ব্রহ্মধর্ম্ম বা ব্রহ্মলিঙ্গ। বিশুদ্ধ ব্রহ্ম এই কল্যাণ গুণে উপহিত হইয়া সগুণ বা সবিশেষ ব্রহ্ম রূপে দহর বিদ্যা, শাণ্ডিল্য বিদ্যা প্রভৃতিতে উপাস্য হইয়া থাকেন। উপাস্য সবিশেষ ব্রহ্মের ধর্ম্মই নির্বিশেষ ব্রহ্মের প্রতিপত্তির উপায়রূপে নির্বিশেষ প্রকরণেও নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। তাহা দ্বারাই জীবাদি পূর্ব্বপক্ষেরও নিরাস করা হইয়াছে। এই পূর্ব্বপক্ষ-

নিরাসের উপযোগী বলিয়াই ভগবৎপাদীয় ভাষ্যে সবিশেষ প্রতিপাদনের জন্য সবিশেষ ব্রহ্ম প্রতিপাদক উপনিষৎ-বাক্যের বিচারও প্রদর্শিত হইয়াছে।

তত্ত্বজ্ঞানের ফল প্রতিপাদনের জন্যও শাঙ্কর ভাষ্যে সবিশেষ ব্রহ্ম প্রতিপাদন করা হইয়াছে। যদিও তত্ত্বদৃষ্টিতে তত্ত্বজ্ঞানের ফল নির্বিশেষ ব্রহ্মভাব প্রাপ্তি, তথাপি যাবৎ সর্ব্বজীবের মুক্তি না হইতেছে, তাবৎকাল পর্য্যন্ত ব্যাবহারিক জীবের দৃষ্টিতে নির্বিশেষ ব্রহ্ম সগুণ ঈশ্বরভাবে অবস্থিত থাকেন, সুতরাং ব্যবহার-দৃষ্টিতে সত্যকামত্বাদি গুণবিশিষ্ট পরমেশ্বরভাব প্রাপ্তিও তত্ত্বজ্ঞানের ফল। এজন্য ব্রহ্মসূত্রের ১ম অধ্যায়ের তৃতীয়পাদে দহরাধিকরণে "উত্তরাচ্চেদাবির্ভূতস্বরূপস্তু" (ব্র. সূ. ১, ৩, ১৯) সূত্রের ভাষ্যে উক্ত হইয়াছে—মুক্তিতে জীব পরমেশ্বরভাব প্রাপ্ত হয় বলিয়াই তাহাতে পারমেশ্বর গুণ সত্যকামত্বাদির আবির্ভাব হইয়া থাকে। পরমেশ্বর হইতে ভিন্নাবস্থ জীবে সত্যকামত্বাদি ধর্ম্ম থাকে না, এজন্য সত্যকামত্বাদি ব্রহ্মলিঙ্গ, জীবলিঙ্গ নহে। অবিদ্যা প্রযুক্তই জীবের কর্ত্তৃত্ব, ভোক্তৃত্ব, রাগদ্বেষাদি দোষ-কলুষিত অনেক অনর্থযুক্ত রূপ প্রতিভাত হয়। বিদ্যা দ্বারা এই আবিদ্যক জৈব রূপের বিলয় হইয়া জৈব রূপের বিপরীত অপহত-পাপ্‌মত্ব সত্যকামত্ব সত্যসঙ্কল্পত্বাদি পারমেশ্বর রূপের লাভ হইয়া থাকে।[৬]

ব্রহ্মসূত্রের ১ম অধ্যায়ের ৪র্থ পাদে "জগদ্বাচিত্বাধিকরণের"ও (ব্র. সূ. ১, ৪, ১৬) বালাকি অজাতশত্রু সংবাদের উপক্রম উপসংহার দ্বারা পরব্রহ্মপরত্ব ব্যবস্থাপন প্রস্তাবে ভাষ্যকার বলিয়াছেন

---

৬ তস্মাদবিদ্যা-প্রত্যুপস্থাপিতমপারমার্থিকং জৈবং রূপং কর্ত্তৃত্ব-ভোক্তৃত্ব-রাগদ্বেষাদিদোষ-কলুষিতমনেকানর্থযোগি, তদ্বিলয়নেন তদ্বিপরীতমপহত-পাপ্মত্বাদিগুণকং পারমেশ্বরং রূপং বিদ্যয়া প্রতিপদ্যতে। শাঙ্কর ভাষ্য—

ব্র. সূ. ১, ৩, ১৯

যে—(১) "বালাকি অজাতশত্রু সংবাদের উপসংহারেও নিরতিশয় ফল বলা হইয়াছে বলিয়া উক্ত উপসংহারও ব্রহ্ম-বিষয়ই হইবে। উক্ত সংবাদের উপসংহারে বলা হইয়াছে—অধিকারী পুরুষ সমস্ত পাপের অপহনন করিয়া সমস্ত ভূতের শ্রেষ্ঠত্ব স্বারাজ্যে আধিপত্য লাভ করিয়া থাকে, যে এইরূপ জানে।" প্রদর্শিত ভাষ্যে সর্ব্ব-ভূতাধিপত্য লাভরূপ মুক্তিফল দেখান হইয়াছে। ইহাতে মোক্ষে সগুণ ঈশ্বরভাব প্রাপ্তিই ভাষ্যে বলা হইয়াছে। সর্ব্বভূতাধিপত্য পরমেশ্বর ভিন্ন আর কাহারও সম্ভাবিত নহে।

ব্রহ্মসূত্রের ২য় অধ্যায়ের ৩য় পাদে 'অংশাধিকরণে' ভাষ্যকার বলিয়াছেন যে—(২) "জীব ঈশ্বরের অংশ হইলে জীবের সংসার দুঃখ ভোগ দ্বারা ঈশ্বরেরও দুঃখিত্বের আপত্তি হইবে। যেমন হস্ত পাদাদিরূপ কোনও অংশের দুঃখ দ্বারা দেবদত্ত দুঃখী হয়, সেইরূপ জীবগত দুঃখ দ্বারা ঈশ্বরও দুঃখী হইবেন। জীব অনন্ত। এই অনন্ত জীবের দুঃখ দ্বারা ঈশ্বর মহাদুঃখী হইবেন। মুক্তিতে জীব যদি ঈশ্বরভাব লাভ করে, তবে মুক্ত জীবও মুক্তাবস্থাতে মহা-দুঃখীই হইবে। এরূপ মুক্তিলাভ অপেক্ষা বরং জীবের সংসার থাকাই ভাল। সুতরাং মুক্তির সাধন তত্ত্বজ্ঞান অনর্থেরই সাধন হইয়া পড়িবে।" ভাষ্যকার প্রসিদ্ধ বিম্ব প্রতিবিম্ব দৃষ্টান্ত দ্বারা এরূপ শঙ্কার সমাধান করিতে বলিয়াছেন—প্রতিবিম্বগত মালিন্যাদি যেমন বিম্বকে স্পর্শ করে না, সেইরূপ অবিদ্যা-প্রতিবিম্ব জীবের সংসার দুঃখ বিম্বভূত ঈশ্বরকে স্পর্শ করে না। এইরূপ বলায় ভাষ্যকার মুক্ত পুরুষের ঈশ্বরভাবাপত্তিই দেখাইয়াছেন।

এস্থলে বিম্বভূত ঈশ্বর শুদ্ধ চৈতন্য। ঈশ্বর শব্দ লক্ষণা দ্বারা শুদ্ধ চৈতন্যপর হইবে—এরূপও বলা যায় না; কারণ এই অংশাধিকরণের অব্যবহিত পূর্ব্বাধিকরণটী সগুণ ঈশ্বর বিষয়ক। সেই সগুণ ঈশ্বর বিষয়ক অধিকরণের অব্যবহিত পরেই অংশাধিকরণ বলা হইয়াছে

বলিয়া অংশাধিকরণও সগুণ ঈশ্বর-বিষয়কই হইবে। অংশাধিকরণের পূর্ব্ব অধিকরণটী ২টী সূত্র দ্বারা রচিত। "পরাত্তু তচ্ছ্রুতেঃ" (ব্র. সূ. ২, ৩, ৪১) এই সূত্রে বলা হইয়াছে যে, অবিদ্যাবস্থাতে জীবের কর্ত্তৃত্ব ঈশ্বরাপেক্ষ। ঈশ্বরাপেক্ষ জীবের কর্ত্তৃত্ব হইলে জীব কর্ত্তা এবং ঈশ্বর কারয়িতা হন। তাহাতে ঈশ্বরের বৈষম্য ও নৈর্ঘৃণ্য দোষ হয়, এইরূপ আশঙ্কার উত্তরে "কৃতপ্রযত্নাপেক্ষস্তু বিহিতপ্রতিষিদ্ধাবৈয়র্থ্যাদিভ্যঃ" (ব্র. সূ. ২, ৩, ৪২) এই সূত্রে বলা হইয়াছে যে, জীবকৃত শুভাশুভ কর্ম্ম অপেক্ষা করিয়াই ঈশ্বর কারয়িতা হইয়া থাকেন। সুতরাং ঈশ্বরে বৈষম্যাদি দোষ হয় না। নিরপেক্ষভাবে ঈশ্বর কারয়িতা হইলে ঈশ্বরের দোষ হইতে পারিত। এই সূত্রে জীবের শুভাশুভ কর্ম্ম অনুসারে যে ঈশ্বরকে কারয়িতা বলা হইয়াছে, এই ঈশ্বর সগুণই হইবেন। নির্গুণ শুদ্ধ চৈতন্যমাত্র কর্ত্তা বা কারয়িতা হইতে পারেন না।

এস্থলে জীব ও ঈশ্বরের যে কর্ত্তৃত্ব ও কারয়িতৃত্ব রূপ উপকার্য্য উপকারকভাব বলা হইয়াছে, তাহা সম্বন্ধবশতঃই হইতে পারে। দুইটী বস্তুতে কোন সম্বন্ধ থাকিলেই উপকার্য্য উপকারকভাব দেখা যায়। যেমন স্বামী ও ভৃত্যের মধ্যে স্বামিভৃত্যভাবরূপ সম্বন্ধ প্রযুক্ত উপকার্য্য উপকারকভাব হইয়া থাকে। এইরূপ অগ্নি ও বিস্ফুলিঙ্গের অংশাংশিত্ব সম্বন্ধ প্রযুক্ত উপকার্য্য উপকারকভাব হইয়া থাকে। এস্থলেও জীব ও ঈশ্বরের সম্বন্ধ কি স্বামী ও ভৃত্যের মত? অথবা অগ্নি ও বিস্ফুলিঙ্গের মত? অথবা অনিয়মিতভাবে কখনও স্বামী ও ভৃত্যের মত—কখনও বা অগ্নি-বিস্ফুলিঙ্গের মত? স্বামিভৃত্য সম্বন্ধেই উপকার্য্য উপকারক-ভাব লোকে প্রসিদ্ধ বলিয়া জীব ও ঈশ্বরের সম্বন্ধ স্বামিভৃত্য ভাবেই হইবে—এইরূপ পূর্ব্বপক্ষের উত্তরেই অংশাধিকরণ বলা হইয়াছে। সুতরাং পূর্ব্বোক্ত অধিকরণ দুইটী সমান বিষয়ক।

তাহাতে সগুণ ঈশ্বর অভিপ্রায়েই অংশাধিকরণ রচনা করা হইয়াছে বলিতে হইবে। তাহা হইলে মুক্ত জীব সগুণ ঈশ্বর ভাব প্রাপ্ত হয়—ইহা সিদ্ধ হয়।

তৃতীয়াধ্যায়ের দ্বিতীয় পাদে 'সন্ধ্যাধিকরণে'ও (ব্র. সূ. ৩, ২, ১) পরমেশ্বরাভিন্ন জীবও স্বীয় ঐশ্বর্য্য দ্বারা স্বপ্নে সংকল্পমাত্রেই রথাদির সৃষ্টি করিতে পারিবে, এইরূপ আশঙ্কার সমাধানের জন্য "পরাভি-ধ্যানাত্তু তিরোহিতং ততো হ্যস্য বন্ধবিপর্য্যয়ৌ" (ব্র. সূ. ৩, ২, ৫) এই সূত্র বলা হইয়াছে। এই সূত্রের তাৎপর্য্য কথনাবসরে ভাষ্যকার বলিয়াছেন যে—"জীব ও ঈশ্বরের অংশাংশিভাব থাকিলেও জীব যে ঈশ্বরের বিপরীত ধর্ম্মবিশিষ্ট, তাহা প্রত্যক্ষ সিদ্ধ। তবে কি জীবের ঈশ্বর-সমান ধর্ম্মতা নাই? না তাহা নহে, অর্থাৎ ঈশ্বরের সমান-ধর্ম্মতা জীবের আছে। ঈশ্বরের সমান-ধর্ম্মতা থাকিলেও অবিদ্যাদির ব্যবধান হেতু তাহা তিরোহিত হইয়া রহিয়াছে। তিরোহিত হইয়া থাকিলেও জীব প্রযত্ন সহকারে পরমেশ্বরের অভিধ্যান করিয়া পরমেশ্বরপ্রসাদে তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়া সংসিদ্ধ হইলে এবং অবিদ্যাদি আবরণ অপগত হইলে পারমেশ্বর রূপ আবির্ভূত হইয়া থাকে। যেমন তিমিরাবৃত চক্ষু ঔষধ-বীর্য্যে তিমিরাপগমে দৃক্‌শক্তি লাভ করিয়া থাকে।" এই ভাষ্য-সন্দর্ভে মুক্তপুরুষের সগুণ ঈশ্বর ভাবাপত্তি বলা হইয়াছে। পরমেশ্বরাভিধ্যান দ্বারা কেবল শুদ্ধ চিন্মাত্র রূপে অভিব্যক্তি হইলে সত্য-সঙ্কল্পাদি ধর্ম্মের আবির্ভাব সম্ভাবিত হইত না। জীবের পরমেশ্বর সমান-ধর্ম্মতা দেখাইবার জন্যই পরমেশ্বরের অভিধ্যানের কথা ভাষ্যকার বলিয়াছেন।

ব্রহ্মসূত্রের ৪র্থ অধ্যায়ে "স্বেন রূপেণাভিনিষ্পদ্যতে" এই শ্রুতিতে মুক্ত জীবের কোন্‌রূপে অভিনিষ্পত্তি শ্রুতির বিবক্ষিত—ইহা জানাইবার জন্য "ব্রাহ্মেণ জৈমিনিরুপন্যাসাদিভ্যঃ" (ব্র. সূ. ৪, ৪, ৫) এই সূত্র দ্বারা আচার্য্য জৈমিনির অভিপ্রায় বলা

হইয়াছে। জৈমিনির অভিপ্রায় এই যে—অপহত-পাপ্মত্ব হইতে সত্যসঙ্কল্পত্ব পর্য্যন্ত যে ধর্ম্মগুলি শ্রুতিতে বলা হইয়াছে, ইহাই ব্রহ্মরূপ। এই ব্রহ্মরূপে মুক্ত জীব অভিনিষ্পন্ন হয়। "য আত্মা অপহতপাপ্মা" ইত্যাদি উপন্যাস দ্বারা এবং "স তত্র পর্য্যেতি জক্ষৎ ক্রীড়ন্ রমমাণঃ স্ত্রীভির্বা যানৈর্ব্বা" (মুক্ত জীব ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হইয়া সর্ব্ববিধ সুখের সাক্ষাৎকার করিয়া থাকেন। এই সর্ব্ববিধ সুখের নির্দ্দেশ করিবার জন্য শ্রুতি "জক্ষৎ, ক্রীড়ন্" ইত্যাদি বলিয়াছেন। ইহার অভিপ্রায়—সর্ব্ব সুখাদ্য ভোজনের সুখ, সর্ব্ববিধ মনোরম ক্রীড়ার অনুষ্ঠানের সুখ, স্ত্রীসম্ভোগে সর্ব্ববিধ রতিসুখ, সর্ব্ববিধ উত্তম যানে গমন জন্য সুখ প্রভৃতি সমস্ত সুখ ব্রহ্মভাবপ্রাপ্ত জীব সাক্ষাৎ করিয়া থাকে) ইত্যাদি (ছান্দো) ঐশ্বর্য্যবেদন দ্বারা এই ব্রাহ্মরূপ জানা যায়—ইহাই জৈমিনি আচার্য্যের অভিপ্রায়। ইহার পরবর্ত্তী "চিতি তন্মাত্রেণ তদাত্মকত্বাদিত্যৌ-ডুলোমিঃ" (ব্র. সূ. ৪, ৪, ৬) এই সূত্রে ঔডুলোমি আচার্য্যের অভিপ্রায় দেখান হইয়াছে। "এবং বা অরে অয়মাত্মা-অনন্তরোঽবাহ্যঃ কৃৎস্নঃ প্রজ্ঞানঘন এব" ইত্যাদি শ্রুতি দ্বারা চৈতন্যমাত্রই আত্মার স্বরূপ অবগত হওয়া যায়। সুতরাং মুক্ত জীব চৈতন্যমাত্ররূপে অভিনিষ্পন্ন হইয়া থাকে। এইরূপে মতান্তর প্রদর্শনপূর্ব্বক "এবমপ্যুপন্যাসাৎ পূর্ব্বভাবাদবিরোধং বাদরায়ণঃ" (ব্র. সূ. ৪, ৪, ৭) এই সিদ্ধান্তসূত্র বলা হইয়াছে। এই সূত্রের ভাষ্যে ভাষ্যকার বলিতেছেন—"এবমপি" অর্থাৎ আচার্য্য ঔডুলোমি যে বলিয়াছেন—চৈতন্যমাত্রই আত্মার স্বরূপ। আত্মার এই পারমার্থিক চৈতন্যস্বরূপত্ব আমরা স্বীকার করিলেও, উপন্যাসাদি দ্বারা অবগত যে পূর্ব্বরূপ—জৈমিনি সম্মত ব্রাহ্মরূপ, ব্যবহারিক দৃষ্টিতে তাহার প্রত্যাখ্যান হয় না বলিয়া প্রদর্শিত উভয় মতেরই অবিরোধ বাদরায়ণ আচার্য্য মনে করেন, অর্থাৎ "মুক্ত জীব পারমার্থিক দৃষ্টিতে চিন্মাত্ররূপ ও ব্যাবহারিক দৃষ্টিতে

ঐশ্বররূপ প্রাপ্ত হয়” সূত্রের এইরূপ তাৎপর্য্য বর্ণনা করিয়া ভাষ্যকার ভগবৎপাদ শঙ্করাচার্য মুক্ত পুরুষের নিরতিশয় ঐশ্বর্যশালিনী সগুণেশ্বর-ভাবাপত্তি সুস্পষ্টভাবে ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যে প্রকাশ করিয়াছেন।

ভাষ্যকারের এরূপ বলাতে যদি কেহ আপত্তি করেন যে, নির্গুণ ব্রহ্মবাদে নির্গুণ ব্রহ্মভাবাপত্তিই মুক্তি, ভাষ্যকারের এইরূপ বলাই উচিত ছিল, সগুণ ঈশ্বরভাবাপত্তিরূপ মুক্তি বলিলেন কেন ?—তাহারও এরূপ আপত্তির আর অবসর রহিল না। তত্ত্বদৃষ্টিতে মুক্ত পুরুষের চৈতন্যমাত্রতা হইলেও বদ্ধ পুরুষের ব্যাবহারিক দৃষ্টিতে বিম্বভূত পরমেশ্বরভাব প্রাপ্তি নিবন্ধন, সর্ববজীবের মুক্তি না হওয়া পর্য্যন্ত পরমেশ্বরভাব থাকিবে।

অনেকে মনে করেন যে, মুক্ত পুরুষের ঐশ্বরভাব প্রাপ্তি অপ্যয় দীক্ষিতই প্রথম বলিয়াছেন। তিনি শৈব ছিলেন বলিয়া শৈবসিদ্ধান্তে যে মোক্ষাবস্থায় ঐশ্বরভাব বলা হইয়াছে, তাহাই অদ্বৈতবাদে প্রবেশ করাইতে চেষ্টা করিয়াছেন; বস্তুতঃ ইহা ভাষ্যকারের সিদ্ধান্ত নহে। আবার অনেকে মনে করেন—ঐশ্বর-ভাবের কথা শুনিলে অদ্বৈতবাদিগণ ভয় পান। তাঁহাদের নিকটে নিবেদন এই যে, ব্রহ্মসূত্রের শাঙ্কর ভাষ্য দেখিলে বুঝিতে পারিবেন যে, মুক্ত পুরুষের ঐশ্বরভাবপ্রাপ্তি অস্বীকার করা যায় না এবং কি অভিপ্রায়ে ইহা বলা হইয়াছে তাহারও কিঞ্চিৎ আলোচনা করা হইয়াছে।

বৃহদারণ্যক ভাষ্যেও ভগবৎপাদ অতি সুস্পষ্ট করিয়া এই ঐশ্বরভাবের কথা বলিয়াছেন। বৃহদারণ্যকের ২য় অধ্যায়ের ৫ম ব্রাহ্মণের ভাষ্যে ভাষ্যকার বলিয়াছেন[৭] যে “বৃহদারণ্যকের ১ম অধ্যায়ের ৪র্থ ব্রাহ্মণের ৯ম খণ্ডে প্রশ্ন হইয়াছিল ব্রহ্মবিদ্যা দ্বারা

---

৭ যদুক্তং ব্রহ্মবিদ্যয়া সর্ব্বং ভবিষ্যন্তো মনুষ্যা মন্যন্তে কিমু তদ্ ব্রহ্মাবেদ্ যস্মাৎ তৎ সর্ব্বমভবদিতীদং তদ্ ব্যাখ্যাতম্। বৃঃ ভাঃ ২, ৫, ১৫।

সর্ব্বাত্মভাব প্রাপ্ত হওয়া যায় মানুষেরা মনে করে, অর্থাৎ আমরা সর্ব্বাত্মক ব্রহ্ম হইতে পারি—এইরূপ মানুষেরা মনে করে, সেই ব্রহ্ম কি ? এই প্রশ্নের উত্তর ২য় অধ্যায়ের ৫ম ব্রাহ্মণ পর্যন্ত গ্রন্থ দ্বারা প্রদান করা হইয়াছে।"[৮] যে ব্রহ্ম হইয়াও অবিদ্যা দ্বারা অব্রহ্ম হইয়াছিল, সর্ব্ব হইয়াও অসর্ব্ব হইয়াছিল, সেই অবিদ্যাকে বিদ্যা দ্বারা তিরস্কৃত করিয়া যে ব্রহ্মবিৎ ব্রহ্মই ছিল, সর্ব্বই ছিল, সেই ব্রহ্ম হইয়াছিল, সর্ব্ব হইয়াছিল।

অতঃপর ভাষ্যকার বলিয়াছেন যে, পরমাত্মভূত ব্রহ্মবিদের আত্মাতে ব্রহ্মাদি স্তম্ব পর্য্যন্ত সমস্ত ভূত, অগ্ন্যাদি সমস্ত দেবতা, ভূরাদি সমস্ত লোক, বাগাদি সমস্ত প্রাণ, জলচন্দ্রবৎ প্রতি শরীরানুপ্রবিষ্ট অবিদ্যাকল্পিত আত্মাসমূহ ও সমস্ত জগৎ ব্রহ্মবিদের আত্মাতে সমর্পিত হইয়া থাকে। ১ম অধ্যায়ের ৪র্থ ব্রাহ্মণে ১০ম খণ্ডে যে বলা হইয়াছে—ব্রহ্মবিৎ বামদেব ব্রহ্মাত্মভাবে স্থিত হইয়া আমিই মনু—আমিই সূর্য ইত্যাদি "বামদেবসূক্ত" দর্শন করিয়াছিলেন, এখানে সেই সর্ব্বাত্মকভাব ব্যাখ্যাত হইল। ব্রহ্মবিৎ বিদ্বান্ সর্ব্বোপাধি সর্ব্বাত্মা সর্ব্ব হইয়া থাকেন। এইরূপে সোপাধি ব্রহ্মভাব দেখাইয়া পরে ভাষ্যকার নিরুপাধি ব্রহ্মভাব দেখাইয়াছেন।

সুরেশ্বর বার্ত্তিকমতানুসারী আনন্দগিরি এস্থলে বলিয়াছেন যে, অবিদ্বানের দৃষ্টিতে ব্রহ্মবিদের সপ্রপঞ্চত্ব ইষ্টই বটে।

ভাষ্যকার এই স্থলে তৈত্তিরীয় উপনিষদের ভৃগুবল্লীর শেষে যে ব্রহ্মবিদের সার্থকতা প্রতিপাদক সাম মন্ত্র আছে, তাহাও দেখাইয়াছেন। ঐ সাম মন্ত্রের অভিপ্রায় এই যে, আমিই অন্ন, আমিই অন্নাদ, এইরূপে আমিই সর্ব্বাত্মক। ছান্দোগ্য উপনিষদের ৮ম প্রপাঠক হইতেও

---

৮ তস্মাদ্ ব্রহ্মবিজ্ঞানাদেবংলক্ষণাৎ পুর্ব্বমপি ব্রহ্মৈব সদবিদ্যয়া অব্রহ্মাসীৎ সর্ব্বমেব চ সৎ অসর্ব্বমাসীৎ তান্তবিদ্যামস্মাদ্ বিজ্ঞানাৎ তিরস্কৃত্য ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মৈব সন্ ব্রহ্মাঽভবৎ সর্ব্বঃ সন্ সর্ব্বমভবৎ। বৃঃ ভাঃ ২, ৫, ১৫।

মুক্তজীবের সর্ব্বকামপ্রাপ্তি প্রতিপাদক "জক্ষৎ ক্রীড়ন্ রমমাণঃ" ইত্যাদি বাক্যও এই স্থলে ভাষ্যকার দেখাইয়াছেন। বহু শ্রুতি উদ্ধৃত করিয়া ভাষ্যকার ব্রহ্মের ও ব্রহ্মবিদের সোপাধি ও নিরুপাধি রূপদ্বয় দেখাইয়াছেন। পরে গীতবাক্য হইতেও ব্রহ্মের রূপদ্বয় দেখাইয়াছেন। "অহংক্রতুরহংযজ্ঞঃ", "পিতাহমস্য জগতঃ" ইত্যাদি বাক্যে সোপাধিক রূপ "নাদত্তে কস্যচিৎ পাপং ন চৈব সুকৃতং বিভুঃ", "সমং সর্ব্বেষু ভূতেষু" ইত্যাদি বাক্যে নিরুপাধিক রূপ দেখাইয়াছেন।

প্রদর্শিত ভাষ্যের ব্যাখ্যাতে[৯] বিদ্যারণ্য প্রণীত বার্ত্তিকসারেও ব্রহ্মবিদের সোপাধিক ও নিরুপাধিক রূপদ্বয় স্পষ্টভাবে বলা হইয়াছে। সোপাধি ও নিরুপাধি ভেদে ব্রহ্মবিৎ দুই প্রকার—সোপাধিক সর্ব্বাত্মক ও নিরুপাধিক নিরুপাখ্য। "জক্ষৎ ক্রীড়ন্ রমমাণঃ" ইত্যাদি ছান্দোগ্য শ্রুতিতে সোপাধিক ব্রহ্মবিদের সর্ব্বকামপ্রাপ্তি দেখান হইয়াছে। তৈত্তিরীয় শ্রুতিতেও আমি অন্ন, আমি অন্নাদ, আমি শ্লোককৃৎ প্রভৃতি বাক্য দ্বারা ব্রহ্মবিদের সামগানে সর্ব্বাত্মতা বলা হইয়াছে—ইহা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে।

মহাভারতের টীকাকার নীলকণ্ঠও শান্তিপর্ব্বে মোক্ষধর্ম্মে এই সোপাধি ও নিরুপাধি রূপ স্পষ্টভাবে দেখাইয়াছেন (বঙ্গবাসী মুদ্রিত মহাভারত, ১৭৫৭ পৃঃ)। ঐ মহাভারতের ১৬৮৪ পৃষ্ঠাতেও মুক্ত-পুরুষের সোপাধিকাবস্থাতে সর্ব্বাত্মকতা, বাস্তবরূপ চিন্মাত্রতা। "এবমপ্যুপন্যাসাদবিরোধং বাদরায়ণঃ", এই ব্রহ্মসূত্রেও ইহাই বলা হইয়াছে। সগুণৈকান্তবাদী জৈমিনি, নির্গুণৈকান্তবাদী ঔড়ুলোমি, অবস্থাভেদে উভয়বাদী বাদরায়ণ—প্রদর্শিত উভয় পক্ষই অবিরুদ্ধ।

---

৯ সোপাধির্নিরুপাধিশ্চ দ্বেধা ব্রহ্মবিদুচ্যতে, সোপাধিকঃ স্যাৎ সর্ব্বাত্মা নিরুপাখ্যোঽনুপাধিকঃ॥ জক্ষৎ ক্রীড়ন্ রতিং প্রাপ্ত ইতি সোপাধিকস্য তু, ছান্দোগ্যে সর্ব্বকামাপ্তিঃ সার্ব্বাত্ম্যাৎ স্পষ্টমীরিতা॥ অহমন্নং তথান্নাদঃ শ্লোক-কার্য্যপ্যহো অহম্, ইতি তত্ত্ববিদঃ সামগানে সর্ব্বাত্মতা শ্রুতা॥

বিম্ব-প্রতিবিম্বভাবে জীব ও ঈশ্বরের ভেদ ভগবৎপাদই তাঁহার ভাষ্যে বলিয়াছেন। এজন্য বিবরণাচার্য্যও বিবরণগ্রন্থে বিম্ব-প্রতিবিম্ব-ভাবে জীব-ঈশ্বর বিভাগ দেখাইয়াছেন, ইহা বিবরণাচার্য্যের স্বীয় কল্পনামাত্র নহে। ভগবৎপাদীয় ভাষ্যে যে বিম্ব-প্রতিবিম্বভাব আছে, তাহা প্রদর্শিত ভাষ্যে দেখান হইয়াছে। এই বিম্ব-প্রতিবিম্বভাবে জীব ও ঈশ্বরের ভেদ মানিয়াই মুক্তজীবের ঐশ্বরভাব সমর্থিত হইয়াছে। বিবরণাচার্য্যও স্বীয় বিবরণগ্রন্থের ৯ম বর্ণকে মুক্তজীবের ঐশ্বরভাব প্রাপ্তি সুস্পষ্টভাবে দেখাইয়াছেন।[১০]

বিবরণ-প্রমেহসংগ্রহেও বিদ্যারণ্য স্বামী বলিয়াছেন যে, অবিদ্যা-প্রতিবিম্ব জীব ও বিম্ব ঈশ্বর, বিদ্যা দ্বারা অবিদ্যারূপ উপাধির নিবৃত্তি করিয়া মুক্তজীব বিম্বভাব প্রাপ্ত হইয়া থাকে। এই বিম্বভাবই ঐশ্বরভাব। উপাধি দর্পণের নিবৃত্তিতে যেমন দর্পণগত মুখপ্রতিবিম্ব বিম্বমুখ রূপে স্থিত হয়, সেইরূপ মুক্তজীব ঈশ্বরভাবে স্থিত হইয়া থাকে।[১১]

মুক্তজীবের ঈশ্বরভাব প্রাপ্তি নানাজীববাদেই বুঝিতে হইবে। মন্দাধিকারীদিগের জন্য শাস্ত্র ও আচার্য্যগণ এই নানাজীববাদ দেখাইয়াছেন। উত্তমাধিকারীর জন্য একজীববাদ শাস্ত্রের মুখ্য সিদ্ধান্ত বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। নানাজীববাদে জীবভেদে অবিদ্যাও ভিন্ন; একজীববাদে অবিদ্যা নানা নহে কিন্তু, অবিদ্যা এক। নানা-জীববাদে ও একজীববাদে জীব প্রতিবিম্ব এবং বিম্ব-প্রতিবিম্বের

---

১০ "মম পুনরেকোপাধি পরিত্যাগেন বিম্বত্বভূত ব্রহ্মাত্মতাপরোক্ষাবভাসি-নোঽপি প্রতিবিম্বশ্যামত্বাদিভিরিব জীবসংসারৈর্ন সম্বন্ধঃ মিথ্যাত্বেন তত্ত্বজ্ঞান প্রতিহতত্বাৎ ॥" বিবরণ, কাশী বিজয়নগর মুদ্রিত, ঃ৬১-৬২ পৃষ্ঠা।

১১ অস্মন্মতে তু ব্রহ্মণি ন কশ্চিৎ দোষঃ প্রতিবিম্বশ্যামত্বাদীনাং বিম্ব সম্বন্ধদর্শনাৎ।

বিবরণপ্রমেহসংগ্রহ, কাশী বিজয়নগর মুদ্রিত, ২৪৩ পৃঃ ১৫ পং।

ভেদ অবিদ্যাকল্পিত। প্রসিদ্ধ বিবরণোপন্যাস গ্রন্থের রচয়িতা রামানন্দ সরস্বতীও বিবরণোপন্যাস গ্রন্থে নানাজীববাদ সমর্থন প্রসঙ্গে মুক্ত-জীবের অধিষ্ঠানভাবরূপ ঈশ্বরভাব প্রাপ্তির কথা বলিয়াছেন।[১২] এই রামানন্দ সরস্বতীই প্রসিদ্ধ ভাষ্যরত্নপ্রভা টীকার রচয়িতা। ইনি গোবিন্দানন্দ সরস্বতীর শিষ্য। এই গ্রন্থকার অতিশয় রামভক্ত বৈষ্ণব, ইঁহার গ্রন্থ শ্রীরামচন্দ্রের স্তুতিতে পরিপূর্ণ। এই স্তুতি-শ্লোকগুলি সংগ্রহ করিলে একখানা ছোট পুস্তক হইতে পারে।

এই নানাজীববাদ মুখ্যতঃ আচার্য্য মণ্ডন মিশ্র ও আচার্য্য বাচস্পতি মিশ্র স্বীয় গ্রন্থে সমর্থন করিয়াছেন। ইঁহারা এক-জীববাদের সমর্থন দেখান নাই। এইজন্যই ইঁহাদিগকে নানাজীববাদী বলা হয়। চিৎসুখাচার্য্য স্বীয় গ্রন্থে নানাজীববাদ সমর্থন করিয়া পরে বলিয়াছেন যে, এই মত কোনও আচার্য্যদিগের সম্মত। চিৎসুখীর টীকাকার বলিয়াছেন যে, চিৎসুখীগ্রন্থে যে "কেচিদাচার্য্য" বলা হইয়াছে তাহার অর্থ "মণ্ডন মিশ্র ও বাচস্পতি মিশ্র[১৩] মতানুসারী আচার্য্যগণ"।

শ্রুতি, সূত্র, ভাষ্য ও বার্ত্তিক প্রভৃতি গ্রন্থ আলোচনা করিয়া দেখা গিয়াছে যে, ব্রহ্মপরিণামবাদ ব্রহ্মবিবর্ত্তবাদের বিরোধী নহে। পরিণামবাদ বিবর্ত্তবাদেরই পূর্ব্বভূমি—ইহা বিবর্ত্তবাদের আচার্য্যগণই সুস্পষ্টভাবে বলিয়াছেন। সুতরাং ভট্ট ভাস্কর প্রভৃতি আচার্য্যগণ

---

১২ অস্মন্মতে তু জীবনানাত্বে মুক্তজীবাৎ জীবান্তর সংসারস্য কল্পিতত্বেন অধিষ্ঠান ব্রহ্মাসংস্পর্শাৎ ব্রহ্মভাবঃ পুরুষার্থঃ।

বিবরণোপন্যাস, কাশী বেনারস সংস্কৃত সিরিজ, ১৪০ পৃঃ ১৭ পং।

১৩ নানাজীববাদেঽপি বন্ধমুক্তি ব্যবস্থা উপপদ্যতে ইতি কেচিদাচার্য্যাঃ প্রতিপেদিরে। চিৎসুখী, ৪র্থ পরিচ্ছেদ, ৩৮০ পৃঃ, নির্ণয়সাগর মুদ্রিত।

কেচিদাচার্য্যাঃ—মণ্ডন মিশ্র বাচস্পতি মিশ্র মতাবলম্বিনঃ।

চিৎসুখী টীকা, ৩৮০ পৃঃ।

যে ব্রহ্মপরিণামবাদ বলিয়াছেন, তাহাও বিবেচনা করিয়া দেখিলে বিবর্ত্তবাদেই পর্য্যবসিত হয়। শ্রীকণ্ঠভাষ্যে অদ্বৈতবাদের সমর্থক যেরূপ স্পষ্ট উক্তি আছে, ভাস্করভাষ্যে সেরূপ কোনও কথা নাই, প্রত্যুত অদ্বৈতবাদের বিরোধী কথাই আছে। যদি পরিণামবাদ বিবর্ত্তবাদের অনুকূলই হয়, তবে ভাস্করভাষ্যে বিবর্ত্তবাদের খণ্ডন অভিপ্রায়ে পরিণামবাদ কেন বলা হইয়াছে, তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে।

আত্মকৃতেঃ পরিণামাৎ (ব্র. সূ. ১, ৪, ২৫) সূত্রের ভাষ্যে ভট্ট ভাস্কর বলিয়াছেন যে,[১৪] শ্রুত্যনুসারী সূত্রকার ব্রহ্মপরিণামবাদই প্রদর্শন করিয়াছেন এবং প্রাচীন আচার্য্যগণও এই পরিণামবাদই অবলম্বন করিয়া শ্রুতির ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ছান্দোগ্য উপনিষদের বাক্যকার ও বৃত্তিকার সম্প্রদায় অনুসারেই ব্রহ্মপরিণামবাদ সমাশ্রয় করিয়াছেন। ছান্দোগ্য উপনিষদের ব্যাখ্যাতে বাক্যকার বলিয়াছেন যে, দুগ্ধ যেমন দধিরূপে পরিণত হয় সেইরূপ ব্রহ্মও জগৎরূপে পরিণত হইয়াছেন।

ভগবৎপাদের ভাষ্য রচনার অব্যবহিত পরেই ভট্ট ভাস্কর ভগবৎ-পাদীয় ভাষ্যখণ্ডনের জন্য ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য রচনা করিয়াছিলেন।[১৫] ভামতী গ্রন্থে ভট্ট ভাস্করের খণ্ডনের খণ্ডন প্রদর্শিত হইয়াছে, কিন্তু ভামতীকার ভট্ট ভাস্করের নাম উল্লেখ করেন নাই, কিন্তু বিবরণাচার্য্য ভট্ট ভাস্করকে সর্ব্বসঙ্করবাদী বলিয়া পুনঃপুনঃ উল্লেখ করিয়াছেন ও ভাস্করের মত খণ্ডন করিয়াছেন।

---

১৪ সূত্রকারঃ শ্রুত্যনুসারী পরিণাম পক্ষং সূত্রয়াম্বভূব। অয়মেব ছান্দোগ্যে বাক্যকারবৃত্তিকারাভ্যাং সম্প্রদায়তঃ সমাশ্রিতঃ। তথাচ বাক্যং পরিণামস্তু স্যাৎ দধ্যাদিবদিতি। ব্র. সূ. ১, ৪, ২৫, ভট্টভাষ্য।

১৫ সূত্রাভিপ্রায়সংবৃত্ত্যা স্বাভিপ্রায় প্রকাশনাৎ। ব্যাখ্যাতং যৈরিদং শাস্ত্রং ব্যাখ্যেয়ং তন্নিবৃত্তয়ে। ভট্টভাষ্য প্রারম্ভ।

পরিণামবাদে উপাদানের সহিত উপাদেয়ের ভেদাভেদ স্বীকার করা হয়। এই ভেদাভেদবাদই অনেকান্তবাদ নামে প্রসিদ্ধ। উপাদানের সহিত উপাদেয়ের একান্ত ভেদ বা একান্ত অভেদ স্বীকার করা হয় না বলিয়া এই পরিণামবাদই অনেকান্তবাদ বলিয়া প্রসিদ্ধ। জৈনাচার্য্যগণ এই অনেকান্তবাদের বিশেষভাবে সমর্থন করিয়া থাকেন। ভামতী গ্রন্থে "কার্য্যাত্মনা তু নানাত্বম্" এই যে কারিকাটি উদ্ধৃত হইয়াছে, ইহা ভট্ট ভাস্করেরই কারিকা। ভট্ট ভাস্কর "তত্তু সমন্বয়াৎ" (ব্র. সূ. ১, ১, ৪) সূত্রের ভাষ্যে সংগ্রহ শ্লোকরূপে এই কারিকাটি লিখিয়াছেন। ভাস্করীয় ভাষ্যে 'কার্য্যাত্মনা' না বলিয়া 'কার্যরূপেণ' বলা হইয়াছে। এই "তত্তু সমন্বয়াৎ" সূত্রের ভাষ্যের ব্যাখ্যায় ভামতী নিবন্ধেও এই কারিকাটি উদ্ধৃত হইয়াছে এবং তাহার খণ্ডনও বিস্তৃতভাবে লিখিত হইয়াছে। ভামতী নিবন্ধে ভট্ট ভাস্করের মত খণ্ডিত হইলে ভট্ট ভাস্করের মতানুসারী কেশব নামক কোনও আচার্য্য ভামতী-প্রদর্শিত খণ্ডনের খণ্ডন লিখিয়াছিলেন, পরে আচার্য্য কেশবের উক্তির খণ্ডনের জন্য ভামতীর টীকা কল্পতরু রচিত হইয়াছিল। কল্পতরুকার বহুস্থলে ভট্ট ভাস্কর ও কেশবের নাম উল্লেখপূর্ব্বক খণ্ডন করিয়াছেন।[১৬] কিন্তু আচার্য্য কেশব প্রণীত গ্রন্থখানি প্রকাশিত হয় নাই।

অপ্যয় দীক্ষিত পরিমলগ্রন্থে কেশবের বহু বাক্য উদ্ধৃত করিয়াছেন। ভট্ট ভাস্কর ছান্দোগ্য উপনিষদের বাক্যকার ও বৃত্তিকারের মত উল্লেখ করিয়া ব্রহ্মপরিণামবাদের সমর্থন করিলেও বাক্যকার ও বৃত্তিকারের নাম উল্লেখ করেন নাই। ভট্ট ভাস্কর যে বাক্যটী উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহা বাক্যকারেরই বাক্য, বৃত্তিকারের কোনও পৃথক্ কথা বলেন নাই। ভামতীর টীকা কল্পতরুতে ছান্দোগ্য-বাক্যকারের নাম উল্লেখপূর্ব্বক বাক্যকারের অভিপ্রায় বিশদ-

---

১৬ কেশব—কল্পতরু, পৃঃ ৩১৩, ৩১৭, ৩৩৮, ৪০৮, ৪১৬, ৪৪১ ৪৮৪, ৪৮৬, ৪৯৪—কাশী বিজয়নগর মুদ্রিত।

ভাবে আলোচিত হইয়াছে। কল্পতরুকার "আত্মকৃতেঃ পরিণামাৎ" (ব্র. সূ. ১, ৪, ২৫) সূত্রের কল্পতরুতে বলিয়াছেন যে,[১৭] ভট্ট ভাস্কর এই সূত্রের ব্যাখ্যাতে ভ্রান্ত হইয়াছেন। তিনি মনে করিয়াছেন—"যোনিশ্চ হি গীয়তে" (ব্র. সূ. ১, ৪, ২৬), "আত্মকৃতেঃ পরিণামাৎ" (ব্র. সূ. ১, ৪, ২৫) এই সূত্র দুইটীতে সূত্রকার যোনি ও পরিণাম শব্দের ব্যবহার করিয়াছেন এবং ছান্দোগ্য উপনিষদে বাক্যকার ব্রহ্মনন্দী 'জগৎ ব্রহ্মের পরিণামই হইবে' এইরূপ বলিয়াছেন। সুতরাং ব্রহ্মের পরিণামই পূর্ব্বাচার্য্যগণের অভিপ্রেত। কিন্তু তাহা নহে। ছান্দোগ্য উপনিষদের ব্যাখ্যাতা বাক্যকার ব্রহ্মনন্দী বলিয়াছেন যে, 'ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন জগৎ অসৎ হইতে পারে না'। যেহেতু অসৎ নিষ্পাদ্য বা কার্য হইতে পারে না; এইরূপ সৎও হইতে পারে না। সদ্‌বস্তু সিদ্ধরূপ বলিয়া তাহার উৎপত্তির জন্য প্রয়াস ব্যর্থ হইবে। এইরূপে সৎ ও অসৎ রূপের প্রত্যাখ্যান করিয়া পরে বলিয়াছেন যে, জগৎসৃষ্টি ব্যবহার মাত্র।

এইরূপে তিনি জগতের অনির্ব্বচনীয়তাই সিদ্ধান্তরূপে প্রদর্শন করিয়াছেন। সুতরাং ব্রহ্মনন্দী যে পরিণাম বলিয়াছেন, তাহা মিথ্যা পরিণাম অভিপ্রায়েই বলিয়াছেন। এইরূপ ব্রহ্মসূত্রেও পরিণাম শব্দ মিথ্যা পরিণাম অভিপ্রায়েই প্রযুক্ত হইয়াছে। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, ভট্ট ভাস্কর জগতের পারমার্থিকতা সিদ্ধির জন্য

১৭ ভাস্বরস্থি হবভ্রামে যোনিরিতি পরিণামাদিতি চ সূত্র নির্দ্দেশাৎ ছান্দোগ্য বাক্যকারেণ ব্রহ্মনন্দিনা পরিণামস্তু স্যাদিত্যভিধানাচ্চ পরিণাম-বাদোবৃদ্ধ সম্মত ইতি তংপ্রতি বোধয়তি "যংচেতি" ব্রহ্মনন্দিনা হি নাসতোঽনিষ্পাদ্যত্বাৎ প্রবৃত্ত্যানর্থক্যং তু সত্তাবিশেষাৎ ইতি সদসৎ পক্ষ-প্রতিক্ষেপেণ পূর্ব্বপক্ষ মাদর্শ্য "ন সংব্যবহার মাত্রত্বাদিতি অনির্ব্বচনীয়তা সিদ্ধান্তিতা অতঃপরিণামস্তু ইতি মিথ্যা পরিণামাভিপ্রায়ং সূত্রস্তেতদভিপ্রায়মেব ইত্যর্থঃ। কল্পতরু, ২২৭ পৃঃ, কাশী বিজয়নগর মুদ্রিত।

পরিণামবাদই সিদ্ধান্তরূপে স্বীকার করিয়াছেন, এবং তাহার সমর্থনের জন্য আচার্য্য ব্রহ্মনন্দীর বাক্যও উদ্ধৃত করিয়াছেন। কিন্তু আচার্য্য ব্রহ্মনন্দীর বাক্য আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, আচার্য্য ব্রহ্মনন্দী জগতের পারমার্থিকতা স্বীকার করেন না, পারমার্থিকতা স্বীকার করিলে সংব্যবহার মাত্র বলিতেন না। ভট্ট ভাস্কর আচার্য্য ব্রহ্মনন্দীর বাক্যগুলি যে দেখেন নাই, তাহাও নহে; আর বাক্যগুলি দেখিয়াও যে ব্রহ্মনন্দীর আশয় বুঝিতে পারেন নাই, তাহাও নহে; তথাপি ভট্ট ভাস্কর এরূপ বলিলেন কেন? তাহার উত্তর এই হইতে পারে যে, ভট্ট ভাস্কর ব্রহ্মোপাসনার অধিকারিগণের প্রতি করুণাপরায়ণ হইয়াই উপাস্য ব্রহ্মের সগুণ স্বরূপ নির্দ্দেশ করিবার জন্য ব্রহ্মসূত্র-সমূহের তাৎপর্য্য সগুণ ব্রহ্মে প্রদর্শন করিয়াছেন। মনুসংহিতার প্রসিদ্ধ টীকাকার কুল্লূকভট্ট এই ভট্ট ভাস্করের সিদ্ধান্ত অনুসরণ করিয়াই মনুসংহিতার অন্তর্গত অধ্যাত্মবাদের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। এই টীকাকার ভট্ট ভাস্করের নাম উল্লেখ করিয়া ব্রহ্মসূত্রের ভাস্করীয় ভাষ্য স্বীয় টীকাতে শ্রদ্ধার সহিত উদ্ধৃত করিয়াছেন। কুল্লূকভট্ট তাঁহার টীকাতে নিজেকে বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ বলিয়া লিখিয়াছেন (নির্ণয়সাগর মুদ্রিত মনুসংহিতার ৬ ও ৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। ব্রহ্মসূত্র-সমূহ যে সগুণ ব্রহ্মেরও প্রতিপাদক, তাহা পূর্ব্বেও বলা হইয়াছে। নির্গুণ ব্রহ্মতত্ত্বে অনধিকারিগণকে নিবৃত্ত করিবার জন্যই নির্গুণ তত্ত্বের খণ্ডনও ভাস্করীয় ভাষ্যে প্রদর্শিত হইয়াছে,—যেমন আপস্তম্ব ধর্ম্মসূত্রে চতুর্থাশ্রমের বহু নিন্দা করা হইয়াছে। আপস্তম্ব ধর্ম্মসূত্রের অভিপ্রায়ও পূর্ব্বেই বিশদভাবে দেখান হইয়াছে।

এইরূপ ভর্তৃপ্রপঞ্চ প্রভৃতি আচার্য্যগণ যে জগতের সত্যত্ব প্রতিপাদনের জন্য বৃহদারণ্যক ভাষ্যে ব্রহ্মের দ্বৈতাদ্বৈত রূপ প্রতিপাদন করিয়াছেন, তাহারও অভিপ্রায় পূর্ব্বোক্তরূপই বুঝিতে হইবে।

বৃহদারণ্যক উপনিষদের প্রাচীন ভাষ্যকার ভর্ত্তৃপ্রপঞ্চের ভাষ্য এখন আর পাওয়া যায় না; ভগবৎপাদীয় ভাষ্যের স্থানে স্থানে ভর্ত্তৃপ্রপঞ্চের মত উদ্ধৃত হইয়াছে। ভগবৎপাদ ভর্ত্তৃপ্রপঞ্চের নাম উল্লেখ করেন নাই; বার্ত্তিককার সুরেশ্বরাচার্য্য বৃহদারণ্যকভাষ্যে উদ্ধৃত মত ভর্ত্তৃপ্রপঞ্চের বলিয়া লিখিয়াছেন, তদনুসারে আনন্দগিরির ভাষ্যব্যাখ্যাতেও ঐ উদ্ধৃত মতগুলি ভর্ত্তৃপ্রপঞ্চের বলিয়া স্পষ্ট নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। বৃহদারণ্যক উপনিষদের ভগবৎপাদীয় ভাষ্যের প্রায় ৯।১০টী স্থানে[১৮] এই ভর্ত্তৃপ্রপঞ্চের মত উদ্ধৃত হইয়াছে। ভগবৎপাদীয় ভাষ্যে উদ্ধৃত বাক্যগুলি হইতে ভর্ত্তৃপ্রপঞ্চের দার্শনিক মতের পরিচয় পাওয়া যায়। বৃহদারণ্যকের ৫ম অধ্যায়ের ১ম ব্রাহ্মণের প্রারম্ভে "পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং" এই মন্ত্রের ভাষ্যে ভগবৎপাদ এই মন্ত্রের ভর্ত্তৃপ্রপঞ্চ কৃত ব্যাখ্যাটী দেখাইয়াছেন। ভর্ত্তৃপ্রপঞ্চ বলিয়াছেন[১৯]—শ্রুতি যে সামান্যভাবে ব্রহ্মকে অদ্বিতীয়

---

১৮ ভর্ত্তৃপ্রপঞ্চ—পৃঃ ১৪২, ১৭৬, ১৭৯, ১৯৪, ৩০৯, ৩১০, ৩৪৫, ৩৯৬, ৬৯৯, বৃহদারণ্যকভাষ্য, পুণা আনন্দাশ্রম মুদ্রিত।

১৯ অত্র একে বর্ণয়ন্তি পূর্ণাৎ কারণাৎ পূর্ণং কার্য্যমুদ্রিচ্যতে উদ্রিক্তং কার্য্যং বর্ত্তমানকালেঽপি পূর্ণমেব পরমার্থবস্তুভূতং দ্বৈতরূপেণ। পুনঃ প্রলয়কালে পূর্ণস্য কার্য্যস্য পূর্ণতামাদায় আত্মনি ধিত্বা পূর্ণমেবাবশিষ্যতে কারণরূপম্। এবমুৎপত্তিস্থিতিপ্রলয়েষু ত্রিষ্বপি কালেষু কার্য্যকারণয়োঃ পূর্ণতৈব। সাচ একৈব পূর্ণতা কার্য্যকারণয়োর্ভেদেন ব্যপদিশ্যতে। এবঞ্চ দ্বৈতাদ্বৈতাত্মকং ব্রহ্ম। যথাকিল সমুদ্রো জলতরঙ্গফেনবুদ্বুদাদ্যাত্মক এব। যথা চ জলং সত্যং তদুদ্ভবাশ্চ তরঙ্গফেনবুদ্বুদাদয়ঃ সমুদ্রাত্মভূতা এব আবির্ভাবধর্ম্মাণঃ পরমার্থসত্যা এব এবং সর্ব্বমিদং দ্বৈতং পরমার্থসত্যমেব জলতরঙ্গাদিস্থানীয়ং, সমুদ্রজলস্থানীয়ং তু পরং ব্রহ্ম। এবঞ্চ কিল দ্বৈতস্য সত্যত্বে কর্ম্মকাণ্ডস্য প্রামাণ্যং। যদাপুনর্দ্বৈতং দ্বৈতমিব অবিদ্যাকৃতং মৃগতৃষ্ণিকাবদনৃতং অদ্বৈতমেব পরমার্থঃ তদা কিল কর্ম্মকাণ্ডং বিষয়াভাবাদপ্রমাণং ভবতি। তথাচ বিরোধ এব স্যাৎ। বেদৈক দেশভূতোপনিষৎ প্রমাণং পরমার্থাদ্বৈতবস্তুপ্রতিপাদকত্বাৎ

বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহাতে প্রলয়াবস্থাতে ব্রহ্ম অদ্বিতীয় ইহাই বুঝিতে হইবে; আর সৃষ্টি প্রতিপাদক বিশেষ শাস্ত্র সামান্য শাস্ত্রের বাধক বলিয়া সৃষ্টিদশাতে ব্রহ্ম সদ্বিতীয়। সুতরাং কাল-ভেদে ব্রহ্ম দ্বৈতাদ্বৈতরূপ। এই দ্বৈতাদ্বৈত ব্রহ্মই সমস্ত উপনিষদের প্রতিপাদ্য; "পূর্ণমদঃ" মন্ত্রটীও সঙ্ক্ষেপে এই ব্রহ্মেরই প্রতিপাদক। কারণ ও কার্য্য উভয়ই পরমার্থ সত্য; পূর্ণ কারণ হইতে পূর্ণ কার্য্য উৎপন্ন হইয়া থাকে। কারণ যেমন পূর্ণ পরমার্থ সত্য, উৎপত্তি-কালে কার্য্যও সেইরূপ পূর্ণ পরমার্থ সত্য। কার্য্য-উৎপত্তিকালে যেমন পরমার্থ সত্য, কার্য্য-স্থিতিকালেও সেইরূপ পূর্ণ পরমার্থ সত্য। সৃষ্টি ও স্থিতি এই উভয় সময়ই দ্বৈতরূপ কার্য্যপূর্ণ—পরমার্থ সত্য। প্রলয়কালেও পূর্ণ কারণ বস্তু, পূর্ণ পরমার্থ সত্য কার্য্যের পূর্ণতা আপনাতে স্থাপন করিয়া পূর্ণ পরমার্থ সত্য কারণরূপ অবশিষ্ট থাকে। এইরূপে উক্ত মন্ত্র সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় এই কালত্রয়েই কার্য্য ও কারণের পূর্ণতা অর্থাৎ পরমার্থ সত্যতাই প্রতিপাদন করিতেছে। পূর্ণতা একটী হইলেও একই পূর্ণতার কার্য্যে ও কারণে ভিন্নরূপে উল্লেখমাত্র করা হইয়াছে। তাহাতে একই ব্রহ্মের দ্বৈতাদ্বৈতাত্মকরূপ সিদ্ধ হইয়া থাকে। কার্য্য ও কারণ দুইটীই পূর্ণ বলাতে অদ্বৈত রূপের ব্যাঘাত হয় না; যেহেতু পূর্ণতা একটী, দুইটী নহে। কার্য্য ও কারণে একটী পূর্ণতার উল্লেখ করাতেই দ্বৈতাদ্বৈত ব্রহ্ম সিদ্ধ হইয়া থাকে। ফলতঃ এক ব্রহ্মই অনেকাত্মক, ইহাই সিদ্ধ হয়। একই বস্তু অনেকাত্মক, ইহা বিরুদ্ধ নহে; যেমন এক সমুদ্র জল, তরঙ্গ, ফেন, বুদ্‌বুদ্‌ রূপে অনেকাত্মক হইয়া থাকে। সমুদ্রজল যেমন সত্য, সেইরূপ সমুদ্রজল হইতে উৎপন্ন

অপ্রমাণং কর্ম্মকাণ্ডং অসদ্বৈত বিষয়ত্বাৎ। তদ্বিরোধ পরিজিহীর্ষয়া শ্রুত্যা এতদুক্তং কার্য্যকারণয়োঃ সত্যত্বং সমুদ্রবৎ পূর্ণমদ ইত্যাদিনেতি।

বৃহদারণ্যকভাষ্য, অ-৫, ব্রা-১।

তরঙ্গাদিও সত্য এবং সমুদ্রেরই আত্মভূত; আবির্ভাব, তিরোভাব ধর্ম্মবিশিষ্ট তরঙ্গাদি সমুদ্র হইতে পৃথক নহে। আবির্ভাব, তিরোভাব ধর্ম্মবিশিষ্ট হইয়াও তরঙ্গাদি পরমার্থ সত্যই বটে। এইরূপ সমুদ্রের তরঙ্গাদি স্থানীয় সমস্ত দ্বৈতরাশি পরমার্থ সত্যই বটে, আর পরব্রহ্ম সমুদ্রজল-স্থানীয়। এইরূপে দ্বৈতরাশিও পরমার্থ সত্য বলিয়া কর্ম্মকাণ্ড-প্রতিপাদক বেদেরও প্রামাণ্য রক্ষিত হইল।

যদি বলা যায়—দ্বৈতরাশি সত্য নহে, তাহা অবিদ্যাকৃত; যেমন, মরুমরীচিকা মিথ্যা, এইরূপ দ্বৈতও মিথ্যা, কেবল অদ্বৈতই পরমার্থ সত্য,—তাহা হইলে কর্ম্মকাণ্ড-প্রতিপাদক বেদভাগ অপ্রমাণ হইয়া পড়িবে। যেহেতু তাহা দ্বৈত-প্রতিপাদক, আর দ্বৈতমাত্রই মিথ্যা। মিথ্যা-প্রতিপাদক শাস্ত্র নির্ব্বিষয় বলিয়া অপ্রমাণ। কর্ম্মকাণ্ড-প্রতিপাদক বেদভাগ অপ্রমাণ হইলে অধ্যয়নবিধির বিরোধ হইবে। অধ্যয়নবিধি দ্বারা কর্ম্ম ও জ্ঞান এই উভয় প্রতিপাদক বেদেরই অধ্যয়ন বিহিত হইয়াছে। বেদের এক অংশ অপ্রমাণ হইলে তাহার অধ্যয়ন বিহিতই হইতে পারে না। পরমার্থ সত্য অদ্বৈতের প্রতিপাদক বেদের একদেশ উপনিষৎ প্রমাণ ও মিথ্যা দ্বৈতরূপ কর্ম্মরাশির প্রতিপাদক বেদভাগ অপ্রমাণ— এইরূপ স্বীকার করিতে হইবে। তাহাতে পরস্পর-বিরোধই ঘটিবে। এই বিরোধ পরিহারের জন্য "পূর্ণমদঃ" শ্রুতিই কার্য্য ও কারণ, এই উভয়েরই সমুদ্রজলতরঙ্গন্যায়ে সত্যত্ব প্রতিপাদন করিতেছেন। ইহাই "পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং" এই মন্ত্রের ভর্ত্তৃপ্রপঞ্চকৃত ব্যাখ্যা।

বৃহদারণ্যক ভাষ্যবার্ত্তিকে সুরেশ্বরাচার্য্য এই ভর্ত্তৃপ্রপঞ্চের মত আরও সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ করিয়াছেন। বার্ত্তিককার বলিয়াছেন যে, যেমন জলতরঙ্গের[২০] অগ্রভাগ অতি চঞ্চল, তরঙ্গের মধ্যভাগ

---

২০ অগ্রে চলত্বমূর্ম্মীণাং মধ্যে ঈষচ্চলাত্মতা।
নিষ্কম্পত্যং তথা মূলে সমুদ্রঃ সর্ব্বরূপভৃৎ ॥৫১

ঈষৎ চঞ্চল এবং তরঙ্গের মূলভাগ যাহা সমুদ্ররূপে অবস্থিত তাহা নিশ্চল। অতি চঞ্চল, ঈষৎ চঞ্চল ও নিশ্চল, এই ত্রিবিধরূপই সমুদ্র যুগপৎ ধারণ করিয়া থাকে; এইরূপ জীব পরমাত্মার সহিত অভিন্ন বলিয়া পরমাত্মভাবে নিশ্চল স্থির, প্রাণোপাধি হিরণ্যগর্ভ-ভাবে ঈষৎ চঞ্চল, বিরাটভাবে অতি চঞ্চল, এবং ব্যষ্টিপিণ্ডভাবে তরঙ্গের অগ্রভাগের ন্যায় অতি চঞ্চল হইতেও চঞ্চল। অথচ বর্ণিত অবস্থার একটীও মিথ্যা নহে, এক বস্তুতেই বিরুদ্ধভাবসমূহ যুগপৎ জলতরঙ্গন্যায়ে থাকিতে পারে।

ভাষ্যকার ভর্ত্তৃপ্রপঞ্চ যে বলিয়াছেন—দ্বৈতাদ্বৈতাত্মক ব্রহ্মই "পূর্ণমদঃ" এই মন্ত্রের প্রতিপাদ্য, তাঁহার এইরূপ বলার কারণ এই যে, বৃহদারণ্যক উপনিষদের ৪র্থ অধ্যায়ের শেষভাগে মৈত্রেয়ী ব্রাহ্মণ পঠিত হইয়াছে। এই ব্রাহ্মণের শেষ অংশে এক স্থানে বলা হইয়াছে, "যত্র হি দ্বৈতমিব ভবতি, তত্রেতর ইতরং পশ্যতি"। আবার তাহার পরেই বলা হইয়াছে, "যত্র ত্বস্য সর্ব্বমাত্মৈবাভূৎ, তৎ কেন কং পশ্যেৎ"। এইরূপে মৈত্রেয়ী ব্রাহ্মণে যাজ্ঞবল্ক্য মৈত্রেয়ীকে দ্বৈতাদ্বৈতাত্মক ব্রহ্মেরই উপদেশ করিয়াছেন, আর তাহার পরেই এই "পূর্ণমদঃ" মন্ত্রটী পঠিত হইয়াছে। সুতরাং এই মন্ত্রে সঙ্ক্ষেপে যাজ্ঞবল্ক্যের উপদেশের সার সংকলন করা হইয়াছে বুঝিতে হইবে। ভাষ্যকার ভর্ত্তৃপ্রপঞ্চ নিজেই বলিয়াছেন

যথৈতা যৌগপদ্যেন বৃত্তিরূর্ম্মিভিরাত্মনা।
অনুভূয়ন্ত একত্র দেবদত্তাদিকে তথা ॥৫২
নিষ্কম্পা দেবদত্তস্য বৃত্তিঃ স্যাৎ পরমাত্মনা।
ঈষৎ প্রচলিতা প্রাণভাবেনেত্যবগম্যতে ॥৫৩
বিরাড্‌ভাবে নাতিতরাং চণ্ডপ্রচলিতোর্ম্মিবৎ।
ঊর্ম্ম্যগ্রবৎ পিণ্ডভাবে নামরূপক্রিয়াত্মনা ॥৫৪
বৃহদারণ্যক ভাষ্যবার্ত্তিক, অ-৫, ব্রা-১।

যে—শ্রুতি যে 'দ্বৈতমিব' বলিয়াছেন, তাহাতে যদি 'দ্বৈতমিব' কথার অর্থ মিথ্যা দ্বৈত গ্রহণ করা যায়, তবে কর্ম্মকাণ্ড-প্রতিপাদক বেদভাগের অপ্রমাণ্য হইয়া পড়িবে। এজন্য শ্রুতির 'দ্বৈতমিব' কথার অর্থ দ্বৈতবৎ, অর্থাৎ দ্বৈতের মত এরূপ নহে, কিন্তু 'দ্বৈতমেব' এইরূপই বুঝিতে হইবে। আর, তাহাতে দ্বৈতের সত্যতাই প্রতিপন্ন হইতেছে। বার্ত্তিককার সুরেশ্বরও এই কথাই বলিয়াছেন।[২১]

ভর্তৃপ্রপঞ্চের এই ব্যাখ্যা হইতে সুস্পষ্টভাবে বুঝিতে পারা যায় যে অদ্বৈতবাদ খণ্ডন করিবার জন্যই তিনি বিশেষভাবে প্রয়াস করিয়াছেন, অদ্বৈতবাদিগণের ব্যাখ্যার খণ্ডন করিয়া ভেদাভেদবাদ অবলম্বন করিয়াছেন।[২২] এই ভেদাভেদবাদই পরিণামবাদ। এই ভেদাভেদবাদ অবলম্বন করিয়াই ভট্ট ভাস্করও ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য রচনা করিয়াছেন। এই পরিণামবাদ যে অদ্বৈতবাদের বিরোধী নহে, তাহা পূর্ব্বে বিস্তৃতভাবে বলা হইয়াছে। আচার্য্যগণের এই পরিণামবাদ অবলম্বন করিবার অভিপ্রায় কি? শ্রীকণ্ঠ ভাষ্যের অভিপ্রায় আলোচনা করিয়া তাহাও দেখান হইয়াছে।

ভগবৎপাদ শঙ্করাচার্য্যও "তদনন্যত্বমারম্ভণশব্দাদিভ্যঃ" (ব্র. সূ.

---

২১ দ্বৈতাদ্বৈতাত্মকং ব্রহ্ম মৈত্রেয্যৈ বর্ণিতং কিল।
যত্র হি দ্বৈতমিত্যুক্ত্বা যত্র ত্বস্যেতি চাদরাৎ ॥৩০
যত্ত্বদ্বৈতপরং ব্রহ্ম তত্র স্যাৎ পরমার্থতঃ।
কল্পিতং প্রসজেদ্ দ্বৈতং তোয়বুদ্ধিরিবোষরে ॥৩১
মৃষাত্বাদ্ ভেদজাতস্য সর্গস্থিত্যাদ্য সম্ভবাৎ।
সর্গস্থিতিলয়ানাং স্যাদন্বাখ্যানং মৃষৈব তু ॥৩২
বৃ-আ-ভা-বার্ত্তিক, অ-৫, ব্রা-১।

২২ ইতি বেদবিদঃ কেচিদ্ ভিন্নাভিন্নসতত্ত্বকম্।
সর্ব্বং বস্তিতি বাঞ্ছন্তি তত্তু যুক্ত্যা ন যুজ্যতে ॥৬৩
বৃ-আ-ভা-বার্ত্তিক, অ-৫, ব্রা-১।

২, ১, ১৮) সূত্রের ভাষ্যে পূর্ব্বপক্ষরূপে এই ভেদাভেদবাদী আচার্য্য-গণের অভিপ্রায় বিশদভাবে দেখাইয়াছেন।

অশুদ্ধচিত্ত পুরুষ সহসা নির্গুণতত্ত্বের অনুশীলন করিলে কল্যাণলাভ করিতে পারিবে না, ইহা শ্রুতি, সূত্র ও ভগবৎপাদীয় ভাষ্যে বিশেষভাবেই বলা হইয়াছে। সুতরাং উপাসনাতে অধিকারী পুরুষের জন্য ব্রহ্মপরিণামবাদ প্রদর্শন করাই যুক্তিসঙ্গত। উপাসনার জন্য ব্রহ্মপরিণামবাদের আবশ্যকতা ভগবৎপাদ নিজেই ব্র. সূ. ২, ১, ১৮ সূত্রের ভাষ্যে বলিয়াছেন ; তাহাও পূর্ব্বেই দেখান হইয়াছে। উপনিষদের ভর্তৃপ্রপঞ্চকৃত ভাষ্যের পূর্ব্বেও যে অদ্বৈতবাদানুসারী ভাষ্য ছিল, তাহা ভর্তৃপ্রপঞ্চের অদ্বৈতবাদ খণ্ডনের প্রয়াস হইতেই বুঝিতে পারা যায়। অদ্বৈতবাদের অতি প্রাচীন আচার্য্য গৌড়পাদ অতি সুস্পষ্টভাবেই বলিয়াছেন যে, দ্বৈতবাদগুলি পরস্পর-বিরোধী হইলেও অদ্বৈতবাদের সহিত তাঁহাদের বিরোধ হইতে পারে না।[২৩]

সুতরাং দ্বৈতবাদিগণের পরিণামবাদের সহিত অদ্বৈতবাদিগণের বিবর্তবাদের বিরোধ নাই।

ভগবান্ যাস্ক প্রণীত 'নিরুক্ত' গ্রন্থ তিন কাণ্ডে বিভক্ত—নৈঘণ্টক, নৈগমক ও দৈবত কাণ্ড। এই তিন কাণ্ডের মধ্যে দৈবত কাণ্ড অধ্যাত্মবিচারে পরিপূর্ণ। এই দৈবত কাণ্ডে যাস্ক বলিয়াছেন—ঋক্ মন্ত্রসমূহ তিন ভাগে বিভক্ত, পরোক্ষকৃত, প্রত্যক্ষকৃত ও আধ্যাত্মিক। ইহার মধ্যে আধ্যাত্মিক মন্ত্রসমূহের এইখানে একটু আলোচনা আবশ্যক।

যে ঋক্ মন্ত্রে উত্তম পুরুষের প্রয়োগ বা 'অহং' এই সর্ব্বনামের যোগ থাকে, তাহাই আধ্যাত্মিক ঋক্ মন্ত্র বুঝিতে হইবে। ইহার

---

২৩ স্বসিদ্ধান্ত ব্যবস্থাসু দ্বৈতিনো নিশ্চিতা দৃঢ়ম্।
পরস্পরং বিরুধ্যন্তে তৈরয়ং ন বিরুধ্যতে ॥১৭
গৌড়পাদকারিকা—অদ্বৈত প্রকরণ।

তিনটী উদাহরণ যাস্ক দেখাইয়াছেন—ইন্দ্রো-বৈকুণ্ঠঃ, লবসূক্তং, বাগাম্ভৃণীয়ম্। এই বাগাম্ভৃণীয়ং সূক্তই অস্মদ্দেশে দেবীসূক্ত নামে পরিচিত। বৃহদারণ্যকের ৬ষ্ঠ অধ্যায়ের বংশ ব্রাহ্মণে এই বাক্‌রূপা ঋষির উল্লেখ পাওয়া যায়। সেখানে ব্রহ্মবাদিনী অম্ভিনীর শিষ্যারূপে এই ব্রহ্মবাদিনী বাক্ উল্লিখিত হইয়াছেন। অম্ভৃণ ঋষির দুহিতা বাক্ ব্রহ্মদর্শন করিয়া অর্থাৎ ব্রহ্মাত্মতার সাক্ষাৎকার করিয়া নিজেকে সর্ব্বাত্মকরূপে স্তুতি করিয়াছেন। ভাষ্যকারগণ এইরূপ ব্যাখ্যাই করিয়াছেন। সর্ব্বাত্মকরূপে আত্মার স্তুতি আধ্যাত্মিক মন্ত্রের বা আধ্যাত্মিক ঋকের প্রতিপাদ্য। যে সূক্তের বা ঋক্ মন্ত্রের দ্রষ্টা ঋষি ব্রহ্মজ্ঞান-প্রভাবে নিজের সর্ব্বাত্মতা সাক্ষাৎ করিয়া নিজের আত্মার স্তুতি করেন, তাহাই আধ্যাত্মিক ঋক্ বা আধ্যাত্মিক সূক্ত। তৈত্তিরীয় উপনিষদে ভৃগুবল্লীর শেষে ব্রহ্মবিদের সর্ব্বাত্মতার কথা আধ্যাত্মিক ঋক্ মন্ত্র দ্বারা সুস্পষ্টভাবে বিবৃত হইয়াছে।[২৪] বৃহদারণ্যক উপনিষদে উক্ত হইয়াছে—"তদ্ধৈতৎ পশ্যন্ ঋষির্বামদেবঃ প্রতিপেদেঽহং মনুরভবং সূর্য্যশ্চ"। বৃহদারণ্যকে বামদেব্য সূক্তের প্রথম মন্ত্রের প্রথমাংশ মাত্রের উল্লেখ করা হইয়াছে। সম্পূর্ণ মন্ত্র দুইটী নিম্নে লিখিত হইল।[২৫] এই সূক্তের প্রথম দুইটী মন্ত্রে সর্ব্বাত্মভাব দর্শন করিয়া ব্রহ্মবিদের আত্মস্তুতির কথা বিবৃত হইয়াছে।

নিরুক্তকার মন্ত্রের ব্যাখ্যার ত্রিবিধ রীতি স্পষ্টভাবে দেখাইয়াছেন।

---

২৪ অহমস্মি প্রথমজা ঋতস্য।—তৈত্তিরীয়, ভৃগুবল্লী ৬।

২৫ অহং মনুরভবং সূর্য্যশ্চাহং কক্ষীবাঁ ঋষিরস্মি বিপ্র।
অহং কুৎসমার্জ্জুনেয়ং নৃঞ্জেঽহং কবিরুশনা পশ্যতা মা।১।
অহং ভূমি মদদা মার্য্যায়াহং বৃষ্টিং দাশুষে মর্ত্ত্যায়।
অহমপো অনয়ং বাবশানা মম দেবা মো অনুকেত-মায়ন।২।
ঋক্ সংহিতা—৩-৬-১৫ ॥ অথবা, মণ্ডল—৪-৩-২৬ ॥

যদিও তিনি বহুবিধ ব্যাখ্যার ইঙ্গিত করিয়াছেন, তথাপি অধিযজ্ঞ অধিদেব ও অধ্যাত্ম এই তিনরকম ব্যাখ্যাতেই বিশেষ আগ্রহ করিয়াছেন।[২৬] "ঋচোঽক্ষরে পরমে ব্যোমন্", এই মন্ত্রের ব্যাখ্যা দেখাইতে ভগবান্ যাস্ক অধিযজ্ঞ-পক্ষে শাকপূণির মত ও অধিদেব-পক্ষের ব্যাখ্যায় শাকপূণি-পুত্রের মত এবং অধ্যাত্ম-পক্ষের ব্যাখ্যায় নিজের মত ব্যক্ত করিয়াছেন। স্থানান্তরে ভগবান্ যাস্ক—"অথাগমো যাং যাং দেবতাং নিরাহ তস্যাস্তস্যাস্তাদ্‌ভাব্যমনুভবতি" (নিঃ ১৩-১২) কথায় দেবতাত্মভাবকে অদ্বৈতবাদেরই সোপানস্বরূপ বলিয়াছেন। এই নিরুক্তের টীকাকার ভগবদ্দুর্গাচার্য্যও অদ্বৈতবাদ অবলম্বন করিয়া তাহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন।[২৭] ভগবান্ যাস্ক আবার অন্য স্থানে বলিয়াছেন—"তিস্র এব দেবতা ইতি নৈরুক্তাঃ"। ইহার ব্যাখ্যাতে ভগবদ্দুর্গাচার্য্য বলিয়াছেন[২৮]—"পুত্র, পশু, স্বর্গাদিরূপ পরিচ্ছিন্ন ফল যাহারা আকাঙ্ক্ষা করে, তাহারা বেদমন্ত্রকে সেই ফলপ্রদ যজ্ঞকর্ম্মে প্রযুক্ত করিয়া থাকে। পরিচ্ছিন্ন ফলপ্রার্থী যাজ্ঞিকগণ পূর্ব্বজন্মের অবিদ্যাবাসিত অন্তঃকরণবশে দেবতার নামভেদে দেবতার ভেদ এবং দেবতার স্তুতিভেদেও দেবতার ভেদ কল্পনা করিয়া সেই সমস্ত দেবতাকে উপাসক আত্মা

---

২৬ নিরুক্ত দৈবত—১৩-১১-১০।

২৭ এষ ইন্দ্র এষ প্রজাপতিঃ ইত্যেবমাদিভ্যশ্চৈকাত্ম্যে সামর্থ্যমুন্নীয় আত্মবিৎপক্ষেণ আত্মৈবেদং সর্ব্বং ইত্যৈকাত্ম্যমুক্তম্।

নহি আত্মনোঽন্যদ্ ব্যতিরিক্তমভিধেয়মস্তি। অথ পুনরুপক্রমঃ পুরুষার্থস্য প্রথমনিশ্রেণীফলক স্থানীয়েন কেবলেন অধিযজ্ঞেন।

নিরুক্ত টীকা, ৫৪৭ প, বোম্বে মুদ্রিত।

২৮ পৃথগাত্মনো দেবতাঃ পশ্যতঃ, পরিচ্ছিন্নফলাভিপ্রায়স্যাধিযজ্ঞং প্রযুযুক্ষমানস্য পূর্ব্বজন্মাবিদ্যাবাসিতান্তঃকরণস্যাভিধান স্তুতিভেদাভ্যাং বিধিমন্ত্রার্থবাদবিদ্যাবশেন যথাগ্রহং পৃথগিব দেবতাঃ প্রকাশন্তে ইত্যাদি।

নিরুক্ত দৈবত—৭-৫, বোম্বে ক্ষেমরাজ মুদ্রিত পুস্তকের ৫৫৭ পৃঃ।

হইতে ভিন্ন মনে করিয়া থাকেন। উপাস্য দেবতা অবিদ্যাবশতঃ তাঁহাদের নিকট আত্মা হইতে ভিন্নরূপে অর্থাৎ উপাস্য-উপাসকভাবে ভিন্নরূপে প্রকাশিত হয়।" ফল কথা, ভেদ যে অবিদ্যাকল্পিত, ইহা দুর্গাচার্য্যের উক্তি দ্বারাও বুঝা যায়। তিনি স্বকীয় মতের সমর্থনে বেদ (বৃহদারণ্যক উপনিষদ্) উদ্ধার করিয়া বলিয়াছেন, "যে অন্য দেবতাকে উপাসনা করে—উপাস্য দেবতা অন্য, উপাসক আমি অন্য—এইরূপে যে উপাসনা করে, সে দেবতাকে জানিতে পারে না"। এই কথাই বেদের অন্য স্থানে স্পষ্ট করিয়া বলা হইয়াছে —"আত্মযাজী ও দেবযাজী—এই উভয়ের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কে ? এই প্রশ্নের উত্তরে উক্ত হইয়াছে—আত্মযাজীই শ্রেষ্ঠ। এই আত্মাই ব্রহ্ম এবং এই ব্রহ্মই দেবতাবৃক্ষের মূল। অর্থাৎ অবিদ্যাবাসিত অন্তঃকরণবশে একই ব্রহ্ম বহু দেবতারূপে প্রতিভাত হইলেও আত্মবিদ্-গণের নিকট ঐকাত্ম্যই প্রকাশমান হয়। নামভেদে দেবতার ভেদ যাজ্ঞিকগণের নিকট প্রকাশিত হয়। কারণ যাজ্ঞিকগণ বিধিমাত্রের প্রাধান্য স্বীকার করিয়া প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন।" এই যাজ্ঞিক পক্ষ ও আত্মবিৎ পক্ষ হইতে যাহা অবশিষ্ট থাকে, তাহাই নিরুক্তকারগণের নিকট প্রতিভাত হয়।

শব্দতত্ত্ববিৎ বৈয়াকরণগণ সমস্ত অর্থরাশিকে শব্দের বিবর্ত্ত বলিয়া প্রকারান্তরে অদ্বৈতবাদের বর্ণনা করিয়াছেন। এইজন্য ইঁহারা শব্দব্রহ্মবাদী বলিয়া শাস্ত্রে প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছেন। বিচার করিয়া দেখিলে শব্দব্রহ্মবাদ ও পরব্রহ্মবাদের মধ্যে কোন পার্থক্য দেখা যায় না। ভগবান্ ভর্তৃহরি তাঁহার বাক্যপদীয় গ্রন্থে[২৯] এই

---

২৯ ইত্থঞ্চাত্রাহদ্বয়নয়ে পরমার্থ-সত্যে সৈব জাতির্মহাসত্তাখ্যা পরব্রহ্মস্বভাবা তস্যা এব গোত্বাদি-জাতিভেদেন বিবর্ত্তে ব্যবহার ইত্যাহ—"সম্বন্ধিভেদাৎ সত্তৈব ভিদ্যমানা গবাদিষু। জাতিরিত্যুচ্যতে তস্যাং সর্ব্বে শব্দা ব্যবস্থিতাঃ" (বাক্যপদীয় ৩য় কাণ্ড ৩৩ শ্লোক)······স্বসম্বন্ধিভির্ভিদ্যমানোপচরিতভেদা

শব্দব্রহ্মবাদ স্পষ্টরূপে ব্যুৎপাদন করিয়াছেন। অনেকে ভর্ত্তৃহরির সময় ষষ্ঠ শতাব্দী বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। মীমাংসা—শাবর ভাষ্যের 'বৃহতী' নামক টীকায় গুরুপ্রভাকর ভর্ত্তৃহরি প্রদর্শিত এই শব্দ-বিবর্ত্তবাদের বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিয়া মীমাংসক মত অবলম্বন-পূর্ব্বক খণ্ডন করিয়াছেন। বৃহতী টীকাকার প্রভাকর ভর্ত্তৃহরিকে পরিণামবাদী বলিয়া বুঝিলে প্রভাকর অবশ্যই তাহার উল্লেখ করিতেন এবং ব্যাখ্যাতৃগণ তাহার উল্লেখ করিতেন। সুতরাং প্রভাকরের পরবর্ত্তী ব্যাখ্যাতৃগণ ভর্ত্তৃহরির মতকে পরিণাম অভিপ্রায়ে ব্যাখ্যা করিলেও প্রভাকর বিবর্ত্তবাদই বুঝিয়াছিলেন। তিনি বারংবার এই শব্দবিবর্ত্তবাদের বিরুদ্ধে যে সমস্ত যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহার উত্তর দিতে শব্দবিবর্ত্তবাদী বলিয়াছেন—"অবিদ্যামাতৃকেয়ং অতএবাবিদ্যা ইত্যুচ্যতে বুধৈঃ" (মাদ্রাজ মুদ্রিত বৃহতী, ১৪৯ পৃষ্ঠা)। বৃহতীর টীকাকার শালিকনাথ বলিতেছেন—'যদি এই বিবর্ত্তবাদে কোন অনুপপত্তিই না থাকিত, তাহা হইলে বিদ্যাই হইয়া যাইত। অনুপপন্ন অর্থের নামই ত অবিদ্যা।' বৃহতী গ্রন্থে বিবর্ত্তবাদী বলিয়াছেন—"তস্মাদ্বিবর্ত্তমেবোপপন্নতরং মন্যামহে" (মাদ্রাজ মুদ্রিত বৃহতী, ১৫৪ পৃঃ)। তিনি আবার বলিয়াছেন—"সর্ব্বমেতদবিদ্যা-জালম্"। অর্থভেদনিবন্ধন অর্থের প্রতিপাদক শব্দেরও ভেদ হওয়া উচিত—এরূপ মীমাংসকের আশঙ্কাতে শব্দবিবর্ত্তবাদী বলিয়াছেন, 'শ্রোত্রাদির ভেদও অবিদ্যাকল্পিত, এইজন্য সবই অবিদ্যা'। এই

গবাশ্বাদিষু সত্তৈব মহাসামান্যমেব জাতির্গোত্বাশ্বত্বাদিকা অপরসামান্যং' নাম্না পরমার্থ-ভিন্না সা বিদ্যতে। তথা গোঃ সত্তা গোত্বং……তস্যামেব চ গবাদি-ভেদভিন্নায়াং সত্তাখ্যায়াং জাতৌ সর্ব্বে গবাদয়ঃ…শব্দা বাচকত্বেন ব্যবস্থিতা ইতি। হেলারাজকৃত-প্রকাশাখ্য টীকা।

একস্য তত্ত্বাদপ্রচ্যুতস্য ভেদানুকারেণাসত্যা বিভক্তান্যরূপোপগ্রাহিতা বিবর্ত্তঃ স্বপ্নবিষয়-প্রতিভাসবৎ ইতি। পুণ্যরাজকৃত-টীকা বাক্যপদীয়স্য প্রারম্ভ।

শব্দবিবর্ত্তবাদিগণ ভেদমাত্রকেই অবিদ্যামূলক বলিয়াছেন। অভেদই পরমার্থ। "অবিদ্যানিবন্ধনো ভেদঃ পরমার্থতস্তু অভেদ ইত্যাশয়" (বৃহতী, ১৫৬ পৃঃ)। এই বৃহতীতে মীমাংসক শব্দব্রহ্মবাদীর উপর আপত্তি করিয়া বলিতেছেন—"বেদাদি শাস্ত্র সমস্তই যদি অবিদ্যা হইল, তবে তাহা হইতে অভ্যুদয় হইবে কিরূপে? অবিদ্যা ত প্রত্যবায়েরই কারণ।" ইহার উত্তরে শব্দব্রহ্মবাদীর বক্তব্য এই যে—অবিদ্যা হইতে যে অভ্যুদয় হয়, তাহাও মোক্ষকে অপেক্ষা করিয়া প্রত্যবায়ই বটে। লৌকিক প্রবৃত্তিকে অপেক্ষা করিয়াই বেদোক্ত কর্ম্মফলকে অভ্যুদয় বলা হইয়া থাকে। এই বৃহতী গ্রন্থে শব্দব্রহ্মবাদী বৈয়াকরণকে বিবর্ত্তবাদী বলা হইয়াছে।

প্রভাকরের পরবর্ত্তী কেহ কেহ এই শব্দবিবর্ত্তবাদ শব্দপরিণামবাদ অভিপ্রায়েও ব্যাখ্যা করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। আচার্য মণ্ডনমিশ্র তাঁহার ব্রহ্মসিদ্ধি গ্রন্থে ভর্ত্তৃহরির মতানুসারে এই শব্দাদ্বৈতবাদ অতি বিশদরূপে প্রতিপাদন করিয়াছেন।[৩০]

পরবর্ত্তী কালে ইষ্টসিদ্ধিকার বিমুক্তাত্মা-যতি এই শব্দাদ্বৈতবাদের খণ্ডনও করিয়াছেন। চিৎসুখী গ্রন্থের প্রসিদ্ধ টীকাকার এই

---

৩০ মণ্ডন মিশ্র 'ব্রহ্মসিদ্ধি'র ব্রহ্মকাণ্ডে শব্দের পরিণাম ও বিবর্ত্ত দুইটী কথার উল্লেখ করিলেও বিবর্ত্তই তাঁহার সিদ্ধান্ত ইহা স্পষ্টভাবে বলিয়াছেন। এই গ্রন্থের টীকাকার শঙ্খপাণিও ইহাই বলিয়াছেন—"আনন্দমেকমমৃতমজং বিজ্ঞানমক্ষরম্" (ব্রহ্মসিদ্ধি প্রারম্ভ)। এই অক্ষর শব্দের ব্যাখ্যাতে শব্দবিবর্ত্তবাদ আচার্য্য মণ্ডনের সিদ্ধান্ত বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। এজন্য অনেকে আচার্য্য মণ্ডনকে ভর্ত্তৃহরি-সম্প্রদায়ের লোক বলিয়া মনে করেন।

শব্দের পরিণাম স্বীকার করিলে অক্ষর শব্দের যোগার্থ রক্ষিত হয় না। যাহার ক্ষরণ হয় না, তাহাকে অক্ষর বলে। পরিণাম স্বীকার করিলে ক্ষরণই স্বীকার করিতে হয়। ভগবান্ ভর্ত্তৃহরি তাহার বাক্যপদীয়ের ব্রহ্মকাণ্ডে 'অনাদি নিধনং ব্রহ্ম শব্দতত্ত্বং যদক্ষরং' বলিয়াছেন। এখানেও সেই অক্ষর পদ দ্বারা পরিণামবাদের নিরাস করা হইয়াছে।

ভর্ত্তৃহরির মত উদ্ধৃত করিয়াছেন। “শুদ্ধতত্ত্ব প্রপঞ্চের মূল হইতে পারে না। শুদ্ধতত্ত্বই প্রপঞ্চের মূল হইলে এই প্রপঞ্চের নিবৃত্তি হইতে পারিত না। এজন্য জ্ঞানজ্ঞেয়াদি রূপ প্রপঞ্চের অবিদ্যাই জননী।”[৩১]

পূর্ব্বে নিরুক্তকার ও শব্দবিবর্ত্তবাদী ভর্ত্তৃহরির মত সংক্ষেপে আলোচিত হইয়াছে। এখন বৈয়াকরণ মতের কিঞ্চিৎ আলোচনা আবশ্যক। “কুলং পিপতিষতি” (অচেতন কুল পতিত হইতে ইচ্ছা করিতেছে), এরূপ প্রয়োগ সঙ্গত হয় কিরূপে? অচেতন বস্তুর ইচ্ছা হইতে পারে না, ইচ্ছা চেতনেরই ধর্ম্ম, অথচ ‘কুলং পিপতিষতি’ এরূপ শিষ্ট প্রয়োগ দেখা যায়। ইহার উত্তরে মহাভাষ্যকার পতঞ্জলি বলিতেছেন—সমস্ত বস্তুই চেতন। ইহা কেবল মহাভাষ্যকারের উক্তি নহে। ভগবান্ কাত্যায়নেরও ইহাই মত। আবার এই প্রকরণে সমস্ত বস্তুর চৈতন্যাভিপ্রায়ে[৩২] ‘শৃণোত গ্রাবাণঃ’, (প্রস্তর সকল শ্রবণ কর)—এইরূপ বেদবাক্য উদ্ধার করিয়াছেন। মহাভাষ্যের এই কথার ব্যাখ্যায় কৈয়ট বলিতেছেন, “আত্মাদ্বৈতদর্শনে সমস্ত বস্তুকেই চেতন বলা হয়।”[৩৩] পূর্ব্বোক্ত ‘শৃণোত গ্রাবাণ’ এই বাক্যের ব্যাখ্যায়ও কৈয়ট বলিয়াছেন—বেদ সমস্ত ভাববস্তুর চৈতন্য প্রতিপাদন করেন।[৩৪] পস্পশাহ্নিক কৈয়ট বলিতেছেন—দ্রব্য নিত্য হইলেও অসত্য উপাধিযুক্ত ব্রহ্মতত্ত্বই দ্রব্য শব্দের বাচ্য, ব্রহ্মদর্শনে গোত্বাদি

---

৩১ অতএব ধাতু-সমীক্ষায়াং ব্রহ্মবিৎ-প্রকাণ্ডৈ-র্ভর্ত্তৃহরিভিরভিহিতং ‘শুদ্ধতত্ত্বং প্রপঞ্চস্য ন হেতুরনিবৃত্তিতঃ। জ্ঞানজ্ঞেয়াদি-রূপস্য মায়ৈব জননী ততঃ।’ চিৎসুখী টীকা, ৬০ পৃঃ।

৩২ ‘সর্ব্বস্য বা চেতনাবত্ত্বাৎ।’—মহাভাষ্য এবং বার্ত্তিক, ৩-১-১।
‘ঋষিঃ পঠতি শৃণোত গ্রাবাণঃ।’—মহাভাষ্য ৩-১-১।

৩৩ আত্মাদ্বৈত দর্শনে ইতি ভাবঃ।—মহাভাষ্য প্রদীপ, ৩-১-১।

৩৪ ঋষিরিতি—বেদঃ সর্ব্বভাবানাং চৈতন্যং প্রতিপাদয়তীত্যর্থঃ। মহাভাষ্য প্রদীপ, ৩-১-১।

জাতিও অসত্ত্বনিবন্ধন অনিত্যই বুঝিতে হইবে। কারণ পরিদৃশ্যমান সমস্তই আত্মা, অর্থাৎ সমস্ত বস্তু আত্মরূপে সত্য হইলেও অসত্য উপাধি-বিশিষ্টরূপে অসত্য—ইহাই উপনিষদ্বাক্য।[৩৫]

মহামতি ভট্টোজি দীক্ষিত পাতঞ্জল মহাভায্যের নিজকৃত 'শব্দ-কৌস্তুভ' নামক টীকা-গ্রন্থে নির্ণীত সিদ্ধান্তসমূহ শ্লোকাকারে নিবদ্ধ করেন। ভট্টোজি দীক্ষিতের ভ্রাতুষ্পুত্র কৌণ্ডভট্ট এই শ্লোকগুলির ব্যাখ্যা করেন। এই ব্যাখ্যাসমন্বিত শ্লোকগুলি বর্ত্তমানে 'বৈয়াকরণ-ভূষণ' নামে প্রসিদ্ধ। এই বৈয়াকরণভূষণ গ্রন্থের মঙ্গল-শ্লোকে কৌণ্ডভট্ট ভগবানকে স্ফোটরূপে নির্দ্দেশ করিয়া তাঁহা হইতেই সমস্ত জগৎ বিবর্ত্তিত হয় ইহাই বলিয়াছেন।[৩৬] ভট্টোজি দীক্ষিত 'বৈয়াকরণ-ভূষণে' স্ফোটনিরূপণ প্রস্তাবে বলিয়াছেন—প্রতি পদার্থে সত্য ও অসত্য দুইটী ভাগ আছে। সত্য ভাগ জাতি এবং অসত্য ভাগ ব্যক্তি। ইহার ব্যাখ্যাতে কৌণ্ডভট্ট বলিয়াছেন—ব্যক্তিবিশিষ্ট ব্রহ্মই জাতি। কৈয়টও এ কথাই বলিয়াছেন—অসত্যোপাধ্যবচ্ছিন্ন ব্রহ্মতত্ত্বই দ্রব্য শব্দের বাচ্য। কৈয়ট আরও বলিয়াছেন—ব্রহ্মতত্ত্বই শব্দস্বরূপে প্রকাশমান হয়।[৩৭] আবার স্ফোটনির্ণয়ে ভট্টোজি দীক্ষিত

---

৩৫ অসত্যোপাধ্যবচ্ছিন্নং ব্রহ্মতত্ত্বং দ্রব্যশব্দবাচ্যমিত্যর্থঃ। ব্রহ্মদর্শনে চ গোত্বাদের্জাতেরপ্যসত্ত্বাদনিত্যত্বং। আত্মৈবেদং সর্ব্বমিতি বচনাৎ।

মহাভায্য প্রদীপ, ১-১-১।

৩৬ শ্রীলক্ষ্মী-রমণং নৌমি গৌরি-রমণ-রূপিণম্। স্ফোটরূপং যতঃ সর্ব্বং জগদেতদ্বিবর্ত্ততে। ১। বৈয়াকরণভূষণসারঃ।

৩৭ সত্যাসত্যৌ তু যৌ ভাগৌ প্রতিভাবং ব্যবস্থিতৌ। সত্যং যত্তত্র সা জাতি রসত্যা ব্যক্তয়ো মতাঃ। বৈয়াকরণভূষণ, স্ফোটনির্ণয়, ৭৩ কারিকা।

প্রতিভাবং প্রতিপদার্থং সত্যাংশো জাতিঃ, অসত্যা ব্যক্তয়ঃ। তত্তদ্ব্যক্তি-বিশিষ্টং ব্রহ্মৈব জাতিরিতি ভাবঃ। উক্তঞ্চ কৈয়টেন "অসত্যোপাধ্যবচ্ছিন্নং ব্রহ্মতত্ত্বং দ্রব্যশব্দবাচ্যমিত্যর্থঃ"। "ব্রহ্মতত্ত্বমেব শব্দস্বরূপতয়া ভাতি" ইতি চ।

কৌণ্ডভট্ট টীকা, ৭৩ কারিকা।

বলিতেছেন, 'এইরূপে নিষ্কর্ষ করিলে শব্দতত্ত্ব নিরঞ্জন ব্রহ্মই বটে। এই জন্যই শ্রুতিতে ব্রহ্মকে অক্ষর বলা হইয়াছে।'

কৌণ্ডভট্ট এই শ্লোকের[৩৮] ভাবার্থ নির্ণয় করিয়া বলিতেছেন—এই শ্লোকের ভাব এই যে ব্রহ্ম হইতে নাম ও রূপাত্মক জগৎ ব্যাকৃত হইয়াছে। সমস্ত বস্তুই নামরূপাত্মক। নাম ও রূপের সৃষ্টিই জগৎসৃষ্টি। রূপেরও যাহা তত্ত্ব, নামেরও তাহাই তত্ত্ব। উভয়ই ব্রহ্মরূপ। তথাপি নামরূপের যে প্রক্রিয়া, তাহা অবিদ্যা-কল্পিত।

বাক্যপদীয়কার ভর্ত্তৃহরি বলিয়াছেন, "শাস্ত্রসমূহে প্রক্রিয়াভেদে অবিদ্যাই উপবর্ণিত হইয়াছে। বস্তুমাত্রই অনাদি ব্রহ্ম হইতে প্রসূত হইয়াছে।" 'ব্রহ্মই সর্ব্বাত্মক পুরুষ ও স্বয়ংপ্রকাশ', 'তাঁহার প্রকাশেই সমস্তের প্রকাশ' ইত্যাদি শ্রুতিসিদ্ধ ব্রহ্মের স্বপরপ্রকাশত্ব সূচনা করিয়া যাহা হইতে অর্থ স্ফুটিত বা প্রকাশিত হয়, এইরূপ যোগলভ্য অর্থ দ্বারা ব্রহ্মই স্ফোটশব্দ বাচ্য হইয়া থাকেন, ইহাও সূচিত করিয়াছেন।

ভট্টোজি দীক্ষিত মহাভাষ্যের টীকা শব্দকৌস্তুভের প্রারম্ভে

---

৩৮ ইত্থং নিরূপ্যমানং যচ্ছব্দতত্ত্বং নিরঞ্জনম্।
ব্রহ্মৈবেত্যক্ষরং প্রাহুস্তস্মৈ পূর্ণাত্মনে নমঃ।
বৈয়াকরণভূষণ, স্ফোটনির্ণয়, ৭৪ কারিকা।

অয়ং ভাবঃ—'নামরূপে ব্যাকরবাণি' ইতি শ্রুতিসিদ্ধা দ্বয়ী সৃষ্টিঃ। অত্র রূপস্যেব নাম্নোঽপি তদেব তত্ত্বং। প্রক্রিয়াংশস্তু অবিদ্যাবিজৃম্ভণ মাত্রম্। উক্তঞ্চ বাক্যপদীয়ে "শাস্ত্রেষু প্রক্রিয়াভেদৈ রবিদ্যৈবোপবর্ণ্যতে। সমারম্ভাত্তু ভাবানামনাদি ব্রহ্মশাশ্বতম্॥ ইতি॥ ব্রহ্মৈবেত্যনেন "অত্রায়ং পুরুষঃ স্বয়ং জ্যোতিঃ", "তমেব ভান্তমনুভাতি সর্ব্বং", "তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি" ইতি শ্রুতিসিদ্ধং স্বপর প্রকাশত্বং সূচয়ন্ স্ফুটত্যর্থো যস্মাদিতি স্ফোট ইতি যৌগিকস্ফোটশব্দাভিধেয়ত্বং সূচয়তি। কৌণ্ডভট্ট টীকা, ৭৪ কারিকা।

লিখিয়াছেন—যাহা হইতে অর্থ পরিস্ফুট হয় তাহাই স্ফোট—এই ব্যুৎপত্তি অনুসারে মতভেদে অবিদ্যা বা ব্রহ্মই স্ফোট বস্তু।[৩৯]

ভর্ত্তৃহরি বলিয়াছেন—শাস্ত্রসমূহে প্রক্রিয়াভেদে অবিদ্যাই উপবর্ণিত হইয়াছে। সুতরাং এইরূপে কড়ি অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইয়া চিন্তামণি লাভ হইয়াছে, যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণের এই আভানক অনুসারে প্রদর্শিত শব্দবিচারে প্রবৃত্ত হইয়া প্রসঙ্গক্রমে ঔপনিষদ অদ্বৈত ব্রহ্মেও ব্যুৎপত্তিলাভ হইবে।

বৈয়াকরণ সম্প্রদায়ের মধ্যে ভট্টোজি দীক্ষিত 'সিদ্ধান্তকৌমুদী', 'প্রৌঢ়মনোরমা' প্রভৃতি বহু গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। মহাভাষ্যের তাৎপর্য্যপ্রকাশক 'শব্দকৌস্তুভ' ও শঙ্করভাষ্যের তাৎপর্য্যপ্রকাশক 'তত্ত্বকৌস্তুভ' ভট্টোজি দীক্ষিত প্রণয়ন করেন। দুই গ্রন্থে অদ্বৈত-বাদের বহু কথা পাওয়া যায়। সংক্ষেপে সেই সমস্ত কথা প্রকাশ করা যায় না। ভট্টোজি দীক্ষিত ব্যাকরণ গ্রন্থের মধ্যেও প্রসঙ্গক্রমে অদ্বৈত-বেদান্তের অবতারণা করিয়াছেন। ভট্টোজি দীক্ষিতের পৌত্র হরি দীক্ষিত সুপ্রসিদ্ধ 'শব্দরত্ন' গ্রন্থের প্রণেতা। ইনি বেদান্তসূত্রের একখানি বৃত্তি প্রণয়ন করিয়াছেন। ইহা অদ্বৈতবাদসম্মত। দ্বৈতবাদী মাধ্বগণের মত নিরাসের প্রয়াস ইহার মধ্যে পূর্ণমাত্রায় প্রকাশ পাইয়াছে। এই হরি দীক্ষিতের শিষ্য মহাবৈয়াকরণ নাগেশ ভট্ট বহুশাস্ত্রের টীকা গ্রন্থ প্রণয়ন করিলেও বেদান্তসূত্রের উপরও একখানি বৃত্তি প্রণয়ন করিয়াছেন।

---

৩৯ তদেবং পক্ষাভেদেন অবিদ্যৈব ব্রহ্মৈব বা স্ফুটত্যর্থো যস্মাদিতি ব্যুৎপত্ত্যা স্ফোট ইতি স্থিতং। আহচ শাস্ত্রেষু প্রক্রিয়াভেদৈরবিদ্যৈবোপবর্ণ্যতে। সমারম্ভস্তু ভাবানামনাদি ব্রহ্ম শাশ্বতমিতি চ। ইতি তদেবং বরাটিকান্বেষণায় প্রবৃত্তশ্চিন্তামণিং লব্ধবাণিতি বাশিষ্ঠ রামায়ণোক্তাভাণকন্যায়েন শব্দবিচারায় প্রবৃত্তঃ সন্ প্রসঙ্গাদদ্বৈতে উপনিষদে ব্রহ্মণ্যাপি ব্যুৎপন্নতামিত্যভিপ্রায়েন ভগবান্ ভর্ত্তৃহরির্বিবর্ত্তবাদাদিকমপি প্রসঙ্গাদ্ ব্যুদপাদয়ৎ।

শব্দকৌস্তুভ স্ফোটস্বরূপ ব্যুৎপাদনম্, ১-১-১।

প্রসিদ্ধ বৈয়াকরণ কৌণ্ডভট্টের পিতা রঙ্গোজি ভট্টেরও 'অদ্বৈত-চিন্তামণি' ও 'অদ্বৈতশাস্ত্রসারোদ্ধার' নামক দুইখানি গ্রন্থ পাওয়া যায়। এই বৈয়াকরণ সম্প্রদায়ের সকলেই অদ্বৈতবাদের বিস্তৃতি সাধন করিয়া অদ্বৈতবাদে শ্রদ্ধা দেখাইয়া গিয়াছেন।

অলঙ্কার-শাস্ত্র

প্রসঙ্গক্রমে অলঙ্কার-শাস্ত্র সম্বন্ধেও ২।১টী কথা বলিব। কাশ্মীর-দেশীয় আনন্দ বর্দ্ধনাচার্য্য ও অভিনব গুপ্তপাদাচার্য্য প্রভৃতি আলঙ্কারিকগণ অলঙ্কার শাস্ত্রের যে নবীন প্রস্থান প্রদর্শন করিয়াছেন, সুপ্রসিদ্ধ 'রসগঙ্গাধর' গ্রন্থে তাহার পরিসমাপ্তি হইয়াছে বলিতে পারা যায়। এই রসগঙ্গাধর গ্রন্থের প্রণেতা পণ্ডিতরাজ জগন্নাথ। ইনি দিল্লীর বাদশাহ সাজাহানের সভাপণ্ডিত ছিলেন এবং বাদশাহ হইতে পণ্ডিতরাজ উপাধি লাভ করিয়াছিলেন।[১] পণ্ডিতরাজ স্বীয় 'রস-গঙ্গাধর' নামক অলঙ্কার-গ্রন্থে অদ্বৈতবাদিতার স্পষ্ট পরিচয় দিয়াছেন। জগন্নাথ বলিয়াছেন[২] —সম্মিলিত বিভাবাদি হইতে প্রাদু-র্ভূত অলৌকিক ব্যাপার দ্বারা সচ্চিদানন্দস্বরূপ আত্মার আনন্দাংশের অজ্ঞানাবরণ নিবৃত্ত হইলে, আত্মার প্রমাতৃত্বাদি পরিচ্ছন্ন ধর্ম্ম বিগলিত হইয়া যায়। তখন স্বপ্রকাশ পরমার্থ সত্য নিজস্বরূপ আনন্দের

---

১ পণ্ডিতরাজ জগন্নাথ বিরচিত 'আসফবিলাস' নামক গ্রন্থে পণ্ডিত-রাজ নিজেই এ সমস্ত পরিচয় লিখিয়াছেন। এবং তাঁহার বিরচিত 'ভামতিবিলাস' গ্রন্থেও 'দিল্লীবল্লভপাণিপল্লবতলে নীতং নবীনং বয়ঃ' এরূপ লিখিয়াছেন। "সার্ব্বভৌম শ্রীসাহজাহান প্রসাদাধিগত পণ্ডিতরাজ পদবী বিরাজিতেন তৈলঙ্গকুলাবতংসেন পণ্ডিত জগন্নাথেন।"—আসফবিলাস প্রারম্ভ।

২ ···সহকারিভিশ্চ সম্ভূয় প্রাদুর্ভাবিতেনালৌকিকেন ব্যাপারেণ তৎকাল নিবর্ত্তিতানন্দাংশাবরণাজ্ঞানেনাতএব প্রমুষ্টপরিমিতপ্রমাতৃত্বাদিনিজধর্ম্মেণ প্রমাত্রা স্বপ্রকাশতয়া বাস্তবেন নিজস্বরূপানন্দেন সহ গোচরীক্রিয়মাণঃ···রত্যাদিরেব রসঃ। নির্ণয়সাগর মুদ্রিত রসগঙ্গাধর, ২১।২২ পৃঃ।

সহিত প্রমাতা দ্বারা বিষয়ীকৃত রত্যাদি স্থায়ী ভাব রস বলিয়া কথিত হয়।

"ব্যক্ত সঃ তৈর্ব্বিভাবাদ্যৈঃ স্থায়িভাবো রসঃ স্মৃতঃ", অর্থাৎ বিভাবাদি দ্বারা ব্যক্ত স্থায়ী ভাবই রস। কাব্যপ্রকাশের এই উক্তির ব্যাখ্যাতে পণ্ডিতরাজ জগন্নাথ বলিতেছেন—"ব্যক্তিশ্চ ভগ্নাবরণা চিৎ"। আবার বলিয়াছেন—আত্মচৈতন্যই বিভাবাদি সম্বলিত রত্যাদি ভাবকে প্রকাশ করে। অন্তঃকরণ-ধর্ম্মের সাক্ষি-ভাস্যত্ব[৩] স্বীকার করা হয়। স্বপ্নদৃষ্ট তুরগাদির ও জাগ্রদ্‌দৃষ্ট রঙ্গ-রজতাদির মত, বিভাবাদিরও সাক্ষিভাস্যত্ব অবিরুদ্ধ। ইহার পর বলিয়াছেন—অভিনবগুপ্ত মম্মটভট্টাদির গ্রন্থের স্বারস্য অনুসারে ভগ্নাবরণ চিদ্বিশিষ্ট রত্যাদি স্থায়ী ভাবই রস।[৪] অভিনবগুপ্ত ও মম্মটভট্টের মতে রত্যাদি স্থায়ী ভাব বিশেষ্য, ভগ্নাবরণ চৈতন্য বিশেষণ।

ইহার পর পণ্ডিতরাজ বলিয়াছেন, "রসো বৈ সঃ" এই বক্ষ্যমাণ শ্রুতি অনুসারে রত্যাদিবিশিষ্ট ভগ্নাবরণা চিৎই রস, অর্থাৎ শ্রুতি অনুসারে বিবেচনা করিলে রত্যাদি স্থায়ী ভাব বিশেষণ ও ভগ্নাবরণ চৈতন্য বিশেষ্যভাবে প্রতীত হয়। যেহেতু শ্রুতিতে চৈতন্যেরই প্রাধান্য বলা হইয়াছে। উভয় মতেই এই বিশিষ্টরূপ বস্তুর বিশেষণ বা বিশেষ্য চিদংশকে লইয়াই রসের নিত্যত্ব ও স্বপ্রকাশত্ব সিদ্ধ হয় এবং রত্যাদি অংশ লইয়াই অনিত্যত্ব ও ইতরভাস্যত্ব হইয়া থাকে।[৫]

---

৩ অন্তঃকরণধর্ম্মাণাং সাক্ষিভাস্যত্বাভ্যুপগতেঃ। বিভাবাদীনামপি স্বপ্ন-তুরগাদীনামিব রঙ্গরজতাদীনামিব সাক্ষিভাস্যত্বমবিরুদ্ধম্।

নির্ণয়সাগর মুদ্রিত রসগঙ্গাধর, ২২ পৃঃ।

৪ ইত্থঞ্চাভিনবগুপ্তমম্মটভট্টাদিগ্রন্থ স্বারস্যেন ভগ্নাবরণচিদ্বিশিষ্টো রত্যাদিঃ স্থায়ী ভাবোরস ইতি স্থিতম্। নির্ণয়সাগর মুদ্রিত রসগঙ্গাধর, ২৩ পৃঃ।

৫ বস্তুতস্তু বক্ষ্যমাণ শ্রুতি স্বারস্যেন রত্যাদ্যবচ্ছিন্না ভগ্নাবরণা চিদেব রসঃ।

তাহার পর আবার পণ্ডিতরাজ বলিয়াছেন—চিত্তবৃত্তিরূপ রসচর্ব্বণা যাহা বলা হইয়াছে,[৬] তাহা শব্দব্যাপার হইতে উৎপন্ন হয় বলিয়া শাব্দী এবং অপরোক্ষ সুখবিষয়ক হয় বলিয়া এই চিত্তবৃত্তিও অপরোক্ষাত্মক। শব্দ জন্য অপরোক্ষ বুদ্ধি, তত্ত্বমসি বাক্য জন্য বুদ্ধির মত শাব্দ হইয়াও অপরোক্ষ, ইহাই অভিনবগুপ্ত পাদাচার্য্য বলিয়াছেন। এই রসগঙ্গাধর গ্রন্থের টীকাকার মহাবৈয়াকরণ প্রসিদ্ধ নাগেশ ভট্ট রসগঙ্গাধরের মত অনুবর্ত্তন করিয়াই টীকা করিয়াছেন, এ স্থলে টীকাগ্রন্থের আর উল্লেখ করিলাম না। অতঃপর পণ্ডিতরাজ জগন্নাথ বলিয়াছেন,[৭] অজ্ঞানাচ্ছাদিত শুক্তিকাতে সাক্ষিভাস্য অনির্ব্বচনীয় রজত যেমন উৎপন্ন হয়, সেরূপ সহৃদয়গণের ভাবনারূপ দোষ মহিমা দ্বারা, কল্পিত অনির্ব্বচনীয় দুষ্মন্তত্ব ধর্ম্ম দ্বারা অবচ্ছাদিত অজ্ঞানাবচ্ছিন্ন স্বাত্মাতে অনির্ব্বচনীয় সাক্ষিভাস্য শকুন্তলাদি বিষয়ক রত্যাদি উৎপন্ন হয়। আর এই সাক্ষিভাস্য রত্যাদিই রস। অর্থাৎ সহৃদয়তাপ্রযুক্ত সহৃদয়গণের হৃদয়ে কাব্যার্থ ভাবনা উল্লসিত হইয়া থাকে। এই কাব্যার্থ ভাবনারূপ দোষপ্রযুক্ত কল্পিত অনির্ব্বচনীয় দুষ্মন্তত্ব ধর্ম্ম সহৃদয় জনের অজ্ঞানাবচ্ছিন্ন

সর্ব্বথৈব চাস্যা বিশিষ্টাত্মনো বিশেষণং বিশেষ্যং বা চিদংশমাদায় নিত্যত্বং স্বপ্রকাশত্বঞ্চ সিদ্ধং। রত্যাদ্যংশমাদায় ত্বনিত্যত্বমিতরভাস্যতঞ্চ।

নির্ণয়সাগর মুদ্রিত রসগঙ্গাধর, ২৩ পৃঃ।

৬ যেয়ং দ্বিতীয়পক্ষে তদাকার চিত্তবৃত্ত্যাত্মিকা রসচর্ব্বণোপন্যস্তা সা শব্দব্যাপার ভাব্যত্বাচ্ছাব্দী। অপরোক্ষ সুখাবলম্বনত্বাচ্চাপরোক্ষাত্মিকা। তত্ত্বং-বাক্যজবুদ্ধিবৎ। ইত্যাহুরভিনব গুপ্তাচার্য্যপাদাঃ।

নির্ণয়সাগর মুদ্রিত রসগঙ্গাধর, ২৩ পৃঃ।

৭ সহৃদয়তয়োল্লাসিতস্য ভাবনাবিশেষরূপস্য দোষস্য মহিম্নাকল্পিতদুষ্মন্তত্বাবচ্ছাদিতে স্বাত্মন্যজ্ঞানাবচ্ছিন্নে শুক্তিকাশকলইব রজতখণ্ডঃ সমুৎপদ্যমানোঽনির্ব্বচনীয়ঃ সাক্ষিভাস্যশকুন্তলাদিবিষয়করত্যাদিরেব রসঃ।

নির্ণয়সাগর মুদ্রিত রসগঙ্গাধর, ২৫ পৃঃ।

আত্মাতে ভাসমান হয়। এই দুষ্মন্তত্ব ধর্ম্মকে অবচ্ছাদক বলা হইয়াছে। এই অবচ্ছাদক আধারতা শব্দের অর্থ আধারতাবচ্ছেদক। অদ্বৈত-বেদান্তিগণ যেমন "ইদং রজতম্" এইরূপ ভ্রমে রজত অধ্যস্ত ও ইদন্ত্ব ধর্ম্ম আধারতাবচ্ছেদক হইয়া থাকে বলেন, অর্থাৎ ইদন্ত্বাবচ্ছেদে চৈতন্যে রজত অধ্যস্ত হইয়া থাকে, শুদ্ধ চৈতন্যে প্রাতিভাসিক রজত অধ্যস্ত নহে বলেন, সেইরূপ দোষকল্পিত অনির্ব্বচনীয় দুষ্মন্তত্ব ধর্ম্মাবচ্ছেদে সহৃদয় ব্যক্তিগণের অজ্ঞানাবচ্ছিন্ন আত্মাতে অনির্ব্বচনীয় সাক্ষিভাস্য শকুন্তলা বিষয়ক রতি উৎপন্ন হইয়া থাকে। রসগঙ্গাধর গ্রন্থেও বলা হইয়াছে যে—অবচ্ছাদকত্ব শব্দের অর্থ রত্যাদি বিশিষ্ট বোধে বিশেষ্যতাবচ্ছেদকত্ব। আরোপিত বস্তু বিশিষ্ট বোধে যাহা বিশেষ্যতাবচ্ছেদক, তাহাকেই বেদান্তিগণ আধারতাবচ্ছেদক বলিয়া থাকেন। ইদন্ত্বাবচ্ছেদে চৈতন্যে আরোপিত রজতবস্তুর বিশিষ্ট প্রতীতির আকার যেমন "ইদং রজতম্" হয়, সেইরূপ সহৃদয়বানের কল্পিত দুষ্মন্তাবচ্ছেদে অজ্ঞানাবচ্ছিন্ন স্বাত্মাতে কল্পিত শকুন্তলা বিষয়ক রতির বোধ হইয়া থাকে, তাহাতে এই বোধের আকার "দুষ্মন্তত্ববিশিষ্ট আমি শকুন্তলা বিষয়ক রতিমান" এইরূপ হইবে। আর তাহাতে দুষ্মন্তগত শকুন্তলা বিষয়ক রতির অনাস্বাদ্যতা দোষও সহৃদয়ের হইবে না। অনির্ব্বচনীয় সাক্ষিভাস্য রত্যাদিও পূর্ব্বোক্ত কাব্যার্থ ভাবনারূপ দোষ জন্যই হইয়া থাকে বুঝিতে হইবে। এবং কাব্যার্থ ভাবনারূপ দোষের নিবৃত্তিতে অনির্ব্বচনীয় প্রতিভাসেরও নিবৃত্তি হইয়া থাকে। এই অলঙ্কার-গ্রন্থের আলোচনাতে ইহা স্পষ্ট-ভাবেই বুঝিতে পারা যায় যে, রসগঙ্গাধর গ্রন্থে পণ্ডিতরাজ জগন্নাথ অদ্বৈতবেদান্তের প্রক্রিয়া অবলম্বন করিয়াই রসের স্বরূপ বুঝাইতে প্রয়াসী হইয়াছেন। অভিনব গুপ্তপাদ ও মম্মটভট্টের সিদ্ধান্তও যে অদ্বৈত প্রক্রিয়ানুযায়ী—তাহাও পণ্ডিতরাজ স্বীকার করিয়াছেন। পণ্ডিতরাজ নিজে শাব্দাপরোক্ষবাদ স্বীকার করিয়াছেন

এবং অভিনব গুপ্তপাদকেও শাব্দাপরোক্ষবাদী বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

সঙ্গীত-শাস্ত্র

এই প্রসঙ্গে ভারতীয় সঙ্গীত-শাস্ত্র সম্বন্ধেও দুই-একটী কথা বলা সঙ্গত মনে করি। সংস্কৃত ভাষায় রচিত সঙ্গীত-শাস্ত্রের শতাধিক গ্রন্থ এখনও পাওয়া যায়। এই সঙ্গীত-গ্রন্থাবলীর মধ্যে "নিঃশঙ্কশার্ঙ্গদেব" প্রণীত 'সঙ্গীত-রত্নাকর' গ্রন্থখানি অতি উপাদেয় ও সর্ব্বাঙ্গপূর্ণ। এই গ্রন্থকার ১৩শ শতাব্দীতে বর্ত্তমান ছিলেন। ইনি শিবভক্ত এবং অদ্বৈতবাদে শ্রদ্ধালু ছিলেন। দক্ষিণাপথে দেবগিরির রাজা শ্রীমৎ সিঙ্ঘনদেবের সভাতে এই গ্রন্থকারের পিতা সম্মানিত হইয়াছিলেন। এই দেবগিরির বর্ত্তমান নাম দৌলতাবাদ।

সঙ্গীত-রত্নাকরের ১ম অধ্যায়ের ২য় প্রকরণে ব্রহ্ম ও জীবের স্বরূপ কি, তাহা নিরূপণ করিবার জন্য বলিয়াছেন যে—জ্ঞানসুখ-স্বরূপ স্বয়ংপ্রকাশ ব্রহ্ম ও তাহার অংশ জীব। অনাদি অবিদ্যারূপ উপাধিবশতঃ জীব অগ্নির বিস্ফুলিঙ্গের মত ব্রহ্মের অংশ বলিয়া প্রতীত হয়।[৮] অবিদ্যাবশে ব্রহ্মের জীবভাব দেখাইয়া পরে ব্রহ্মের সহিত জগতেরও অভেদ দেখাইয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে—স্বর্ণ যেমন কুণ্ডল হয়, এইরূপ ব্রহ্মও স্বশক্তি দ্বারা জগৎরূপে ভাসমান হইয়া থাকেন। স্বর্ণ ও কুণ্ডল যেমন অভিন্ন, ব্রহ্ম ও জগৎ সেইরূপ অভিন্ন। এইরূপে ব্রহ্মপরিণামবাদ বা ভেদাভেদবাদ

---

৮ অস্তি ব্রহ্ম চিদানন্দং স্বয়ং জ্যোতির্নিরঞ্জনম্।
সর্ব্বশক্তি চ সর্ব্বজ্ঞং তদংশা জীবসংজ্ঞকাঃ॥
সঙ্গীত-রত্নাকর, ১ম অ, ২য় প্রকরণ।
অনাদ্যবিদ্যোপহিতা যথাগ্নের্বিস্ফুলিঙ্গকাঃ।
সঙ্গীত-রত্নাকর, ১ম অ, ২য় প্রকরণ।

অনুসারে ব্রহ্মের সহিত জগতের অভেদ দেখাইয়া পরে বেদান্তের মুখ্য সিদ্ধান্ত অনুসারে বলিয়াছেন যে—রজ্জু যেমন ভুজঙ্গরূপে প্রতিভাত হয়, ব্রহ্মও তেমনি জগৎরূপে প্রতিভাত হইয়া থাকেন।[৯]

সঙ্গীত-রত্নাকরের বহু টীকা থাকিলেও চতুরকল্লিনাথ বিরচিত কলানিধি টীকা পুণা আনন্দাশ্রমে মুদ্রিত হইয়াছে বলিয়া এই টীকা সাধারণের দেখার স্থবিধা হইয়াছে। কলানিধি টীকা ব্যতীত সিংহ-ভূপাল, কুম্ভকর্ণ-নরেন্দ্র, গঙ্গারাম, হংসভূপাল প্রভৃতি সঙ্গীতাচার্য্যগণের রচিত আরও বহু টীকা আছে। চতুরকল্লিনাথ স্বীয় টীকাতে অদ্বৈতবাদের বহু কথা লিখিয়াছেন। মঙ্গলাচরণ শ্লোকের টীকাতে টীকাকার বলিয়াছেন যে—গ্রন্থকার ঈশ্বর হইতে যে জগতের উৎপত্তি বলিয়াছেন, ইহাতে ঈশ্বরের তটস্থ লক্ষণ প্রদর্শিত হইয়াছে।[১০] অনাদি-অবিদ্যাবশতঃ ব্রহ্ম জীবরূপে প্রকাশমান হইয়া থাকেন। এই অবিদ্যা মূলাবিদ্যা। অধিষ্ঠানের যথার্থস্বরূপের অজ্ঞানকে মূলাবিদ্যা বলা হয়, এই অজ্ঞানাবচ্ছিন্ন চৈতন্যই জীব।[১১] যে ব্রহ্মবস্তু সৎ চিৎ আনন্দ ও বিভুস্বভাব, তাহাতেই অবিদ্যারূপ উপাধিবশতঃ অসত্ত্ব, অসর্ব্বজ্ঞত্ব, দুঃখিত্ব, পরিচ্ছিন্নত্ব প্রভৃতি বিরুদ্ধ ধর্ম্মের আরোপে বস্তুভূত ব্রহ্মেরই জীবভাব হইয়া থাকে, এই জীবভাব আবিদ্যক।[১২]

---

৯ সৃজত্যবিদ্যয়েত্যন্বে যথা রজ্জুভুজঙ্গমম্।

সঙ্গীত-রত্নাকর, ১ম অ, ২য় প্রকরণ, ১১ শ্লো।

১০ এতেন ঈশ্বরং প্রতি নমস্তটস্থলক্ষণত্বং দর্শিতম্।

কলানিধি টীকা, ৩ পৃঃ।

১১ অনাদ্যবিদ্যা মূলাবিদ্যা অধিষ্ঠানস্য যাথাত্ম্যাজ্ঞানমিতি যাবৎ। তয়া অবিদ্যয়া উপহিতা অবচ্ছিন্না জীবসংজ্ঞকা ভবন্তি। কলানিধি টীকা ১২ পৃঃ।

১২ সচ্চিদানন্দবিভুস্বভাবস্যবস্তুনোঽবিদ্যোপাধিবশাদসত্ত্বাসর্ব্বজ্ঞত্বদুঃখিত্বপরি-চ্ছিন্নত্বাদিধর্ম্মারোপে জীবব্যপদেশঃ আবিদ্যক ইত্যর্থঃ।

কলানিধি টীকা, ১২ পৃঃ।

এইরূপ অদ্বৈতবাদের আরও বহু কথা টীকায় বলিয়াছেন, বাহুল্য-ভয়ে তাহা বলিতে বিরত হইলাম। সঙ্গীত-রত্নাকর গ্রন্থের প্রথম ভাগ দেখিলেই স্পষ্ট বুঝিতে পারা যাইবে।

ভরতমুনি প্রণীত নাট্যশাস্ত্রই ভারতীয় সঙ্গীত-শাস্ত্রের আকর গ্রন্থ, এই গ্রন্থের গৌরব বলিয়া বুঝান অসম্ভব। এক কথায় এই গ্রন্থখানিকে ভারতীয় সভ্যতার আদর্শ বলা যাইতে পারে। ভারতীয় সভ্যতার সহিত পরিচিত হইতে হইলে এই গ্রন্থখানি অধ্যয়ন করা অতি আবশ্যক। পূর্বে নির্ণয়সাগর প্রেসে এই গ্রন্থখানির মূলমাত্র মুদ্রিত হইয়াছিল; কিছুদিন হইল বরোদা হইতে এই গ্রন্থখানি আচার্য অভিনব গুপ্তপাদ রচিত 'অভিনব-ভারতী' নামক টীকার সহিত আংশিকভাবে মুদ্রিত হইয়াছে; এই টীকার আদর্শ পুস্তক অতি দুর্লভ বলিয়া টীকার বিশুদ্ধ পাঠ সর্ব্বত্র পাওয়া যায় নাই। টীকার সাহায্য ব্যতীত ভরতনাট্যশাস্ত্র বুঝিতে পারা যায় না। ভট্টলোল্লট, ভট্টউদ্ভট, শ্রীশঙ্কুক প্রভৃতি প্রাচীন নাট্যাচার্য্যগণ ভরত-নাট্যশাস্ত্রের[১৩] ব্যাখ্যাতা ছিলেন, এই কথা সঙ্গীত-রত্নাকর হইতেই জানিতে পারা যায়। ভরত-নাট্যশাস্ত্রানুসারেই সঙ্গীত-রত্নাকর গ্রন্থখানি রচিত হইয়াছে; ভরত-নাট্যশাস্ত্র ও সঙ্গীত-রত্নাকর এই গ্রন্থ দুইখানি পাশাপাশি রাখিয়া পড়িলে সঙ্গীত-রত্নাকর গ্রন্থখানি ভরত-নাট্যশাস্ত্রের ব্যাখ্যা বলিয়াই মনে হইবে। ভরত-নাট্যশাস্ত্রের আলোচনায়ও বহু সহায়তা এই গ্রন্থখানি হইতে পাওয়া যাইবে।

ময়মনসিংহ জেলার অন্তর্গত গৌরীপুরের স্বনামধন্য জমিদার স্বর্গীয় ব্রজেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী মহাশয় অসামান্য প্রতিভাসম্পন্ন একজন পণ্ডিত দ্বারা বহু পরিশ্রম ও অর্থব্যয় করিয়া এই সঙ্গীত-রত্নাকর গ্রন্থখানির বঙ্গানুবাদ করাইয়াছিলেন। আমাদের দুর্ভাগ্যক্রমে

---

১৩ ব্যাখ্যাতারো ভারতীয়ে লোল্লটোদ্ভটশঙ্কুকাঃ।
সঙ্গীত-রত্নাকর, ৬ পৃঃ।

এই অমূল্য গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ মুদ্রিত হইতে পারে নাই; এই গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হইলে বাংলার বিশেষ গৌরবের বিষয় হইত। ভারতীয় সভ্যতার একটা বিশেষ অংশের সহিত জনসাধারণের পরিচয় হইতে পারিত।

রামায়ণ

বাল্মীকি প্রণীত রামায়ণের রামবর্ম্মা প্রণীত যে তিলক-টীকা পাওয়া যায়, সেই টীকার প্রণেতাও অদ্বৈতবাদী ছিলেন।[১৪] "রামো রাজ্যমুপাসিত্বা ব্রহ্মলোকং প্রযাস্যতি"—বাল্মীকি রামায়ণ বালকাণ্ডের ১ম সর্গের ৯১ শ্লোকের টীকাতে এই টীকাকার ব্রহ্মলোক শব্দের অর্থ মায়িক বৈকুণ্ঠাদি লোক বলিয়াছেন। ব্রহ্মলোক পারমার্থিক নহে কিন্তু মায়ার কার্য্য অসত্য। এই অর্থ অদ্বৈত-বেদান্ত দর্শন অনুসারেই সঙ্গত হয়, অন্য দর্শন অনুসারে এরূপ অর্থ কিছুতেই সঙ্গত হয় না। এই রামবর্ম্মা শৃঙ্গবেরপুরের অধিপতি, এবং অতি সুবিখ্যাত নাগেশ ভট্টের শিষ্য ছিলেন। এই রামবর্ম্মাই ব্রহ্মাণ্ড পুরাণের অন্তর্গত অধ্যাত্ম রামায়ণের 'সেতু' নামক টীকা প্রণয়ন করেন। এই ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ মহাপুরাণ নহে কিন্তু উপপুরাণই বুঝিতে হইবে। ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ নামক যে মহাপুরাণ আছে তাহাতে এই অধ্যাত্ম রামায়ণ নাই। অধ্যাত্ম রামায়ণ অদ্বৈতবাদে পরিপূর্ণ। এজন্য তাহার টীকাকারও অদ্বৈতবাদের বহু কথা লিখিয়াছেন। বাল্মীকি প্রণীত রামায়ণের তীর্থকৃত ও কতক যোগীন্দ্রকৃত অতি প্রাচীন টীকা আছে। এই টীকাকারের নাম যোগীন্দ্র এবং টীকার নামই কতক বলিয়া মনে হয়। এই টীকা মুদ্রিত হয় নাই।

---

১৪ রামরাজ্যমুপাসিত্বা ব্রহ্মলোকং প্রযাস্যতি।

—বাল্মীকি রা, ১-৯১।

ব্রহ্মলোকং মায়িকং বৈকুণ্ঠাদিলোকমিতি।

—তিলক-টীকা, ১-৯৮।

এই বাল্মীকি রামায়ণের সংক্ষেপ রামায়ণ, গায়ত্রী রামায়ণ, আর্য্য রামায়ণ, অদ্ভুত রামায়ণ, আনন্দ রামায়ণ, লঘু রামায়ণ প্রভৃতি বিভাগ ও তাহার ব্যাখ্যা আছে। অধ্যাত্ম রামায়ণ ও তাহার ব্যাখ্যার কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। অধ্যাত্ম রামায়ণেরও রামচন্দ্র তীর্থ প্রণীত 'অধ্যাত্মরামায়ণসারসংগ্রহ' বলিয়া আর একখানি গ্রন্থ আছে। ইহাও মুদ্রিত হয় নাই। অধ্যাত্ম রামায়ণ অদ্বৈতবাদের গ্রন্থ বলিয়া তাহার সারসংগ্রহও অদ্বৈতবাদের গ্রন্থ। যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ একখানি প্রসিদ্ধ অদ্বৈতবাদের গ্রন্থ। ইহার 'সংসারতরণী' ও 'তাৎপর্য্যপ্রকাশ' নামে দুইখানি টীকা আছে। দুইখানিই অদ্বৈতবাদে পূর্ণ।

বৃহদারণ্যক বার্ত্তিকসারে বিদ্যারণ্য স্বামী দ্বিবিধ ব্রহ্মভাবের[১৫] কথা উল্লেখ করিয়াছেন। ব্রহ্মবিৎ দুই প্রকার, সোপাধিক ও নিরুপাধিক। সোপাধিক ব্রহ্মবিৎ সর্ব্বাত্মভাব অনুভব করেন। সর্ব্বভূতে অনুস্যূত আত্মার দর্শন করেন। আর নিরুপাধিক ব্রহ্মবিৎ সমস্ত দৃশ্যবস্তু আত্মাতে বিলীন দেখিয়া থাকেন। এই দ্বিবিধ ব্রহ্মবিদের কথাই শ্রুতিতে আছে। অদ্বৈত সিদ্ধান্তেও তত্ত্বজ্ঞ পুরুষের সর্ব্বমুক্তি না হওয়া পর্য্যন্ত ঈশ্বরাত্মভাব হইয়া থাকে—

---

১৫ সোপাধির্নিরুপাধিশ্চ দ্বেধা ব্রহ্মবিদুচ্যতে
সোপাধিকঃ স্যাৎ সর্ব্বাত্মা নিরুপাখ্যোঽনুপাধিকঃ ॥
জক্ষন্ ক্রীড়ন্ রতিং প্রাপ্ত ইতি সোপাধিকস্তু তু ॥
ছান্দোগ্যে সর্ব্বকামাপ্তি সার্ব্বাত্ম্যাৎ স্পষ্টমীরিতা।
অহমন্নং তথান্নাদঃ শ্লোককার্যপ্যহো অহম্ ॥
ইতি তত্ত্ববিদঃ সামগানে সর্ব্বাত্মতা শ্রুতা।
অত্রাপি চক্র দৃষ্টান্তাৎ সোপাধিস্তত্ত্ববিচ্ছ্রুতঃ ॥
অপূর্ব্বানপরাদ্যুক্ত্যা—শ্রোষ্যতে নিরুপাধিকঃ ॥ ইতি।
বিদ্যারণ্যকৃত বৃঃ-আঃ-বাঃ-সার।

এই মত সমর্থিত হইয়াছে। ইহা বিশদভাবে পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। চিদ্বস্তু স্বীয় স্বাতন্ত্র্য শক্তিবলে আপনার মধ্যেই জগতকে প্রতিবিম্বিত করিয়া থাকেন। দর্পণ যেমন বিম্বের সাহায্যে প্রতিবিম্ব গ্রহণ করে, চিদ্বস্তু স্বীয় স্বাতন্ত্র্যপ্রভাবে বিম্বের অপেক্ষা না করিয়া জগৎ-প্রতিবিম্বের ভাসক হয় ইত্যাদি যে শাক্তাগমসিদ্ধান্তে স্বীকার করা হইয়াছে, তাহাও বিবেচনা করিয়া দেখিলে অদ্বৈতবাদেই পর্য্যবসিত হয়। ব্রহ্মের জগৎকর্তৃত্ব বেদান্তিগণের অনভিপ্রেত নহে। কিন্তু শুদ্ধচৈতন্যে কর্তৃত্বাদি ধর্ম্ম থাকিতে পারে না। মায়াশক্তির সাহায্যে মায়াশক্তির সহিত মিলিত হইয়াই ব্রহ্মের জগৎকর্তৃত্ব। এইজন্য জগৎকর্তৃত্ব ব্রহ্মের তটস্থ লক্ষণ, স্বরূপ লক্ষণ নহে। যদিও তটস্থ লক্ষণকেই স্বরূপ লক্ষণ মনে করিয়া শাক্ত ও শৈবগণ বিশ্রান্ত হইতে চাহেন, তাহাতে অদ্বৈতবাদিগণ আপাতদৃষ্টিতে বিরোধ করেন না। অদ্বৈত-বেদান্তিগণের অভিপ্রায় এই যে, জগৎকর্তৃত্বাদি উপাস্য ব্রহ্মের স্বরূপ লক্ষণই বটে, জ্ঞেয় ব্রহ্মেরই ইহা তটস্থ লক্ষণ। উপাসনার জন্যই উপাস্য ব্রহ্মের স্বরূপ শাস্ত্রে বলা হইয়াছে। উপাস্য ব্রহ্মের জ্ঞানমাত্র দ্বারা কোনরূপ শ্রেয়ঃ লাভ হইতে পারে না, আগমশাস্ত্রেও তাহা বলা হয় না। অদ্বৈতবাদিগণ উপাসনার বিরোধ করেন না, প্রত্যুত ব্রহ্মসূত্রের ভগবৎপাদীয় ভাষ্যে ভাগবত মতের আলোচনা প্রসঙ্গে ভগবৎপাদ উপাসনার আবশ্যকতা বিশেষভাবে বলিয়াছেন। উপাসনা-নিষ্ণাত পুরুষেরই জ্ঞানে অধিকার জন্মে। যিনি উপাসনা দ্বারা বুদ্ধির শুদ্ধি লাভ করেন নাই, তাঁহার জ্ঞানে অধিকার হইতে পারে না। ব্রহ্মের কারণত্ব সম্পাদন মায়াশক্তির সাহায্য ভিন্ন হইতে পারে না, ইহাই অদ্বৈতবাদীর কথা। সৃষ্ট্যাদি পঞ্চকৃত্য সাধন করিতে হইলে মায়াশক্তির সহায়তা আবশ্যক। পরম্পরাধ্যাস প্রযুক্ত মায়াশক্তি ব্রহ্ম হইতে পৃথক্ বিবেচিত না হওয়ায় মায়াশক্তি দ্বারা ব্রহ্ম সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বশক্তিরূপে প্রতিভাত

হওয়া স্বাভাবিক। অদ্বৈত সিদ্ধান্তে এই কর্ত্তৃত্বাদি ধর্ম্ম মায়াময় বলিয়া শুদ্ধব্রহ্মের ধর্ম্ম হইতে পারে না। ধর্ম্ম-ধর্ম্মিভাব মাত্রই কাল্পনিক।[১৬]

উপাস্য সগুণব্রহ্মের উপাসনা দ্বারা চিত্তের একাগ্রতা সম্পাদন করিবার জন্যই ভগবৎপাদ শ্রীশঙ্করাচার্য্য প্রপঞ্চসার নামক আগম গ্রন্থের সংগ্রহ করিয়াছিলেন, যাহা পদ্মপাদ আচার্য্যের ব্যাখ্যা সহিত মুদ্রিত হইয়াছে। এই প্রপঞ্চসার গ্রন্থের অনুসারেই আচার্য্য লক্ষণদেশিক শারদাতিলক নামক সংগ্রহ-গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। এই লক্ষণদেশিক আগমাচার্য্যগণের পরমমান্য বলিয়া রাঘবভট্ট শারদা-তিলকের টীকায় বর্ণনা করিয়াছেন। অনেকে মনে করেন—অদ্বৈতবাদিগণ উপাসনার নামেই ভয় পান, কেহ বা মনে করেন—অদ্বৈতবাদের আচার্য্যগণ উপাসনাই মানেন না। এইরূপ মনে করিয়া কেহ কেহ প্রপঞ্চসার গ্রন্থ ভগবৎপাদ প্রণীতই নহে—এরূপ কথাও বলিয়া থাকেন। ভামতীর টীকা কল্পতরু গ্রন্থে আচার্য্য অমলান্দ প্রপঞ্চসার গ্রন্থ ভগবৎপাদ প্রণীত বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন (কাশী বিজয়নগর মুদ্রিত কল্পতরু, ১৮৩ পৃঃ)। উপনিষৎসমূহও উপাসনার কথাতে পরিপূর্ণ, ব্রহ্মসূত্রেও উপাসনার বিচারই অধিক। এই সমস্তের প্রতি লক্ষ্য করিলে কখনই বলা যায় না যে অদ্বৈতবাদে উপাসনার স্থান নাই। আবার এরূপও বলা যায় না যে উপাসনাকাণ্ড অদ্বৈতবাদের বিরোধী। বিরোধী হইলে আগমাচার্য্যগণ অদ্বৈতবাদের কথা বলিতেন না।

বশীকৃতে মনস্যেষাং সগুণব্রহ্মশীলনাৎ।
তদেবাবির্ভবেৎ সাক্ষাদপেতোপাধিকল্পনম্॥

---

১৬ ন সৃষ্টি র্নাপি সংহারো ন স্থিতি র্নাপি চ ক্রমঃ।
চিদানন্দঘনং চেত্থমাত্মতত্ত্বং প্রকাশতে॥
—ত্রিপুরা রহস্য, জ্ঞানকাণ্ড, তাৎপর্যদীপিকা।১৪।৬০॥

কল্পতরুর এই উক্তির প্রতি মনোনিবেশ করিলে উপাসনার রহস্য বুঝিতে পারা যাইবে। আগমশাস্ত্রের অন্তর্গত ত্রিপুরা রহস্য (জ্ঞানকাণ্ড) অতি উত্তম গ্রন্থ। এই গ্রন্থে আত্মতত্ত্ব সম্বন্ধে যে সমস্ত কথা বলা হইয়াছে, তাহাতে সুস্পষ্টভাবে আত্মাদ্বৈতই বুঝিতে পারা যায়। বিশেষ কথা এই যে—আগমশাস্ত্র ব্রহ্মকাণ্ড নহে। কিন্তু আগমশাস্ত্র উপাসনা কাণ্ড। উপাসনা কাণ্ডে যে ব্রহ্মবাদের কথা কোনও স্থলে বলা হইয়াছে, তাহা প্রসঙ্গাধীনই বলা হইয়াছে, সগুণ ব্রহ্মতত্ত্বই উপাসনা কাণ্ডের মুখ্যতঃ প্রতিপাদ্য, উপাস্য ব্রহ্ম সগুণ, জ্ঞেয় ব্রহ্মই নির্গুণ। সুতরাং নির্গুণ তত্ত্বের আলোচনা উপাসনাকাণ্ডের প্রধান প্রতিপাদ্য হইতে পারে না। সগুণ তত্ত্বের প্রতিপাদক আগমশাস্ত্র নির্গুণ তত্ত্বের প্রতিপাদক শাস্ত্রের বিরোধী নহে, কিন্তু নির্গুণ তত্ত্ব প্রতিপাদনের অনুকূল। সগুণ তত্ত্বের বোধ না হইলে নির্গুণ তত্ত্বের বোধ হইতে পারে না, ইহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। আগমশাস্ত্র স্মৃতি-প্রস্থানের অন্তর্গত, শ্রুতি-প্রস্থানের অন্তর্গত নহে, এজন্য আগমশাস্ত্রের মূল শ্রুতি। শ্রুতিবিরোধী আগমশাস্ত্র প্রমাণ হইতে পারে না। মহামতি রাঘব ভট্ট প্রসিদ্ধ শারদাতিলক টীকায় এই কথা বলিয়াছেন।[১৭] অপ্যয় দীক্ষিত, ভট্টোজী দীক্ষিত প্রভৃতি প্রাচীন আচার্য্যগণও আগমশাস্ত্রের অধিকারী নিরূপণ করিতে যাইয়া এই কথাই সুস্পষ্টভাবে বলিয়াছেন।

আগমশাস্ত্রও যে উপনিষৎ প্রতিপাদ্য ব্রহ্মতত্ত্বেরই প্রতিপাদক, তাহাও রাঘব ভট্ট শারদাতিলকের টীকাতে বিস্তৃতভাবে দেখাইয়াছেন।

---

১৭ অন্যেষাং স্মৃতিশাস্ত্রাদীনাং তন্মূলকত্বেন তদর্থপ্রতি পাদকত্বেন চ প্রামাণ্যং সুপ্রসিদ্ধতরম্। অস্যাস্তু আগমস্মৃতেঃ কথং তন্মূলকত্বম্?

শারদাতিলক টীকা, ১ম পৃঃ।

তিনি বলিয়াছেন[১৮] আগমশাস্ত্রসমূহ যদি শ্রুতির অর্থেরই প্রতিপাদক হয়, তবে আর আগম শাস্ত্রের আবশ্যকতা কি? শ্রৌত সাধন দ্বারাই জীব স্বর্গ বা মোক্ষ লাভ করিতে পারিবে? এইরূপ প্রশ্ন উত্থাপন করিয়া পরে রাঘব ভট্ট সিদ্ধান্তরূপে বলিয়াছেন যে, উপক্রম উপসংহারাদি দ্বারা[১৯] শ্রুতিসমূহ আলোচিত হইলে ইহাই প্রতিপাদিত হয় যে, পরমানন্দস্বরূপ নিত্যশুদ্ধবুদ্ধস্বভাব পরব্রহ্মই স্বীয় লীলারূপ অনাদি অনির্ব্বচনীয় অবিদ্যারূপ সহায় সম্পন্ন হইয়া স্বাত্ম বিবর্ত্তরূপ সমস্ত জগৎ সৃষ্টি করিয়াছিলেন। ইহাতে প্রশ্ন এই যে—যদি ব্রহ্মই জগতের স্রষ্টা, তবে অনাদি অনির্ব্বচনীয় অবিদ্যা স্বীকার করিবার আবশ্যকতা কি? এই প্রশ্নের উত্তরে

---

১৮ তৈরেব বিশেষেণ পর্য্যালোচিতৈঃ স্বর্গোবা মুক্তিরপি ভবিষ্যতীতি কিমনয়েতি প্রাপ্তে ক্রমঃ।

শারদাতিলক টীকা, ২ পৃঃ।

১৯ তথাচ "যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে যেন জাতানি জীবন্তি যৎ প্রযন্ত্যভিসংবিশন্তি তদ্‌বিজিজ্ঞাসস্ব" ইত্যুপক্রম্য "আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে আনন্দেন জাতানি জীবন্তি আনন্দং প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি" ইত্যাদি। "ইদং সর্ব্বং যদয়মাত্মা এব" ইত্যন্তেনোপসংহৃতম্। অথ—

উপক্রমোপসংহারাবভ্যাসোঽপূর্ব্বতাফলম্।
অর্থবাদোপপত্তী চ লিঙ্গং তাৎপর্য্য নিশ্চয়ে॥

ইত্যুক্তত্বাদুপক্রমোপসঃহারাভ্যাং স্বলীলারূপানাদ্যবিদ্যা সহায় সম্পন্নং পরমানন্দস্বরূং নিত্যশুদ্ধবুদ্ধস্বভাবং পরব্রহ্মৈব স্বাত্মবিবর্ত্তরূপং সকলং জগৎ সসর্জেতি শ্রুতিবাক্যপ্রঅিপাদিতোঽর্থঃ। নন্বস্তু জগৎসৃষ্টিকর্ত্তৃত্বং ব্রহ্মণঃ অনাদ্যাবিদ্যাঙ্গী করণং কিমর্থমিতি চেন্ন, তয়া বিনা অসঙ্গস্য তস্য কারণতৈ-বানুপপন্না, তথেমমর্থং শ্রুত্যাগমাবপি বদতঃ। "ইন্দ্রো মায়াভিঃ পুরুরূপ ইয়তে" ইতি। শিবো শক্তিরহিতঃ শক্তঃ কর্ত্তুং ন কিঞ্চন" ইতি।

শারদতিলক টীকা, ২ পৃঃ।

রাঘব ভট্ট বলিয়াছেন যে—অবিদ্যা স্বীকার না করিলে অসঙ্গ ব্রহ্মের জগৎকারণতাই হইতে পারে না।

অনাদি অবিদ্যার সহায়তা ব্যতীত অসঙ্গ চৈতন্য যে কারণ হইতে পারে না, তাহা শ্রুতি ও আগমশাস্ত্র প্রতিপাদন করিয়াছেন। মায়ার সহায়তাতেই ব্রহ্ম বহুরূপ হইয়াছিলেন—শ্রুতি এইরূপ বলিয়াছেন। শিব শক্তিরহিত হইয়া কিছুই করিতে পারেন না আগমশাস্ত্রও এইরূপ বলিয়াছেন।

ভগবান্ ভর্ত্তৃহরিও ধাতু সমীক্ষা প্রকরণে[২০] বলিয়াছেন যে, শুদ্ধ ব্রহ্ম প্রপঞ্চের হেতু হইতে পারেন না; শুদ্ধব্রহ্মই যদি প্রপঞ্চের হেতু হইতেন, তবে প্রপঞ্চ ব্রহ্মের মতই পরমার্থ সত্য হইত, প্রপঞ্চের আর নিবৃত্তি হইতে পারিত না, এজন্য মায়াই জ্ঞান জ্ঞেয়াদিরূপ প্রপঞ্চের হেতু বলিতে হইবে।

শারদাতিলকের টীকাতে রাঘব ভট্ট 'অধ্যাত্ম বিবেক' নামক আগম গ্রন্থের বাক্য উদ্ধৃত করিয়া অদ্বৈতবাদেরই সমর্থন করিয়াছেন।

অধ্যাত্ম বিবেকে[২১] গ্রন্থে বলা হইয়াছে যে, স্বয়ম্প্রকাশ নিরঞ্জন

---

২০ ধাতু সমীক্ষায়াং ব্রহ্মবিৎপ্রকাণ্ডৈর্ভর্ত্তৃহরিভিরভিহিতম্।

শুদ্ধতত্ত্বং প্রপঞ্চস্য ন হেতুরনিবৃত্তিতঃ।
জ্ঞানজ্ঞেয়াদিরূপস্য মায়ৈব জননী ততঃ॥

বোম্বে মুদ্রিত চীৎসুখ টীকা নয়ন প্রসাদিনী, ৬০ পৃঃ।

—শারদাতিলক, ১ম পটল, ৩১ পৃঃ।

২১ তদুক্তমধ্যাত্ম বিবেকে—

অস্তি ব্রহ্ম চিদানন্দং স্বয়ং জ্যোতির্নিরঞ্জনম্।
সর্ব্বশক্তি চ সর্ব্বজ্ঞং তদংশা জীবসংজ্ঞকাঃ॥
অনাদ্যাবিদ্যোপহিতা যথাগ্নের্বিস্ফুলিঙ্গকাঃ।
দীর্ঘাদ্যুপাধিসংভিন্নাস্তে কর্ম্মভিরনাদিভিঃ॥
সুখদুঃখপ্রদৈঃ পুণ্যপাপরূপৈর্নিয়ন্ত্রিতাঃ।
তত্তজ্জাতিযুতং দেহমায়ুর্ভোগঞ্চ কর্ম্মজম্।

প্রতিজন্ম প্রপদ্যন্তে॥—ইতি—৩১

সচ্চিদানন্দরূপ ব্রহ্ম সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বশক্তি। অগ্নির স্ফুলিঙ্গের ন্যায় অনাদি অবিদ্যারূপ উপাধিবশতঃ এই ব্রহ্মের অংশ জীবসমূহ অনাদি কর্ম্ম অনুসারে সুখ দুঃখ পুণ্য পাপ প্রভৃতি যুক্ত হইয়াছে।

শৈবাগমের পরমাচার্য্য অপ্যয় দীক্ষিত স্বীয় 'রত্নত্রয়পরীক্ষা' গ্রন্থের সমাপ্তিতে বলিয়াছেন যে[২২]—শৈবভাষ্যরূপ সমুদ্র মন্থন করিয়া আমি তিনটী রত্ন পাইয়াছিলাম। এই তিনটী রত্ন শিব গৌরী ও হরি। আমি এই তিনটী রত্নের পরীক্ষা এই গ্রন্থে প্রদর্শন করিলাম অর্থাৎ শৈবাগম, শাক্তাগম ও বৈষ্ণবাগমের মুখ্য প্রতিপাদ্য বস্তু এই 'রত্নত্রয়পরীক্ষা' গ্রন্থে দেখান হইয়াছে। এই গ্রন্থের প্রারম্ভে গ্রন্থকার অপ্যয় দীক্ষিত বলিয়াছেন যে, দোষলেশরহিত[২৩] নিরতিশয় সুখস্বরূপ নিত্য একব্রহ্মচৈতন্যই মায়াবশতঃ ধর্ম্ম ও ধর্ম্মিভাবে পৃথক্ দুইটি রূপ লাভ করিয়া থাকেন। সমস্ত কার্য্যের অনুকূল সর্ব্ববিষয়ক অনুভূতিই ধর্ম্ম নামে আখ্যাত হইয়া থাকেন। গৌরী এবং নারায়ণই ধর্ম্ম এবং পরমশিবই ধর্ম্মী। এইরূপে ত্রিবিধ আগম শাস্ত্রেরই অদ্বৈতবেদান্তে পর্য্যবসান দেখান হইয়াছে। শাক্তাগমের পরমাচার্য্য ভাস্কররায়ও চণ্ডীর গুপ্তবতী টীকাতে অপ্যয় দীক্ষিতের মতেরই সমর্থন করিয়াছেন।

---

২২ আমথ্য ভাষ্যদুগ্ধাব্ধিমাপ্তংরত্নত্রয়ং ততঃ।
শম্ভুগৌরীহরিশ্চেতি তচ্চ সম্যক্ পরীক্ষিতম্॥
রত্নত্রয়পরীক্ষা সমাপ্তিশ্লোক।

২৩ নিত্যংনির্দোষগন্ধং নিরতিশয়সুখং ব্রহ্মচৈতন্যমেকং
ধর্ম্মোধর্ম্মীতিরূপদ্বয়ময়তি পৃথগ্ ভূয়মায়াবশেন।
ধর্ম্মস্তত্রানুভূতিঃ সকল বিষয়িনী সর্ব্বকার্য্যানুকূলা।
শক্তিশ্চেচ্ছাদিরূপাভবতি গুণগণশ্চাশ্রয়স্তেক এব॥
রত্নত্রয়পরীক্ষা প্রারম্ভশ্লোক।

পাঞ্চরাত্রাগমের[২৪] অন্তর্গত 'পরমাত্ম সংহিতাতে'ও অদ্বৈতবেদান্ত সম্মত জীব ও ব্রহ্মের ঐক্য প্রদর্শন করা হইয়াছে। তাহাতে বলা হইয়াছে যে—জীব ও ব্রহ্মের ঐক্য শ্রুতিসিদ্ধ। দেহের ভেদপ্রযুক্তই জীবের বহুত্ব ভাসমান হয়, যেমন একটি মুখই বহু দর্পণে প্রতিবিম্বিত হইয়া বহুরূপে ভাসমান হয়, এইরূপ এক ব্রহ্মই দেহরূপ উপাধিভেদপ্রযুক্ত বহু জীবরূপে ভাসমান হইয়া থাকেন। প্রাজ্ঞগণ জীবকে ব্রহ্ম বলিয়াই জানিয়া থাকেন।

পূর্ব্ব মীমাংসা

সম্প্রতি পূর্ব্বমীমাংসা দর্শন সম্পর্কে দুই একটী কথা বলা যাইতেছে। পূর্ব্বমীমাংসা সূত্রকার ভগবান্ জৈমিনি ১ অধ্যায়ের ১ম পাদের ৫ম সূত্রে বলিয়াছেন, "অর্থেঽনুপলব্ধে তৎ প্রমাণম্।"[১] এই সূত্রটী পূর্ব্বমীমাংসক ও উত্তরমীমাংসকগণের প্রমাণালোচনার উপজীব্য। উত্তর-মীমাংসাতে প্রমাণ-লক্ষণ সম্বন্ধে কোন কথা সূত্রকার বলেন নাই। অজ্ঞাত অর্থের জ্ঞাপক শব্দই প্রমাণ, এই জৈমিনি সূত্র অনুসারে পূর্ব্বোত্তর-মীমাংসকগণ প্রমাণ মাত্রকেই অজ্ঞাতজ্ঞাপক বলিয়াছেন। ভগবান্ জৈমিনি এই সূত্রে কেবল যে নিজেরই

---

২৪ এবং পাঞ্চরাত্রে পরমাত্ম সংহিতায়াং—

পরক্ষেত্রজ্ঞয়োরৈক্যমাত্মনোঃ শ্রুতিচোদিতম্।
ক্ষেত্রজ্ঞস্য বহুত্বং হি দেহভেদাৎ প্রতীয়তে ॥
একস্যৈব তু বিম্বস্য দর্পণেষু যথা ভিদা।
ভূতপঞ্চকসঙ্ঘাতঃ ক্ষেত্রং তত্র ব্যবস্থিতঃ ॥
জীবো যস্তং বিদুঃ প্রাজ্ঞাঃ ক্ষেত্রজ্ঞং পরসংজ্ঞিতম্ ॥

কাশী মুদ্রিত নৃসিংহাশ্রম প্রণীত অদ্বৈত দীপিকা, ১ম পরিচ্ছেদ, ৫৩ পৃঃ।

১ ঔৎপত্তিকস্তু শব্দস্যার্থেন সম্বন্ধস্তস্য জ্ঞানমুপদেশোঽব্যতিরেকশ্চার্থেঽনুপলব্ধে তৎ প্রমাণং বাদরায়ণস্যানপেক্ষত্বাৎ। মীমাংসা জৈমিনি সূত্র ১-১-৫।

সম্মতি জ্ঞাপন করিয়াছেন তাহা নহে, ভগবান্ বাদরায়ণের নামও করিয়াছেন। প্রমাণ অজ্ঞান অর্থের জ্ঞাপক হয়—ইহা বাদরায়ণেরও সম্মত, জৈমিনি এই কথা বলিয়াছেন। উত্তরমীমাংসাকারই ভগবান্ বাদরায়ণ। এই জৈমিনি সূত্রে যে 'বাদরায়ণস্য' এইরূপ বলা হইয়াছে, জৈমিনির এরূপ বলিবার অভিপ্রায় কি? তাহা দেখাইবার জন্য ভাষ্যকার শবর স্বামী বলিয়াছেন[২] —"বাদরায়ণস্য এরূপ বলায় অজ্ঞাতজ্ঞাপক শব্দ প্রমাণ হয়, ইহাই বাদরায়ণের মত। বাদরায়ণের প্রতি শ্রদ্ধাতিশয় জ্ঞাপনের জন্যই এইরূপ বলা হইয়াছে। কিন্তু ইহা জৈমিনির নিজের মত নয়, ইহা বলিবার জন্য নহে"। ভগবান্ বাদরায়ণের মত দেখাইতে গিয়া অদ্বৈত বেদান্তিগণ বলিয়াছেন যে—"একমাত্র ব্রহ্মচৈতন্যই অজ্ঞাত বা অজ্ঞানাবৃত, জড়বস্তু অজ্ঞাত হইতে পারে না, এজন্য অজ্ঞাত ব্রহ্মের জ্ঞাপন শব্দই প্রমাণ।" তাহার মধ্যে অজ্ঞাত শুদ্ধ নিরবচ্ছিন্ন ব্রহ্মের জ্ঞাপক শব্দই মুখ্য প্রমাণ, এবং সাবচ্ছিন্ন অজ্ঞাত ব্রহ্মের জ্ঞাপক শব্দ গৌণভাবে প্রমাণ। ঘট অজ্ঞাত এরূপ বলিলে ঘটাবচ্ছিন্ন চৈতন্য অজ্ঞাত, ইহাই বুঝা যায়। ঘটাদি জড়বস্তু অজ্ঞানবিষয়তার অবচ্ছেদকই হইয়া থাকে, অজ্ঞানের বিষয় হয় না। অজ্ঞানের বিষয় চৈতন্যই হইয়া থাকে। আর এই শুদ্ধ চৈতন্যই চৈতাভাব উপলক্ষিত চৈতন্য। এইরূপে এই জৈমিনি সূত্রটিরও অদ্বৈত প্রতিপাদনেই পর্যবসান হয়, ইহা অদ্বৈত বেদান্তিগণ বলেন। তাঁহাদের এইরূপ বলিবার অধিকার এই যে সূত্রকার জৈমিনি নিজেই এই সূত্রে প্রদর্শিত এতাদৃশ প্রমাণ-লক্ষণটি বাদরায়ণের অভিপ্রেত বলিয়াছেন। মীমাংসা শাবর ভাষ্যের প্রসিদ্ধ ব্যাখ্যাতা মহামতি প্রভাকর মিশ্র, যিনি গুরু বলিয়া প্রখ্যাত, তিনি শাবর

---

২ বাদরায়ণগ্রহণং বাদরায়ণস্যেদং মতং কীর্ত্যতে, বাদরায়ণং পূজয়িতুং, নাত্মীয়ং মতং পর্য্যুদমিতুম্।— মীমাংসা সূত্র, শাবর ভাষ্য, ১-১-৫

ভাষ্যের ব্যাখ্যা বৃহতী টীকাতে বলিয়াছেন যে, আমি, আমার এইরূপে আত্মার কর্তৃত্ব ও স্বামিত্বরূপে বোধ হয় অর্থাৎ আমি বলিলে আত্মা কর্ত্তা বলিয়া এবং আমার বলিলে আত্মা কোন বস্তুর স্বামী বলিয়া যে বোধ হয়—যাহা লইয়া পূর্ব্বমীমাংসকগণ আত্মার কর্তৃত্ব ভোক্তৃত্ব সমর্থন করিয়াছেন। আত্মার কর্তৃত্ব ভোক্তৃত্ব আছে বলিয়াই বেদের কর্ম্মকাণ্ড ও কর্ম্মকাণ্ডের বিচার পূর্ব্বমীমাংসায় প্রদর্শিত হইয়াছে। সেই আমি ও আমার এই বুদ্ধি অর্থাৎ অহঙ্কার মমকার যদি অনাত্মাতে আত্মাভিমান মাত্র হয় তবে আত্মার কর্তৃত্ব ভোক্তৃত্ব সিদ্ধ হয় না। আর তাহা না হইলে কর্ম্মকাণ্ড ও পূর্ব্বমীমাংসার বিচার ব্যর্থই হইয়া পড়ে। কিন্তু অধ্যাত্ম শাস্ত্রে আত্মাকে অকর্ত্তা অভোক্তাই বলা হইয়াছে এরূপ আশঙ্কা করিয়া প্রভাকর উত্তর করিতেছেন—হাঁ জানি,[৩] অহঙ্কার ও মমকার অনাত্মাতে আত্মাভিমান তাহা জানা আছে, কিন্তু তাহা যাঁহারা মৃদিতকষায় অর্থাৎ বৈরাগ্যসম্পন্ন তাঁহাদের নিকটই এ কথা বলিতে হইবে। কিন্তু যাঁহারা কর্ম্মসঙ্গী তাঁহাদিগকে এ কথা বলিতে হইবে না। এ জন্যই সে কথা এখানে না বলিয়াই বিরত হওয়া গেল। ভগবান্ দ্বৈপায়নও এরূপ উপদেশ করিয়াছেন —কর্ম্মসঙ্গী অজ্ঞজনের বুদ্ধিভেদ জন্মাইবে না। আত্মার তাদৃশ রূপ বেদরহস্যাধিকারী অর্থাৎ বেদান্তাধিকারীকেই বলিতে হইবে। এজন্য ভগবান্ ভাষ্যকার শবর স্বামী কর্ম্মমীমাংসায় আত্মার তাদৃশ রূপ বিবৃত করেন নাই। দ্বৈপায়নের বচন অনুসারেই তাহা করেন নাই। তিনি আত্মার তাদৃশ রূপের অজ্ঞানপ্রযুক্ত যে

---

৩ যদুক্তং "অহঙ্কারমমকারাবনাত্মন্যাত্মাভিমানৌ" ইতি মৃদিত কষায়ানামেবৈতৎ কথনীয়ম্ ; ন কর্ম্মসঙ্গিনামিত্যুপরম্যতে। আহ চ ভগবান্ দ্বৈপায়নঃ 'ন বুদ্ধিভেদং জনয়েদজ্ঞানাং কর্ম্মসঙ্গিনাম্' ইতি রহস্যাধিকারে। তস্মান্ন বিবৃতমত্র ভাষ্যকারেণ ভগবতা, বচনানুরোধাৎ নাজ্ঞানাদিতি॥

মীমাংসা সূত্র ভাষ্য, বৃহতী টীকা।

বলেন নাই তাহা নহে। প্রভাকরের এই উক্তি হইতে ইহা স্পষ্ট বুঝা যায় আত্মার এমন একটী রূপ আছে যাহা জানিলে কর্ম্মাধিকার থাকে না। এবং কর্ম্মাধিকারীর কাছে তাহা বলাও উচিত নয়। মহামতি শালিকনাথ তাঁহার পঞ্জিকা টীকাতেও এই কথাই বিবৃত করিয়াছেন।[৪] ছান্দোগ্য উপনিষদে 'নারদ সনৎকুমার' আখ্যায়িকাতে বলিয়াছেন—"তস্মৈ মৃদিতকষায়ায় তমসঃ পারং দর্শয়তি ভগবান্ সনৎকুমারঃ", ভগবান্ সনৎকুমার মৃদিতকষায় নারদকে অজ্ঞানের পার দেখাইয়াছিলেন।

বৃহতী গ্রন্থে প্রভাকরের যে উক্তি দেখান হইয়াছে, সেই উক্তির অনুরূপ অথচ সুস্পষ্টভাবে অদ্বৈতবাদের সমর্থক প্রভাকরের বাক্য, প্রভাকর বিরচিত অন্য গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত করিয়া সিদ্ধান্তবিন্দুর টীকা ন্যায়রত্নাবলী গ্রন্থে গৌড় ব্রহ্মানন্দ প্রদর্শন করিয়াছেন।[৫] গৌড় ব্রহ্মানন্দ বলিয়াছেন যে, ভট্টপাদ ও প্রভাকর বেদান্তদর্শনের বিরোধী নহেন। এ স্থলে অদ্বৈত বেদান্ত অভিপ্রায়েই গৌড় ব্রহ্মানন্দ বেদান্ত শব্দটি ব্যবহার করিয়াছেন।

প্রদর্শিত প্রভাকরের উক্তির অর্থ এই যে—"আত্মা নিষ্প্রপঞ্চ ব্রহ্ম স্বরূপই বটে তথাপি কর্ম্মকাণ্ডে আত্মার ঐ ব্রহ্ম স্বরূপের কথা বলা উচিত নহে। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ইহাই বলিয়াছেন যে, কর্ম্মসঙ্গী অজ্ঞজনের বুদ্ধিভেদ জন্মাইবে না।"

---

৪ যেষাং কাষায়ো রাগঃ, মৃদিতঃ তেষামেবৈতৎ কথনীয় মিতি।

১-১-৫ শালিকনাথ পঞ্জিকা।

৫ প্রাভাকর ভট্টয়োস্তু বেদান্তদর্শনে বিদ্বেষাভাবঃ......আত্মা নিষ্প্রপঞ্চ-ব্রহ্মৈব। তথাপি কর্ম্মপ্রসঙ্গে ন তথা বাচ্যম্। উক্তং হি কৃষ্ণেন ভগবতা ন বুদ্ধিভেদং জনয়েদজ্ঞানাং কর্ম্ম সঙ্গিনাম্।

ইতি প্রাভাকর গ্রন্থগতোক্তেঃ—রাজেন্দ্রনাথ ঘোষ সম্পাদিত সিদ্ধান্তবিন্দু টীকা ন্যায়রত্নাবলী, ৩৫৪, ৫৫ পৃঃ।

আচার্য্য প্রভাকরের গ্রন্থেই এইরূপ উক্তি আছে গৌড় ব্রহ্মানন্দ এইরূপ বলিয়াছেন, যদিও ন্যায়-রত্নাবলী গ্রন্থে প্রভাকর না বলিয়া প্রাভাকর বলা হইয়াছে তথাপি প্রভাকর এই পাঠ হওয়াই সঙ্গত, কারণ ভট্টপাদের সহিত প্রভাকরের নাম উল্লেখ করিয়া পরে ভট্টপাদের শ্লোকবার্ত্তিক গ্রন্থ হইতেই ব্রহ্মানন্দ প্রমাণ উল্লেখ করিয়াছেন, এবং বৃহতী গ্রন্থের বাক্যের অনুরূপ বলিয়াও এই বাক্য প্রভাকরেরই হওয়া উচিত। প্রাভাকর পাঠ হইলেও প্রকৃত বিষয়ের কোনও হানি হয় না।

ব্রহ্মসূত্রের ১-১-৪ সূত্রের দ্বিতীয় বর্ণকে ভাষ্যকার শঙ্করাচার্য্য যে "প্রতিপত্তি-বিধিবাধিগণের" মত খণ্ডন করিয়াছেন, পূর্ব্বমীমাংসার বিধিবিবেক গ্রন্থেও আচার্য্য মণ্ডন সেই প্রতিপত্তির বিধিবাদির মত বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিয়া খণ্ডন করিয়াছেন। মণ্ডনাচার্য্য এই প্রতিপত্তি বিধিবাদিকে গুরু বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ব্রহ্ম প্রতিপত্তিতে যে বিধি হইতে পারে তাহার সমর্থন করিবার জন্য আচার্য্য প্রভাকরের (গুরু) নিবন্ধ বাক্যও উদ্ধৃত করিয়াছেন। এবং পরিশেষে আচার্য্য মণ্ডন বলিয়াছেন—"অলং বা গুরুভির্বিববাদেন", ব্রহ্ম প্রতিপত্তি বিধায়ক বাক্য দ্বারা যদি ব্রহ্ম সিদ্ধ হয় তবে গুরুর সহিত বিবাদের প্রয়োজন নাই।[৬]

আচার্য্য প্রভাকর—মীমাংসা দর্শনের ১-১-২ সূত্রের শাবর ভাষ্যের বৃহতী টীকাতে সমস্ত বেদের অর্থই কার্য্যরূপ অর্থাৎ সাধ্যরূপ, সিদ্ধরূপ নহে, কার্য্য অর্থেই বেদ প্রমাণ এরূপ বলিয়াছেন। এই বৃহতী বাক্যের টীকা পঞ্জিকাতে শালিকনাথ মিশ্র আচার্য্য মণ্ডনের ব্রহ্মসিদ্ধির ব্রহ্মকাণ্ড হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত

---

৬ উপনিষদাত্মতত্ত্বমনপেক্ষবিধ্যন্তরাদ্ বাক্যাৎ প্রতীয়তে। অলং বা গুরুভির্বিবাদেম।

কাশীমুদ্রিত বিধিবিবেক, ২৮১ পৃঃ।

করিয়া বেদের সিদ্ধরূপ অর্থও হইতে পারে মণ্ডন মিশ্রের এরূপ মত দেখাইয়া এই মণ্ডন মিশ্রের মত যে অসঙ্গত তাহারও বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিয়া মণ্ডন মিশ্রকে অনেক ঠাট্টা করিয়াছেন।[৭]

এই মণ্ডনাচার্য্যের মত খণ্ডন করিবার জন্য শালিকনাথ এ স্থলে যাহা বলিয়াছেন তাহার উত্তর দিবার জন্যই বাচস্পতি মিশ্র বিধিবিবেকের ন্যায়কণিকার টীকাতে শালিকনাথের বাক্য উদ্ধৃত করিয়া খণ্ডন করিয়াছেন এবং কটূক্তিও করিয়াছেন। মণ্ডন মিশ্র প্রণীত ব্রহ্মসিদ্ধি গ্রন্থের বাচস্পতি মিশ্র প্রণীত টীকা এখনও পাওয়া যায় নাই, এই টীকা পাওয়া গেলে শালিকনাথের উক্তির বিস্তৃত খণ্ডন হয়ত পাওয়া যাইত।

আচার্য্য মণ্ডন বিধিবিবেকে শাবর ভাষ্যের নিবন্ধকার প্রভাকরের কতকগুলি বাক্য উদ্ধৃত করিয়াছেন ; এই বাক্যগুলি শাবর ভাষ্যের যে অংশের ব্যাখ্যা বলিয়া আচার্য্য মণ্ডন উল্লেখ করিয়াছেন, শাবর ভাষ্যের সেই স্থলের ব্যাখ্যা বৃহতী গ্রন্থে এই বাক্যগুলি নাই, যাহা আছে তাহা মণ্ডন মিশ্রের উদ্ধৃত বাক্যের সহিত সাম্য আছে। এই সমস্ত বিষয় পরে বিশেষভাবে আলোচিত হইবে।[৮]

---

৭ অত্রাপরোঽপরিপক্কবিদ্যাবলেপোদ্রেকতিরস্কৃত বিবেকঃ পরিচোদয়তি। তদেতৎ বালভাষিতং বালেষ্বেবাদরণীয়তাং লভতে।

মাদ্রাজ ইউনিভার্সিটী মুদ্রিত বৃহতী টীকা পঞ্জিকা, ২০ পৃঃ।

৮ যদি কার্য্যরূপ এব বেদার্থঃ কথং তর্হি মন্ত্রার্থবাদাঃ সোপনিষৎকাঃ? যস্মাদ্ ভূতাদিকমর্থং চোদনৈব গময়তি। কথং? কার্যমর্থমেবমবগময়ন্তী গময়তি।

কাশীমুদ্রিত বিধিবিবেক. ২৭৯ পৃঃ।

যদি কার্য্য এবার্থে বেদস্য প্রামাণ্যং কথং তর্হি ভুতাদ্যবগতির্মন্ত্রার্থবাদেষু।

মাদ্রাজ ইউনিভার্সিটী মুদ্রিত বৃহতী, ২৩ পৃঃ।

অদ্বৈত বেদান্তিগণের মতে উপনিষৎ বাক্যসমূহ সাক্ষাৎ অদ্বিতীয় ব্রহ্মের প্রতিপাদক হইলেও প্রতিপত্তিবিধিবাদী মীমাংসকগণের মতে সাক্ষাৎভাবে উপনিষদ্বাক্য অদ্বিতীয় ব্রহ্মের প্রতিপাদক হইতে পারে না। কিন্তু ব্রহ্ম প্রতিপত্তি বিধায়ক বাক্য হইতে সাক্ষাৎভাবে ব্রহ্ম প্রতিপত্তির কর্ত্তব্যতা প্রতিপন্ন হইলেও বিধেয় ব্রহ্মপ্রতিপত্তি হইতে প্রতিপত্তির বিষয় ব্রহ্মও প্রতিপন্ন হইয়া থাকেন। এই মীমাংসকগণ ব্রহ্মাদ্বৈত সিদ্ধান্তের বিরোধী নহেন। তবে অদ্বৈত বেদান্তিগণ যে ভাবে উপনিষদ্বাক্যসমূহ অদ্বৈত ব্রহ্মের প্রমাণ বলেন, ইঁহারা তাহা বলেন না, বিধায়ক বাক্যকেই ইঁহারা প্রমাণ বলেন।

মণ্ডন মিশ্র পূর্ব্বমীমাংসার একজন শ্রেষ্ঠ আচার্য্য। ইনি 'বিধি-বিবেক', 'ভাবনা-বিবেক', 'বিভ্রম-বিবেক' প্রভৃতি পূর্ব্বমীমাংসার অতি উপাদেয় গ্রন্থসমূহ রচনা করিয়াছেন। বাচস্পতি মিশ্র বিধিবিবেকের "ন্যায়কণিকা" নামে টীকা রচনা করিয়াছেন। বাচস্পতি মিশ্র যে গ্রন্থের টীকাকার সেই গ্রন্থের উপাদেয়তা সম্বন্ধে আর অধিক বলিবার আবশ্যকতা নাই। এই বিধিবিবেকে মণ্ডন মিশ্র আত্মজ্ঞানে বিধি হয় কিনা—ইহা দেখাইতে গিয়া পূর্ব্ববর্ত্তী বহু আচার্য্যগণের মত প্রদর্শন করিয়াছেন। সর্ব্বশেষে 'আত্মজ্ঞানে বিধি হয় না'—ইহাই নিজের মত বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন।[৯] 'বিধিনিরপেক্ষ বেদান্তবাক্য হইতেই আত্মতত্ত্বের প্রতীতি হইয়া থাকে'—মণ্ডনের এই বাক্যের টীকাতে বাচস্পতি মিশ্র বলিয়াছেন যে,* "শ্রুতময়ী চিন্তাময়ী ও সাক্ষাৎকারবতী—

---

৯ 'উপনিষদাত্মতত্ত্বং তু অনপেক্ষবিধ্যন্তরাদ্বাক্যাৎ প্রতীয়তে'।

কাশীমুদ্রিত বিধিবিবেক মূল ২৮১ পৃঃ।

* 'তিস্রঃ খল্বিমাঃ প্রতিপত্তয়ঃ সম্ভবন্তি। শ্রুতময়ী, চিন্তাময়ী, সাক্ষাৎকারবতী চ।

কাশীমুদ্রিত বিধিবিবেক টীকা, ন্যায়কণিকা, ২৭০ পৃঃ।

আত্মবিষয়ক এই ত্রিবিধ প্রতিপত্তিই বিধানের অযোগ্য, এজন্য বেদান্ত বাক্যসমূহ বিধিনিরপেক্ষ আত্মতত্ত্ব প্রতিপাদন করে। যাঁহারা ব্রহ্মসিদ্ধি অধ্যয়ন করিয়াছেন তাঁহারা এ কথা[১০] অনায়াসেই বুঝিতে পারিবেন। এজন্য এখানে আর ইহা বলা হইল না।

আচার্য্য মণ্ডনের বিধিবিবেক ও ব্রহ্মসিদ্ধি গ্রন্থ হইতে ইহা স্পষ্ট প্রতীত হয় যে, প্রাচীন কর্ম্ম-মীমাংসকগণের মধ্যেও এমন বহু সম্প্রদায় ছিলেন, যাঁহারা জীবের সহিত ব্রহ্মের ঐক্য স্বীকার করিতেন। বৃহদারণ্যক উপনিষদের ও বেদান্তসূত্রের শাঙ্কর ভাষ্যে এই মীমাংসকগণের মতের উল্লেখ ও এই মতের খণ্ডন দেখিতে পাওয়া যায়। ব্রহ্মসূত্রের ১ম অধ্যায়ের ১ম পাদের ৪র্থ সূত্র—"তৎ তু সমন্বয়াৎ", এই সূত্রের ভাষ্যে ভাষ্যকার আচার্য্য শঙ্কর, পূর্ব্বমীমাংসকগণের দুইটী মত পূর্ব্বপক্ষরূপে গ্রহণ করিয়া তাহার খণ্ডন করিয়াছেন।[১১] তন্মধ্যে ২য় পূর্ব্বপক্ষ ভাষ্যের টীকাতে আচার্য্য বাচস্পতি মিশ্র বলিয়াছেন যে—ভাষ্যকার শঙ্কর, আচার্য্য দেশীয়-গণের মত উত্থাপন করিতেছেন, "অত্রাপরে প্রত্যবতিষ্ঠন্ত ইতি"। এই মীমাংসকগণের মতে যদিও জীবের সহিত ব্রহ্মের ঐক্য বেদান্ত-বাক্য দ্বারা সিদ্ধ হয়, তথাপি ব্রহ্মাভিন্ন জীব স্বরূপতঃ বেদান্ত বাক্যসমূহের তাৎপর্য্য হইতে পারে না; কোন বস্তুর স্বরূপ-মাত্রের প্রতিপাদক বাক্য নিরর্থকই হইয়া থাকে। এইজন্য বেদান্ত-

---

১০ 'তত স্তিস্ৃণামপি প্রতিপত্তীণাং বিধানানর্হত্বাৎ আত্মতত্ত্ব-প্রতিপাদন-পরত্বং হি বেদান্তানা মুপপাদিতং। সর্ব্বঞ্চৈতদৃ ব্রহ্মসিদ্ধৌ কৃতশ্রমাণামনায়া-সমধি গমনীয়মিতি নেহাস্মাভি রূপপাদিতম্।

কাশীমুদ্রিত বিধিবিবেক ন্যায়কণিকা, ২৮১ পৃঃ।

১১ 'অত্রাপরে প্রত্যবতিষ্ঠন্তে যদ্যপি শাস্ত্রপ্রমাণকং ব্রহ্ম তথাপি প্রতিপত্তি-বিষয়তয়ৈব শাস্ত্রেণ ব্রহ্ম সমর্প্যতে।

ব্রহ্মসূত্রভাষ্য ১-১-৪।

বাক্যসমূহের তাদৃশ ব্রহ্মস্বরূপে তাৎপর্য্য না হইয়া তাদৃশ স্বরূপের জ্ঞানবিধিতে তাৎপর্য্য হইবে। অর্থাৎ বেদান্তবাক্য দ্বারা তাদৃশ ব্রহ্মের জ্ঞানই বিহিত হইয়াছে বুঝিতে হইবে। বেদান্ত বাক্য-সমূহের বিধিতেই তাৎপর্য্য, বস্তু স্বরূপে তাৎপর্য্য নাই; কারণ সমস্ত বেদের বিধিতেই তাৎপর্য্য।

এ স্থলে পূর্ব্বপক্ষী মীমাংসকগণ বেদান্ত বাক্যের যে বস্তু স্বরূপে তাৎপর্য্য হইতে পারে না, পরন্তু কার্য্যে বা বিধিতেই বেদান্ত বাক্যের তাৎপর্য্য—ইহা দেখাইবার জন্য শবরস্বামীর ভাষ্য ও মহর্ষি জৈমিনির মীমাংসাসূত্র প্রমাণরূপে উল্লেখ করিয়াছেন। (শঙ্কর ভাষ্য ১-১-৪ দ্রষ্টব্য।) টীকাকার বাচস্পতি মিশ্রও এই পূর্ব্বপক্ষ ভাষ্যের ব্যাখ্যাতে সম্পূর্ণরূপে প্রভাকর মতের রহস্য উদ্‌ঘাটনপূর্ব্বক পূর্ব্বপক্ষ ভাষ্যের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। বৃহদারণ্যক[১২] ভাষ্যেও (১-৪-৭) আচার্য্য শঙ্কর এই পূর্ব্বমীমাংসকগণের (প্রভাকর সম্প্রদায়ের) মত উত্থাপন করিয়া নিরাস করিয়াছেন। প্রভাকর (গুরু) "চোদনালক্ষণোঽর্থোধর্ম্মঃ (জৈঃ সূঃ ১-১-২) এই জৈমিনি-সূত্রের ভাষ্যসম্মত অর্থ যাহা বলিয়াছেন, তাহাতে ইহাই জানা যায় যে—বেদের অর্থমাত্রই সাধ্যরূপ, সিদ্ধরূপ নহে।[১৩] বেদের অর্থ সিদ্ধ

১২ 'আত্মেত্যেবোপাসীত'—বৃঃ আঃ উঃ, ১-৪-৭ দ্রষ্টব্য।

১৩ 'চোদনালক্ষণঃ কার্য্যরূপ এব বেদার্থঃ, ন সিদ্ধরূপ ইতি প্রতিজ্ঞাতম্।
মাদ্রাজ ইউসিভার্সিটী মুদ্রিত শালিকনাথ বিরচিত পঞ্জিকা, ২০ পৃষ্ঠা।

'চোদনেতি ক্রিয়ায়াঃ প্রবর্ত্তকং বচনমাহুঃ' ইতি কার্য্যে অর্থে বেদস্য প্রামাণ্যং দর্শয়তি। তল্লক্ষণো ধর্ম্মঃ ইতি বদন্ কার্য্যরূপ এবেতি দর্শয়তি। যদি কার্য্যে এব অর্থে বেদস্য প্রামাণ্যং, কথং তর্হি ভূতাম্বর্থাবগতির্মন্ত্রার্থবাদেষু। তেষামপি হি কার্য্যার্থতা দ্বিতীয়ে পাদে বক্ষ্যতি। তদুক্তং শক্নোত্যবগময়িতুম্।
—প্রভাকর বিরচিত মাদ্রাজ ইউনিভার্সিটী মুদ্রিত বৃহতী, ২০-২৩ পৃষ্ঠা।

চোদনা হি ভূতং ভবন্তং ভবিষ্যন্তং সূক্ষ্মং ব্যবহিতং বিপ্রকৃষ্টমিত্যেবং-জাতীয়কমর্থং শক্নোত্যবগময়িতুম।
মাদ্রাজ ইউনিভার্সিটী মুদ্রিত শাবর ভাষ্য, ২০-২৩ পৃঃ।

বস্তুরূপ হইতে পারে না—প্রভাকর এইরূপ সিদ্ধান্তের সমর্থন করায় বুঝা যায় যে, এই সিদ্ধান্ত অতি প্রাচীনকাল হইতেই মীমাংসক সম্প্রদায়ে প্রচলিত ছিল। ব্রহ্মসিদ্ধি, পঞ্চপাদিকা প্রভৃতি গ্রন্থ আলোচনা করিলে ইহাই সুস্পষ্ট বুঝা যায়।

বিধিবিবেকে আচার্য্য মণ্ডন, গুরু প্রভাকরের এই মত খণ্ডনপূর্ব্বক স্বীয় মত স্থাপন করিবার জন্য প্রথমতঃ পূর্ব্বপক্ষরূপে প্রভাকর মত দেখাইতে বলিয়াছেন—"বাক্য অপ্রবর্ত্তক বা অনিবর্ত্তক হইতেই পারে না, যেহেতু তাদৃশ বাক্য ব্যর্থ। শ্রোতাকে বুঝাইবার জন্যই বক্তা বাক্য উচ্চারণ করিয়া থাকেন। সেইরূপ বাক্যই শ্রোতা শুনিতে ইচ্ছা করেন, যাহা সপ্রয়োজন। এজন্য বক্তাও সপ্রয়োজন বাক্যই উচ্চারণ করেন। সিদ্ধ বস্তুর প্রতিপাদক বাক্য সপ্রয়োজন হইতে পারে না; কারণ এরূপ বাক্য হইতে প্রবৃত্তি বা নিবৃত্তি কিছুই জন্মে না। এজন্য বাক্যমাত্রই হয় প্রবর্ত্তক না হয় নিবর্ত্তক হইবে। যাহা প্রবর্ত্তক বা নিবর্ত্তক নহে তাহা নিস্প্রয়োজন অর্থাৎ ব্যর্থ।[১৪]"

ইহার উত্তরে আচার্য্য মণ্ডন বলিয়াছেন যে[১৫] "অপ্রবর্ত্তক বা অনিবর্ত্তক বাক্য ব্যর্থ হইলে সিদ্ধ বস্তুর প্রতিপাদক বেদান্ত বাক্য এবং সিদ্ধ বস্তুর প্রতিপাদক লৌকিক বাক্য ব্যর্থ হইয়া পড়িবে।" এতদুত্তরে প্রভাকর বলেন[১৬] যে—"না, বেদান্ত বাক্য অনর্থক হইবে না; কারণ 'আত্মা জ্ঞাতব্যঃ' ইত্যাদি বেদান্ত বাক্য আত্মবিষয়ক

---

১৪ নন্থ নাপ্রবর্থক মনিবর্ত্তকং বা বচঃ সমস্তি। বৈয়র্থ্যাৎ কর্ত্তব্যতা-পর্য্যবসায়িনী হি বাক্যপ্রবৃত্তিঃ।'

বিবিনিষেধ, ২৬৯ পৃঃ।

১৫ 'কথং তর্হি পূতাহদ্বাখ্যায়িনো বেদান্তা লৌকিকবচাংসি চ?'

বিধিবিবেক, ২৬৯ পৃঃ।

১৬ 'বেদান্তেষু তাবদাত্মতত্ত্বপ্রতিপত্তিঃ কর্ত্তব্যতা।'

বিধিবিবেক, ২৭০ পৃঃ।

প্রতিপত্তি উক্ত বাক্যে বিহিত হইয়াছে, সেই বিহিত আত্মপ্রতিপত্তির বিষয় আত্মা কিরূপ? এই আকাঙ্ক্ষার পরিপূর্ত্তির জন্য আত্ম-স্বরূপ প্রতিপাদক সমস্ত উপনিষদ্বাক্য আত্মস্বরূপ প্রতিপাদন করিয়াছেন। উপনিষদ্বাক্য বিধিনিরপেক্ষ হইয়া আত্মস্বরূপ প্রতিপাদন করেন নাই। বিধিনিরপেক্ষ হইয়া সিদ্ধ বস্তুর স্বরূপ প্রতিপাদন প্রমাণ বাক্যের স্বভাবই নহে। এইরূপ—'এইদেশ ধনসমৃদ্ধ' ইত্যাদি সিদ্ধ বস্তুর প্রতিপাদক লৌকিক বাক্যও বিধি পর্য্যবসায়ী[১৭]। 'ইহা তুমি জান' ঐরূপ বিধি বাক্যেই পূর্ব্বোক্ত বাক্য পর্য্যবসিত হইবে।"

প্রভাকরের এইরূপ সিদ্ধান্তের উত্তরে আচার্য্য মণ্ডনের অভিপ্রায় ব্যক্ত করিতে বাচস্পতি মিশ্র বলিয়াছেন যে[১৮]—প্রভাকর যে ব্রহ্ম প্রতিপত্তিতে বিধি স্বীকার করেন, সেই প্রতিপত্তিটী কি উপনিষদ্বাক্য জন্য ব্রহ্মবিষয়ক শাব্দবোধ? অথবা শাব্দবোধের পরে ব্রহ্মবিষয়ক ধ্যান বা চিন্তা? অথবা ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার? এই তিনটীর একটী প্রতিপত্তিতেও বিধি হইতে পারে না। এই তিনটী প্রতিপত্তির প্রথমটীর নাম শ্রুতময়ী, দ্বিতীয়টীর নাম চিন্তাময়ী তৃতীয়টীর নাম সাক্ষাৎকারবতী। শ্রুতময়ী প্রতিপত্তিতে বিধি হইতে পারে না, ব্রহ্ম প্রতিপাদক বাক্য হইতে যে বাক্যার্থ বোধ হইবে তাহাতে বিধির অপেক্ষা নাই। বাক্যার্থ বোধও যদি বিধির অপেক্ষা করে—তবে কর্ম্ম বিধিও স্বার্থবোধের জন্য অন্য বিধির অপেক্ষা

---

১৭ 'লোকে চেদমিহ মিথ্যাদি প্রতিপত্তব্যামিতি বাক্য পর্য্যবসানন্।

বিধিবিধেয়, ২৭০ পৃঃ।

১৮ 'তিস্রঃ খল্বিমাঃ প্রতিপত্তয়ঃ সম্ভবন্তি। শ্রুতময়ী, চিন্তাময়ী, সাক্ষাৎকারবতী চেতি। তত্র শ্রুতময়ী মধিকৃত্যাহ—শব্দাৎ প্রতিপত্তেরুৎপত্তেঃ পুনস্তত্রব্যাপায়াৎ, ন শ্রুতময়ী বিধেয়া। শব্দাদ্বিধেয়বগম্যতে উত্তরকালা-প্রবৃত্তিবিধিপ্রয়োজনং ন পুনঃ শব্দাববোধ এব, আত্মাশ্রয়দোষপ্রসঙ্গাদিতি ভাবঃ।'

বিধিবিবেক ন্যায়কণিকা, ২৭০ পৃঃ।

করিবে। সেই অপেক্ষিত বিধিও স্বার্থবোধে পুনরায় অন্য বিধিকে অপেক্ষা করিবে। এইরূপে অনবস্থা হইয়া পড়িবে।

আরও কথা এই যে, বিধিবাক্য দ্বারা বিধেয়বস্তুর অবগতির পরে প্রবৃত্তি হইয়া থাকে। ইহাই বিধির প্রয়োজন। ব্রহ্মবিষয়ক শব্দবোধ হইলে আবার কোথায় প্রবৃত্তি হইবে? সুতরাং শব্দ-বোধে বিধি স্বীকার করিলে বিধির প্রয়োজনই থাকে না। সুতরাং শ্রুতময়ী প্রতিপত্তিতে বিধি অসম্ভব।

ন্যায়কণিকার বাচস্পতি মিশ্র এ স্থলে আরও বলিয়াছেন যে,—বেদান্ত বাক্য ব্রহ্ম প্রতিপত্তির বিধায়ক হইলে ব্রহ্মস্বরূপে বেদান্ত বাক্য প্রমাণ হইতে পারিবে না। যদি বলা যায়—ব্রহ্ম প্রতিপত্তি-বিষয়ক বিধি প্রতিপত্তির বিষয় ব্রহ্মস্বরূপকে অপেক্ষা করে বলিয়া ব্রহ্মস্বরূপে বেদান্ত প্রমাণ হইবে। না—এরূপ বলা যায় না; কারণ প্রতিপত্তি সমারোপিত বিষয়েও হইতে পারে। এজন্য বেদান্ত বাক্যের ব্রহ্মপরত্ব সিদ্ধ হয় না বলিয়া বেদান্তের ব্রহ্মবিদ্যাত্বই অসম্ভব হইয়া পড়ে[১৯]।

আচার্য্য মণ্ডনও বলিয়াছেন যে,—বেদান্ত বাক্য যদি ব্রহ্ম প্রতিপত্তিতে বিধি প্রতিপাদক হয়, তবে তাদৃশ বাক্য হইতে ব্রহ্ম-প্রতিপত্তির জন্য অনুষ্ঠানেরই অবগতি হইবে। কারণ বিধিবাক্য হইতে ক্রিয়ার বোধ হয়। সুতরাং তাদৃশ বাক্য হইতে আত্মতত্ত্বের সিদ্ধি হইবে না। এজন্য আত্মতত্ত্ব বা ব্রহ্মতত্ত্ব প্রতিপাদক

---

১৯ 'অপি চ প্রতিপত্তিবিধিপরত্বে বেদান্তানাং ব্রহ্মস্বরূপসত্তায়াম্ অপ্রামাণ্যপ্রসঙ্গঃ···প্রতিপত্তিবিষয়ো হি বিধিঃ প্রতিপত্তিবিষয়মাত্মতত্ত্ব-মপেক্ষতে। তথাচ তদ্বাত্মশব্দঃ প্রমাণমিতি চেৎ? ন। আত্মতত্ত্বমন্তরেণ সমারোপেণাপি প্রতিপত্তেরুপপত্তেঃ। এবঞ্চ তৎপরত্বাভাবাৎ বেদান্তানাং ব্রহ্মবিদ্যাত্বং প্রসিদ্ধং বাধ্যেত'।

ন্যায়কণিকা, ২৭১ পৃঃ।

বেদান্ত-বাক্যে বিধি থাকিলেও তাহা অবিবক্ষিত বুঝিতে হইবে।[২০]

যদি বলা যায়—ব্রহ্মপ্রতিপাদক বাক্য শ্রবণ করিলেই ব্রহ্ম-বিষয়ক শাব্দজ্ঞান উৎপন্ন হইয়া থাকে। এই শাব্দজ্ঞানে বিধির আবশ্যকতা না থাকিলেও ব্রহ্মবিষয়ক শাব্দজ্ঞান হইতে ভিন্ন ব্রহ্ম-বিষয়ক সাক্ষাৎকারাত্মক জ্ঞান বা ব্রহ্মগোচর প্রত্যক্ষজ্ঞান বিহিত হইতে পারিবে। বিশেষতঃ ব্রহ্ম শাব্দজ্ঞানের বিষয়ই হইতে পারে না, কারণ বাক্যার্থজ্ঞানই শাব্দজ্ঞান, আর পদার্থসংসর্গই বাক্যার্থ। উক্ত সংসর্গ জ্ঞান সংসৃষ্ট অনেক পদার্থবিষয়ক হইয়া থাকে। সুতরাং নিরস্ত-সমস্ত-ভেদপ্রপঞ্চ ব্রহ্মতত্ত্ব এই বাক্যার্থজ্ঞানের বিষয় কিরূপে হইবে? অতএব এই[২১] অদ্বৈততত্ত্বাবভাসজ্ঞান বাক্য-জন্য জ্ঞান হইতে ভিন্ন এবং তাহাতেই বিধি হইবে।

প্রভাকরের এই কথার খণ্ডন অভিপ্রায়ে[২২] আচার্য্য মণ্ডন

---

২০ 'ক্রিয়াপরত্বাচ্চ বিধে বস্তুস্বরূপ সত্তায়া অবিবক্ষিতত্বাৎ তৎপ্রতি-পত্ত্যর্থম্ অনুষ্ঠানং গম্যেত নাত্মতত্ত্বাববোধঃ স্যাৎ। অতঃ শ্রূয়মাণো বিধিরেবংজাতীয়কেষু অবিবক্ষিতঃ।'

বিধিবেক, ২৭১-৭২ পৃঃ।

২১ 'নন্বন্যদেবেদং শব্দপ্রভবাদাত্মতত্ত্বগোচরং জ্ঞানং বিধীয়তে। নহি শাব্দজ্ঞানপরিবেদ্যং ব্রহ্মস্বরূপম্। বাক্যলক্ষণো হি শব্দ প্রমাণং, পদার্থসংসর্গাত্মা চ তদর্থঃ, প্রত্যস্তমিতাখিলভেদপ্রপঞ্চং চাত্মতত্ত্বং. তৎকথং অস্য গোচরঃ? তস্মাৎ প্রলীনসকলাহবচ্ছেদোল্লেখম্ অদ্বৈততত্ত্বাবভাসাত্মকং জ্ঞানমন্যদেব শাব্দাদ্বিধীয়তে।'

বিধিবিবেক, ২৭৬ পৃঃ।

২২ 'বার্ত্তমেতৎ, ন খলু ফলাংশো বিধিগোচরঃ। নিষ্প্রপঞ্চাত্মতত্ত্বাবভাবশ্চ ফলমেব, ন ততোঽন্যদভীপ্সতে। মোক্ষ ইতি চেৎ। ততোঽব্যতিরেকাৎ। সপ্রপঞ্চাত্মতত্ত্বাবভাসো হি সংসারঃ। নিষ্প্রপঞ্চাত্মতত্ত্বাবভাসো হি মোক্ষঃ

বলিতেছেন—"প্রভাকরের এরূপ বলা অসঙ্গত, অদ্বৈততত্ত্বাবভাসরূপ সাক্ষাৎকার বিধেয় হইতে পারে না। কারণ এই অদ্বৈততত্ত্বের সাক্ষাৎকারই ফল। ফল কখনও বিধেয় হইতে পারে না। এই ফল ভিন্ন অন্য কিছু নাই, যাহা অভিলষিত হইতে পারে। সুতরাং অভিলষিত অন্য বস্তু না থাকিলে ফলে বিধি হইবে কিরূপে? বিধেয় অর্থের অনুষ্ঠান দ্বারা অভিলষিত ফললাভ হয় বলিয়াই বিধির বিধায়কত্ব, অদ্বৈততত্ত্বাবভাস নিজেই ফলস্বরূপ, তাহা হইতে অন্য আর কিছু অভিলষিত ফল নাই।" যদি প্রভাকর বলেন—"মোক্ষ ফল আছে, নিষ্প্রপঞ্চ আত্মতত্ত্বাবভাসের ফল মোক্ষ হইবে, আর এই ফল প্রাপ্তির জন্যই বিধি হইতে পারিবে।" তদুত্তরে আচার্য্য মণ্ডনের বক্তব্য এই যে—"না, তাহাও হইতে পারে না, কারণ মোক্ষ নিষ্প্রপঞ্চ আত্মতত্ত্বাবভাস হইতে ভিন্ন নহে। সপ্রপঞ্চ আত্মতত্ত্বাবভাসই সংসার, আর নিষ্প্রপঞ্চ আত্মতত্ত্বাবভাসই মোক্ষ। ইহাকেই স্বাত্মাতে স্থিতি বলা হয়। মোক্ষ অন্যরূপ বলিলে তাদৃশ মোক্ষ কার্য্য হইয়া পড়িবে। বন্ধের হেতু হইতেছে অবিদ্যারূপ কর্ম্মাদি প্রপঞ্চ, আর এই অবিদ্যার উচ্ছেদই বিদ্যা।"

এ স্থলে আচার্য্য মণ্ডন যে বলিয়াছেন—মোক্ষ নিষ্প্রপঞ্চ আত্মতত্ত্বাবভাস হইতে ভিন্ন নহে। ইহার টীকায় ন্যায়কণিকাতে আচার্য্য বাচস্পতি মিশ্র বলিতেছেন[২৩]—মোক্ষ সংসারবিরুদ্ধ স্বভাব।

স্বাত্মনি স্থিতিঃ। অন্যথা কার্য্যত্বাদমোক্ষাৎ। বৃদ্ধহেতুশ্চ কর্ম্মাদিপ্রপঞ্চোঽবিদ্যা, তদুচ্ছেদশ্চ বিদ্যৈব।' বিধিবিবেক, ২৭৭ পৃঃ।

২৩ 'অব্যতিরেকমেব দর্শয়তি সপ্রপঞ্চাত্মাঽবভাসো হি সংসারঃ। নিষ্প্রপঞ্চাত্মাঽবভাসো হি মোক্ষঃ। সংসারবিরুদ্ধস্বভাবো মোক্ষ ইতি তৎ-স্বভাবকথনায় সংসারোঽপি দর্শিতঃ। ন চাসৌ প্রবৃত্তিবিষয়োঽপি সিদ্ধত্বাদিত্যাহ স্বাত্মনি স্থিতিঃ। অনেন পরাঽভিমতা মোক্ষাবস্থা ব্যুদস্তা বেদিতব্যা। তদ্ব্যুদাসহেতবশ্চ ব্রহ্মসিদ্ধৌ প্রপঞ্চিতাঃ।' ন্যায়কণিকা, ২৭৭ পৃঃ।

মোক্ষের এই বিরুদ্ধস্বভাবতা দেখাইবার জন্যই সংসার প্রদর্শিত হইয়াছে। সুতরাং এই মোক্ষ প্রবৃত্তির বিষয় হইতে পারে না। সাধ্যই প্রবৃত্তির বিষয় হয়। কিন্তু মোক্ষ সিদ্ধস্বরূপ। মোক্ষের এই সিদ্ধস্বরূপতা দেখাইবার জন্যই আচার্য্য মণ্ডন মোক্ষকে স্বাত্মাতে স্থিতি বলিয়াছেন। মোক্ষকে সিদ্ধরূপ বলায় অপর বাদিগণ মোক্ষকে যে সাধ্যরূপ বলেন তাহাও নিরস্ত হইল। মোক্ষ কেন সাধ্যরূপ হইতে পারে না, তাহার হেতুসমূহ ব্রহ্মসিদ্ধি গ্রন্থে প্রপঞ্চিত হইয়াছে।

গুরু প্রভাকরের মতে নিষ্প্রপঞ্চ ব্রহ্ম শাব্দজ্ঞানের বিষয় হইতে পারে না—ইহা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। আচার্য্য মণ্ডন[২৪] তদুত্তরে বলিতেছেন—"সমস্ত ভেদপ্রপঞ্চরহিত ব্রহ্ম যদি কোন প্রকারে শাব্দ-জ্ঞানের বিষয় না হন, তবে তাদৃশ ব্রহ্মবিষয়ক জ্ঞানেই বা কিরূপে বিধি হইবে? কারণ বিষয়ের দ্বারাই জ্ঞান নিরূপিত হয়। নির্বিবষয়ক জ্ঞানের নিরূপণ হইতে পারে না; পরন্তু সিদ্ধবিষয়ই জ্ঞানের নিরূপক হইয়া থাকে। অসিদ্ধ বিষয় জ্ঞানের নিরূপক হইয়া থাকে। অসিদ্ধ বিষয় জ্ঞানের নিরূপক হয় না। এ বাক্যস্থলে জ্ঞানের নিরূপক প্রপঞ্চরহিত ব্রহ্ম, এই ব্রহ্মের সিদ্ধি শাব্দপ্রমাণ ভিন্ন অন্য প্রমাণ হইতে পারে না। সুতরাং এতাদৃশ ব্রহ্ম শাব্দজ্ঞানেরও অবিষয় হইলে এই ব্রহ্মের সিদ্ধিই হইতে পারিবে না। আর ব্রহ্মের সিদ্ধি না হইলে ব্রহ্মবিষয়ক জ্ঞানেরও সিদ্ধি হইবে না। সুতরাং ব্রহ্মজ্ঞানে বিধি অসম্ভব হইয়া পড়িবে। অতএব

---

২৪ 'যদি ন চ কথঞ্চিদপি শাস্ত্রজ্ঞানবিষয়ো ব্রহ্ম কথং তজ্‌জ্ঞানবিধিঃ শক্যপ্রতিপত্তিঃ? বিষয়তশ্চ জ্ঞাননিরূপণং সিদ্ধশ্চ তন্নিরূপয়তি তৎসিদ্ধিশ্চ প্রমাণান্তরাভাবাৎ স্যাৎ। তস্যাপি চেদবিষয়ঃ, তদসিদ্ধের্জ্ঞানবিশেষাহ-প্রতিপত্তের্ব্বিধ্যপ্রতিপত্তিঃ।'

বিধিবিবেক, ২৭৭-২৭৮ পৃঃ।

তাদৃশ ব্রহ্ম শাব্দজ্ঞানের বিষয় না হইলে ব্রহ্মপ্রতিপত্তি বিষয়ক বিধিই অসম্ভব হইয়া পড়িবে।[২৫]

ইহাতে যদি প্রভাকর এরূপ বলেন যে—"ব্রহ্মস্বরূপ শাব্দ-জ্ঞানের বিষয় না হইলেও ভেদপ্রপঞ্চ প্রবিলয় দ্বারা শাব্দজ্ঞানের বিষয় হইতে পারে।" তদুত্তরে আচার্য্য মণ্ডন বলিতেছেন—"তাহা হইলে ব্রহ্ম আর শাব্দজ্ঞানের অবিষয়ক হইল না।" আর 'আত্মা জ্ঞাতব্যঃ, আত্মানমুপাসীত' ইত্যাদি উপনিষদ্বাক্য যদি ব্রহ্ম প্রতিপত্তির কর্ত্তব্যতা-তাৎপর্য্যক হয়, তবে ঈদৃশ ব্রহ্ম প্রতিপত্তব্যম্' ব্রহ্মের ঈদৃশত্ব উপনিষদ্বাক্যের অর্থ হইবে না। কারণ বাক্যের যাহা তাৎপর্য্য, তাহাই তাহার অর্থ। বচনের প্রতিপত্তির কর্ত্তব্যতাতে (বাক্যের) তাৎপর্য আছে বলিয়া ব্রহ্মের ঈদৃশত্বে বাক্যের তাৎপর্য্য নাই। সুতরাং বাক্য-তাৎপর্য্যের অবিষয় ব্রহ্মস্বরূপ বাক্য দ্বারা সিদ্ধ হইতে পারে না। প্রতিপত্তি বিধি কর্ত্তব্যতাপর হইলেও প্রত্যেতব্য বিষয়পর নহে।"

যদি প্রভাকর এরূপ বলেন—"ব্রহ্মের ঈদৃশত্ব বাক্যদ্বারা সিদ্ধ না হইলে অর্থাৎ সিদ্ধ হইবে, কারণ প্রতিপত্তিতে বিধি হইলেও প্রতিপত্তি প্রত্যেতব্য বিষয়ক হইয়া থাকে। সুতরাং প্রতিপত্তি কর্ত্তব্যতাই প্রতিপত্তি এবং তাহার বিষয় ব্রহ্মকে আক্ষেপ করিবে এবং তাহাতে প্রত্যেতব্য ব্রহ্মতত্ত্ব সিদ্ধ হইবে।" প্রভাকরের এরূপ শঙ্কার উত্তরে আচার্য্যমণ্ডন বলিতেছেন[২৬]—না, তাহা হইতে পারে না; কারণ

---

২৫ 'অথ কথঞ্চিদ্বিষয়ঃ, ন তর্হি শাব্দজ্ঞানানপেক্ষতা। প্রতিপত্তি-কর্ত্তব্যতাপরত্বাচ্চ বচনস্যদৃক্তা নাগমার্থঃ স্যাদিত্যুক্তম্।'

বিধিবিবেক, ২৭৮ পৃঃ।

২৬। 'নাপ্যার্থোঽর্থঃ। অধ্যারোপেণাপি প্রতিপত্তেঃ সম্ভবাৎ। অতো ন নিয়োগানুপ্রবেশেন বস্তুতত্ত্বং প্রকাশ্যতে। নহি তত্র শব্দস্য প্রামাণ্যং। এব মনপেক্ষতয়া প্রামাণ্যসিদ্ধেঃ কার্য্যান্বয়রহিতভূতাদিকমপ্যবগময়িতু মলমাম্নায়

আরোপের দ্বারাও প্রতিপত্তি সম্ভাবিত হয়। প্রতিপত্তির কর্ত্তব্যতা প্রত্যেতব্যের আক্ষেপ করে ইহা সত্য বটে, কিন্তু তাহা বলিয়া প্রত্যেতব্যের তথাত্বকে আক্ষেপ করে না। সমারোপ দ্বারাও প্রত্যেতব্যের উপপত্তি হইতে পারে। সুতরাং বিধিবাক্য দ্বারা বস্তুস্বরূপ সিদ্ধ হয় না, আর প্রতিপত্তিবিধি প্রত্যেতব্য বিষয়েও প্রমাণ নহে। সুতরাং সমস্ত ভেদপ্রপঞ্চ রহিত ব্রহ্ম সিদ্ধবস্তু হইলেও শব্দব্যতিরিক্ত অন্য কোন প্রমাণবেদ্য নহে বলিয়া তাদৃশ ব্রহ্মপ্রতিপাদক উপনিষদ্বাক্য বিধিরহিত হইয়াও সিদ্ধ ব্রহ্মরূপ পতিপাদন করিতে পারিবে। এজন্য বিধিরহিত উপনিষদ্বাক্য তাদৃশ ব্রহ্মস্বরূপে প্রমাণ হইবে, ইহাতে কোন বাধা নাই। অতএব 'চোদনা হি ভূতং ভবন্তং' এই শাবর ভাষ্যগ্রন্থের নিবন্ধনকার প্রভাকর যে, ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাহা অসমঞ্জস, অর্থাৎ সমীচীন নহে।

তাঁহার ব্যাখ্যাটী এই "যদি—বেদার্থ মাত্রই কার্যরূপ হয়, তবে মন্ত্র, অর্থবাদ, উপনিষৎ প্রভৃতি ভূতার্থ প্রতিপাদক বেদভাগ প্রমাণ হইল কিরূপে? এরূপ আশঙ্কায় নিবন্ধনকার "চোদনা হি ভূতং ভবন্তং" ইত্যাদি শাবর ভাষ্যের অবতারণা করিয়া তাহার এইরূপ

ইত্যসমঞ্জসমেতৎ। যদি কার্যরূপ এব বেদার্থঃ কথং তর্হি মন্ত্রার্থবাদাঃ সোপনিষৎকাঃ। যস্মাদ্ভূতাদিকমর্থং চোদনৈবগময়তি। তথং? কার্য্যমর্থমেবমবগময়ন্তী ভূতাদিকমপি গময়তি।'

বিধিবিবেক, ২৭৮-৭৯ পৃঃ।

ব্রহ্মসিদ্ধির নিয়োগকাণ্ডেও (৭৪ পৃঃ) আচার্য্য মণ্ডন "যদি কার্য্যরূপো বেদার্থঃ" ইত্যাদি প্রভাকর গ্রন্থের অবতারণা করিয়াছেন। ন্যায়কণিকায় আচার্য্য বাচস্পতি মিশ্র 'এতৎ' সর্ব্বনামের দ্বারা প্রভাকরের এই গ্রন্থই পরামৃষ্ট হইয়াছে বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। এই একই বাক্য মণ্ডনের দুইখানি গ্রন্থে অবিকল উদ্ধৃত হওয়ায় মনে হয় প্রভাকরের অন্য একখানি ব্যাখ্যা গ্রন্থ ছিল, সেই গ্রন্থেরই ঐ বাক্য আচার্য্য মণ্ডন উভয় স্থলেই অবিকল উদ্ধৃত করিয়াছেন।

অর্থ করিয়াছেন যে, ভূতাদিরূপ অর্থও চোদনাই প্রতিপাদন করিয়া থাকে। যদি ভূতাদি অর্থও চোদনা প্রতিপাদন করে, তবে বেদার্থমাত্র আর কার্যরূপ হইল না। আর ভূতবস্তু প্রতিপাদন করিলে ভূতবস্তু প্রমাণান্তরের বিষয় হয় বলিয়া বেদের অনপেক্ষত্ব লক্ষণ প্রামাণ্যও থাকিল না—এইরূপ আশঙ্কা করিয়া নিবন্ধনকার উত্তর করিতেছেন—'চোদনা কার্য্যরূপ অর্থের অবগতি করাইয়া ভূতাদি অর্থেরও অবগতি করাইয়া থাকে।' শব্দ দুই প্রকার—কার্য্যাভিধায়ী লিঙ্ প্রভৃতি এবং ভূতাদি প্রতিপাদক লঙ্ আদি। লিঙ্ আদি প্রত্যয় কার্য্যাভিধায়ী বলিয়া কার্য্যপর আর লঙ্ আদি প্রত্যয় ভূতাদির অভিধায়ক হইলেও কার্য্যান্বিত ভূতাদির প্রতিপাদন করে বলিয়া পরম্পরারূপে কার্য্যপর। সুতরাং ভূতাদির অভিধায়ক লঙাদিরও কার্য্য অর্থে তাৎপর্য্য আছে বলিয়া কার্য্যার্থত্ব সিদ্ধ হয়। অতএব ভূতাদির অভিধায়ক লঙ্ আদিরও অনপেক্ষত্ব থাকে। যদি লঙ্ আদি কার্য্যের সহিত অসম্বন্ধ শুদ্ধ ভূতবস্তুমাত্রকে প্রতিপাদন করিত, তাহা হইলে প্রমাণান্তর সিদ্ধ ভূতবস্তুর প্রতিপাদক বলিয়া সাপেক্ষ হইয়া পড়িত। তাহা হইলে আর তাহাতে নিরপেক্ষত্বরূপ প্রামাণ্য থাকিতে পারিত না।

"কার্য্যান্তর রহিত হইয়াও বেদ ভূতাদি বস্তুর প্রতিপাদক হইতে পারে, এজন্য বেদার্থ মাত্রই কার্যরূপ ইত্যাদি বলা অসমঞ্জস।" বিধিবিবেক গ্রন্থে আচার্য্য মণ্ডন ইহাই মাত্র বলিয়াছেন। কিন্তু এই বিধিবিবেকের টীকা ন্যায়কণিকাতে আচার্য্য বাচস্পতি বলিয়াছেন যে— "চোদনা হি ভূতং ভবন্তং" ইত্যাদি শাবর ভাষ্যের নিবন্ধনকার প্রদর্শিত ব্যাখ্যা অসমঞ্জস ; এই জন্যই আচার্য্য মণ্ডন "অসমঞ্জস মেতৎ" বলিয়াছেন। 'এতৎ' এই সর্ব্বনাম পদ দ্বারা নিবন্ধনকারের ব্যাখ্যাকে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। নিবন্ধনকারের শাবরভাষ্যের ব্যাখ্যাটী এইরূপ—যদি কার্যরূপই বেদার্থ হয় তবে ভূতার্থ প্রতিপাদক

ধ্যান নামে অভিহিত হয়। এই ধ্যানকেই এ স্থলে চিন্তা বলা হইয়াছে। এই চিন্তা বা ধ্যান ফলস্বরূপ নহে। কিন্তু আত্মতত্ত্ব সাক্ষাৎকাররূপ ফলের সাধন। আর ফলের সাধন বলিয়া তাহাতে বিধি হইতে পারে।"

প্রভাকর-সম্প্রদায়ের এইরূপ শঙ্কার উত্তরে আচার্য্য মণ্ডন বলিতেছেন, জ্ঞানবিধিতাৎপর্য্যক বাক্য হইতে জ্ঞেয় স্বরূপের সিদ্ধি হয় না ইহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। সুতরাং চিন্তারূপ প্রতিপত্তিতে বিধি স্বীকার করিলে চিন্তনীয় বস্তুর প্রকৃত স্বরূপ, এই বিধি প্রমাণদ্বারা সিদ্ধ হইবে না, কারণ চিন্তনীয় বস্তুর আরোপ দ্বারাও চিন্তা সিদ্ধ হয় বলিয়া চিন্তনীয় বিষয়টী প্রমাণসিদ্ধ হইবে না, প্রাভাকরের এই মতের বিশেষ দোষ এই যে—চিন্তা, চিন্তনীয় বস্তুর, ধ্যান ধ্যেয় বস্তুর প্রত্যক্ষের জনক হইয়া থাকে, ইহা অন্বয় ব্যতিরেক সিদ্ধ বলিয়া প্রাপ্তবিষয়ে অপ্রাপ্তের প্রাপক বিধি হইতে পারে না। এই প্রাভাকরমতের খণ্ডনের উপসংহারে আচার্য্য মণ্ডন বলিতেছেন, নিরস্তভেদপ্রপঞ্চ আত্মতত্ত্ব, বিধিনিরপেক্ষ উপনিষদ্বাক্য দ্বারাই প্রতীত হইয়া থাকে। এইরূপে প্রতিপত্তিবিধিপ্রযুক্ত প্রত্যেতব্য বস্তুর সিদ্ধি হইতে পারে না, সুতরাং ব্রহ্মের প্রতিপত্তিবিধিপ্রযুক্ত উপনিষদ্বাক্য প্রত্যেতব্য ব্রহ্মের প্রতিপাদন করে নাই। কিন্তু বিধিনিরপেক্ষ উপনিষদ্বাক্যই নিষ্প্রপঞ্চ ব্রহ্মের বা আত্মার প্রতিপাদক হইয়া থাকে।

প্রভাকরের মত স্বীকার করিয়াই আবার আচার্য্য মণ্ডন বলিয়াছেন —অলংবা গুরুভি র্বিবাদেন',[৩০] গুরুগণের অর্থাৎ প্রভাকরমতাসারিগণের সহিত বিবাদের আবশ্যকতা নাই। অর্থাৎ প্রতিপত্তিবিধি-প্রযুক্ত

---

৩০ উপনিষদাত্মতত্ত্বস্ত অনপেক্ষবিধ্যন্তরাদ্বাক্যাৎ প্রতীয়তে অলং বা গুরুভির্ব্বিবাদেন।

বিধিবিবেক, ২৮১ পৃঃ।

যদি প্রত্যেতব্য বস্তুও ঐ বিধি দ্বারাই সিদ্ধ হয় হউক তাহাতে আমাদের আপত্তি নাই।

ব্রহ্মপতিপত্তি যদি বিধায়ক বেদান্তবাক্য দ্বারা বিহিত হয় তবে সেই বিধায়ক বেদান্তবাক্য প্রতিপত্তব্য নিষ্প্রপঞ্চ ব্রহ্মে প্রমাণ হইতে পারিবে না। নিষ্প্রপঞ্চ ব্রহ্ম বেদান্তবাক্যরূপ প্রমাণ ভিন্ন অন্য প্রমাণের দ্বারা যে সিদ্ধ হইতে পারে না তাহা সর্ব্বসম্মত; যদি বেদান্তবাক্য দ্বারাও নিষ্প্রপঞ্চ ব্রহ্মের সিদ্ধি না হয়, তবে ব্রহ্মের সিদ্ধিই হইল না ইহাই বলিতে হইবে। সুতরাং নিষ্প্রপঞ্চ ব্রহ্মে বেদান্তবাক্যসমূহ প্রমাণ নহে, ইহাই ব্রহ্মপ্রতিপত্তিবিধিবাদীর মতের সার কথা বুঝিতে হইবে। মণ্ডনমিশ্র ব্রহ্মসিদ্ধির প্রারম্ভেও এই কথাই বলিয়াছেন যে—"কেহ কেহ ব্রহ্মপ্রতিপত্তির কর্ত্তব্যতা প্রতিপাদন ছলে ব্রহ্মে বেদান্তবাক্যের প্রমাণ্যই নাই বলিয়াই প্রতিপাদন করে।"[৩১]

প্রতিপত্তিবিধিবাদিগণের বিরুদ্ধে অদ্বৈত বেদান্তিগণের বিশেষ বক্তব্য এই যে—"এবম্ভূত আত্মা প্রতিপত্তব্যঃ", এইরূপ প্রতিপত্তি বিধি দ্বারা আত্মাও অবশ্যই এবম্ভূত ইহা সিদ্ধ হয় না, কারণ যে বস্তু যেরূপ নহে তাহাকে সেইরূপে জানিতে পারা যায়। আত্মাকে "বিজর বিমৃত্যু জানিবে" এইরূপ বিধি দ্বারা আত্মার বিজররূপ সিদ্ধ না-ও হইতে পারে, যাহা জরা-মৃত্যুযুক্ত তাহাকেও বিজর-বিমৃত্যুরূপে জানিতে আপত্তি কি? অতদ্‌রূপ বস্তুতে তদ্‌রূপের অধ্যারোপ দ্বারাও বস্তুর জ্ঞান করিবার কথা শ্রুতিতেও বহুস্থানে বলা হইয়াছে। যেমন "মনো ব্রহ্মত্যুপাসীত", "আদিত্যা ব্রহ্মেত্যাদেশ", "বাচং ধেনুমুপাসীত", "যোষা বাব গৌতমাগ্নিঃ" ইত্যাদি বহুশ্রুতি বাক্যেই যে বস্তু যেরূপ নহে তাহাকে সেইরূপে জানিবার কথা

৩১ অন্যে তু প্রতিপত্তিকর্ত্তব্যতাব্যাজেন অপ্রামাণ্যমেবাহুঃ।
ব্রহ্মসিদ্ধি, ১ম পৃষ্ঠা।

বলা হইয়াছে। সুতরাং বিজর-বিমৃত্যুরূপে ব্রহ্মকে জানিবার কথা শ্রুতি বলিলেই যে অবশ্যই ব্রহ্মও বিজর-বিমৃত্যু বলিয়া সিদ্ধ হইবে তাহা বলা যায় না, অন্য বস্তুতে অন্যের ধর্ম্মের আরোপ দ্বারাও জ্ঞান করা যাইতে পারে।

এতদুত্তরে প্রতিপত্তিবিধিবাদীদিগের বিশেষ বক্তব্য, মণ্ডনমিশ্র ব্রহ্মসিদ্ধিতে বলিয়াছেন; ব্রহ্মসিদ্ধি গ্রন্থের নিয়োগকাণ্ড প্রতিপত্তি-বিধিবাদিগণের মতের সমালোচনাতেই পরিপূর্ণ। ব্রহ্মসিদ্ধি গ্রন্থের চারিটি কাণ্ডের মধ্যে এই নিয়োগকাণ্ডই সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ। ব্রহ্মসিদ্ধি গ্রন্থ আলোচনা করিলে ইহাই প্রতীত হয় যে, প্রতিপত্তিবিধিবাদিগণের মতখণ্ডনের জন্যই যেন ব্রহ্মসিদ্ধি গ্রন্থখানি লিখিত হইয়াছে 'বিধি-বিবেক' গ্রন্থেও এই মতের প্রচুর সমালোচনা করা হইয়াছে। ইহাতে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে এই প্রতিপত্তিবিধিবাদ একসময় অতি প্রবল ছিল; মাত্র জৈমিনির সিদ্ধান্ত অবলম্বন করিয়াই ইঁহারা ব্রহ্মাদ্বৈতবাদ সমর্থন করিতে প্রয়াসী হইয়াছিলেন।

যাহা হউক অদ্বৈতবাদিগণের প্রদর্শিত আপত্তির উত্তরে প্রতিপত্তি-বিধিবাদিগণ বলিয়াছেন যে[৩২]—ব্রহ্মপ্রতিপত্তিতে বিধি আছে বলিয়া ব্রহ্মের সিদ্ধি হইবে না, ইহা বড়ই আশ্চর্য্য কথা; অন্য বস্তুকে

---

৩২ নন্থ নো বিপরীতার্থা ধীঃ প্রতীতিবিরোধতঃ।
অনাশ্বাসাচ্চ রজতপ্রত্যয়ো রজতে স্মৃতিঃ॥

ব্রহ্মসিদ্ধি, নিয়োগকাণ্ড, ১৩৬ পৃঃ

ন খলু অন্যদন্যথা প্রতীয়তে ইতি যুক্তম্ প্রতীতিবিরোধাৎ কথমন্যস্মিন্ ভাসমানে অন্যো বিষয়ঃ? অনাশ্বাসাচ্চ বিষয়ব্যাভিচারিণি জ্ঞানে ন ততো বিষয়নিশ্চয়ঃ স্যাৎ।

ব্রহ্মসিদ্ধি, ১৩৬ পৃঃ।

কিং তর্হি ইদং শুক্তিসন্নিকৃষ্টে চক্ষুষি রজতমিতি? স্মৃতিঃ সামান্য গ্রহণাৎ। ভ্রান্তিস্তর্হিকথং প্রত্যক্ষস্মর্য্যমানয়োবিবেকাগ্রহণাৎ···তস্মাৎ স্মরামীতি বিবেকশূন্যা রজতস্মৃতিরেখা।

ব্রহ্মসিদ্ধি, ১৩৭ পৃঃ।

অন্যরূপেও জানা যায় ইহা কোনও মতেই হইতে পারে না, অন্য ধর্ম্মের সমারোপ দ্বারা অন্য বস্তুর জ্ঞান হইতেই পারে না। অন্য বস্তুকে অনুরূপে গ্রহণ করিলে তাহা জ্ঞানই হইতে পারে না। জ্ঞান কখনও বিপরীতার্থক হয় না, জ্ঞান-মাত্রই যথার্থ। এজন্য এই প্রতিপত্তিবিধিবাদিগণ অখ্যাতিবাদী বলিয়া প্রসিদ্ধ। এই অখ্যাতিবাদ প্রভাকর (মাদ্রাজ ইউনিভার্সিটী মুদ্রিত বৃহতী গ্রন্থের ৬৫ পৃষ্ঠাতে ১-১-৫ অধিকরণে) বিশদভাবে প্রদর্শন করিয়াছেন, এবং শালিকনাথও বৃহতীর টীকা পঞ্চিকাতে বিস্তৃতভাবে এই অখ্যাতিবাদ দেখাইয়াছেন। প্রকরণপঞ্চিকাতে শালিকনাথ এই অখ্যাতিবাদ অতি বিস্তৃতভাবে প্রদর্শন করিয়াছেন।

সুতরাং "আত্মা এবংরূপো জ্ঞাতব্যঃ", আত্মাকে এইরূপ জানিবে বলিলে আত্মার এবংরূপতা অবশ্যই সিদ্ধ হইবে ইহাতে কোনই সন্দেহ নাই। যাঁহারা অতথাবস্তুতে তথাভাবের সমারোপ স্বীকার করেন তাঁহাদের মতে জ্ঞানবিধি দ্বারা জ্ঞেয়বস্তুর সিদ্ধি না-ও হইতে পারে কিন্তু সিদ্ধান্ত এই যে, জ্ঞান কখনই বিষয়ব্যভিচারী হইতে পারে না। সুতরাং জ্ঞানবিধিবাক্যের জ্ঞেয় স্বরূপে তাৎপর্য্য না থাকিলেও জ্ঞানেরও মহিমাপ্রযুক্তই জ্ঞেয় বস্তুর স্বরূপ সিদ্ধ হইবে। যে বস্তু যদ্‌রূপ নহে তাহা তদ্‌রূপে কখনও জ্ঞানের বিষয় হইতে পারে না; বিষয় ব্যতিরেকেও যদি জ্ঞান হইতে পারে তবে লোক-ব্যবহার উচ্ছিন্ন হইয়া যাইবে। জ্ঞানে বস্তু ভাসমান হইলেও জ্ঞানের আলম্বন অন্য; যেমন জ্ঞানে রজত ভাসমান হইলেও সেই জ্ঞানের আলম্বন শুক্তি ইহা প্রতীতি বিরুদ্ধ; যে বস্তু জ্ঞানে ভাসমান হয় তাহাই সেই জ্ঞানের বিষয় বা আলম্বন; জ্ঞানে যাহা ভাসমান হয় নাই তাহা সেই জ্ঞানের আলম্বন বা বিষয় বলিলে স্বানুভববিরোধই হইবে।

আরও কথা এই যে বিষয়ের ব্যবহারের জন্যই বিষয়ের জ্ঞানের

আবশ্যকতা ; বিষয় না থাকিয়াও জ্ঞান হইলে জ্ঞানের প্রতি আর বিশ্বাস থাকিবে না, জ্ঞানদ্বারা বিষয়ের ব্যবহার সম্পন্ন হইতে পারিবে না। ব্রহ্মসিদ্ধি গ্রন্থে এইরূপে অখ্যাতিবাদ দেখাইয়া পরে তাহার খণ্ডন করিয়াছেন ও ভ্রমজ্ঞান সমর্থন করিবার জন্য অন্যথা-খ্যাতিবাদ দেখাইয়াছেন। ব্রহ্মসিদ্ধি, ১৩৬ পৃঃ হইতে নিয়োগ-কাণ্ডের সমাপ্তি পর্য্যন্ত এই অখ্যাতিবাদের আলোচনাতেই পরিপূর্ণ। এই অখ্যাতিবাদ যে প্রভাকরমতসিদ্ধ তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। এস্থলে লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে আচার্য্য মণ্ডন অদ্বৈতবাদী হইয়াও অন্যথাখ্যাতি স্বীকার করিয়াছেন, অনির্ব্বচনীয় খ্যাতি স্বীকার করেন নাই। ইহাতে কি এই দুইটি খ্যাতির ভেদ নাই ইহাই বুঝিতে হইবে ? এ কথার আলোচনা পরে করিব।

এই প্রতিপত্তিবিধিবাদী মহামীমাংসক প্রভাকর ইঁহার মত খণ্ডনের জন্যই আচার্য্য শঙ্কর, আচার্য্য মণ্ডন ও আচার্য্য পদ্মপাদ প্রভৃতি বহু প্রয়াস করিয়াছেন। এই মীমাংসকাচার্য্য ব্রহ্মাত্মৈক্য স্বীকার করেন, অদ্বৈতবাদ মানেন, প্রকারান্তরে যেন অবিদ্যাও মানিতে চান, এ কথা আমরা ব্রহ্মসিদ্ধি গ্রন্থের আলোচনাতে জানিতে পারি (ব্রহ্মসিদ্ধি, ১৪৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। কিন্তু তাহা হইলেও অদ্বৈত-বেদান্তিগণের সহিত একমত নহেন। এই অদ্বৈত-বাদী মহামীমাংসক প্রভাকরকেই ভামতীকার আচার্য্যদেশীয় বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কল্পতরুকার অমলানন্দও[৩৩] এই প্রতিপত্তি-বিধিবাদীর মতে যে আপাতদৃষ্টিতে ব্রহ্মাত্মৈক্য সিদ্ধ হয় তাহা "অত্রাপরে প্রত্যবতিষ্ঠন্তে" এই পূর্ব্বপক্ষের সার সঙ্কলনে বলিয়াছেন। পূর্ব্বপক্ষরূপেই হউক আর সিদ্ধান্তরূপেই হউক প্রভাকরের দৃষ্টিতে

---

৩৩ অয়ন্তু সন্তু বেদান্তা মানং ব্রহ্মাত্ম বস্তুনি।
কিন্তু জ্ঞানবিধি দ্বারেত্যেষ ভেদ প্রতীয়তাম্॥

ব্র, সূ, ১-১-৪।

যে ব্রহ্মাত্মৈক্যবাদে অদ্বৈতবাদ আছে, তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। মণ্ডন মিশ্র উত্তরমীমাংসানুসারে অদ্বৈতবাদ সমর্থন করিয়াছেন, প্রভাকর পূর্ব্বমীমাংসার সাহায্যেই অদ্বৈতবাদ সমর্থন করিয়াছেন— ইহাই মাত্র প্রভেদ। পূর্ব্বমীমাংসানুসারে ব্রহ্মাত্মৈক্য সিদ্ধ হইতে পারে না, ইহাই দেখাইবার জন্য অদ্বৈতবেদান্তিগণ প্রভাকরের বিরোধ করিরাছেন।

ভট্টপাদ কুমারিল প্রণীত শ্লোক-বার্ত্তিকের টীকাকার মৈথিল মহামতি সুচরিত মিশ্র তাঁহার সুপ্রসিদ্ধ কাশিকা টীকাতেও প্রদর্শিত প্রভাকর মতের উল্লেখ করিয়াছেন। চোদনা সূত্রের[৩৪] ভাষ্যে আচার্য্য শবর স্বামী[৩৫] "চোদনা হি ভূতং ভবন্তং" ইত্যাদি বলিয়াছেন। ভট্টপাদ ও প্রভাকর উভয়েই উক্ত ভাষ্যের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। প্রদর্শিত ভাষ্যের ভট্টপাদসম্মত, ব্যাখ্যাই সঙ্গত ইহাই প্রতিপাদন করিবার জন্য সুচরিত মিশ্র উক্ত ভাষ্যের প্রভাকরসম্মত ব্যাখ্যা প্রদর্শন করিয়াছেন ও তাহার খণ্ডন করিয়াছেন।

সুচরিত মিশ্র প্রদর্শিত প্রভাকরের ব্যাখ্যাটি এই[৩৬] "যাঁহারা চোদনা হি ভূতং" এই ভাষ্যের এইরূপ ব্যাখ্যা করেন যে—বেদ-বাক্য কার্য্যরূপ অর্থের প্রতিপাদক হইলেও ভূতাদিরূপ অর্থেরও

---

৩৪ চোদনালক্ষণোঽর্থোধর্ম্মঃ।

জৈ, সূ, ১-১-২।

৩৫ চোদনাহি ভূতং ভবন্তং ভবিষ্যন্তং সূক্ষ্মং ব্যবহিতং বিপ্রকৃষ্ট-নিত্যেবঞ্জাতীয়ক মর্থং শক্লোত্যবগময়িতুম্।

জৈ, সূ, ১-১-২—শাবর ভাষ্য।

৩৬ যস্তু প্রস্থ অয়মর্থোবর্ণ্যতে চোদনাহি ভূতাদিকং গময়তি ন তু প্রতিপাদয়তি। যদি ভূতাদিকং গময়তি কথং ন প্রতিপাদয়তি নহি গমকত্বাদন্যৎ প্রতিপাদকত্বম্। অথ কার্য্যপরত্বমনেন প্রকারেণ বর্ণ্যতে, সর্ব্বং হি পদজাতং কার্য্যপরং ন ভূতাদিস্বরূপে প্রমাণম্।

কাশিকা টীকা, ৭০ পৃঃ (ত্রিবেন্দ্রম্ সংস্কৃত সিরিজ)।

অবগমন করাইয়া থাকে। বেদবাক্য ভূতাদি অর্থের প্রতিপাদক নহে কিন্তু ভূতাদি অর্থের অবগমক। কার্য্যরূপ অর্থেই বেদের তাৎপর্য্য, ভূতাদি বস্তুতে বেদের তাৎপর্য্য নাই। যে বাক্যের যাহাতে তাৎপর্য্য নাই, সেই বাক্য তাহার প্রতিপাদক হইতে পারে না। বাক্য তাৎপর্য্যবিষয়ভূত অর্থেরই প্রতিপাদক হইয়া থাকে, বেদের কার্য্যরূপ অর্থেই তাৎপর্য্য; সুতরাং বেদ কার্য্যরূপ অর্থেরই প্রতিপাদক হইয়া থাকে, ভূতাদি বস্তুতে বেদের তাৎপর্য্য নাই। এজন্য বেদ ভূতাদি বস্তুর প্রতিপাদক নহে। বেদ ভূতাদি বস্তুর প্রতিপাদক না হইলেও ভূতাদি বস্তুর অবগমক হইতে পারে, তাৎপর্য্য না থাকিলেও অবগমক হইতে বাধা নাই। বাক্যের যাহাতে তাৎপর্য্য আছে তাহাতেই বাক্য প্রমাণ হইবে। তাৎপর্য্যবিষয়ীভূত অর্থেই বাক্য প্রমাণ, তাৎপর্য্যের অবিষয়ে বাক্য প্রমাণ নহে। বেদবাক্য ভূতাদি বস্তুর অবগমক হইলেও বেদবাক্য ভূতাদি বস্তুতে প্রমাণ নহে।" বেদবাক্য[৩৭] যদি ভূতাদি বস্তুর প্রতিপাদকই না হইল তবে উপনিষৎ-বাক্যসমূহ হইতে "অনাদি অনন্ত বিজ্ঞানানন্দস্বরূপ ব্রহ্মের" সিদ্ধি হইবে কিরূপে? কোন্ কার্য্যরূপ অর্থে উপনিষৎ বাক্যসমূহের প্রামাণ্য হইবে?

এতদুত্তরে কার্য্যার্থতাবাদী প্রভাকর বলেন যে উপনিষৎবাক্যসমুহের তাদৃশব্রহ্মের প্রতিপত্তির কর্ত্তব্যতাতেই তাৎপর্য্য বুঝিতে হইবে।

---

৩৭ কথং অনাদ্যনন্তং বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম উপনিষদ্‌ভ্যঃ সেৎস্যতি। কস্মিংশ্চ কার্য্যার্থে প্রামাণ্যমুপনিষদাম্? ননু তাসামপি প্রতিপত্তিকর্ত্তব্যতা-পরত্বমেব। অস্তি চ জ্ঞানবিধানম্ আত্মা জ্ঞাতব্য ইতি। তদয়মর্থো ভবতি বিজ্ঞানমানন্দ মাত্মানং জানীয়াদিতি। নন্বেবং অস্বরূপ পরাচ্ছব্দাৎ কথমাত্ম-রূপসিদ্ধিঃ? নহি অন্যপরঃ শব্দোঽর্থান্তরে প্রমাণং প্রত্যুত বিপরীতমপি সম্ভাব্যেত অতদ্রূপ এব হি তদ্রূপজ্ঞানকর্ত্তব্যতা বচনং লোকে দৃশ্যতে। যথা অপিতর্য্যেব পিতরং জানীয়াদিতি।

কাশিকা, ৭০।৭১ পৃঃ (ত্রিবেন্দ্রম্ সিরিজ)।

উপনিষদে তাদৃশ ব্রহ্মের জ্ঞানবিষয়ক "আত্মা জ্ঞাতব্য" ইত্যাদি বিধিবাক্য আছে। এই জ্ঞানবিষয়ক বিধিবাক্যের অর্থ এই যে বিজ্ঞানানন্দস্বরূপ আত্মাকে জানিবে। এরূপ বলায় আপত্তি এই যে উপনিষদ্বাক্যের তাদৃশ আত্মস্বরূপে তাৎপর্য্যই নাই বলিয়া তাদৃশ আত্মস্বরূপ উপনিষদ্বাক্য দ্বারা সিদ্ধ হইবে কেন? অতাৎপর্য্য বিষয়ে শব্দ প্রমাণ নহে। অন্যতাৎপর্য্যক বাক্য অন্য অর্থে প্রমাণ হইতে পারে না। প্রত্যুত বিপরীতই হইবার সম্ভাবনা থাকে। যে বস্তু যেরূপ নহে তাহাকে সেইরূপে জানিবার জন্য উপদেশ লোকব্যবহারেও দেখা যায়। যেমন অপিতাকেও পিতা বলিয়া জানিবার জন্য লোকে উপদেশ করিয়া থাকে। সুমিত্রা লক্ষ্মণকে যেমন 'রামং দশরথং বিদ্ধি' বলিয়া উপদেশ করিয়াছিলেন। কেবল লোকব্যবহারেই নহে[১] বেদেও এইরূপ উপদেশ দেখা যায়, যে বস্তু যাহা নহে তাহাকে সেই বস্তু বলিয়া জানিবার উপদেশ করা হইয়াছে; যেমন ওঙ্কারকে উদ্গীথরূপে উপাসনা করিতে বলা হইয়াছে। ওঙ্কার উদ্গীথ নহে অথচ ওঙ্কারকেই উদ্গীথ বলিয়া চিন্তা করিতে উপদেশ করা হইয়াছে। "ওমিত্যেতদক্ষরমুদ্গীথমুপাসীত ইতি"। এস্থলে প্রভাকরমতানুসারিগণ বলেন যে উপনিষদ্বাক্য-সমূহের বিধিতেই তাৎপর্য্য আছে বলিয়া তাদৃশ আত্মস্বরূপ, উপনিষদ্বিধিবাক্য হইতে সিদ্ধ হইতে না পারিলেও

---

১ বেদে চ অনুদ্গীথ এব ওঙ্কারোদ্গীথোপাসনাবিধানম্, ওমিত্যেতদক্ষরমুদ্গীথমুপাসীত ইতি। স্যাদেতৎ প্রমাণান্তরাদেব আত্মস্বরূপসিদ্ধিরিতি। কেষাং প্রমাণান্তরাৎ। সংসারিণোহি ন তাবৎ কার্য্যকরণসঙ্ঘাতাতিরিক্তং সচ্চিদানন্দং ব্রহ্মাপরোক্ষমীক্ষন্তে। তেহি দেহমেবাত্মানং মন্যমানাঃ দুঃখিনমনিত্যং জড়ঞ্চ পুরুষং জানন্তি। যে পুনরপবর্ত্তিতনিখিলানাদ্যবিদ্যানুবন্ধোপদর্শিতশরীরেন্দ্রিয়প্রপঞ্চাঃ সমুৎখাতসকলমিতি মাতৃমেয়মানবিভাগম্ অপরিস্পন্দমানন্দং ফলভূতং ব্রহ্মাধিরূঢ়াঃ তে কিং কেন পশ্যেয়ুঃ। অতো ন কথঞ্চিদাত্মস্বরূপং সিধ্যেৎ। তস্মাদুপপত্তিতো গ্রন্থতশ্চ ন কার্য্যার্থতা প্রতিজ্ঞাতুং শক্যতে।

কাশিকা, ১১ পৃঃ (ত্রিবেন্দ্রম্ সিরিজ)।

প্রমাণান্তর দ্বারা তাদৃশ আত্মস্বরূপের সিদ্ধি হইতে পারিবে। এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে—প্রমাণান্তর দ্বারা কোন্ প্রমাতার তাদৃশ আত্মস্বরূপের সিদ্ধি হইবে? প্রমাতা কি বদ্ধ পুরুষ অথবা মুক্ত পুরুষ হইবেন? বদ্ধ পুরুষের প্রমাণান্তর দ্বারা তাদৃশ আত্মার সিদ্ধি হইতে পারে না। যেহেতু সংসারবদ্ধ জীব, শরীর ইন্দ্রিয়াদি সঙ্ঘাত ব্যতিরিক্ত সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মস্বরূপের সাক্ষাৎকার করিতে পারে না। বদ্ধজীব দেহকেই আত্মা বলিয়া জানে। এজন্য তাহাদের নিকটে আত্মা দুঃখী, অনিত্য, জড় বলিয়াই প্রতিভাত হয়।

আর যাঁহারা মুক্তপুরুষ তাঁহারাও প্রমাণান্তর দ্বারা তাদৃশ আত্মাকে জানিতে পারেন না; কারণ মুক্তপুরুষ স্বরূপপ্রতিষ্ঠ। তাঁহাদের অনাদি অবিদ্যা প্রযুক্ত প্রদর্শিত শরীর-ইন্দ্রিয়াদি নিখিল প্রপঞ্চ চিরনিবৃত্ত হইয়াছে। এজন্য তাঁহারা প্রমিতি, প্রমাতা, প্রমেয়, প্রমাণ বিভাগ বিবর্জ্জিত সুনিশ্চল আনন্দরূপ ফলীভূত ব্রহ্মভাবে স্থিত রহিয়াছেন। এই অবস্থায় দ্বিতীয় বস্তু না থাকায় মুক্তপুরুষ প্রমাণান্তর দ্বারা তাদৃশ ব্রহ্ম জানিতে পারেন না। সুতরাং জ্ঞানে বিধি স্বীকার করিলে সেই জ্ঞানের জ্ঞেয় তাদৃশ আত্মতত্ত্বের সিদ্ধি হইতে পারে না। অতএব যুক্তি দ্বারা কিংবা শাস্ত্রস্বরূপের আলোচনা দ্বারা সমস্ত বেদ কার্যার্থ—ইহা সিদ্ধ হইতে পারে না। সুতরাং শাবর ভাষ্যের প্রভাকর প্রদর্শিত অর্থও সঙ্গত হয় না। এজন্য ভট্টপাদসম্মত অর্থই গ্রহণ করিতে হইবে।

এস্থলে বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে মহামতি সুচরিত মিশ্র, শাবরভাষ্যের প্রভাকরসম্মত ব্যাখ্যাটি অনুপাদেয় বলিলেন কেন? ঔপনিষদব্রহ্মাত্মৈক্য সিদ্ধ হয় না বলিয়াই প্রভাকরের ব্যাখ্যা অনুপাদেয়, ইহাই সুচরিত মিশ্রের কথার মর্ম্ম। শাবরভাষ্যের ভট্টপাদের সম্মত ব্যাখ্যানুসারে ঔপনিষদ্ব্রহ্মাত্মৈক্য সিদ্ধ হয় ইহা অন্ততঃ সুচরিত মিশ্র স্বীকার করেন। উভয় মতেই ব্রহ্মাত্মৈক্য অসিদ্ধ হইলে একটি ব্যাখ্যা উপাদেয় অপরটি অনুপাদেয় ইহা বলা

যায় না। এস্থলে সুচরিত মিশ্র[১] নূতন যুক্তির অবতারণা করিয়া প্রভাকরের ব্যাখ্যার খণ্ডনে প্রয়াসী হইয়াছেন। মণ্ডন মিশ্র প্রভৃতি এ জাতীয় কথা বলেন নাই। যদিও সুচরিত মিশ্র বলিয়াছেন যে প্রভাকরসম্মত ব্যাখ্যা দ্বারা নিষ্প্রপঞ্চ ব্রহ্মের সিদ্ধি হইতে পারে না তথাপি প্রভাকর তাহা স্বীকার করেন নাই। নতুবা প্রভাকর যদি এরূপ বলিতেন যে আমরা তাদৃশ ব্রহ্মতত্ত্বই মানি না তবেই ত সমস্ত কথা মিটিয়া যাইত। কিন্তু প্রভাকর তাহা বলেন নাই। এস্থলে ইহাই বিবেচ্য যে ভট্ট ও প্রভাকর অদ্বৈতবেদান্তিসম্মত ঔপনিষদাত্মতত্ত্ব স্বীকার করেন কি না? যদি স্বীকার না করিতেন তবে প্রদর্শিত মীমাংসকগণের সমস্ত বিচারই নিষ্ফল হইত; এ জাতীয় কথা উঠিতেই পারিত না। এক কথায় উত্তর হইত—আমরা এতাদৃশ আত্মতত্ত্ব মানি না। কি পূর্ব্বপক্ষ কি সিদ্ধান্ত কোনও স্থলেই সপ্রপঞ্চ আত্মতত্ত্ব স্বীকারের কথা বলা হয় নাই।

অবশ্য এরূপও একটি মীমাংসক সম্প্রদায় আছেন যাঁহারা অদ্বৈত-জ্ঞান মানেন কিন্তু অদ্বৈততত্ত্ব মানেন না। যে বস্তু নাই তাহার জ্ঞান এমন কি সাক্ষাৎকার হইতেও বাধা নাই। অদ্বৈত সাক্ষাৎকার

---

১ সুচরিত মিশ্র প্রণীত কাশিকা টীকা অতি উপাদেয় গ্রন্থ। এই টীকার সাহায্যে বার্ত্তিকের অভিপ্রায় যেরূপ বিশদভাবে বুঝিতে পারা যায় সেরূপ অন্য টীকার সাহায্যে বুঝিতে পারা যায় না। এই টীকার ভাষাটি অতি চমৎকার, বার বার পড়িতে ইচ্ছা হয়। ঐতিহাসিকগণ বলেন সুচরিত মিশ্র একাদশ শতাব্দীতে বর্ত্তমান ছিলেন। এই টীকাতে ভট্টমতের বহু গূঢ় তাৎপর্য্য জানিতে পারা যায়। ভট্টমতে মোক্ষদশাতে নিত্যসুখ সাক্ষাৎকার স্বীকার করা হয়, বহু প্রাচীন গ্রন্থে এই কথার উল্লেখ পাওয়া যায়। প্রসিদ্ধ কিরণাবলী গ্রন্থে আচার্য্য উদয়ন বলিয়াছেন যে ভট্টমতে মোক্ষে নিত্যসুখ সাক্ষাৎকার স্বীকার করা হয়। সুচরিত মিশ্র কাশিকা টীকাতে এই নিত্যসুখ সাক্ষাৎকার পক্ষের সমর্থন করিয়াছেন। পার্থসারথি মিশ্র শাস্ত্রদীপিকাতে এই মতের খণ্ডন করিয়া বৈশেষিকসম্মত মোক্ষেই স্বীয় সম্মতি প্রকাশ করিয়াছেন।

হইলেও অদ্বৈততত্ত্ব সিদ্ধ হইবে না। আমরা পরে এই মতেরও পরিচয় প্রদান করিব।

বিধিবিবেক ও ব্রহ্মসিদ্ধি গ্রন্থ হইতে প্রতিপত্তিবিধিবাদী মীমাংসকগণের অভিপ্রায় দেখান হইয়াছে। এই মীমাংসকগণের সিদ্ধান্ত কিরূপ ছিল তাহারও কিঞ্চিৎ আভাস পূর্ব্বোক্ত গ্রন্থ হইতেই প্রদর্শন করা হইয়াছে। ব্রহ্মসূত্রের ভগবদ্‌ভাস্করীয় ভাষ্যেও এই মীমাংসকগণের অভিপ্রায় আলোচিত হইয়াছে; এই ভাস্করীয় ভাষ্যে প্রতিপত্তিবিধিবাদী মীমাংসকগণের সিদ্ধান্ত সুস্পষ্টভাবে প্রতিপাদিত হইয়াছে।

"তত্তু সমন্বয়াৎ" (ব্র. সূ. ১-১-৪) এই ব্রহ্মসূত্রের পূর্ব্বপক্ষ-ভাষ্যে ভগবদ্ ভাস্কর মীমাংসকগণের মতানুসারে যে দুইটি পূর্ব্বপক্ষ দেখাইয়াছেন, শাঙ্করভাষ্যেও এই দুইটি পূর্ব্বপক্ষই দেখান হইয়াছে। এই দুইটি পূর্ব্বপক্ষের মধ্যে দ্বিতীয় পূর্ব্বপক্ষটি প্রতিপত্তিবিধিবাদী মীমাংসকগণের মতানুসারে করা হইয়াছে। এই মীমাংসকগণের মত দেখাইতে যাইয়া ভাস্কর বলিয়াছেন যে[১] মীমাংসাদর্শনানুসারী অপর পূর্ব্বপক্ষবাদিগণ বেদান্তবাক্যসমূহের এইরূপ সমন্বয় দেখাইয়া থাকেন। তাঁহারা বলেন যে বেদান্তবাক্য (অদ্বৈত) আত্মস্বরূপের প্রতিপাদক হইলেও সাক্ষাৎভাবে আত্মস্বরূপের প্রতিপাদক হইতে পারে না। বিহিতপ্রতিপত্তির বিষয়রূপেই বেদান্তশাস্ত্র অর্থাৎ উপনিষদ্বাক্যসমূহ আত্মার প্রতিপাদক হইয়া থাকে। বেদান্তশাস্ত্র দ্বারা আত্মস্বরূপ সিদ্ধ হইতে পারনা। আত্মস্বরূপ প্রতিপত্তির বিধায়ক 'আত্মা শ্রোতব্য' ইত্যাদি

---

১ অপরে পুনর্মীমাংসকদর্শনানুসারিণো বেদান্তমেবং সমন্বয়ন্তি। প্রতিপত্তিবিধিবিষয়তয়া শাস্ত্রযোনিত্বং ন স্বরূপপরতয়া। তথাচ বিধিঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যঃ সোঽন্বেষ্টব্যঃ স বিজিজ্ঞাসিতব্য ইতি। কোসাবাত্মেতি অপেক্ষায়াং সর্ব্বেষাং বেদান্তবাক্যানাং স্বরূপপ্রতিপাদনার্থানাং সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীদিত্যেবমাদীনাং তাদর্থ্যেনোপযোগঃ।

কাশী মুদ্রিত ভগবদ্ ভাস্করীয় ভাষ্য, ১২ পৃঃ।

—ব্র, সূ, ১-১-৪।

বাক্য দ্বারাই আত্মস্বরূপের সিদ্ধি হইয়া থাকে। উপনিষদে আত্ম-জ্ঞানের বিধায়ক বহু বাক্য আছে। যেমন "আত্মা শ্রোতব্যো মন্তব্যঃ", "সোহন্বেষ্টব্যঃ" "স বিজিজ্ঞাসিতব্যঃ" ইত্যাদি। এই সমস্ত বিধিবাক্য দ্বারা বিহিত জ্ঞানের বিষয় আত্মা কে? এইরূপ আকাঙ্ক্ষাতেই আত্মস্বরূপ প্রতিপাদক "সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীৎ" ইত্যাদি বেদান্তবাক্যসমূহ, আকাঙ্ক্ষিত আত্মস্বরূপের প্রতিপাদনের জন্য প্রবৃত্ত হইয়াছে। প্রতিপত্তিবিধির অপেক্ষিত, প্রতিপত্তির বিষয় যে প্রতিপত্তব্য আত্মস্বরূপ, তাহার প্রতিপাদক সমস্ত বেদান্ত-বাক্যই আকাঙ্ক্ষাবশতঃ প্রতিপত্তিবিধিবাক্যের সহিত সম্বদ্ধ হইয়া প্রতিপত্তি-বিধিবাক্যের সহিত একবাক্যতা প্রাপ্ত হইয়াছে। প্রতিপত্তি-বিধিবাক্য হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া স্বতন্ত্র ভাবে আত্মস্বরূপ বেদান্তবাক্য দ্বারা প্রতিপাদিত হয় নাই, তাহা হইতেও পারে না।

তাহার পর ভাস্করীর ভাষ্যে বলা হইয়াছে যে বেদান্তবাক্যসমূহের অদ্বৈত আত্মার প্রতিপত্তিবিধিতে তাৎপর্য্য আছে বলিয়া বেদান্তবাক্য-সমূহের অদ্বৈতাত্মপ্রতিপত্তিবিধিতে সমন্বয় সিদ্ধ হইতে পারে। কিন্তু এই প্রতিপত্তিবিধিতে কর্মকাণ্ডের সমন্বয় হইবে কিরূপে? বেদের কর্ম্মকাণ্ডের ও জ্ঞানকাণ্ডের বিভিন্ন অর্থে সমন্বয় ত হইতে পারে না। বেদের এই দুইটি কাণ্ডের অর্থ ভিন্ন হইলে উভয় কাণ্ডের একবাক্যতা থাকিবে না। বাক্যের প্রতিপাদ্য অর্থের একত্ব প্রযুক্তই একবাক্যত্ব হইয়া থাকে। কর্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ড বিভিন্ন অর্থের প্রতিপাদক হইলে এই উভয় কাণ্ডরূপ বেদের একবাক্যত্বই থাকিবে না। বেদের একটি কাণ্ডের তাৎপর্য্য মানিব আর একটি কাণ্ডের তাৎপর্য্য মানিব না, এরূপও বলা যায় না; বেদের সমস্ত অংশই তুল্যভাবে প্রমাণ। একটি অংশ সতাৎপর্য্যক বলিয়া প্রমাণ হইবে আর অপর অংশ তাৎপর্য্যশূন্য বলিয়া অপ্রমাণ হইবে এইরূপ বলা যায় না। সুতরাং অদ্বৈতাত্মপ্রতিপত্তিবিধিতে বেদের জ্ঞানকাণ্ডের সমন্বয় স্বীকার করিলে সেই প্রতিপত্তিবিধিতে কর্মকাণ্ডের সমন্বয় কিরূপে

হইবে—এইরূপ প্রশ্নের উত্তরে ভাস্করভাষ্যে বলা হইয়াছে যে বেদের কর্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ড পরস্পর-বিরুদ্ধ বিষয়ের প্রতিপাদক। কর্মকাণ্ড ভেদের প্রতিপাদক ও জ্ঞানকাণ্ড অভেদের প্রতিপাদক। এই কাণ্ড-দ্বয়ের প্রতিপাদ্য বিষয়ের পরস্পর-বিরোধপ্রযুক্ত এই দুইটী কাণ্ডের স্বারসিক অর্থে একবাক্যতা হইতে পারে না। এই দুইটি কাণ্ডের একবাক্যতা রক্ষার জন্য অবশ্যই একটি কাণ্ডের অনুসারে অপর কাণ্ডের অর্থ গ্রহণ করিতে হইবে।

পরস্পর-বিরুদ্ধ অর্থের প্রতিপাদক কর্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ডের এক-বাক্যতা রক্ষা করার জন্য একটি কাণ্ডের অর্থ অনুসারে অপর কাণ্ডের অর্থ গ্রহণ করিতে হইলেও কর্মকাণ্ডের অর্থ অনুসারে জ্ঞানকাণ্ডের ব্যাখ্যা করিতে হইবে অথবা জ্ঞানকাণ্ডের অর্থ অনুসারে কর্মকাণ্ডের ব্যাখ্যা করিতে হইবে এইরূপ সংশয়ের নিবৃত্তির জন্য ভাস্করীয় ভাষ্যে বলা হইয়াছে যে নিঃশ্রেয়স প্রতিপাদনের জন্যই বেদান্তবাক্যসমূহ প্রবৃত্ত হইয়াছে। সুতরাং নিঃশ্রেয়স-তাৎপর্য্যক বেদান্তবাক্যসমূহের কর্ম্মকাণ্ড প্রতিপাদ্য কর্ম্মরাশির অঙ্গরূপে অর্থগ্রহণ করা সংগত হইতে পারে না। নিঃশ্রেয়স কাহারও অঙ্গ হয় না। নিঃশ্রেয়সই একমাত্র প্রধান—অঙ্গী। নিঃশ্রেয়স লাভের পরে আর কিছুই অপেক্ষিত হইতে পারে না। অতএব নিঃশ্রেয়সের অনুগুণরূপে কর্ম্মবিধিসমূহের অর্থ গ্রহণ করাই সঙ্গত। কিরূপে কর্ম্মবিধিসমূহের অর্থ নিঃশ্রেয়স ফলের অনুগুণ হইবে এইরূপ প্রশ্নের উত্তরে ভাস্করীয় ভাষ্যে বলা হইয়াছে যে[১] "স্বর্গকামো যজেত", "গ্রামকামঃ সাংগ্রহণীং

---

(১) ভবতু তাবদ্ বেদান্তগতানাং বাক্যানাং এবমদ্বৈতাত্মপ্রতিপত্তিবিধি-পরত্বেন সমন্বয়ঃ। কর্ম্মকাণ্ডস্য তু কথং সমন্বয় ইতি? নচান্যতরস্য পরিত্যাগঃ প্রামাণ্যাবিশেষাৎ। অত্রোচ্যতে। ভেদাভেদবিষয়য়োঃ কর্ম্মজ্ঞানকাণ্ডয়োঃ পরস্পর-বিরোধাৎ অন্যতরানুগুণ্যেনান্যতরদ্ব্যাখ্যেয়ম্।

তত্র নিঃশ্রেয়সফলপ্রতিপাদনপরস্য বেদান্তস্য ন কর্ম্মবিধিশেষত্বেন ব্যাখ্যানং যুক্তম্। কর্ম্মবিধীনান্তু তাদর্থ্যং শক্যমবগন্তুং, কথং? আন্বয়িকং প্রাসঙ্গিকঞ্চ দ্বিবিধং

কুর্য্যাৎ” ইত্যাদি বিধিবাক্য হইতে দ্বিবিধ ফল অবগত হওয়া যায়। একটী আন্বয়িক ফল ও অপরটী প্রাসঙ্গিক ফল। স্বর্গ ও গ্রাম ইত্যাদি আন্বয়িক অর্থাৎ অন্বয়লব্ধ ফল। বিহিত যজ্ঞাদি কার্য্যের অনুষ্ঠাতা যে স্বর্গাদি ফল লাভ করেন এই স্বর্গাদি ফল, কর্ম্মের বিধায়ক বাক্যের অন্বয়লব্ধ বলিয়া আন্বয়িক ফল। বিহিত কর্মের অনুষ্ঠানকালে অনুষ্ঠাতার যে স্বাভাবিক প্রবৃত্তির নিরোধ হইয়া থাকে এই স্বাভাবিক প্রবৃত্তির নিরোধ বিহিত কর্ম্মের প্রাসঙ্গিক ফল। এই স্বাভাবিক প্রবৃত্তি, বাহ্য প্রবৃত্তি ও আন্তর প্রবৃত্তিভেদে দ্বিবিধ। এই দ্বিবিধ স্বাভাবিক প্রবৃত্তির নিরোধই বিহিত কর্ম্মের প্রাসঙ্গিক ফল।

বিহিত কর্ম্মের অনুষ্ঠানে নিরত পুরুষের এই স্বাভাবিক প্রবৃত্তির নিরোধে পাপের ক্ষয় হইবে ও তাহাতে ইহলোকভোগ্য ও পরলোকভোগ্য বস্তুতে রাগাদির ক্ষয় হইবে। ভোগমাত্রেই বৈরাগ্য হইবে।

যদিও কর্ম্মবিধিসমূহ আন্বয়িক ফল স্বর্গাদিকেই অবলম্বন করিয়া থাকে, তথাপি প্রাসঙ্গিক ফল বিষয় বৈরাগ্যই অদ্বৈতাত্মপ্রতিপত্তিবিধির অপেক্ষিত হইয়া থাকে। এই প্রতিপত্তিবিধির অপেক্ষিত বিষয়-বৈরাগ্য কর্ম্মবিধিসমূহের প্রাসঙ্গিক ফল হইলেও তাহাই নিঃশ্রেয়স ফলক প্রতিপত্তিবিধির অপেক্ষিত বলিয়া আন্বয়িক ফল অপেক্ষা প্রধানভাবে বিবক্ষিত হইয়া থাকে।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে যেরূপ মিথ্যাদর্শী পুরুষই “শ্যেনেনাভিচরন্ যজেত” ইত্যাদি বিধিবিহিত শ্যেন যাগাদিতে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে।

কার্য্যং দৃশ্যতে। স্বর্গকামো গ্রামকাম ইত্যান্বয়িকং কার্য্যং, প্রাসঙ্গিকংপুনঃ স্বাভাবিকীনাং বাহ্যাভ্যান্তরপ্রবৃত্তীনামুপরমঃ কল্মষক্ষয়াৎ নীরোগনিষ্ঠস্য চ রাগাদি-ক্ষয়ো দৃষ্টা নুশ্রবিকভোগেষু ইতি। তত্র যদ্যপি কর্ম্মবিধিভিরান্বয়িকং কার্য্যমাশ্রিতং তথাপ্যুত্তমাধিকারবিধিনা প্রাসঙ্গিকং কার্য্যমপেক্ষিতমিতি তদেব প্রাধান্যেন বিবক্ষ্যতে।

কাশী মুদ্রিত ভগবদ্ ভাস্করীয় ভাষ্য. ১২ পৃঃ।

—ব্র, সূ, ১-১-৩।

মিথ্যাদর্শী পুরুষের প্রতিই শ্যেনাদি শাস্ত্র প্রবৃত্ত হইয়া থাকে। এইরূপ মিথ্যাদর্শী ভেদদৃষ্টিবিশিষ্ট পুরুষের প্রতিই কর্ম্মশাস্ত্র প্রবৃত্ত হয়। কর্ম্মশাস্ত্রের উপদেশ মিথ্যাবিষয়ক হইলেও তত্ত্বজ্ঞানের সহায়ক হইয়া থাকে। মিথ্যা বিষয়ের উপদেশও যে তত্ত্বজ্ঞানের সহায়ক হয় তাহার লৌকিক দৃষ্টান্তও আছে। কতকগুলি তস্কর রাজভবন হইতে এক রাজপুত্রকে অপহরণ করিয়া এক ম্লেচ্ছরাজকে প্রদান করিয়াছিল। ম্লেচ্ছরাজ সেই রাজপুত্রকে নিজের পুত্ররূপে গ্রহণ করিয়া তাহার প্রতিপালন করিয়াছিলেন। ক্রমে সেই রাজপুত্র ম্লেচ্ছাচারপরায়ণ হইলেন। এই সময় রাজমন্ত্রী তথায় আগমন করিয়া রাজপুত্রকে নিজের প্রতি আকৃষ্ট করিবার জন্য ম্লেচ্ছজাতির অনুকূল আচার ব্যবহারের কিছু বর্ণনা করিয়াছিলেন। রাজপুত্র এইরূপে রাজমন্ত্রীর প্রতি আস্থাসম্পন্ন হইলে রাজমন্ত্রী সেই রাজপুত্রকে বলিলেন— কুমার! তুমি রাজপুত্র, তুমি ম্লেচ্ছপুত্র নও। এইরূপে বিশ্বস্ত রাজমন্ত্রী দ্বারা উপদিষ্ট হইয়া সেই রাজপুত্র পূর্ব্বাভ্যস্ত ম্লেচ্ছাচার পরিত্যাগপূর্ব্বক স্বকীয় স্বরূপ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। অর্থাৎ ম্লেচ্ছাভিমান পরিত্যাগ করিয়া নিজেকে রাজপুত্র বলিয়া বুঝিতে পারিয়াছিলেন।[১]

ভাস্করীয় ভাষ্য আলোচনা দ্বারা ইহা সুস্পষ্টভাবেই বুঝিতে পারা গিয়াছে যে এই প্রতিপত্তিবিধিবাদী পূর্ব্বপক্ষিগণ মীমাংসক এবং ইঁহারা অদ্বৈতবাদী; এই পূর্ব্বপক্ষী মীমাংসকগণ যেভাবে বেদের পূর্ব্বোত্তর

---

(১) দৃশ্যতে চ লোকে মিথ্যা বিষয়োপদেশস্তত্ত্বজ্ঞানার্থপরঃ। যথা কিল কশ্চিৎ রাজপুত্রঃ তস্করৈর্নিষাদরাজায় নিবেদিতস্তেন চাসৌ পুত্রত্বেন পরিগৃহীতো ম্লেচ্ছাচারাভিরতিরেবাস্তে। তং রাজমন্ত্রী তত্রাগত্য ম্লেচ্ছজাত্যনুগুণমেবাচারং কঞ্চিদনুবর্ণ্য পশ্চাদ্ রাজপুত্রোঽসি ত্বং ন ম্লেচ্ছপুত্র ইতি গ্রাহিতে সমস্তম্লেচ্ছাচারং হিত্বা স্বরূপমেব প্রতিপদ্যত ইতি।

কাশী মুদ্রিত ভগবদ্ ভাস্করীয় ভাষ্য, ১২ পৃঃ।

—ব্র, সূ, ১-১-৪।

কাণ্ডের সঙ্গতি দেখাইয়াছেন তাহা অদ্বৈতবেদান্তিগণের বিরোধী নহে।

"শ্যেনেনাভিচরন্ যজেত" এই শ্রুতির ব্যাখ্যাতেও তাঁহারা যাহা বলিয়াছেন অদ্বৈতবেদান্তিগণও তাহাই বলেন। যে আখ্যায়িকাটি দেখান হইয়াছে তাহাও অতি প্রাচীন অদ্বৈতবেদান্তাচার্য্যগণেরই উদ্ভাবিত বলিয়া বৃহদারণ্যক-ভাষ্যে ভগবৎপাদ বলিয়াছেন।

কাশী মুদ্রিত ভাস্করীয় ভাষ্যের ১৭।১৮ পৃষ্ঠাতে এই মীমাংসকগণকে প্রপঞ্চমিথ্যাত্ববাদী বলা হইয়াছে ও ভাষ্যকার ভাস্কর কর্ত্তৃক প্রপঞ্চের মিথ্যাত্ব প্রত্যাখ্যাত হইয়াছে[১], আত্মার অদ্বৈতরূপতাও বার বার বলা হইয়াছে। সুতরাং এই মীমাংসকগণের মত যে অদ্বৈতবেদান্তিগণের মতেরই অনুরূপ তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। ভামতী টীকাতেও এই প্রতিপত্তিবিধিবাদী মীমাংসকগণকে আচার্যদেশীয় বলা হইয়াছে। ভামতীর টীকা[২] কল্পতরুতেও প্রতিপত্তিবিধিবাদী মীমাংসকগণের মতে বেদান্তবাক্যসমূহ দ্বারা জীব ও ব্রহ্মের ঐক্যসিদ্ধি হয় তাহা বলা হইয়াছে। মহামতি প্রভাকর মিশ্র পূর্ব্বমীমাংসার যে প্রস্থানের সমর্থক ছিলেন এই প্রতিপত্তিবিধিবাদী মীমাংসকগণও সেই প্রস্থানেরই অনুসরণ করিয়াছেন ইহা সুনিশ্চিত। বিশেষতঃ এই মতের সমর্থক আচার্য্যকে বিধিবিবেক গ্রন্থে মণ্ডন মিশ্র গুরু বলিয়া স্পষ্টভাবেই নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

---

১ তস্মাদ্ যৎ কিঞ্চিদেতৎ যৎ প্রপঞ্চে মিথ্যাত্বপ্রতিজ্ঞানম্। নচ পুরুষাপেক্ষয়া মিথ্যাত্বং সত্যত্বং বা প্রপঞ্চস্য কল্পয়িতুং শক্যম্। মুমুক্ষূন্ প্রতি মিথ্যা ইতরান্ প্রতি সত্যমিতি।

কাশী মুদ্রিত ভাস্করীয় ভাষ্য, ১৭।১৮ পৃঃ।
—ব্র, সূ, ১-১-৪।

২ অয়ন্তু সন্তু বেদান্তা মানং ব্রহ্মাত্মবস্তুনি।
কিন্তু জ্ঞানবিধিদ্বারেত্যেষভেদঃ প্রতীয়তাম্।

নির্ণয়সাগর মুদ্রিত কল্পতরু টীকা, ১০৮ পৃঃ।
—ব্র, সূ, ১-১-৪।

প্রদর্শিত ভাস্করীয় ভাষ্যে প্রতিপত্তিবিধিবাদিগণের সিদ্ধান্ত প্রদর্শনের জন্য, যে ব্যাধ প্রতিপালিত রাজপুত্রের আখ্যায়িকাটি বলা হইয়াছে, এই আখ্যায়িকা অতি প্রাচীন। বৃহদারণ্যকের ২য় অধ্যায়ের ১ম ব্রাহ্মণে শাঙ্করভাষ্যে এই আখ্যায়িকাটি অতি বিস্তৃত-ভাবে বর্ণিত হইয়াছে। আচার্য্য ভাস্কর ও শঙ্কর প্রদর্শিত আখ্যায়িকাটিতে সামান্য ভেদ থাকিলেও ফলতঃ একটি আখ্যায়িকাই দুইজনে উল্লেখ করিয়াছেন। ভাষ্যকার ভগবৎপাদ বলিয়াছেন যে ব্রহ্ম-বিদ্যাসম্প্রদায়বিদ্ আচার্য্যগণ জীব ও ব্রহ্মের ঐক্য প্রদর্শন করিবার জন্য এই আখ্যায়িকাটি বলিয়াছেন।[১] ভাষ্যের ব্যাখ্যাতে আনন্দগিরি বলিয়াছেন যে সুপ্রসিদ্ধ দ্রবিডাচার্য্য এই আখ্যায়িকাটি বর্ণনা করিয়াছেন। বৃহদারণ্যকভাষ্যের বার্ত্তিকের ব্যাখ্যাতেও আনন্দগিরি এই আখ্যায়িকাটি দ্রবিডাচার্য্য প্রণীত বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

---

১ অত্রচ সম্প্রদায়বিদঃ আখ্যায়িকাং সংপ্রচক্ষতে—কশ্চিৎকিল রাজপুত্রো জাতমাত্র এব মাতাপিতৃভ্যামপবিদ্ধো ব্যাধগৃহে সংবর্দ্ধিতঃ সোহমুষ্য বংশ্যতামজানন্ ব্যাধজাতিপ্রত্যয়ো ব্যাধজাতিকর্ম্মাণ্যেবানুবর্ত্ততে ন রাজাঽস্মীতি রাজজাতি-কর্ম্মাণ্যনুবর্ত্ততে। যদা পুনঃ কশ্চিৎ পরমকারুণিকো রাজপুত্রস্য রাজশ্রীপ্রাপ্তি-যোগ্যতাং জানন্নমুষ্য পুত্রতাং বোধয়তি ন ত্বং ব্যাধোঽমুষ্য রাজ্ঞঃ পুত্রঃ কথঞ্চিদ্-ব্যাধগৃহমনুপ্রবিষ্ট ইতি। স এবং বোধিতস্ত্যক্ত্বা ব্যাধজাতিপ্রত্যয়কর্ম্মাণি পিতৃ-পৈতামহীমাত্মনঃ পদবীমনুবর্ত্ততে রাজাহমস্মীতি। তথা কিলায়ং পরস্মাদগ্নি-বিস্ফুলিঙ্গাদিবত্তজ্জাতিরেব বিভক্ত ইহ দেহেন্দ্রিয়াদিগহনে প্রবিষ্টোঽসংসারী সন্দেহেন্দ্রিয়াদি সংসারধর্ম্মমনুবর্ত্ততে দেহেন্দ্রিয়সংঘাতোঽস্মি কৃশঃ স্থূলঃ সুখী দুঃখীতি পরমাত্মতামজানন্নাত্মনঃ। ন ত্বমেতদাত্মকঃ পরমেব ব্রহ্মাস্যসংসারীতি প্রতিবোধিতঃ আচার্যেণ হিত্বৈষণাত্রয়ানুবৃত্তিং ব্রহ্মৈবাস্মীতি প্রতিপদ্যতে।

বৃহদারণ্যক শাঙ্করভাষ্য, ২য় অঃ, ১ম ব্রাঃ—২৯৭ পৃঃ।

পুণা আনন্দাশ্রম সম্পাদিত সিরিজ।

উক্তার্থে দ্রবিডাচার্য্যসম্মতিমাহ অত্রচেতি

—আনন্দগিরিকৃত টীকা

প্রতিপত্তিবিধিবাদী আচার্য্যগণও এই আখ্যায়িকাটিই প্রদর্শন করায় তাঁহাদের অদ্বৈতবাদিতা সম্বন্ধে কোনও সংশয়ের অবকাশ থাকে না।

ভগবৎপাদেরও পূর্ব্বভাবী এই দ্রবিডাচার্য্য কে? তাঁহার গ্রন্থই বা কি? এই সব প্রশ্নের উত্তর দেওয়া কঠিন। তবে এই দ্রবিডাচার্য্য যে আচার্য্য শঙ্করের পূর্ব্বভাবী এবং অদ্বৈতবিদ্যার একজন সুপ্রসিদ্ধ আচার্য্য তাহাতে সংশয় নাই। সুপ্রসিদ্ধ যামুনাচার্য্য তাঁহার সিদ্ধিত্রয় গ্রন্থে ব্রহ্মসূত্রের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের অনুসারী সুপ্রাচীন ভাষ্যকারের কথা বলিয়াছেন। এই ভাষ্যকারকে দ্রমিডাচার্য্য বলা হইয়া থাকে। দ্রবিডাচার্য্যের ভাষ্যের বার্ত্তিককার সুপ্রসিদ্ধ টঙ্কাচার্য্য। বিশিষ্টাদ্বৈতমতের পরমাচার্য্য ও যামুনাচার্য্যের পূর্ব্বভাবী এই দ্রমিডাচার্য্য দ্রবিডাচার্য্য হইতে ভিন্ন ব্যক্তি। দ্রমিডাচার্য্যের মতানুসারী রামানুজাচার্য্য এবং দ্রবিডাচার্য্যের মতানুসারী শঙ্করাচার্য। ভামতী নিবন্ধেও এই দ্রবিডাচার্যের নাম উল্লেখ করা হইয়াছে; ১-১-৪ ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যের ব্যাখ্যাতে 'বায়ুর্ব্বাব সংবর্গঃ' এই শ্রুতিব্যাখ্যাতে দ্রবিডাচার্য্যের মত দেখান হইয়াছে। (নির্ণয়সাগর মুদ্রিত বেদান্তদর্শনের ১২২ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)।

"তত্তু সমন্বয়াৎ" (ব্র. সূ. ১-১-৪) সূত্রের শাঙ্করভাষ্যে পূর্ব্বপক্ষরূপে প্রতিপত্তিবিধিবাদী আচার্য্যগণের মত দেখান হইয়াছে। এই প্রতিপত্তিবিধিবাদ কোনও একটি নির্দ্দিষ্ট বাদ নহে। এই মতের আচার্য্যগণের সিদ্ধান্তও বিভিন্নরূপ। প্রধানতঃ এই প্রতিপত্তিবিধিবাদ দুইভাগে বিভক্ত। এক সম্প্রদায় যথার্থজ্ঞানকেই প্রতিপত্তি শব্দের অর্থ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন, প্রমাণরূপ মনোব্যাপারই প্রতিপত্তি শব্দের অর্থ। অযথার্থজ্ঞান প্রতিপত্তি শব্দের অর্থই নহে। অন্য সম্প্রদায় অযথার্থ জ্ঞানকেও প্রতিপত্তি শব্দের অর্থ বলিয়া স্বীকার করেন। কেবল যথার্থ জ্ঞানই প্রতিপত্তিশব্দের অর্থ নহে। ব্রহ্মবিষয়ক প্রমাণাত্মক অথবা অপ্রমাণাত্মক মনোব্যাপারকেই প্রতিপত্তি শব্দ দ্বারা গ্রহণ করিয়া ব্রহ্মপ্রতিপত্তিবিধিবাদী আচার্য্যগণ স্ব স্ব সিদ্ধান্ত

প্রতিপাদন করিয়াছেন। শাঙ্করভাষ্যের পূর্ব্বপক্ষে এই সমস্ত সিদ্ধান্তগুলিই সাধারণভাবে প্রতিপত্তিবিধিবাদিগণের মত বলিয়া গৃহীত হইয়াছে। এই কথা সুপ্রসিদ্ধ পঞ্চপাদিকা গ্রন্থে আচার্য্য পদ্মপাদ বলিয়াছেন।[১]

যথার্থ জ্ঞানই প্রতিপত্তি শব্দের অর্থ—এই সিদ্ধান্তানুসারে প্রতিপত্তিবিধিবাদী আচার্য্যগণের অভিপ্রায় প্রদর্শন করা হইয়াছে। জ্ঞানমাত্রই প্রতিপত্তি শব্দের অর্থ, মাত্র যথার্থজ্ঞানই অর্থাৎ প্রমাণমাত্রই প্রতিপত্তি শব্দের অর্থ নহে এইরূপ যাঁহারা মনে করেন তাঁহাদের সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলিব।

ব্রহ্মসিদ্ধিগ্রন্থের নিয়োগকাণ্ডে এই সিদ্ধান্তানুসারী আচার্য্যগণের অভিপ্রায় দেখান হইয়াছে; তাহাতে বলা হইয়াছে যে—কোনও বস্তুকে যথার্থভাবে বা অযথার্থভাবে মাত্র জানিবার জন্যই শাস্ত্র উপদেশ করেন নাই। কারণ কোনও বস্তুকে যথার্থ বা অযথার্থ রূপে জানিলেই জ্ঞাতার কোনও ইষ্টলাভ হয় না। কোনও বস্তুকে যেরূপে জানিলে জ্ঞাতার ইষ্টলাভ হইতে পারে, শাস্ত্র সেইরূপেই সেই বস্তুকে জানিবার জন্য উপদেশ করিয়াছেন। যেমন পরস্ত্রীকে মাতৃরূপে জানিলে জ্ঞাতৃপুরুষের কামোপশান্তিরূপ ইষ্টলাভ হয় বলিয়া পরস্ত্রীকে মাতৃরূপে জানিবার জন্য শাস্ত্র উপদেশ করিয়াছেন। পরস্ত্রীর মাতৃরূপে জ্ঞান প্রমা নহে বলিয়া কোনও ক্ষতি নাই। অপ্রমা জ্ঞান হইতেও যদি জ্ঞাতৃপুরুষের ইষ্টলাভ হয়, তবে তাহাও শাস্ত্রে উপদিষ্ট হইতে পারে। আর যে বস্তুর প্রমা জ্ঞান হইতেও জ্ঞাতৃপুরুষের অনিষ্ট হয়, শাস্ত্রে তাহা বিহিত না হইয়া নিষিদ্ধই হইয়াছে—যেমন নগ্নস্ত্রী দর্শন নিষিদ্ধ।

---

১ যঃ-পুনঃ তস্মাৎ প্রতিপত্তিবিধিবিষয়তয়ৈব শাস্ত্রপ্রমাণকং ব্রহ্ম অভ্যুপগন্তব্যমিতিভাষ্যে পূর্ব্বপক্ষোপসংহারঃ তত্র, প্রতিপত্তিশব্দঃ সর্ব্ব এব মনোব্যাপারঃ প্রমাণাত্মক ইতরো বা ব্রহ্মসংস্পর্শিত্বেন বিধেয়ঃ কৈশ্চিৎ কথঞ্চিৎ কল্পিতঃ তস্য সর্ব্বস্য সংগ্রহার্থো দ্রষ্টব্যঃ।

কাশী বিজয়নগর মুদ্রিত পঞ্চপাদিকা, ৯ম বর্ণক প্রারম্ভ, ৮৭ পৃঃ।

জ্ঞেয়বস্তুর স্বরূপসিদ্ধিই জ্ঞানের দৃষ্ট কল। যে জ্ঞানদ্বারা জ্ঞেয়বস্তুর সিদ্ধি হয় না সেরূপ জ্ঞানের প্রয়োজন কি? আত্মপ্রতিপত্তিবিধি দ্বারা যদি আত্মস্বরূপ সিদ্ধ না হয় তবে অদৃষ্টফল কল্পনা করিতে হইবে—জ্ঞানের দৃষ্টফল জ্ঞেয়বস্তু-স্বরূপের সিদ্ধি। এই দৃষ্টফল না থাকিলে অদৃষ্টফল কল্পনা করিতে হইবে। দৃষ্টফল ত্যাগ করিয়া অদৃষ্টফল কল্পনা করা সঙ্গত নহে'—প্রমারূপ প্রতিপত্তিবিধিবাদিগণ এইরূপ বলিলেও তাহা সঙ্গত নহে। যে কোনও বস্তুর স্বরূপসিদ্ধিই বিহিত জ্ঞানের দৃষ্টফল হইতে পারে না। বিধিবাক্য মাত্রই পুরুষার্থপর্য্যবসায়ী, অপুরুষার্থপর্য্যবসায়ী হইতে পারে না। বিহিত জ্ঞান কোনও পুরুষার্থের সাধন না হইলে জ্ঞানবিধায়ক বাক্য পুরুষার্থ সাকাঙ্ক্ষই থাকিয়া যাইবে। বিধিবাক্য কোনও পুরুষার্থের সাধন প্রতিপাদন করিয়াই নিরাকাঙ্ক্ষ হইয়া থাকে। বিহিত প্রমাজ্ঞান হইতেই পুরুষার্থ লাভ হইবে কিন্তু বিহিত অপ্রমাজ্ঞান হইতে পুরুষার্থ লাভ হইবে না—এরূপ বলা যায় না; বস্তুতঃ নিষ্প্রপঞ্চ অদ্বৈতস্বরূপ আত্মার প্রমারূপ সাক্ষাৎকার দ্বারা যে পুরুষার্থ লাভ হয়, সপ্রপঞ্চ আত্মারও নিষ্প্রপঞ্চ-অদ্বৈতস্বরূপ আত্মার প্রমারূপ সাক্ষাৎকার দ্বারা যে পুরুষার্থ লাভ হয়, সপ্রপঞ্চ আত্মারও নিষ্প্রপঞ্চরূপে অপ্রমারূপ সাক্ষাৎকার দ্বারাও সেই পুরুষার্থেরই লাভ হইবে। আত্মা যদি বস্তুতঃই নিষ্প্রপঞ্চ অদ্বৈতস্বরূপ হয় তাহা হইলে নিষ্প্রপঞ্চ অদ্বৈতরূপে স্থিত হইয়া থাকে। এই অবস্থাতে আত্মা শোচনীয় কোনও বস্তুই নাই বলিয়া শোকগ্রস্ত হইতে পারে না। কর্ত্তব্য কিছুই নাই বলিয়া ধর্ম্মাধর্ম্ম কর্ম্মাশয় জন্মিতে পারে না। রাগ ও দ্বেষের বিষয়ই নাই বলিয়া রাগ দ্বেষও উৎপন্ন হইতে পারে না। এইরূপে নিষ্প্রপঞ্চ অদ্বৈত আত্মার প্রমারূপ সাক্ষাৎকার দ্বারা পুরুষ যেমন জীবন্মুক্ত হইয়া থাকে, সেইরূপ সপ্রপঞ্চ আত্মারও নিষ্প্রপঞ্চ অদ্বৈতরূপে ভাবনা করিলে ভাবনা দ্বারা ভাব্যমান রূপের সাক্ষাৎকার হইলে অবশ্যই রাগদ্বেষাদি নিবৃত্তিরূপ পূর্ব্বোক্ত ফললাভ হইবে। যে

বস্তু যেরূপ নহে তাহাকে সেইরূপে দৃঢ় ভাবনা করিলে সেই বস্তুর অবিদ্যমান রূপও অবশ্যই সাক্ষাৎকৃত হইবে। আত্মা বস্তুতঃ সপ্রপঞ্চই বটে। কিন্তু সপ্রপঞ্চরূপে আত্মার সাক্ষাৎকার দ্বারা পরমপুরুষার্থের লাভ হয় না বলিয়া নিষ্প্রপঞ্চ অদ্বৈতরূপের ভাবনা দ্বারা সেইরূপের সাক্ষাৎকার করিবার জন্যই শ্রুতিতে আত্মজ্ঞান বিহিত হইয়াছে। নিষ্প্রপঞ্চ অদ্বৈত আত্মার সাক্ষাৎকার দ্বারাই পরম পুরুষার্থের প্রাপ্তি হইয়া থাকে। এজন্য আত্মার বস্তুতঃ নিষ্প্রপঞ্চতা স্বীকার করিবার প্রয়োজন নাই। বস্তুতঃ সপ্রপঞ্চ আত্মাই নিস্প্রপঞ্চরূপে সাক্ষাৎকৃত হইতে কোনও বাধা নাই। এরূপ বলাতে আত্মার সপ্রপঞ্চতাগ্রাহী প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের সহিত নিষ্প্রপঞ্চতাপ্রতিপাদক শ্রুতির কোনও বিরোধ হইবে না; কর্ম্মবিধিসমূহের সহিতও বিরোধ ঘটিবে না[১]। আত্মা যদি পরমার্থতঃ প্রপঞ্চশূন্য হইত তবে প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ বাধিত হইয়া পড়িত। কর্ম্মবিধিসমূহও মিথ্যাকল্পনাপ্রসূতই হইয়া পড়িত। সুতরাং আত্মা পরমার্থতঃ অদ্বৈতস্বরূপ নহে। অদ্বৈত-স্বরূপ না হইলেও অদ্বৈতস্বরূপে আত্মার জ্ঞান শ্রুতিতে বিহিত হইয়াছে এইরূপ বলাই সঙ্গত।[২]

---

১ উচ্যতে। ন যস্য কস্যচিদ্ দর্শনাৎ দৃষ্টার্থতা কিন্তু পুরুষার্থসংস্পর্শিনঃ। তেন হি তদ্‌বিধির্নিরাকাঙ্খো ভবতি। নচ পুরুষার্থভেদস্তত্ত্বাতত্ত্বপ্রতিপত্ত্যোঃ। যথা হি বিশুদ্ধমদ্বৈতমাত্মানং প্রতিপদ্যমানস্তথাভূতো ন শোকেন সংস্পৃশ্যতে শোচনীয়াভাবাৎ, ন কর্ম্মাশয়মুপচিনোতি কর্ত্তব্যাভাবাৎ ন ক্বচিদ্ রজ্যতি কিঞ্চিৎ দ্বেষ্টিবা বিষয়াভাবাৎ এবং জীবন্নেব বিদ্বান্ বিমুক্তো ভবতি তথা অতথাভূতমপি তথাভাবনাপুরঃসরং সাক্ষাদিব প্রতিপদ্যমানঃ। অভুতোপ্যর্থঃ পরিভাবনাতি-শয়াদ্ ভূতব্যবহার হেতুর্ভবতি। ইদমেব চাত্র যুজ্যতে প্রত্যক্ষাদীনামবিরোধাৎ কর্ম্মবিধীনাঞ্চ—ভূতার্থত্বাৎ।

ব্রহ্মসিদ্ধি, নিয়োগ কাণ্ড, ১৫১ পৃঃ।

২ পরমার্থে হি প্রপঞ্চশূন্যত্বে প্রত্যক্ষাদীনি বাধ্যেরন্, কর্ম্মবিধয়শ্চ অভূত-কল্পনোপাদানব্যবহারসিদ্ধার্থগোচরাঃস্যুঃ। তস্মাদপরমার্থে-নৈবাদ্বৈতাত্মজ্ঞান-বিধির্যুজ্যতে।

ব্রহ্মসিদ্ধি, ১৫১ পৃঃ।

মহর্ষি জৈমিনি প্রণীত মীমাংসা সূত্রের শবরস্বামী বিরচিত ভাষ্য অতি প্রসিদ্ধ। এই ভাষ্যই শাবরভাষ্য নামে পরিচিত। শাবরভাষ্যের টীকা ও বার্ত্তিক নামে দ্বিবিধ ব্যাখ্যাপ্রস্থান পণ্ডিতসমাজে বিশেষ সমাদৃত। মহামতি প্রভাকর মিশ্র যিনি গুরু বলিয়া প্রখ্যাত, সেই প্রভাকরের ব্যাখ্যাই টীকাপ্রস্থান। এই টীকা বৃহতী ও লঘ্বী নামে অথবা নিবন্ধন ও বিবরণ নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে।

ভট্টপাদ কুমারিল শাবরভাষ্যের যে সকল ব্যাখ্যা গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন, তাহা ভাট্টবার্ত্তিক নামে প্রখ্যাত হইয়াছে। শ্লোকবার্ত্তিক, তন্ত্রবার্ত্তিক প্রভৃতি গ্রন্থই বার্ত্তিকপ্রস্থান বলিয়া অভিহিত হয়। যদিও ভট্টপাদ প্রণীত টুপ্‌টীকা, বৃহট্টীকা প্রভৃতি শাবরভাষ্যের ব্যাখ্যা-গ্রন্থ-গুলিকে টীকা বলা হইয়াছে, তথাপি ভট্টপাদ প্রণীত শাবরভাষ্যের ব্যাখ্যা বার্ত্তিকপ্রস্থানের অন্তর্গত। ভাষ্যে অনুক্ত ও দুরুক্ত বিষয়ের আলোচনা থাকায় নামতঃ টীকা হইলেও তাহা বার্ত্তিক—যেমন শাঙ্কর-ভাষ্যের টীকাতে ভামতী, টীকা বলিয়া প্রসিদ্ধ হইলেও ইহা বার্ত্তিক। কল্পতরু টীকাতে পূজ্যপাদ অমলানন্দ ভামতীকে বার্ত্তিক বলিয়া নির্দ্দেশ কবিয়াছেন[১]। ব্যাখ্যাকার ব্যাখ্যেয় গ্রন্থের অভিপ্রায় হইতে স্বতন্ত্রভাবে স্বীয় মত প্রকাশ করিলে সেই ব্যাখ্যা-গ্রন্থকে টীকা না বলিয়া বার্ত্তিক বলা হইয়া থাকে। বার্ত্তিককারের যে স্বাতন্ত্র্য আছে, টীকাকারের তাহা নাই। টীকাকার ব্যাখ্যেয় গ্রন্থের অভিপ্রায়ই বিশদভাবে প্রকাশ করিয়া থাকেন মাত্র।

শাবরভাষ্যের বার্ত্তিককার ভট্টপাদ কুমারিল কেন বার্ত্তিক-গ্রন্থের রচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তাহার বিশেষ কারণ নির্দ্দেশও শ্লোক-

---

১ "নন্থ টীকায়াং দুরুক্তচিন্তা ন যুক্তা, বার্ত্তিকে হি সা ভবতি।
তর্হি বার্ত্তিকত্বমস্ত। নহি বার্ত্তিকস্য শৃঙ্গমস্তি।"
(২ অঃ ৪ পাঃ ১৭ সূত্রে কল্পতরু দ্রষ্টব্য)
বিজয়নগর কাশী মুদ্রিত কল্পতরু, ৩৩৮ পৃঃ।

বার্ত্তিকের প্রারম্ভে তিনি করিয়াছেন। ভট্টপাদ বলিয়াছেন যে—সমস্ত আস্তিক দর্শনের শিরোমণি মীমাংসা-দর্শন। কিন্তু প্রাচীন নিবন্ধকারগণ নানাবিধ কুনিবন্ধ রচনা করিয়া এই পরম আস্তিক দর্শন-খানিকে লোকায়ত মতে পর্য্যবসিত করিয়াছেন। মীমাংসা-দর্শন প্রায় নাস্তিক দর্শনেই পরিণত হইয়াছে। প্রাচীন নিবন্ধকারগণ নানাপ্রকার অপসিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়া মীমাংসা-দর্শনের এই দুর্দ্দশা ঘটাইয়াছেন। আমি এই মীমাংসা দর্শনকে পুনরায় আস্তিক মতে স্থাপিত করিবার জন্য বার্ত্তিকগ্রন্থ রচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছি[১]।

ভট্টপাদের এই উক্তি শ্রবণ করিলে স্বতঃ জিজ্ঞাসা হয় যে, যাঁহারা মীমাংসা-দর্শনের এইরূপ দুর্দ্দশা ঘটাইয়াছেন তাঁহারা কে? তাঁহাদের নাম কি? তাঁহাদের রচিত গ্রন্থই বা কি? সেই সমস্ত নিবন্ধ গ্রন্থে তাঁহারা কি বলিয়াছিলেন?

ভট্টপাদ বিরচিত মীমাংসা-শ্লোকবার্ত্তিকের তিনখানি টীকা মুদ্রিত হইয়াছে—ভট্ট উম্বেক প্রণীত তাৎপর্য্য টীকা, সুচরিত মিশ্র প্রণীত কাশিকা টীকা ও পার্থসারথি মিশ্র কৃত ন্যায়রত্নাকর নামক টীকা। এই তিনটি টীকার মধ্যে ভট্ট উম্বেক প্রণীত টীকাই প্রাচীন। মহাকবি ভবভূতিরই অপর নাম ভট্ট উম্বেক এই কথা চিৎসুখী গ্রন্থের টীকা নয়ন-প্রসাদিনীতে বলা হইয়াছে।[২] 'প্রায়েণৈব হি মীমাংসা', এই পূর্বোক্ত বার্ত্তিক শ্লোকের ব্যাখ্যাতে ভট্ট উম্বেক বলিয়াছেন যে ভর্ত্তৃমিত্র প্রভৃতি প্রাচীন মীমাংসকগণ তত্ত্বশুদ্ধি প্রভৃতি মীমাংসার প্রকরণ-গ্রন্থ রচনা করিয়া মীমাংসার সিদ্ধান্তসমূহকে চার্ব্বাক সিদ্ধান্তে পরিণত করিয়াছেন। ভট্ট উম্বেক বলিয়াছেন যে—বেদার্থের গ্রহণ ও বেদার্থের অবিস্মরণের

---

১ প্রায়েণৈব হি মীমাংসা লোকে লোকায়তীকৃতা।
তামাস্তিকপথে কর্ত্তুময়ং যত্নঃ কৃতো ময়া॥
শ্লোকবার্ত্তিক, উপোদ্‌ঘাত, ১০ শ্লোক।

২ উম্বেকো ভবভূতিঃ—
নির্ণয়সাগর মুদ্রিত নয়নপ্রসাদিনী টীকা, ২৬৫ পৃঃ।

জন্য ভর্ত্তৃমিত্র প্রভৃতি আচার্য্যগণের বিরচিত তত্ত্বশুদ্ধি প্রভৃতি মীমাংসার প্রকরণ গ্রন্থই আছে; ভট্টপাদের আর বার্ত্তিক রচনা করিবার প্রয়োজন কি? এইরূপ প্রশ্নের উত্তরেই বার্ত্তিককার ভট্টপাদ "প্রায়েণৈব হি মীমাংসা" এই উপোদ্ঘাত বার্ত্তিকের শ্লোকটি বলিয়াছেন। এই বার্ত্তিক শ্লোকের অর্থ পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। ভট্ট উম্বেক আরও বলিয়াছেন যে প্রাচীন আচার্য্য ভর্ত্তৃমিত্র প্রভৃতি সংস্মৃতি ও সদাচার ধর্ম্মে প্রমাণ হইলেও তাহাদের প্রামাণ্য নিরাকরণ করিয়াছেন। বিধি ও নিষেধের ইষ্টফল ও অনিষ্টফল ইঁহারা স্বীকার করেন নাই। সুতরাং ইঁহাদের মতের সহিত নাস্তিক মতের বিশেষ কোনও পার্থক্য নাই। "চোদনা প্রমাণক ধর্ম্ম" তাঁহাদের মাত্র এই কথাটি নাস্তিক মতের সহিত তাঁহাদের মতের ভেদ প্রকাশ করে। "চোদনা প্রমাণক ধর্ম্ম" এই কথাটী যদি তাঁহারা স্বীকার না করিতেন তবে তাঁহাদিগকে পূর্ণভাবেই নাস্তিক বলা যাইত। এই অসৎ ব্যাখ্যাতৃগণের ব্যাখ্যা দ্বারা মীমাংসাশাস্ত্র অত্যন্ত কলুষিত হইয়াছে। এই অসৎ ব্যাখ্যার নিরসনপূর্ব্বক সৎ ব্যাখ্যা প্রদর্শনের জন্যই ভট্টপাদ বার্ত্তিক রচনা করিতেছেন[১]। ভট্টপাদ বিরচিত শ্লোকবার্ত্তিকের ন্যায়রত্নাকর টীকাতে পার্থসারথিমিশ্রও[২] উম্বেকের উক্তিরই অনুরূপ

---

১ ননু বেদার্থগ্রহণাবিস্মরণার্থমপি তত্তদ্ভর্ত্তৃমিত্রাদিবিরচিততত্ত্বশুদ্ধ্যাদিলক্ষণপ্রকরণমস্ত্যেবেতি গতার্থমিদং বার্ত্তিকমিত্যত আহ "প্রায়েণৈবেতি"। মীমাংসা হি সর্ব্বাস্তিকশাস্ত্রাণামগ্রণীঃ। সর্ব্বপুরুষার্থসাধনপরিজ্ঞানস্যৈতন্নিবন্ধনত্বাৎ। সৈবমাস্থিকা অলোকায়তসেব সতী বাহুল্যেন লোকায়তীকৃতা। সংস্মৃতিসদাচারাণাং বিনা কারণেন ধর্ম্মপ্রমাণত্বনিরাকরণাৎ বিধিনিষেধয়োরিষ্টানিষ্টফলানভ্যুপগমাচ্চ। প্রায়েণেতি। চোদনাপ্রমাণকো ধর্ম্ম ইত্যেতাবন্মাত্রেণ নাস্তিকশাস্ত্রাদপসারিতা, অন্যৎসামান্যমেব কৃতমিত্যর্থঃ। তামিমামসদ্ব্যাখ্যাতৃবশাদসন্মার্গনিম্নগামুদ্ধৃত্যাস্তিকপথে কর্ত্তুং স্থাপয়িতুং বার্ত্তিকারম্ভপ্রযত্নঃ কৃতো ময়েতি।
মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয় মুদ্রিত ভট্ট উম্বেক কৃত তাৎপর্য্যটীকা ৩ পৃঃ।

২ ননু মীমাংসায়াশ্চিরন্তনানি ভর্ত্তৃমিত্রাদিরচিতানি ব্যাখ্যানানি বিদ্যন্তে কিমনেনেত্যত আহ প্রায়েণেতি। মীমাংসা হি ভর্ত্তৃমিত্রাদিভিরলোকায়তৈব সতী লোকায়তীকৃতা নিত্যনিষিদ্ধয়োরিষ্টানিষ্টং ফলং নাস্তীইত্যাদি বহ্বপসিদ্ধান্তপরিগ্রহেণেতি। তামাস্তিকপথে কর্ত্তুং বার্ত্তিকারম্ভযত্নঃ কৃতো ময়েতি। ন্যায়রত্নাকর পৃঃ ৩

বলিয়াছেন। কেবল ভর্ত্তৃমিত্র বিরচিত তত্ত্বশুদ্ধি গ্রন্থের নাম উল্লেখ করেন নাই।

সুচরিত মিশ্র কৃত কাশিকা টীকাতেও উম্বেকের কথাগুলিই অতি সংক্ষেপে বলা হইয়াছে[১]। ভট্ট উম্বেকের পরবর্ত্তী সুচরিত মিশ্র ও সুচরিত মিশ্রের পরবর্ত্তী পার্থসারথি মিশ্র। সুতরাং ভট্ট উম্বেক যাহা বলিয়াছেন পরবর্ত্তী টীকাকারগণ এ স্থলে তাহারই সংক্ষেপে উল্লেখ মাত্র করিয়াছেন।

টীকাকারগণের কথা হইতে ইহা সুস্পষ্ট ভাবেই বুঝিতে পারা যায় যে প্রাচীন ভর্ত্তৃমিত্র প্রভৃতি আচার্য্য তত্ত্বশুদ্ধি প্রভৃতি প্রকরণ-গ্রন্থে মীমাংসার যেরূপ অভিপ্রায় প্রতিপাদন করিয়াছিলেন, ভট্টপাদ তাহারই খণ্ডনের জন্য প্রয়াস করিয়াছেন। এস্থলে বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে ভট্টপাদ কুমারিল যাঁহাদের মতের খণ্ডনের জন্য মীমাংসাবার্ত্তিকগ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন, তাঁহারা সাধারণ পণ্ডিত হইতে পারেন না। সাধারণ পণ্ডিতের মত খণ্ডনের জন্য বার্ত্তিককার প্রয়াস করিতেন না। যে সকল পণ্ডিতগণের মত খণ্ডনের জন্য বার্ত্তিক লিখিত হইয়াছে, তাঁহাদের মধ্যে মাত্র একজনের নাম আমরা বার্ত্তিকটীকা হইতে জানিতে পারিয়াছি এবং তাঁহাদের নিবন্ধগুলির মধ্যে মাত্র একখানির নাম জানিতে পারা গিয়াছে। অন্য পণ্ডিত ও তাঁহাদের গ্রন্থের নাম জানিতে পারা যায় নাই।

এই তত্ত্বশুদ্ধি গ্রন্থে ভর্ত্তৃমিত্র কি বলিয়াছিলেন, তাঁহার যুক্তিগুলিই বা কিরূপ ছিল, এবং কেনই বা এই সুপ্রাচীন পণ্ডিত ভর্ত্তৃমিত্র কর্ম্মের নিষ্ফলতা প্রতিপাদন করিতে প্রয়াসী হইয়াছিলেন এই প্রবন্ধে আমরা তাহার কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব। ভট্টপাদ অপেক্ষা প্রাচীন

---

১ ননু মীমাংসায়ামপি চিরন্তননিবন্ধনানি সন্তীতি কিং মুধা প্রযত্যতে। অত আহ—প্রায়েণেতি। লোকায়তং নাম নাস্তিকানাং তন্ত্রম্। তদ্‌ভাবমাপাদিত নানাপসিদ্ধান্তসংগ্রহেণ। তামাস্তিকপথে কর্ত্তুময়ং যত্নঃ কৃত ইতি।

ত্রিবেন্দ্রম্ মুদ্রিত কাশিকা টীকা, ৪ পৃঃ।

ভর্ত্তৃমিত্র ও তাঁহার রচিত গ্রন্থ তত্ত্বশুদ্ধির নামও আমরা ভাল করিয়া জানি না। তত্ত্বশুদ্ধি গ্রন্থ বর্ত্তমান সময় অলভ্য না হইলেও যে দুর্লভ, ইহাতে কোনও সন্দেহ নাই; সুতরাং তত্ত্বশুদ্ধি গ্রন্থ হইতে গ্রন্থকারের যুক্তি ও সিদ্ধান্ত দেখাইবার উপায় নাই।

মহামতি মণ্ডন মিশ্র তাঁহার রচিত বিধিবিবেক গ্রন্থের শেষে অধিকারবিধি নিরূপণ প্রসঙ্গে এই মতের বিস্তৃত আলোচনা করিয়া তাহার খণ্ডন করিয়াছেন এবং ব্রহ্মসিদ্ধি গ্রন্থেও এই মতের বিস্তৃত আলোচনা দেখিতে পাওয়া যায়। বৃহদারণ্যক উপনিষদের শাঙ্কর-ভাষ্যে ও বার্ত্তিকে এই মতের উল্লেখ ও তাহার খণ্ডন দেখা যায়। নবীন গ্রন্থে এই মতের কোনও উল্লেখ নাই।

আমরা প্রথমতঃ বিধিবিবেক গ্রন্থ হইতে এই মতের স্বরূপ দেখাইতে চেষ্টা করিব। পূর্ব্বমীমাংসা ও উত্তরমীমাংসা গ্রন্থে এই একই মতের আলোচনাতে ইহা স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায় যে, এই ভর্ত্তৃমিত্রের মতটী উভয় মীমাংসার সহিতই সম্বদ্ধ। বস্তুতঃ কথাও ইহাই বটে। ভর্ত্তৃমিত্র মীমাংসক হইলেও তিনি একজন অদ্বৈতবাদী আচার্য্য। প্রভাকরের সিদ্ধান্ত যেমন অদ্বৈতবাদের অনুকূল, ভর্ত্তৃমিত্রের সিদ্ধান্ত তদপেক্ষা অধিকতর স্পষ্টভাবে অদ্বৈত-সিদ্ধান্তের অনুসরণ করিয়াছে। সম্পূর্ণ কর্ম্মকাণ্ডকে আত্মজ্ঞানের অধিকারসিদ্ধিতে পর্য্যবসিত করা হইয়াছে; শঙ্কর, মণ্ডন প্রভৃতি অদ্বৈতবাদের আচার্য্যগণও বলিয়াছেন যে চিত্তশুদ্ধি দ্বারা বিহিত কর্ম্মই আত্ম-জ্ঞানের অধিকার সম্পাদন করিয়া থাকে। তথাপি বিহিত কর্ম্ম দ্বারা স্বর্গাদি ফল লাভ হয় না—এরূপ বলেন নাই। সমস্ত বিহিত কর্ম্মের স্বর্গাদি বিশেষ ফল থাকিলেও বিহিতকর্ম্ম দ্বারা শুদ্ধচিত্ত হইয়া পুরুষ আত্মজ্ঞানে অধিকারী হইয়া থাকে। ভগবৎপাদ নিত্য ও নৈমিত্তিক কর্ম্মের অনুষ্ঠানেই চিত্তশুদ্ধি হয় বলিয়াছেন; কাম্যকর্ম্ম স্বর্গাদি ফলেরই জনক হয়, কাম্যকর্ম্ম চিত্তশোধক হয় না বলিয়াছেন। এইরূপ মতভেদ থাকিলেও বিহিতকর্ম্মের ফল চিত্তশুদ্ধি ইহা স্বীকার

করা হইয়াছে। সিদ্ধিত্রয়গ্রন্থের প্রণেতা সুপ্রসিদ্ধ ভগবদ্ যামুনাচার্য্য সিদ্ধিত্রয়গ্রন্থে অদ্বৈতবাদী আচার্য্যগণের নামোল্লেখ প্রসঙ্গে ভর্ত্তৃমিত্রের নামের উল্লেখ করিয়াছেন। ভট্ট উম্বেক যে ভর্ত্তৃমিত্রের কথা বলিয়াছেন, তিনিই যামুনাচার্য্য কথিত ভর্ত্তৃমিত্র কিনা স্থির করিয়া বলা কঠিন, তবে নামের একতা আছে ও বিষয়ের সাম্য আছে এজন্য একব্যক্তিও হইতে পারেন।[১]

আচার্য্য ভর্ত্তৃমিত্র বলিয়াছেন যে, কোনও বিহিত কর্ম্মেরই পৃথক্ কোনও ফল নাই। সমস্ত বিহিত কর্ম্মই কেবলমাত্র পুরুষের রাগাদি দোষেরই নিবর্ত্তক হইয়া থাকে; কর্ম্মানুষ্ঠানে অনুষ্ঠাতা শান্ত-দান্ত হইয়া থাকেন; শান্ত-দান্ত পুরুষেরই আনন্দস্বরূপ নিষ্প্রপঞ্চ আত্মার সাক্ষাৎকার হইয়া থাকে। এই আত্মসাক্ষাৎকারই একমাত্র বেদ-প্রতিপাদ্য পুরুষার্থ। দুঃখলেশরহিত আনন্দস্বরূপ আত্মার সাক্ষাৎকারই পুরুষার্থ। আত্মা নিষ্প্রপঞ্চ বলিয়া দুঃখলেশরহিত এবং আত্মা আনন্দস্বরূপ। বাহ্য বিষয়ে রাগ-দ্বেষই এই আত্মসাক্ষাৎকারের বিরোধী। বিহিত কর্ম্মানুষ্ঠানে নিরত পুরুষের বাহ্য বিষয়ে রাগ-দ্বেষ ক্ষীণ হইয়া যায়, আর তাহাতেই পুরুষ শান্ত-দান্ত হয়। শান্ত-দান্ত পুরুষেরই আত্মজ্ঞানে অধিকার আছে। অশান্ত, অদান্ত পুরুষের আত্মজ্ঞানে অধিকার নাই। বিহিত কর্ম্মদ্বারা স্বর্গাদি ফলের লাভ হয়, এরূপ বলা অতি অসঙ্গত; যাঁহারা এরূপ বলেন তাঁহারা প্রকারান্তরে শাস্ত্রকে অশাস্ত্রই বলেন।

ধন-পুত্র-স্বর্গাদি বাহ্য বিষয়ে জীবের রাগ স্বভাবতঃ প্রবল; রাগিপুরুষের ধনাদিতে প্রবল রাগ থাকিলেও অনেক সময় কাম্য ধনাদি লাভের উপায় জানিতে পারে না বলিয়া প্রবল রাগবেগ সহ্য করিতে বাধ্য হইয়া থাকে। শাস্ত্র যদি এই কাম্য বস্তু লাভের উপায় নির্দ্দেশ করিতে থাকেন, তাহা হইলে শাস্ত্র পুরুষের অনর্থলাভেরই সহায়ক হইবেন সন্দেহ নাই। যেমন কোনও ব্যক্তি রাগবশতঃ

১ কাশী মুদ্রিত সিদ্ধিত্রয়, ৫ পৃঃ।

কোনও দুষ্ট বস্তু আহার করিতে চায়। কিন্তু দুষ্ট বস্তুটী কোথায় পাওয়া যায় তাহা না জানিলে সে ঐ বস্তু আহার করিতে পারে না। ইচ্ছা থাকিলেও অনিষ্টদ্রব্য আহার করা হয় না। কিন্তু কোনও ব্যক্তি যদি তাহাকে অনিষ্ট বস্তুটী কোথায় কেমন করিয়া পাওয়া যায় বলিয়া দেয় তবে রাগী ব্যক্তি অনায়াসে সেই বস্তু লাভ করিবে ও তাহা আহার করিয়া অনিষ্ট ফল ভোগ করিবে। শাস্ত্রও যদি এইরূপ কামী পুরুষের কাম্য বস্তু লাভের উপায় বলিতে থাকেন—তবে তাহাকে শাস্ত্র বলা যায় কিরূপে? যে হিতশাসন করে তাহাকে শাস্ত্র বলা যায়। এইরূপ অহিতশাসন করিলেও যদি শাস্ত্র হয় তবে অশাস্ত্র কাহাকে বলা যাইবে? কামী পুরুষের কামের উপহার প্রদান, রাগী পুরুষের রাগের ইন্ধন সম্পাদন—শাস্ত্রের কার্য্যই হইতে পারে না। পুরুষ যাহাতে অরাগ, অদ্বেষ, নিষ্কাম হইতে পারে শাস্ত্র তাহাই বলিয়াছেন। আর তাহাতেই শাস্ত্র পুরুষের হিতশাসন করিয়া যথার্থ শাস্ত্র নামে অভিহিত হইয়াছেন। এইরূপে সমস্ত কর্ম্মকাণ্ড আত্মজ্ঞানের অধিকার সম্পাদনেই পর্য্যবসিত হইয়াছে—ইহাই সংক্ষেপতঃ ভর্ত্তৃমিত্রের অভিপ্রায়। বিহিত কর্ম্মের পৃথক্ ফল স্বীকার না করায় জীবের সুখ বিহিত কর্ম্মের ফল ও দুঃখ নিষিদ্ধ কর্ম্মের ফল, ইহাও সিদ্ধ হয়না। সুতরাং ভর্ত্তৃমিত্রের মতে জীবের সুখ-দুঃখ স্বাভাবিক বলিতে হইবে। এই স্বভাববাদ সমর্থন করায় ভর্ত্তৃমিত্রের মত লোকায়তমতই হইবে। আর এইজন্যই ভট্টপাদ, মণ্ডন মিশ্র প্রভৃতি আচার্য্যগণ এই মতকে লোকায়ত মত বলিয়া নিন্দা করিয়াছেন ও তাহার খণ্ডন করিয়াছেন। আচার্য্য মণ্ডন এই ভর্ত্তৃমিত্রের মত খণ্ডন করিয়া সর্ব্বশেষে বলিয়াছেন যে—এই মত স্বীকার করিলে "লোকায়ত মতে যাহা স্বীকার করা হয় বেদেরও তাহাই অর্থ"—ইহাই স্বীকার করিতে হইবে[১]।

---

১ স্বাভাবিকত্বাচ্চ ফলোপভোগস্য স্বভাববাদ এবাম্নায়ার্থশ্ছদ্মনা আশ্রিতঃ স্যাৎ। কাশী মুদ্রিত বিধিবিবেক, ৪৭১ পৃঃ।

যাগাদীনামফলসধানত্বে সেবাদেশ্চ ব্যাভিচারহেতুঃ (=ব্যভিচারাদহেতুত্বে) সুখদুঃখাদিরেব স্বাভাবিক লোকায়তিকাভ্যুপগতাম্নায়ার্থঃইতি বচনব্যক্ত্যন্তরেণাভ্যুপগতং ভবতীত্যাহ স্বাভাবিকত্বাচ্চ ফলভোগস্য ইত্যাদি।

কাশী মুদ্রিত ন্যায়কণিকা ৪৭০-৭১ পৃঃ

ভর্ত্তৃমিত্র প্রভৃতি আচার্য্যগণের কীদৃশ অপব্যাখ্যার ফলে বেদের কর্ম্মকাণ্ড লোকায়ত মতে পর্য্যবসিত হইয়াছে, তাহার কিঞ্চিৎ আভাস দেওয়া যাইতেছে। জৈমিনি সূত্রের ষষ্ঠ অধ্যায়ে অধিকার-বিধি নিরূপিত হইয়াছে। মণ্ডন মিশ্রও এই ষষ্ঠাধ্যায় প্রতিপাদ্য অধিকার-বিধির আলোচনা প্রসঙ্গে ভর্ত্তৃমিত্রের মত দেখাইয়াছেন। শাস্ত্র-দীপিকা প্রভৃতি গ্রন্থেও ষষ্ঠাধ্যায়ের প্রারম্ভে এই ভর্ত্তৃমিত্রের মতের স্বরূপমাত্র দেখান হইয়াছে। কিন্তু তাহার প্রয়োজন কিছুই বলা হয় নাই। ভট্টপাদের মত অনুসরণ করিয়া যে সমস্ত মীমাংসা-গ্রন্থ লিখিত হইয়াছে, সেই সমস্ত গ্রন্থেই এই ভর্ত্তৃমিত্রের মত পূর্বপক্ষরূপে গ্রহণ করিয়া তাহার খণ্ডন করা হইয়াছে; কিন্তু বিধিবিবেক গ্রন্থে এই পূর্ব্বপক্ষী ভর্ত্তৃমিত্রের অভিপ্রায় যেরূপ বিস্তৃতভাবে বলা হইয়াছে, পরবর্ত্তী কোনও গ্রন্থেই তাহা করা হয় নাই। ভাষ্যকার শবরস্বামী পূর্ব্বপক্ষের ও সিদ্ধান্তের প্রয়োজন নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন অর্থাৎ পূর্ব্বপক্ষীর যুক্তি গ্রহণ করিলে বিচার্য্য কর্ম্মটির অনুষ্ঠান কিরূপ হইবে এবং সিদ্ধান্তীর যুক্তি গ্রহণ করাতেই বা বিচারণীয় কর্ম্মটির অনুষ্ঠান কিরূপ হইবে, ইহা দেখাইয়াছেন; অনুষ্ঠানের ভেদই পূর্ব্বপক্ষ ও সিদ্ধান্তের প্রয়োজন। প্রয়োজনশূন্য পূর্ব্বপক্ষ বা সিদ্ধান্ত হইতে পারে না। এজন্য নব্য মহামীমাংসক খণ্ডদেব অধিকরণ ষড়ঙ্গ হইবে বলিয়াছেন।[১] মীমাংসার এক-একটী অধিকরণের বিষয় সংশয়াদি পাঁচটী অঙ্গ আছে, তাহাতে প্রয়োজনও অঙ্গরূপে গ্রহণ করিলে অধিকরণ ষড়ঙ্গই হইবে। পরবর্ত্তী মীমাংসকগণের মধ্যে অনেকেই এই প্রয়োজনের উল্লেখ করেন নাই। ভর্ত্তৃমিত্র প্রভৃতি আচার্য্যগণের প্রদর্শিত পূর্ব্বপক্ষের প্রয়োজন কি? তাহা বিধিবিবেকে

---

১ অধিকরণন্তু বেদবৎ ষড়ঙ্গং যদাহুঃ" বিষয়ো বিশয়শ্চৈব পূর্বপক্ষস্ত-থোত্তরম্। প্রয়োজনং সঙ্গতিশ্চ প্রাঞ্চোঽধিকরণং বিদুঃ॥ ভাট্টদীপিকা, পৃঃ ৪-৫ (মাদ্রাস ল জার্নল প্রেস মুদ্রিত।)

মণ্ডন মিশ্র নির্দ্দেশ করিয়াছেন। বিহিত কর্ম্মের ফল না থাকিলে কর্ম্মে অধিকারও সিদ্ধ হইবে না আর তাহাতে কর্ম্মসমূহ দৃষ্টরূপেই আত্ম-জ্ঞানাধিকার প্রয়োজন হইবে।[১] বাহ্য বিষয়ে রাগ-দ্বেষাদির নিবৃত্তির দ্বারা আত্মজ্ঞানের অধিকারসিদ্ধিই কর্ম্মবিধিসমূহের প্রয়োজন।

নিষ্প্রপঞ্চ আনন্দস্বরূপ আত্মার জ্ঞানে অধিকার সম্পাদনই কর্ম্মবিধিসমূহের ফল, স্বর্গ-পুত্রাদি লাভের জন্য কর্ম্মবিধি নহে; কিন্তু তাদৃশ আত্মজ্ঞানে অধিকার সম্পাদনের জন্যই কর্ম্মবিধিসমূহ বেদে আম্নাত হইয়াছে। এই অভিপ্রায়েই পূর্ব্বপক্ষিগণ কর্ম্মের অধিকার খণ্ডনের জন্য বহু যুক্তি দেখাইয়াছেন। মীমাংসার ষষ্ঠ অধ্যায়ের প্রারম্ভে যে "অধিকার ন্যায়" প্রদর্শিত হইয়াছে—যাহাতে যাগাদি ক্রিয়ার স্বর্গাদি ফল সাধনতা আছে কিনা বিচার করা হইয়াছে—তাহা এই ভর্ত্তৃমিত্রাদির যুক্তি খণ্ডনের জন্যই করা হইয়াছে। কিন্তু এই সংবাদ আর পরবর্ত্তী গ্রন্থে দেখান হয় নাই। আর তাহাতে অধিকার খণ্ডনের যুক্তিগুলি, নিঃসার কতকগুলি উল্টা যুক্তি বলিয়াই মনে হয়। কিন্তু পূর্ব্বপক্ষীদিগের সম্পূর্ণ অভিপ্রায় জানিলে এই যুক্তিতেও সরসতা বোধ হইবে। ভর্ত্তৃমিত্র প্রভৃতি সুপ্রাচীন আচার্য্যগণ, যে যুক্তিবলে কর্ম্মের অধিকার খণ্ডন করিবার জন্য প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তাহা তাঁহাদেরই উদ্ভাবিত নহে। ভগবান্ জৈমিনি ষষ্ঠ অধ্যায়ের আদিতে যে সূত্রটি করিয়াছেন, ঐ সূত্রটি[২] এই পূর্ব্বপক্ষীয়দিগেরই প্রাচীনতম আচার্য্যগণের সম্মত ছিল; ঐ সম্প্রদায়েই ভর্ত্তৃমিত্র প্রভৃতি আচার্য্যগণ তত্ত্বশুদ্ধি প্রভৃতি গ্রন্থ লিখিয়া পূর্ব্বতম আচার্য্যগণের অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন। আজ আমরা যাহা পূর্ব্বপক্ষ বা পূর্ব্বপক্ষের যুক্তি মনে করিয়া তুচ্ছবোধ করিতেছি, হয়ত এমন এক সময় ছিল, যে সময় পূর্ব্বপক্ষানুসারী আচার্য্যগণই প্রবল ছিলেন; তাঁহারাও বহু গ্রন্থ

---

১ তথাচ ফলাভাবাদধিকারাভাবঃ। নহ্যফলেষু কর্মসু কশ্চিন্নিযোজ্যঃ স্বামী বা। কাশীমুদ্রিত বিধিবিবেক পৃঃ ৪৩৩। দৃষ্টৈনৈব কর্মবিধয় আত্মজ্ঞানাধিকারপ্রয়োজনাঃ। কাশীমুদ্রিত বিধিবিবেক, পৃঃ ৪৪২।

২ দ্রব্যাণাং কর্ম্মসংযোগে গুণত্বেনাভিসম্বন্ধঃ জৈঃ সূ ৬। ১। ১।

নির্ম্মাণ করিয়া প্রচলিত সিদ্ধান্তকেই পূর্ব্বপক্ষরূপে গ্রহণ করিয়া, স্বীয় সিদ্ধান্ত প্রদর্শন করিয়াছিলেন। সেই সমস্ত গ্রন্থ লুপ্ত হইলেও দুই-একখানি গ্রন্থের উল্লেখ এখনও পাওয়া যায়, যেমন ভর্তৃমিত্র প্রণীত তত্ত্বশুদ্ধি। এই গ্রন্থ যে প্রচলিত মীমাংসার বিরোধী ছিল তাহা বলাই হইয়াছে।

মহামতি মণ্ডন মিশ্রের 'ভাবনাবিবেক' গ্রন্থ আলোচনা করিলেও এইরূপ পূর্ব্বপক্ষের রহস্য জানিতে পারা যায়। ভাবনাবিবেকে বহু যুক্তি দ্বারা দেখান হইয়াছে যে—চলতি, পচতি প্রভৃতি ক্রিয়া-প্রতিপাদক শব্দ, সংযোগ-বিভাগরূপ গুণেরই বোধক হইয়া থাকে। সংযোগ-বিভাগ রূপ গুণের অতিরিক্ত ক্রিয়া বলিয়া কোন পদার্থ নাই। প্রত্যক্ষ দ্বারাও এই সংযোগ-বিভাগ মাত্রই প্রতীত হয়, সংযোগ-বিভাগ ভিন্ন ক্রিয়া প্রতীত হয় না। ধাতুর অর্থ সংযোগ-বিভাগ-রূপ গুণ, ধাত্বর্থের অতিরিক্ত অন্য ক্রিয়াও নাই; এজন্য যাঁহারা প্রত্যয়ার্থ ভাবনা বলেন এবং এই প্রত্যয়ার্থ ভাবনাকে ক্রিয়া বলেন তাহা সঙ্গত নহে।[১] সংযোগ-বিভাগের অতিরিক্ত ক্রিয়া নাই বলিয়াই অতি প্রাচীন মীমাংসক ভগবান্ বাদরি দ্রব্য, গুণ ও সংস্কারকেই শেষ বা অঙ্গ বলিয়াছেন। যাগাদি ক্রিয়াকে অঙ্গ বলেন নাই। যে হেতু যাগাদি ক্রিয়া সংযোগ-বিভাগ রূপ গুণ হইতে ভিন্ন নহে।[২] আর গুণকে অঙ্গ বলা হইয়াছে। এই পূর্ব্বপক্ষী ভগবান্ বাদরি,

---

১ তস্মাদ্ গুণবিশেষ এব ধাতূপাদানঃ ক্রিয়া, নতু তদতিরিচ্যমানাত্মা ক্রিয়াপদার্থঃ যঃ প্রত্যয়স্য ধাতোর্বাহভিধেয়ঃ স্যাৎ। কাশী মুদ্রিত ভাবনাবিবেক। যথা চলতীত্যক্ষজঃ প্রত্যয়ঃ সংযোগবিভাগালম্বনস্তথা পচত্যাদিশব্দজনিতা অপি প্রত্যয়াঃ সংযোগ-বিভাগরূপগুণবিশেষালম্বনা ন তদ্দ্রব্যাতিরিক্ত ক্রিয়াগ্রাহিণ ইত্যাহ তস্মাদিতি। কাশী মুদ্রিত ভট্ট উম্বেক প্রণীত ভাবনাবিবেক, টীকা ৩৫ পৃঃ।

দ্রব্যগুণসংস্কারেষু বাদরিঃ। মী. সূ ৩।১।৩

২ বুদ্ধেবদমেব ভগবান্ দদর্শ খলু বাদরিঃ ন দ্রব্যগুণসংস্কারব্যতিরিক্তোঽস্তি শেষতা। কাশী মুদ্রিত ভাবনাবিবেক, ৪১ পৃঃ।

সংযোগ-বিভাগাতিরিক্ত ক্রিয়া মানেন না, এজন্য গুণ হইতে পৃথক্‌ভাবে ক্রিয়াকে অঙ্গ বলেন নাই। ভগবান্ জৈমিনি গুণাতিরিক্ত ক্রিয়া স্বীকার করেন। এজন্য "দ্রব্যগুণসংস্কারেষু বাদরিঃ" এই সূত্রের পরেই "কর্ম্মাণ্যপি জৈমিনিঃ ফলার্থত্বাৎ" (জৈঃ, সূঃ, ৩।১।৪) বলা হইয়াছে। জৈমিনি গুণাতিরিক্ত কর্ম্মকেও ফলের অঙ্গ বলিয়া স্বীকার করেন। ভাসর্ব্বজ্ঞ প্রণীত ন্যায়সারের টীকা 'ন্যায়ভূষণে' সংযোগ-বিভাগের অতিরিক্ত কর্ম্ম (ক্রিয়া) ভূষণকার স্বীকার করেন নাই—ইহাই আমরা জানি। কিন্তু এই সিদ্ধান্ত ভগবান্ বাদরির সম্মত ইহা ভাবনাবিবেকে স্পষ্ট করিয়া বলা হইয়াছে। সুতরাং এই সিদ্ধান্ত যে কত প্রাচীন তাহা ভাবিলেও বিস্মিত হইতে হয়। সংযোগ-বিভাগাতিরিক্ত ক্রিয়া স্বীকার না করিয়া "যজেত স্বর্গকামঃ" এই শ্রুতিবাক্যের ব্যাখ্যা করিলে যেরূপ অদ্ভুত অর্থ হইবে, তাহা ভর্ত্তৃমিত্রের মতে উক্ত শ্রুতি-বাক্যের অর্থের প্রায় সহোদর বলিয়াই মনে হইবে। বিস্তর ভয়ে এ স্থলে তাহা প্রদর্শন করিলাম না।

মীমাংসাদর্শনের ষষ্ঠাধ্যায়ের প্রারম্ভে[১] "স্বর্গকামো যজেত" ইত্যাদি অধিকার-বিধি-বাক্যের অর্থ কিরূপ হইবে ইহা নিরূপণের জন্য ভাষ্যকার এইরূপ সংশয় প্রদর্শন করিয়াছেন যে—উক্ত বিধিবাক্য হইতে কি স্বর্গ অপ্রধানভাবে এবং যাগাদি কর্ম্ম প্রধানভাবে প্রতীত হয়? অথবা যাগাদি কর্ম অপ্রধানভাবে এবং স্বর্গ প্রধানভাবে প্রতীত হয়? এইরূপ সংশয় হওয়ার কারণ এই যে প্রদর্শিত বাক্যটীতে দুইটী পদ আছে, স্বর্গকাম এবং যজেত। একটী বাক্যের অন্তর্গত দুইটী পদের অর্থের পরস্পর সম্বন্ধ আছে—ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। বাক্যের অন্তর্গত পদগুলির অর্থ পরস্পর সংস্পৃষ্ট না হইলে একবাক্যতাই হইতে পারে না। যেমন গৌঃ অশ্বঃ পুরুষঃ হস্তী—এই চারিটী পদের অর্থ পরস্পর সম্বদ্ধ না

১ দ্রব্যাণাং কর্ম্মসংযোগে গুণত্বেনাভিসম্বন্ধঃ—জৈঃ. সূঃ ৬।১।১, পূর্বপক্ষসূত্র।

হওয়ায় এই চারিটী পদ দ্বারা একটী বাক্য হয় নাই। "স্বর্গকামো যজেত" এই একটী বাক্যে পদার্থ দুইটী পরস্পর সম্বন্ধ হইয়া একটী বিশিষ্ট অর্থের বোধক হইয়াছে। প্রদর্শিত বাক্যের পদ দুইটীর অর্থের সম্বন্ধ থাকিলেও সম্বন্ধটী কি হইবে তাহাই এ স্থলে আলোচ্য। "যজেত" পদের অন্তর্গত যজ্ ধাতুর অর্থ যাগ সাধ্য অথবা সাধন হইবে ? সাধ্যরূপে প্রতীত অর্থটী প্রধান এবং সাধনরূপে প্রতীত অর্থটী অপ্রধান হইয়া থাকে। দুইটী পদার্থের সম্বন্ধ হইতে গেলেই প্রধান অপ্রধানভাবে সম্বন্ধ হইবে। দুইটী পদার্থই প্রধান অথবা দুইটী পদার্থই অপ্রধান হইলে সম্বন্ধই হইতে পারে না। বিশিষ্ট অর্থের একটী মাত্র অর্থ প্রধান বা বিশেষ্য হইবে, অন্য অর্থগুলি অপ্রধান বা তাহার বিশেষণ হইবে। বাক্যমাত্রই ক্রিয়াপ্রধান এবং এক প্রয়োজন হইয়া থাকে—ইহাই বাক্যের স্বভাব। অর্থের স্বভাবও এই যে ক্রিয়া স্বভাবতঃই সাধ্যরূপ এবং দ্রব্য স্বভাবতঃই সিদ্ধরূপ। সাধ্যস্বভাব ক্রিয়া স্বসিদ্ধির জন্য সাধনরূপ সিদ্ধস্বভাব দ্রব্যকে অপেক্ষা করে। সিদ্ধস্বভাব দ্রব্যই সাধন হইতে পারে। যাহা অসিদ্ধ তাহা সাধন হইতে পারে না। সুতরাং প্রদর্শিত স্থলে সিদ্ধস্বভাব স্বর্গ-দ্রব্য, সাধ্যস্বভাব যাগক্রিয়ার সাধনই হইবে, কিন্তু সাধ্যযাগ সিদ্ধ স্বর্গের সাধন হইতে পারে না ; এজন্য স্বর্গ দ্বারা যাগ সিদ্ধ হইবে কিন্তু যাগ দ্বারা স্বর্গ সিদ্ধ হইবে না। স্বর্গ যাগের সাধন হইলে স্বর্গ ফল হইতে পারে না, সাধ্যবস্তুই ফল হইয়া থাকে ; যাগ সাধ্য বলিয়া যাগই ফল হইবে, ফলই বাক্যার্থে প্রধানরূপে প্রতীত হয়। স্বর্গ যাগের সাধন হইল বলিয়া স্বর্গ অপ্রধান হইবে, আর অপ্রধানকেই গুণ বলা হয়। এজন্য প্রদর্শিত বাক্যের যাহা অর্থ হইল তাহাতে স্বর্গ ফল বলিয়া প্রধান হইতে পারিল না। যাগই ফল বলিয়া অর্থাৎ সাধ্য বলিয়া প্রধানভাবে প্রতীত হইল। সুতরাং স্বর্গফলের সাধন যাগ—ইহা এই বাক্যের অর্থই নহে। স্বর্গ ও যাগ উভয়ই সাধ্য বা ফলরূপে এই একটী বাক্য

দ্বারা প্রতীত হইতে পারে না ; দুইটী সাধ্য বা ফল হইলে প্রদর্শিত বাক্যের একত্ব থাকিবে না, দুইটী বাক্য হইয়া পড়িবে, তাহাতে বাক্যভেদ দোষ হইবে। স্বর্গ করিবে যাগ করিবে এরূপ বলিলে "স্বর্গকামো যজেত" এই বাক্যের অনুভবসিদ্ধ একত্ব আর থাকিতে পারিবে না। সাধ্য বা ফলের ভেদ-প্রযুক্ত বাক্যও ভিন্ন হইয়া পড়িবে।[১] এইরূপে স্বর্গ ফল হইতে পারিল না বলিয়া স্বর্গ-রূপ ফলকামীর যাগে অধিকারও সিদ্ধ হইবে না। নিস্ফল কর্ম্মে কেহ অধিকারী বা স্বামী হইতে পারে না।[২]

মীমাংসাসূত্রেও এই কথাই বলা হইয়াছে "দ্রব্যাণাং কর্ম্মসংযোগে গুণত্বেনাভিসম্বন্ধঃ" (মী. সূ. ৬-১-১)। স্বর্গাদি দ্রব্য যাগাদি-কর্ম্মের সহিত গুণভাবে অর্থাৎ অপ্রধানভাবে সম্বদ্ধ হইবে কিন্তু ফলরূপে অর্থাৎ প্রধানরূপে সম্বদ্ধ হইতে পারে না। যাগাদি-কর্ম্মই প্রধান হইবে। ভর্ত্তৃমিত্র প্রভৃতি আচার্য্যগণ মীমাংসার যে সূত্রটীর উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা "যাগাদিকর্ম্মের স্বর্গাদিফল-সাধনতা" অধিকরণের পূর্ব্বপক্ষসূত্র। জৈমিনির যাহা পূর্ব্বপক্ষ, ভর্ত্তৃমিত্র প্রভৃতির তাহাই সিদ্ধান্ত। "স্বর্গকামো যজেত" এই বাক্যের স্বভাব বা সামর্থ্য আলোচনা করিলে প্রদর্শিতরূপ অর্থই বুঝিতে

---

১ ইহ কেচিৎ……ক্রিয়াপ্রধানমেকার্থং বাক্যমিতি। ক্রিয়ৈবহি ভাব্যতে, স্বভাবসিদ্ধং দ্রব্যং গুণমিতি বদন্তঃ ফলস্যাসমন্বয়ং বাক্যে মন্যন্তে। কাশী মুদ্রিত বিধিবিবেক, ৪৩৩ পৃ।

সর্বমেবহি ক্রিয়াপ্রধানমেকার্থমেকপ্রয়োজনং বাক্যং শব্দপ্রবৃত্ত্যনুসারাৎ। বস্তুতোঽপি ক্রিয়ৈব হি স্বভাবতঃ সাধ্যরূপা ভাব্যতে, স্বভাবসিদ্ধং তু দ্রব্যং "ভূতং ভব্যায়েতি" ন্যায়াৎ তাং প্রতি গুণভূতং স্বর্গাদীতি বদন্তঃ ফলস্যাসমন্বয়ং মন্যন্তে। ফলত্বেন তু সম্বন্ধে স্বর্গাদেস্তৎপ্রাধান্যাৎ ক্রিয়ায়া ন প্রাধান্যম্। উভয়প্রাধান্যে চ একার্থত্বং লোকাবগতমপহীয়েতেতিভাবঃ। কাশী মুদ্রিত ন্যায়কণিকা ৪৩৩ পৃঃ।

২ তথাচ ফলাভাবাদধিকারাভাবঃ। নহ্যফলেষু কর্ম্মসু কশ্চিন্নিযোজ্যঃ স্বামী বা। কাশীমুদ্রিত বিধিবিবেক, ৪৩৩ পৃঃ।

পারা যায়। বস্তুর সামর্থ্য আলোচনা করিলেও স্বর্গাদি দ্রব্য যাগাদি কর্মের ফল হইতে পারে না। “যজেত এই পদটি যজ্ ধাতু ও ঈত এই বিধি বিভক্তির যোগে নিষ্পন্ন হইয়াছে; বিভক্তির অর্থ ভাবনা বা পুরুষপ্রযত্ন, যজ্ ধাতুর অর্থ যাগ। পুরুষের প্রযত্ন যাগবিষয়কই হইতে পারে কিন্তু স্বর্গবিষয়ক হইতে পারে না। পুরুষপ্রযত্ন নিষ্পাদ্য যাগ কর্মটাই হইতে পারে, স্বর্গ পুরুষপ্রযত্ন নিষ্পাদ্য হয় না। পুরুষকে স্বীয় প্রযত্ন দ্বারা যাগাদি ক্রিয়াই নিষ্পাদন করিতে দেখা যায় কিন্তু স্বর্গ নিষ্পাদন করিতে দেখা যায় না। স্বর্গবিষয়ক পুরুষপ্রযত্ন অসম্ভব। সুতরাং পুরুষপ্রযত্নের সহিত স্বর্গাদি ফলের সম্বন্ধই অসম্ভব।

যদি বলা যায় যাগ পুরুষপ্রযত্ন নিষ্পাদ্য হইলেও পুরুষপ্রযত্ন নিষ্পন্ন যাগ দ্বারা স্বর্গাদির সিদ্ধি হইতে পারিবে, যাগ প্রযত্ন দ্বারা সিদ্ধ হইয়া স্বর্গাদিফলের সাধন বা করণ হইতে পারিবে। আর তাহাতে স্বর্গাদি ফলের সহিত যাগাদি করণের সম্বন্ধও হইতে পারিবে। এইরূপ বলা অসঙ্গত। যেহেতু ব্যাপারবৎ কারণকে করণ বলা যায়। যাগ যদি স্বর্গফলের করণ হয় তবে যাগেও স্বর্গফলের জনক ব্যাপার স্বীকার করিতে হইবে। ব্যাপারশূন্য বস্তু করণ হইতে পারে না। স্বর্গফলের জনক কোনপ্রকার ব্যাপার যাগাদি ক্রিয়াতে দেখা যায় না; সুতরাং ব্যাপারশূন্য যাগাদি স্বর্গাদিফলের করণ হইতে পারে না।[১]

---

১ এবং তাবদ্ দ্রব্যাণাং কর্ম্ম সম্বন্ধে গুণত্বেনাভিসম্বন্ধো ন ফলত্বেন ইতি যুক্তম্। বস্তুতশ্চ ন সম্বন্ধত্বেন পুরুষপ্রযত্নস্য যাগাদিবিষয়ত্বাৎ স্বর্গাদ্যসম্বন্ধাৎ-যাগাদেশ্চ ব্যাপারান্তরাদর্শনাৎ করণত্বানুপপত্তেঃ।

কাশী মুদ্রিত বিধিবিবেক, ৪৩৬ পৃঃ

পুরুষপ্রযত্নস্য ভাবনায়া যাগাদিবিষয়ত্বাদ্ধেতোঃ স্বর্গাদ্যসম্বন্ধাৎ। নজাতু পুরুষঃ স্বর্গে ব্যাপ্রিয়মাণ উপলভ্যতে অপিতু যাগে। ততশ্চ যাগ একস্য সাধ্যো

যদি বলা যায় "যজেত স্বর্গকামঃ" এই বাক্যদ্বারা যাগ বিহিত হইয়াছে। এই বিহিত যাগের ফল যদি এই বাক্য নির্দ্দিষ্ট স্বর্গ না হয়, তবে যাগে বিধি আছে বলিয়াই বিশ্বজিন্ন্যা-ণয়ে অন্য ফল কল্পনা করা যাইতে পারে। "বিশ্বজিতা যজেত" এই বাক্যে কোনও ফলের নির্দ্দেশ না থাকিলেও যাগে বিধি আছে বলিয়া যেমন বিধি সামর্থ্যপ্রযুক্তই স্বর্গফল কল্পনা করা হইয়াছে, সেইরূপ "স্বর্গকামো যজেত" এই বাক্যেও যাগে বিধি আছে বলিয়া অন্য ফল কল্পনা করা যাইবে। এরূপ বলাও সঙ্গত হইবে না। কারণ "যজেত স্বর্গকামঃ" এই বাক্যে শ্রুত স্বর্গ যেমন বিহিতযাগের সাধ্য বা ফলরূপে অন্বিত হইতে পারে নাই সেইরূপ বিশ্বজিন্ন্যায় অনুসারে কল্পিত স্বর্গাদিও ফল বা সাধ্যরূপে বিহিত যাগের সহিত অন্বিত হইতে পারিবে না। ফলের সহিত বিহিত যাগের সাধ্যসাধনভাবেই সম্বন্ধ হইতে পারে, অর্থাৎ স্বর্গাদিফল সাধ্য এবং বিহিত যাগ সাধন হইবে। কিন্তু ইহা হইতে পারে না। কারণ "যজেত" বলায় যাগ সাধ্যরূপেই প্রতীত হইয়াছে, সাধ্য যাগের আবার ফলসাধনত্ব কিরূপে সিদ্ধ হইবে? সাধ্যত্ব ও সাধনত্ব বিরুদ্ধ ধর্ম। অসিদ্ধই সাধ্য এবং সিদ্ধবস্তুই সাধন হইয়া থাকে; যাগাদি ক্রিয়া সাধ্যস্বভাব, তাহাতে সাধনত্ব থাকিতে পারে না। সুতরাং যাগাদি ক্রিয়ার সাধনত্বই দুর্বোধ; অর্থাৎ সাধনত্বই সিদ্ধ হয় না। "যজেত" বলিলে যজ্ ধাতু একবার মাত্র উচ্চারিত হইয়াছে। একবার মাত্র উচ্চারিত ও একবার মাত্র শ্রুত যজ্ ধাতু পরস্পর বিরুদ্ধ সাধ্যত্ব ও সাধনত্ব রূপে যাগকে বুঝাইতে পারে না। বিশেষ কথা এই যে "যজেত" বলায় যাগ

ন স্বর্গঃ। অথ পুরুষপ্রযত্নসাধ্যেহপি যাগঃ ফলং প্রতি করণং ভবিষ্যতি ততঃ সম্বন্ধঃ উপপৎস্যত ইত্যত আহ যাগাদেশ্চ ব্যাপারান্তরাদর্শনাৎ করণত্বানুপপত্তেঃ। করণত্বং হি ক্রিয়াযোগেন ব্যাপ্তং সচাদর্শনাদ্ যাগাদের্নিবৃত্তঃ করণত্বমপি নিবর্ত্তয়তীত্যর্থঃ। কাশী মুদ্রিত ন্যায়কণিকা, ৪৩৬ পৃঃ।

সাধ্যরূপেই প্রতীত হইয়া থাকে। এই সাধ্যরূপে প্রতীত যাগকে সাধনরূপে জানিবার কোনও উপায় নাই [১]।

এরূপও বলা সঙ্গত হইবে না যে "যজেত" শব্দ দ্বারা যাগ সাধ্যরূপে প্রতীত হইলেও অর্থাপত্তি দ্বারা ফলের প্রতি যাগ সাধন হইতে পারিবে। শব্দ-প্রমাণ দ্বারা যাগ সাধ্যরূপে ও অর্থাপত্তি প্রমাণ দ্বারা যাগ সাধনরূপে প্রতীত হইবে। একটি প্রমাণ দ্বারা যাগে পরস্পরবিরুদ্ধ সাধ্যত্ব ও সাধনত্ব প্রতীত হইতে পারে না, তাহাতে বৈরূপ্য দোষ ঘটে। কিন্তু ভিন্ন প্রমাণ দ্বারা যাগের ফলসাধনত্ব প্রতীত হইলে পূর্ব্বোক্ত দোষ হইতে পারিবে না।

এরূপ বলাতে যাগের ফলসাধনতাতে অর্থাপত্তিই প্রমাণ কিন্তু চোদনা অর্থাৎ বিধি প্রমাণ নহে ইহাই হইল। আর তাহাতে ধর্ম্মে চোদনা অর্থাৎ বিধিবাক্যই প্রমাণ তোমাদের এই প্রতিজ্ঞারই হানি হইবে। যাগাদি কর্ম্মের ফলসাধনতা না থাকিলেও বিধিবাক্য দ্বারা যাগাদির সাধ্যত্ব প্রতীতি হইতে কোন বাধা নাই। সুতরাং অর্থাপত্তি দ্বারা যাগাদির ফলসাধনতা সিদ্ধও হইতে পারে না। অফল কর্ম্মে কাহারও প্রবৃত্তি হইবে না—এরূপ বলাও সঙ্গত নহে। কারণ নিষ্ফল কর্ম্মেও লোকের প্রবৃত্তি হয় তাহা সকলেরই স্বীকার্য্য। নিষ্ফল কর্ম্মে প্রবৃত্তিই যদি না হইত, তবে ধর্ম্মশাস্ত্রকারগণ "ন কুর্ব্বীত বৃথা চেষ্টাম্" নিষ্ফল কর্ম্ম করিবে না—এইরূপ নিষেধ করিলেন কেন? যদি নিষ্ফল কর্ম্ম কেহই না করে, তবে ধর্ম্মশাস্ত্রকারগণের নিষেধই

---

১ ন বিধিসামর্থ্যাদন্যদপি ফলং তস্যাপ্যেবং সমবায়াৎ বৈরূপ্যাৎ সাধনভাবস্য দুরববোধত্বাৎ। বিধিবিবেক ৪৩৭ পৃঃ।

যাগশ্চ বিধিসামর্থ্যাত্তু বিশ্বজিদাদিবৎ কল্পিতেন ফলান্তরেণ সংভন্তস্যাত ইত্যত আহ-ন বিধিসামর্থ্যাদন্যদপি ফলং। কুতঃ? তস্যাপ্যেবং শ্রুতফলপদ-সমবায়াৎ। কুতঃ? বৈরূপ্যাদ্ধেতোঃ সাধনভাবস্য দুরববোধত্বাৎ। ন জাতু সকৃদেব শ্রুতো যাগঃ সাধ্যং সাধনঞ্চেত্যুপপদ্যতে বিরোধাৎ। তস্মাৎ সাধনভাবো দুরববোধঃ সাধ্যত্বেন শ্রুতস্য যাগস্যেতি। কাশী মুদ্রিত ন্যায়কণিকা, ৪৩৭ ৩৮ পৃঃ।

নিষ্ফল হইবে। নিষ্ফল কর্মে মানুষ প্রবৃত্ত হয় বলিয়াই ত শাস্ত্রে নিষেধ করা হইয়াছে। বিহিত নিষ্ফলকর্ম ব্যতীত রাগপ্রযুক্ত নিষ্ফল কর্ম করিবে না—ইহাই উক্ত নিষেধ বাক্যের অভিপ্রায়।[১]

"যজেত স্বর্গকামঃ" এই বিধি বাক্য দ্বারা যদি যাগাদি ধাত্বর্থের সাধ্যতামাত্রই প্রতীত হয় কিন্তু যাগাদি ধাত্বর্থে স্বর্গাদিফলের সাধনতা প্রতীত না হয়, তবে বিধি হইল কিরূপে? অভিমত-সাধনত্বই ত লিঙাদি বিধি-প্রত্যয়ের অর্থ—মীমাংসকগণের এরূপ বলা অসঙ্গত। কারণ প্রবর্ত্তনামাত্রই বিধিপ্রত্যয়ের অর্থ। বিধিশব্দ পুরুষের অর্থ বা অনর্থকে স্পর্শ করে না। যদিও প্রবৃত্তির হেতুই প্রবর্ত্তনা, ইষ্টসাধনত্বও প্রবৃত্তির হেতুই বটে, তথাপি লিঙাদি বিধিপ্রত্যয় সাধারণভাবে প্রবৃত্তির হেতুত্বরূপেই প্রবর্ত্তনার বোধক হইয়া থাকে, বিশেষরূপে প্রবৃত্তির হেতুর বোধক হয় না। কারণ আজ্ঞা, প্রার্থনা, অনুজ্ঞা এবং উপদেশ এই চারিটী অর্থেই বিধিশব্দ প্রযুক্ত হয়; আজ্ঞাদি চারিটী অর্থেই প্রবৃত্তির হেতুতা আছে। আজ্ঞা প্রার্থনাদি হইতে যে প্রবৃত্তি হয় তাহা সকলেরই অনুভবসিদ্ধ। আজ্ঞাপয়িতা ও প্রার্থয়িতা নিজের ইষ্টসাধনত্ব প্রতিসন্ধান করিয়া আজ্ঞা বা প্রার্থনা

---

১ নার্থাপত্তিতঃ। চোদনালক্ষণত্বহানেঃ তস্যাঃ সাধ্যত্বপর্য্যবসানাৎ। অফলস্য কর্ম্মণো লোকে সাধ্যত্বাদৃষ্টেঃ। সাধ্যত্বস্য পুরোভাবিনঃ সাধনত্বাক্ষেপাসামর্থ্যাৎ।

কাশী মুদ্রিত বিধিবিবেক, ৪৩৮ পৃঃ

চোদনাতঃ সাধ্যত্বেন প্রতীতস্য যাগাদেরর্থাপত্তিতঃ ফলংপ্রতি সাধনত্বং গম্যতে মাভূদ্বৈরূপ্যম্, ইত্যত আহ-নার্থাপত্তিতঃ। কুতঃ? চোদনালক্ষণত্বহানেঃ। ফলসাধনতা চেদর্থাপত্তিগম্যা চোদনালক্ষণত্বং ন স্যাৎ। ততশ্চ চোদনৈবেতি প্রতিজ্ঞাব্যাঘাতঃ। অসাফলস্য সাধ্যত্বং চোদনাপ্রতীতমনুপপন্নমিত্তি ইতি চোদনৈব সাধ্যত্বপ্রতিপাদিকা অপর্য্যবস্যন্তী ফলকল্পনাবীজমিতি তত্রাহ অফলস্য কর্ম্মণো লোকসাধ্যত্বেনাঽদৃষ্টেঃ। যৎকিল ধর্ম্মশাস্ত্রকারো নিষেধতি "ন কুর্বীত বৃথা চেষ্টাম্" ইতি। কাশী মুদ্রিত ন্যায়কণিকা, ৪৩৮ পৃঃ।

করিয়া থাকে। যাহাকে আজ্ঞা বা প্রার্থনা করা হয় সেই আজ্ঞাপ্য বা প্রার্থনীয় পুরুষের ইষ্টসাধনত্ব প্রতিসন্ধান করিয়া আজ্ঞা বা প্রার্থনা করা হয় না। প্রভু ভৃত্যকে আজ্ঞা করেন "গামানয়" গরুটি আন। প্রভু ভৃত্যের কল্যাণের প্রতি লক্ষ্য করিয়া আজ্ঞা করেন নাই। আজ্ঞাপয়িতা প্রভু নিজের কল্যাণের প্রতি লক্ষ্য করিয়াই ভৃত্যকে আজ্ঞা করিয়া থাকেন। আজ্ঞাপালন করিলে যদিও ভৃত্যের ইষ্ট হয় তথাপি আজ্ঞা ভৃত্যের ইষ্ট প্রতিপাদন করে না। অন্য প্রমাণ দ্বারাই আজ্ঞা-পালক-ভৃত্যের ইষ্ট জানা যায়। এইরূপ প্রার্থনাতেও প্রার্থয়িতার ইষ্টসাধনত্বই প্রতীত হয়। প্রার্থনীয় পুরুষের কল্যাণের প্রতি লক্ষ্য করিয়া প্রার্থনা প্রযুক্ত হয় না। যেমন—"মাণবকমধ্যাপয়", মহাশয়! আমার ছেলেকে পড়ান—এই প্রার্থনাতে প্রার্থনীয় গুরুর ইষ্ট প্রতিসন্ধান করা হয় নাই। প্রার্থয়িতা নিজের ইষ্টসিদ্ধির জন্যই প্রার্থনা করে। আজ্ঞা ও প্রার্থনা হইতে উপদেশ ভিন্ন রূপ। উপদেষ্টা নিজের ইষ্টসাধনত্ব প্রতিসন্ধান করিয়া উপদেশ করেন না। কিন্তু উপদেশ্য পুরুষের ইষ্টসাধনতারই প্রতিসন্ধান করিয়া উপদেশ করিয়া থাকেন, যেমন—"জ্বরিতঃ পথ্যমশ্নীয়াৎ", জ্বর হইলে পথ্য সেবন করিবে। জ্বররোগযুক্ত পুরুষেরই ইষ্টসাধনতা প্রতিপাদন করা হইয়াছে; উপদেষ্টার ইষ্টের প্রতি লক্ষ্য করিয়া উপদেশ করা হয় নাই। অনুজ্ঞাতে অনুজ্ঞাতা নিজের ইষ্টসাধনত্ব প্রতিসন্ধান করিয়া অনুজ্ঞা করেন না। কিন্তু অনুজ্ঞেয় পুরুষেরই ইষ্টসাধনত্ব প্রতিসন্ধান করিয়া অনুজ্ঞা করিয়া থাকেন। উপদেশ ও অনুজ্ঞাতে ভেদ এই যে—অপ্রবৃত্ত পুরুষ উপদেশ দ্বারা প্রবৃত্ত হয়। স্বেচ্ছায় প্রবৃত্ত পুরুষ অনুজ্ঞা দ্বারা প্রবর্ত্তিত হইয়া থাকে। কোনও স্থলে অনুজ্ঞাতেও অনুজ্ঞাতা পুরুষের ইষ্টসাধনত্ব প্রতিসন্ধান থাকে।

এইরূপে বিধিবিভক্তির আজ্ঞা, প্রার্থনা, অনুজ্ঞা ও উপদেশ এই চারিটী বিভিন্নরূপ অর্থ হইলেও প্রবর্তনারূপ অর্থ চারিটিতেই আছে। আজ্ঞা প্রার্থনা নহে কিন্তু প্রবর্ত্তনা বটে। আজ্ঞা,

প্রার্থনা ও উপদেশ এই তিনটি অপ্রবৃত্ত-প্রবর্ত্তনা এবং অনুজ্ঞা প্রবৃত্ত প্রবর্ত্তনা এইমাত্র ভেদ। কিন্তু চারিটী অর্থেরই সাধারণ রূপ প্রবর্ত্তনা। আজ্ঞাদি প্রবর্ত্তনারই বিশেষরূপ; বিধি শব্দের বিশেষ বিশেষ চারিটী অর্থেই সামান্যরূপ প্রবর্ত্তনা প্রতীত হয় বলিয়া প্রবর্ত্তনাই বিধি শব্দের অর্থ হওয়া উচিত, তাহাতে বিধি শব্দের অনেকার্থতা দোষ হইবে না। শব্দের একটী অর্থ সম্ভাবিত হইলে অনেক অর্থ স্বীকার করা যায় না।[1] কারণ তাহাতে একটি শব্দের অর্থে শক্তি স্বীকার করায় শক্তিকল্পনার গৌরব হয়। দেখা যাইতেছে যে "যজেত স্বর্গকামঃ" এই বাক্য দ্বারা "যাগ স্বর্গের সাধন" এই অর্থ কিছুতেই হইতে পারে না। আর তাহাতে যাগাদি কর্ম্ম নিষ্ফলই হইল। এইরূপ কর্ম্মবিধায়ক সমস্ত বাক্যই ফলসাধন কর্ম্মের প্রতিপাদন করিতে পারিবে না। কোনও বিহিত কর্ম্মই ফলের জনক হইতে পারিবে না। আর তাহা হইলে নিষ্প্রয়োজন কর্ম্মের উপদেশই হইতে পারিবে না। শাস্ত্র নিষ্প্রয়োজন কর্ম্মের উপদেশ করিতে পারেন না। নিষ্ফল কর্ম্মের উপদেশ করিলে উপদেশই অনর্থক হইবে। এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে নিষ্ফল কর্ম্মের উপদেশের যদি কোনও প্রয়োজন থাকে তবে উপদেশ নিরর্থক হইবে কেন? যদি প্রয়োজন না থাকে তবে ত নিরর্থকই হইবে ইহাতে আর বক্তব্য কি? তুমিই বল দেখি নিষ্ফল কর্ম্মের উপদেশের প্রয়োজন কি? কর্ম্মোপদেশের প্রয়োজন আত্মজ্ঞানে অধিকারসিদ্ধি। কিরূপে সমস্ত কর্ম্মবিধির একমাত্র প্রয়োজন আত্মজ্ঞানে পুরুষের অধিকারসিদ্ধি?

---

১ কথং তর্হীদানীং বিধিঃ? কিমত্র কথম্? প্রবর্ত্তনামাত্রং বিধির্ন পুরুষার্থানর্থৌ স্পৃশতি। কুতঃ? প্রতীতেরব্যভিচারাচ্চ। তথা চ লিঙাদিভ্যঃ প্রেরণাঽবগমঃ। যদ্যপি চেষ্টসাধনতা প্রবৃত্তিহেতুঃ শব্দস্তনাম্নষ্টতদ্রূপঃ প্রবৃত্তিহেতুমাত্রমভিনিবিশতে। তদাকারাববোধাৎ প্রৈষাদিষু চ তদভাবাৎ প্রবর্ত্তনামাত্রস্য চাঽব্যভিচারাৎ। অনেকার্থত্বদোষাৎ। কাশী মুদ্রিত, বিধি-বিবেক. ৪৩৯-৪০ পৃঃ।

এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে মানুষমাত্রই বিবিধবিষয়রাগ যুক্ত হইয়া জন্মগ্রহণ করেন। এজন্য জীব মাত্রেরই বিষয় রাগ স্বাভাবিক, বীতরাগ পুরুষের জন্ম হয় না। স্বভাবসিদ্ধ বিষয়রাগ-প্রযুক্ত পুরুষ স্বীয় রাগের বিষয় ধন-পুত্র-কলত্র প্রভৃতি লাভ করিবার জন্য বাণিজ্য-কৃষি-সেবা প্রভৃতি এবং স্তেয়-দ্যূত-মৃগয়া প্রভৃতি দৃষ্ট সাধনে অনুরক্ত হইয়া থাকে। দৃষ্ট বিষয়ে অতিশয় অনুরাগ প্রযুক্তই এই বিষয় প্রাপ্তির সাধনেও নিতান্ত অনুরক্ত হইয়া থাকে। এজন্য শাস্ত্রে নিষ্প্রপঞ্চ আনন্দস্বরূপ আত্মতত্ত্ব উপদিষ্ট হইলেও তাদৃশ আত্মতত্ত্ব জানিতে বা তাহার প্রণিধান করিতে পারে না। বিষয়রাগযুক্ত পুরুষের তাদৃশ আত্মতত্ত্বের সাক্ষাৎকার সুদূরপরাহতই হইয়া থাকে। কর্ম্মসমূহের উপদেশ দ্বারা শাস্ত্র পুরুষকে স্বাভাবিক প্রবৃত্তি হইতে নিবৃত্ত করিয়া থাকেন। শাস্ত্রোপদিষ্ট কর্ম্মে সর্ব্বদা নিরত থাকিয়া পুরুষ অনুশিষ্ট হয়। বিষয়রাগ ক্রমশঃ শান্ত হয়। স্বভাবতঃ মানুষ পুত্র-কলত্র পরিজনবর্গের চিন্তাতে নিযুক্ত থাকিলেও শাস্ত্রোপদিষ্ট কর্ম্মে সর্ব্বদা নিরত হইলে তাহার পূর্ব্বের মত পরিজনচিন্তায় অভিনিবেশ থাকে না। ক্রমে শাস্ত্রীয় কর্ম্মপদ্ধতিতে ব্যবস্থিত হইয়া দান্ত হয়। কাম্য বিষয়ের চিন্তায় চিত্ত আর ব্যাকুল হয় না। তখন শাস্ত্রোপদিষ্ট নিষ্প্রপঞ্চ আত্মতত্ত্ব জানিতে ও প্রণিধান করিতে সমর্থ হয়। এইরূপে কর্ম্মবিধিসমূহ, ফলসাধন কর্ম্মে পুরুষের অধিকার সিদ্ধ না করিয়া রাগ নিবৃত্তি দ্বারা নিষ্প্রপঞ্চ আত্মার জ্ঞানে পুরুষের অধিকার সিদ্ধ করিয়া থাকে[১]।

---

১ নন্বানর্থক্যমুপদেশস্যৈ এবং স্যাৎ? সত্যর্থে নানর্থক্যমসতি তু কিমন্যৎ। আত্মবিজ্ঞানাধিকারসিদ্ধিপ্রয়োজনত্বাদ্বা নাহঽনর্থক্যম্। এষ খলু পুরুষঃ স্বভাবতো রাগাদ্যাবিষ্টো দৃষ্টফলৈরূপায়ৈর্বিষয়োপার্জনে প্রবর্ত্তমানস্তদাক্ষিপ্তমনাস্তৎপক্ষপাতী ন বিগলিতবিষয়প্রপঞ্চমাত্মতত্ত্বমুপদিষ্টং প্রত্যেতুং পরিভাবয়িতুং বা অলম্। কর্ম্মোপদেশৈস্তত্তঅনুশিষ্টঃ কৃতকামনিবর্হণঃ স্বাভাবিক্যাঃ প্রবৃত্তের্নিবৃত্তঃ শাস্ত্রীয়ায়াং কর্মপ্রবৃত্তৌ ব্যবস্থিতো দান্তঃ কামৈরবাধিতমনাঃ শক্লোতি তাদৃশম প্যাত্মতত্ত্বমুপদিষ্টং প্রত্যেতুং পরিভাবয়িতুং চ। দৃষ্টেনৈব কর্মবিধয়ঃ প্যাত্মজ্ঞানাধিকারপ্রয়োজনাঃ। . কাশী মুদ্রিত বিধিবিবেক, ৪৪০-৪২ পৃঃ।

শাস্ত্রীয়কর্ম্মবিধি সমূহের যেরূপ অর্থ প্রদর্শিত হইল, বুঝিতে হইবে তাহাতেই শাস্ত্রের শাস্ত্রত্ব রক্ষিত হইল। যাহা দ্বারা নিয়োজ্য পুরুষের অনুশাসন হয় অথবা যাহা পুরুষের হিতানুশাসন করে তাহাকে শাস্ত্র বলে। শাস্ত্রীয় প্রবৃত্তির উপদেশ দ্বারা ফলতঃ পুরুষকে তাহার স্বাভাবিক প্রবৃত্তি হইতে নিবৃত্তই করা হইয়াছে। যে স্বাভাবিক প্রবৃত্তিসমূহ পরিণাম-দুঃখ, তাপ-দুঃখ ও সংস্কার-দুঃখ এই ত্রিবিধ দুঃখ বিমিশ্রিত ছিল, এই দুঃখময় প্রবৃত্তি হইতে নিবৃত্ত করিয়া শাস্ত্র নিযোজ্য পুরুষের অনুশাসনই করিয়াছেন, তাহাতে শাস্ত্রের শাস্ত্রত্বও রক্ষিত হইয়াছে। নিষ্প্রপঞ্চ নিত্যানন্দস্বরূপ আত্মার জ্ঞানে অধিকার সিদ্ধি হইল বলিয়া কর্ম্মবিধিসমূহ হিতেরও উপদেশক হইল। যাহা হিতের অনুশাসন করে তাহাকেই শাস্ত্র বলা যায়, তাদৃশ আত্মার জ্ঞান অপেক্ষা আর হিত কি হইতে পারে[১]। যাঁহারা বিহিত কর্ম্মসমূহকে স্বর্গ-পুত্র-ধনাদির সাধন হয় বলেন, বিহিত কর্ম্মের স্বর্গাদি ফলসাধনতা আছে ইহাই যাঁহাদের সিদ্ধান্ত,

---

১ এবঞ্চ শাস্ত্রত্বং নিযোজ্যানুযোজনাদ্ধিতোপদেশাদ্বা। কামেতু সাধ্যে রাগাদ্যভিব্যাপ্তায়াং স্বাভাবিক্যাংপ্রবৃত্তাবুপায়দর্শনেন স্বহস্তদানাচ্ছন্দঃ শাস্ত্রতামতিবর্ত্ততে।· নহি তদা পুরুষোঽনুশিষ্টঃস্যাৎ। স্বচ্ছন্দচেষ্টায়াং ত্বনুজ্ঞায়েত। কাশী মুদ্রিত বিধিবিবেক, ৪৪২ পৃঃ।

এবঞ্চ শাস্ত্রত্বং নিযোজ্যানুশাসনাৎ প্রবৃত্ত্যন্তরোপদেশেন পরিণামতাপসংস্কার-দুঃখরূষিতাভ্যঃ প্রবৃত্তিভ্যোঽর্থান্নিবর্ত্তনমনুশাসনং তস্মাদিত্যর্থঃ। হিতোপদেশাদ্বা নিত্যানন্দময়াত্মজ্ঞানাধিকারসিদ্ধিপ্রয়োজনং কর্মজ্ঞানং তস্যোপদেশাদিত্যর্থঃ। ইতরথা তু ন শাস্ত্রত্বমাম্নায়স্য ভবেদিত্যাহ কামেতু কাম্যত ইতি স্বর্গাদিঃ কামঃ তস্মিন্‌সাধ্যে রাগাদ্যাক্ষিপ্তায়াং স্বাভাবিক্যাং প্রবৃত্তবুপায়দর্শনেন স্বহস্তদানাচ্ছন্দঃ শাস্ত্রতামতিবর্ত্ততে। ইচ্ছন্নপি কথঞ্চিদুপায়াপরিজ্ঞানান্নপ্রবর্ত্তে উপায়জ্ঞানাদেব প্রবৃত্তেঃ। অত স্তদৃশমপি চেচ্ছাস্ত্রং কিমন্যদশাস্ত্রং ভবিষ্যতীত্যর্থঃ। শাস্ত্রতাং কস্মাদতিবর্ত্তত ইত্যত আহ নহি তদা পুরুষোঽনুশিষ্টঃস্যাৎ। স্বচ্ছন্দ-চেষ্টায়াংত্বনুজ্ঞায়েত। কাশীমুদ্রিত ন্যায়কণিকা ৪৪২ পৃঃ।

তাঁহাদের মতে কর্ম্মপ্রতিপাদক বেদের শাস্ত্রত্বই থাকে না। প্রকারান্তরে কর্ম্মশাস্ত্রের অশাস্ত্রত্বই তাঁহারা বলেন। স্বর্গ-পুত্র-ধন প্রভৃতি বিহিত কর্ম্মেরফল স্বীকার করিলে ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে মানুষমাত্রেরই এই সমস্ত ফলে স্বাভাবিক রাগ বা কামনা আছে এবং স্বভাবসিদ্ধ রাগের যাহা বিষয় তাহাতে প্রবৃত্তিও স্বাভাবিক। এই স্বভাবতঃ কাম্য ফলের সাধন না জানিলে সাক্ষাৎ ফলে প্রবৃত্তি হইতে পারে না। শাস্ত্র এই সমস্ত কাম্যফলের সাধন প্রতিপাদন করিয়া পুরুষের স্বাভাবিক প্রবৃত্তিতে কেবল হাত বাড়াইয়া সহায়তাই করিলেন, আর তাহাতে শাস্ত্রের শাস্ত্রত্বই নিবৃত্ত হইয়া যাইবে। স্বেচ্ছাবশতঃ প্রবৃত্তিতে যে সাহায্য করে তাহাকে অনুশাসক বলা যায় না; তাদৃশ শাস্ত্র দ্বারা পুরুষ অনুশিষ্টও হইতে পারে না। এরূপ স্থলে শাস্ত্রকে স্বেচ্ছাচারিতার সমর্থক ইহাই বলা যাইতে পারে। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে কর্ম্মবিধিসমূহের আত্মজ্ঞানে অধিকার সিদ্ধিই প্রয়োজন; কিন্তু এরূপ বলা সঙ্গত হয় নাই। কারণ কর্ম্মবিধি দ্বারা যদি বিহিত কর্ম্মই সাধ্য হয়, স্বর্গাদি ফল যদি সাধ্য না হয়, তবে জ্ঞানবিধি দ্বারাই বা মোক্ষফল কিরূপে সিদ্ধ হইবে? কর্ম্মবিধি দ্বারা যেমন কর্ম্মই সাধ্য বলিয়া প্রতীত হয় সেইরূপ জ্ঞানবিধি দ্বারা ও জ্ঞানই সাধ্য বলিয়া প্রতীত হইবে।

আর তাহাতে মোক্ষফলও সিদ্ধ হইবে না; কর্ম্মবিধি যেমন কর্ম্মে প্রবর্ত্তনা বুঝায়, জ্ঞানবিধিও সেইরূপ জ্ঞানে প্রবর্ত্তনা মাত্রই বুঝাইবে। কর্ম্মবিধি ও জ্ঞানবিধির একই অবস্থা হইবে, ফললাভ জ্ঞান বিধিতেও হইবে না। এরূপ বলা অসঙ্গত। জ্ঞান দৃষ্টার্থ অর্থাৎ বিধিশব্দ দ্বারা যদিও বিহিত জ্ঞানের সহিত ফলের সম্বন্ধ হয় না বটে, জ্ঞানবিধি জ্ঞানেরই সাধ্যত্ব প্রতিপাদন করে তথাপি জ্ঞান, জ্ঞেয় তন্ত্র। জ্ঞেয় বস্তু যেরূপ হইবে তাহার জ্ঞানও সেইরূপই হইবে। জ্ঞেয় নিরপেক্ষ

জ্ঞানের আকার হইতে পারে না[১]। অর্থাৎ ভ্রমজ্ঞান আমরা স্বীকার করি না। বিষয় অন্যরূপ ও তাহার জ্ঞান অন্য আকার হইবে; ইহা প্রতীতিবিরুদ্ধ। সুতরাং আত্মজ্ঞানে বিধি থাকিলেও ঐ বিহিত-জ্ঞান, জ্ঞেয় তন্ত্র বলিয়া আত্মার নিষ্প্রপঞ্চরূপতা ও আনন্দরূপতার সিদ্ধি হইবে। আত্ম স্বরূপই মোক্ষ। সুতরাং জ্ঞানে বিধি থাকিলেও ফলের অসিদ্ধি হইবে না। জ্ঞাত তাদৃশ আত্মস্বরূপই ফল। জ্ঞান স্বভাবতঃই জ্ঞেয়তন্ত্র, এজন্য সর্ব্বত্রই জ্ঞেয় প্রধান ও জ্ঞান অপ্রধান হয়; আত্মজ্ঞান বিধি সাধ্য হইলেও জ্ঞান অপেক্ষা জ্ঞেয় প্রধান বলিয়া তাদৃশ আত্মার সিদ্ধিতে কোনও বাধা হইবে না। ভ্রমজ্ঞানই জ্ঞেয় নিরপেক্ষ বলিয়া ভ্রমজ্ঞান দ্বারা জ্ঞেয় বস্তুর সিদ্ধি হয় না। আমরা ভ্রমজ্ঞান স্বীকার করি না; অর্থাৎ অখ্যাতিবাদ সমর্থন করি। ভর্তৃমিত্রের এই মত প্রভাকরের মতের অনুরূপ। আত্মজ্ঞানে বিধি স্বীকার করায় বেদার্থমাত্রই কার্য্যরূপ স্বীকার করা হইয়াছে এবং ভ্রমজ্ঞান স্বীকার না করায় অখ্যাতিবাদ সমর্থন করা হইয়াছে। ভাষ্যকার শবরস্বামীও আমাদের এই প্রদর্শিত অর্থ অভিপ্রায়েই বলিয়াছেন যে "কর্ত্তব্যশ্চসুখবান্ অকর্ত্তব্যো দুঃখবান্" (জৈ. সূ., ৬-১-১)। এই ভাষ্যেরও অভিপ্রায় এই যে স্বর্গাদি ফলের সাধন যদি বিহিত যাগাদিকর্ম্ম হইত তবে যাগাদিকর্ম্ম কর্ত্তব্যই হইতে পারিত না। কারণ স্বর্গাদি ফল ক্ষণিকত্বাদি নানা দুঃখমিশ্রিত বলিয়া দুঃখই বটে। এই দুঃখের সাধন যাগাদিও দুঃখ বলিয়া কর্ত্তব্য হইতে পারে না। ভাষ্যকার যে "কর্ত্তব্যঃ সুখবান্" বলিয়াছেন তাহাতে আত্মজ্ঞানেরই

---

১ নন্বেবং জ্ঞানবিধিরপ্যনুশাসনমাত্রমেবস্যাৎ, ন। জ্ঞানস্য দৃষ্টার্থত্বাৎ স্বভাবতশ্চ গুণভূতত্বাৎ। কাশী মুদ্রিত বিধিবিবেক, ৪৪৩ পৃঃ।

চোদয়তি নন্বেবং জ্ঞানবিধিরপ্যনুশাসনমেবস্যাৎ। নহি তত্রাপি স্বর্গাদি-বন্মোক্ষঃ সাধ্যতয়া সংবন্ধুমর্হতি। নাপি মোক্ষমাণোঽধিকারীত্যর্থঃ। পরিহরতি-ন, জ্ঞানস্য দৃষ্টার্থত্বাৎ।...যথা সংমৃজ্যমানপদার্থতন্ত্রঃ সংমার্গঃতথা জ্ঞেয়তন্ত্রং বিজ্ঞানমি-ত্যেতদনুভবসিদ্ধমেতদিত্যর্থঃ। কাশীমুদ্রিত ন্যায়কণিকা, ৪৪৩পৃঃ

কর্ত্তব্যতা সিদ্ধ হইয়াছে। প্রলীনাশেষ দুঃখপ্রপঞ্চ আত্মা সুখস্বরূপ, এতাদৃশ আত্মার জ্ঞান সুখফলক বলিয়া সুখবান্, ও তাহাই কর্ত্তব্য।[১]

এ স্থলে প্রশ্ন এই যে, যাঁহারা "যজেত স্বর্গকামঃ" এই বাক্য দ্বারা স্বর্গকামীর স্বর্গসাধন যাগে অধিকার সিদ্ধ হয় না, অধিকারই অসিদ্ধ, অর্থাৎ কোনও স্থলেই বিধিবাক্য দ্বারা অধিকার সিদ্ধ হইতে পারে না ইহাই বলিয়াছিলেন, এখন দেখিতেছি তাঁহারাও অন্য বিধিদ্বারা অধিকার সিদ্ধ হয় ইহাই বলিতেছেন? এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে—আমরা শাব্দন্যায় অনুসারেই এই কথা বলিয়াছি যে বিধিবাক্য দ্বারা অধিকার সিদ্ধ হয় না। ন্যায়ানুসারে যাহা সিদ্ধ হইবে তাহা সকলেরই স্বীকার্য্য। আমরা কোন অভ্যুপগম সিদ্ধান্ত অনুসরণ করিয়া এরূপ বলি নাই।[২] ন্যায়ানুসারে যদি জ্ঞানবিধি দ্বারা অধিকার সিদ্ধ হয় তবে বলিবার কি আছে? বস্তুতঃ জ্ঞানবিধি দ্বারা অধিকার সিদ্ধ হয় নাই, জ্ঞানের দৃষ্টার্থতাপ্রযুক্তই তাহা হইয়াছে। বিধিবিবেক গ্রন্থে আচার্য্য মণ্ডন এই লোকায়তমতানুসারী মীমাংসকগণের যাহা অভিপ্রায় বর্ণনা করিয়াছেন তাহা একরূপ বলা হইল; এই মতের খণ্ডনও বিধিবিবেকে করা হইয়াছে, তাহা আর এস্থলে বলিলাম না। এই মত খণ্ডনের উপসংহারে মণ্ডন যাহা বলিয়াছেন তাহাই মাত্র এ স্থলে প্রদর্শন করিব।

মণ্ডন বলিয়াছেন যাঁহারা বিহিত বা নিষিদ্ধ কর্ম্মের ফল স্বীকার করেন না, তাঁহারা জীবের সুখ ও দুঃখ ভোগ স্বভাবতঃ হইয়া থাকে ইহাই বলেন, তবে স্বভাববাদই বেদের অর্থ বলিয়া এই মীমাংসকগণ

---

১ ইমমেবচার্থমভিপ্রেত্য কর্ত্তব্যশ্চ সুখবান্ অকর্ত্তব্যস্য দুঃখবান্ ইত্যাদ্যুক্তমত্রভবতা ন্যায়কণিকা। পৃঃ ৪৪৩। এযোঽর্থঃ স্বর্গাদেঃ ক্ষণিকত্বাদিদুঃখানুষঙ্গাত্ত দুপায়ো যাগো দুঃখতয়া ন কর্ত্তব্য এব স্যাৎ। প্রলীনাশেষদুঃখপ্রপঞ্চাবভাসপ্রয়োজনস্ত সুখফলঃ কর্ত্তব্যঃ। কাশী মুদ্রিত, বিধিবিবেক, ৪৪৩ পৃঃ

২ নন্বেবং বর্ণয়তামিষ্ট এবাধিকারো ভবতি। সত্যম্ ন্যায়স্ত নিরূপ্যতে নাভ্যুপগমঃ। কাশী মুদ্রিত, বিধিবিবেক, ৪৪৩ পৃঃ

স্বীকার করিতেছেন। আত্মজ্ঞানের অধিকারসিদ্ধির ছলে ইঁহারা বেদকে লোকায়ত শাস্ত্রেই পরিণত করিয়াছেন। সুতরাং যাঁহারা দৃষ্ট দ্বারাই আত্মজ্ঞান বিধির অধিকারীই কর্ম্মবিধির অধিকারী বলেন, কর্ম্মবিধির আর পৃথক্ অধিকারী স্বীকার করেন না, তাঁহাদের মত অতীব দণ্ডার্হ। ইহাতে কর্ম্মবিধির মত জ্ঞানবিধিও অনুশাসন মাত্রেই পর্য্যবসিত হইবে। কিন্তু বিধি দ্বারা তাদৃশ আত্মপ্রতিপত্তির সিদ্ধি হইবে না। যদি বলা যায়—জ্ঞানের স্বভাবপ্রযুক্তই তাদৃশ আত্মার প্রতিপত্তি সিদ্ধি হইবে, অতাদৃশ আত্মা তাদৃশ প্রতিপত্তির বিষয় হইতে পারে না। তবে জ্ঞানে বিধি ব্যর্থ হইয়া যাইবে। অতাদৃশ আত্মাতে তাদৃশরূপের সমারোপ দ্বারাও আত্মার জ্ঞান হইতে পারে বলিয়া আত্মার নিষ্প্রপঞ্চসুখরূপতা সিদ্ধ হইবে না।[১]

ভট্টপাদ যে মত খণ্ডনের জন্য মীমাংসাবার্তিক লিখিয়াছিলেন তাহার কিঞ্চিৎ পরিচয় বিধিবিবেক গ্রন্থ হইতে দেওয়া হইয়াছে। মীমাংসকগণ কেন এই মতের বিরোধ করিয়াছেন তাহাও সুস্পষ্টভাবেই বুঝিতে পারা যায়। বিহিত নিষিদ্ধ কর্ম্মের ফল ইঁহারা মানেন না, স্বর্গপুত্রাদি ফল না মানিলেও চিত্তশুদ্ধি যে বিহিত কর্ম্মের ফল তাহা মানেন, কিন্তু তাহাও বিধিবশতঃ মানেন না ; স্বাভাবিক প্রবৃত্তির নিরোধরূপ দৃষ্টদ্বারাই চিত্তশুদ্ধি হয়, কর্ম্মী কর্ম্মানুষ্ঠানে দান্ত হয়।

বেদান্তিগণ কর্ম্মফল স্বীকার করেন। কিন্তু অনাত্ম বস্তু পরমার্থ হইতে পারে না—ইহাই বলেন। এজন্য অনাত্ম বস্তুর প্রতি তাঁহারা আস্থা করেন নাই। অনাত্ম বস্তুর প্রতি অনাস্থাপ্রযুক্তই এক জীববাদ,

---

১ স্বাভাবিকত্বাচ্চ ফলোপভোগস্য স্বভাববাদ এবাম্নায়ার্থশ্ছদ্মনা আশ্রিতঃস্যাৎ। তস্মান্ মহদ্দণ্ডপদমিদং দৃষ্টেনৈব কর্মবিধয় আত্মজ্ঞানাধিকার-মারোহন্তীতি।...জ্ঞাননিয়োগোঽপি নিযোজ্যানুশাসনমাত্রমিতি ন তত আত্ম-প্রতিপত্তিঃ। জ্ঞানস্বভাবাদিতি চেৎ ? বিধিবৈয়র্থ্যাৎ।...সমারোপেণ চ সম্ভবান্নতত্ত্বপরিচ্ছেদঃ। কাশী মুদ্রিত—বিধিবিবেক, ৪৭১ পৃঃ।

দৃষ্টিসৃষ্টিবাদ প্রভৃতিও উত্তম অধিকারীর জন্য নিরূপণ করা হইয়াছে। নিম্নাধিকারিগণ ইহার অভিপ্রায় বুঝিতে পারেন না বলিয়াই এক-জীববাদ, প্রতিকর্ম্মব্যবস্থা প্রভৃতিও দেখান হইয়াছে। অপারমার্থিক বস্তু শত যুক্তিতেও পারমার্থিক হয় না ; কেবল নিম্নাধিকারীই তাহাতে উপলালিত হইয়া থাকে। কর্ম্ম ও তাহার ফল এবং কর্ম্মের অধিকার প্রভতি অনাত্ম বস্তুই বটে, নিষ্প্রপঞ্চ আত্ম বস্তুতে আস্থা—অনাত্ম বস্তুতে অনাস্থা প্রযুক্ত ও হয়, হয়ত ভর্তৃমিত্র এইরূপ প্রক্রিয়া দেখাইয়া থাকিবেন। বিশেষ কথা এই যে এই মতটি জৈমিনিসূত্রেও দেখিতে পাওয়া যায়। অবশ্য তাহা পূর্ব্বপক্ষ সূত্ররূপেই পাওয়া যায়। এই সমস্ত মত যে কত প্রাচীনকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে, তাহা নিরূপণ করা দুঃসাধ্য। ব্রহ্মসিদ্ধিতে এই মতের আলোচনাতে এই মতের অভিপ্রায় আরও কিছু স্পষ্ট হইতে পারে বলিয়া মনে করি।

নির্ঘণ্ট

গ্রন্থে উল্লিখিত গ্রন্থের সূচী

গ্রন্থে উল্লিখিত গ্রন্থকারের নামের সূচী

।। শুদ্ধিপত্র ।।

পৃষ্ঠা	পঙ্‌ক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১	২৩	সর্ব্বাশাস্ত্রাণাম	সর্ব্বশাস্ত্রাণাম
৬	৪	মাণ্ডুক্যকারিকা	মাণ্ডূক্যকারিকা
১১	৬	এই এই	এই
১২	৪	শারীরিক	শারীরক
১৪	১৮	আদিত্যদীমানি	আদিত্যাদিমানি
১৬	২৫	টিপ্পনীকায়াং	টিপ্পনিকায়াং
১৭	২৪	চৈতন্য	চৈতন্যং
১৮	৯	অপ	অপ্
২৩	১৬	ভক্ত্যাবান্তর	ভক্ত্যবান্তর
২৫	১	স্থরি	স্থূরি
২৫	৭	লক্ষী	লক্ষ্মী
২৬	২	সায়নাচার্য্যের	সায়ণাচার্য্যের
৫৬	১১	ভিন্ন বিষয়ক	ভিন্নবিষয়ক
৫৮	২৫	পাপম্ত্বাদি	পাপ্মত্বাদি
৬০	২৬	সমান বিষয়ক	সমানবিষয়ক
৬১	১১	ঈশ্বর-সমান ধর্ম্মতা	ঈশ্বর-সমানধর্ম্মতা
৬২	২৪	ব্যবহারিক	ব্যাবহারিক
৬৫	৪	গীতবাক্য	গীতাবাক্য
৬৫	৫	অহংক্রতুরহংযজ্ঞঃ	অহং ক্রতুরহং যজ্ঞঃ
৬৬	৯	বিবরণ-প্রমেহ	বিবরণপ্রমেয়
৬৬	২১	পুনরেকোপাধি পরিত্যাগেন	পুনরেকোপাধি- পরিত্যাগেন
৬৬	২১	বিশ্ব-স্ব-ভূত-ব্রহ্মাত্মতা	বিশ্বভূতব্রহ্মাত্মতা
৬৬	২৫	বিশ্ব সম্বন্ধদর্শনাৎ	বিশ্ব-সম্বন্ধদর্শনাৎ

পৃষ্ঠা	পঙ্‌ক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৬৭	২৩	বন্ধমুক্তি ব্যবস্থা উপপদ্যতে	বন্ধমুক্তি-ব্যবস্থোপপদ্যতে
৬৭	২৫	মণ্ডন মিশ্র বাচস্পতি মিশ্র মতাবলম্বিনঃ	মণ্ডনমিশ্রবাচস্পতি-মিশ্রমতাবলম্বিনঃ
৬৮	২২	পরিণাম পক্ষং	পরিণামপক্ষং
৬৮	২৫	স্বাভিপ্রায় প্রকাশনাৎ	স্বাভিপ্রায়প্রকাশনাৎ
৬৯	৮	সংগ্রহ শ্লোকরূপে	সংগ্রহশ্লোকরূপে
৭২	২৭	বেদৈক দেশ-ভূতোপনিষৎ	বেদৈকদেশ-ভূতোপনিষৎ
৭৩	২৪	অসদ্দ্বৈত বিষয়ত্বাৎ	অসদ্দ্বৈতবিষয়ত্বাৎ
৭৩	২৪	তদ্বিরোধ পরিজিহীর্ষয়া	তদ্বিরোধপরিজিহীর্ষয়া
৭৪	২	পৃথক	পৃথক্
৭৪	২৬	নিষ্কম্পত্ত্যং	নিষ্কম্পত্বম্
৭৫	২৪	বিরাড্‌ভাবে নাতিতরাং	বিরাড্‌ভাবেনাতিতরাং
৭৭	১৭	নৈঘণ্টক	নৈঘণ্টুক
৭৯	২২	৫৪৭ প,	৫৫৭ পৃঃ
৮৩	৭	কুলং	কূলং
৮৩	৭	কুল	কূল
৮৩	৯	কুল	কূল
৮৩	১৮	পস্পশাহ্নিক	পস্পশাহ্নিকে
৮৫	২১	অবিদ্যাবিজৃম্ভণ মাত্রম্	অবিদ্যাবিজৃম্ভণমাত্রম্
৮৫	২৫	স্বপর প্রকাশত্বং	স্বপরপ্রকাশত্বং
৮৬	৫	আভানক	আভণক
৮৬	২১	যন্মাদিতি	যস্মাদিতি
৮৬	২৩	সমারম্ভস্ত	সমারম্ভস্ত
৮৬	২৪	লব্ধবাণিতি	লব্ধবানিতি
৮৬	২৫	ব্রহ্মণ্যাপি	ব্রহ্মণ্যপি
৮৭	৭	অভিনব গুপ্তপাদাচার্য্য	অভিনবগুপ্তপাদাচার্য্য

পৃষ্ঠা	পঙ্‌ক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৮৭	২০	ভামতি বিলাস	ভামিনীবিলাস
৮৭	২১	সার্ব্বভৌম শ্রীসাহজাহান প্রসাদাধিগত পণ্ডিতরাজ পদবী	সার্ব্বভৌমশ্রীসাহ-জাহানপ্রসাদাধিগত-পণ্ডিতরাজপদবী
৮৮	৩	ব্যক্ত	ব্যক্তঃ
৮৮	২৪	গ্রন্থ স্বারম্ভেন	গ্রন্থস্বারম্ভেন
৮৮	২৬	বক্ষ্যমাণ শ্রুতিস্বারস্যেন	বক্ষ্যমাণশ্রুতিস্বারস্যেন
৮৯	১	চিত্তবৃত্তিরূপ রসচর্ব্বণা	চিত্তবৃত্তিরূপরসচর্ব্বণা
৮৯	৪	শব্দ জন্য	শব্দজন্য
৮৯	৪	তত্ত্বমসি বাক্যজন্য	তত্ত্বমসিবাক্যজন্য
৮৯	২০	তদাকার চিত্তবৃত্ত্যাত্মিকা	তদাকারচিত্তবৃত্ত্যাত্মিকা
৮৯	২১	শব্দব্যাপার ভাব্যত্বাচ্ছাব্দী	শব্দব্যাপারভাব্যত্বাচ্ছাব্দী
৮৯	২১	অপরোক্ষ সুখাবলম্বনত্বাচ্চাপ-রোক্ষাত্মিকা	অপরোক্ষসুখাবলম্বনত্বা-চ্চাপরোক্ষাত্মিকা
৮৯	২২	ইত্যাহুরভিনব গুপ্তাচার্য্যপাদাঃ	ইত্যাহুরভিনবগুপ্তাচার্য্য-পাদাঃ
৮৯	২৪	মহিম্নাকল্পিত	মহিম্না কল্পিত
৯৫	২০	জক্ষন্	জক্ষৎ
৯৫	২১	সর্ব্বকামাপ্তি	সর্ব্বকামাপ্তিঃ
৯৫	২৪	চক্র দৃষ্টান্তাৎ	চক্রদৃষ্টান্তাৎ
৯৬	২৫	পরস্পরাধ্যাস	পরস্পরাধ্যাস
৯৯	১৮	হপূর্ব্বতাফলম্	হপূর্ব্বতা ফলম্
৯৯	২০	স্বলীলারূপানাদ্যবিদ্যা সহায়-সম্পন্নং	স্বলীলারূপানাদ্যবিদ্যা-সহায়সম্পন্নং
৯৯	২২	শ্রুতিবাক্য-প্রত্মিপাদিতোহর্থঃ	শ্রুতিবাক্যপ্রতি-পাদিতোহর্থঃ
৯৯	২২	জগৎসৃষ্টিকত্ত্বং	জগৎসৃষ্টিকর্ত্তৃত্বং
৯৯	২২	ব্রহ্মণঃ	ব্রহ্মণঃ,

পৃষ্ঠা	পঙক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৯৯	২৩	অনাদ্যাবিদ্যাঙ্গী করণং	অনাদ্যবিদ্যাঙ্গীকরণং
৯৯	২৫	ইয়তে	ঈয়তে
৯৯	২৫	শিবো শক্তিরহিতঃ	শিবোঽপিশক্তিরহিতঃ
১০১	২৩	ধর্মোধর্মীতিরূব্রদ্বয়ময়তি	ধর্মোধর্মীতিরূপদ্বয়ময়তি
১০১	২৩	পৃথগ্‌ভূয়মায়াবশেন	পৃথগ্‌ভূয় মায়াবশেন
১০১	২৪	সকল বিষয়িনী	সকলবিষয়িণী
১০১	২৪	সর্ব্বকার্য্যানুকুলা	সর্ব্বকার্য্যানুকূলা
১০১	২৫	শক্তিশ্চেচ্ছাদিরূপাভবতি	শক্তিশ্চেচ্ছাদিরূপা ভবতি
১০১	২৫	গুণগণশ্চাশ্রয়স্তেক্	গুণগণশ্চাশ্রয়স্তেক
১০৩	১২	জ্ঞাপন	জ্ঞাপক
১০৩	১৮	চৈতাভাব	চৈতন্যাভাব
১০৩	২৬	পর্য্ুদমিতুম্	পর্য্যদসিতুম্
১০৪	২৩	মৃদিত কষায়ানা-	মৃদিতকষায়াণা-
১০৫	২২	প্রাভাকর ভট্টয়োস্ত	প্রাভাকরভট্টয়োস্ত
১০৬	২৫	গুরুভির্বিবাদেম	গুরুভির্বিবাদেন
১০৭	১৮	অত্রাপরোঽপরিপক্কবিদ্যাবলেপো-দ্রেকতিরস্কৃত বিবেকঃ	অত্রাপরোঽপরিপক্কবিদ্যা-বলেপোদ্রেকতিরস্কৃত-বিবেকঃ
১০৮	২৪	ঋল্বিমাঃ	খল্বিমাঃ
১০৮	২৪	প্রতিপক্ষয়ঃ	প্রতিপত্তয়ঃ
১০৯	২০	ততত্তিস্কৃণামপি	ততস্তিসৃণামপি
১০৯	২০	প্রতিপত্তীণাং	প্রতিপত্তীনাং
১০৯	২১	সর্বৈশ্চৈতদৃ	সর্বৈশ্চৈতদ্
১০৯	২২	সমধি গমনীয়মিতি	সমধিগমনীয়মিতি
১০৯	২২	নেহাস্মাভি রূপপাদিতম্	নেহাস্মাভিরূপপাদিতম্
১১০	২৬	বিপ্রকৃষ্টমিত্যেষং	বিপ্রকৃষ্টমিত্যেবং
১১১	২১	সমস্তি।	সমস্তি,
১১১	২১	বৈয়র্থ্যাৎ	বৈয়র্থ্যাৎ ;

পৃষ্ঠা	পুঙ্‌ক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১১১	২৩	বিধিনিষেধ	বিধিবিবেক
১১২	২১	বিধি বিধেয়	বিধিবিবেক
১১২	২২	ঋল্বিমাঃ	খল্বিমাঃ
১১৩	৫	শব্দ বোধে	শাব্দবোধে
১১৬	১৫	অসিদ্ধ বিষয় জ্ঞানের নিরূপক হইয়া থাকে	এই পঙ্‌ক্তিটি উঠিয়া যাইবে
১১৬	১৬	বাক্যস্থলে	স্থলে
১১৬	১৮	হইতে	হইতে হইতে
১১৭	৬	অবিষয়ক	অবিষয়
১১৭	১৬	অর্থাৎ সিদ্ধ	'অর্থাৎ সিদ্ধ'
১১৭	১৭	প্রত্যেতব্য বিষয়ক	প্রত্যেতব্যবিষয়ক
১১৮	১২	যে,	যে
১১৮	২৭	উদ্ধত	উদ্ধৃত
১২০	১৯	ভূতাদিরর্থ	ভূতাদিরর্থঃ
১২০	২১	ভুতাভ্যভিধায়ী	ভূতাভ্যভিধায়ী
১২০	২৩	তদন্বিতমেবাধিদধতি	তদন্বিতমেবাভিদধতি
১২১	১৩	মন্ত্রার্থবাদঃ	মন্ত্রার্থবাদাঃ
১২১	১৪	চৌদনৈব	চোদনৈব
১২১	১৭	মিত্যাহুক্তম্	মিত্যাদ্যুক্তম্
১২১	১৮	ভূতাদিকমপ্যর্থমবগময়ীতিতি	ভূতাদিকমপ্যর্থমবগময়-তীতি
১২১	১৮	তৎপ্রতি বোধনায়	তৎপ্রতিবোধনায়
১২১	২৬	শাব্দজ্ঞান সন্তান বিধান মিচ্ছতি	শাব্দজ্ঞানসন্তানবিধান-মিচ্ছতি
১২১	২৭	বিশুদ্ধ বিশদ জ্ঞানফলত্বাৎ	বিশুদ্ধবিশদজ্ঞানফলত্বাৎ
১২২	১০	হইবে না,	হইবে না।
১২২	২৪	উপনিষদাত্মতত্বস্ত	উপনিষদাত্মতত্বস্ত
১২৩	২২	ব্রহ্মেত্যাদেশ	ব্রহ্মেত্যাদেশঃ

পৃষ্ঠা	পঙ্ক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১২৩	২৩	বহুশ্রুতি	বহু শ্রুতি
১২৪	২৫	সামান্যগ্রহণাৎ	সামান্য-গ্রহণাৎ
১২৪	২৬	ভ্রান্তিস্তর্হিকথং	ভ্রান্তিস্তর্হি কথং,
১২৪	২৬	প্রত্যক্ষস্মর্য্যমানয়োবিবেকা-গ্রহণাৎ	প্রত্যক্ষস্মর্য্যমাণয়ো-র্বিবেকাগ্রহণাৎ
১২৪	২৭	রজতস্মৃতিরেখা	রজতস্মৃতিরেষা
১২৬	২৪	ব্রহ্মাত্ম বস্তুনি	ব্রহ্মাত্মবস্তুনি
১২৬	২৫	জ্ঞানবিধি দ্বারেত্যেষ	জ্ঞানবিধিদ্বারেত্যেষ
১২৬	২৫	ভেদ	ভেদঃ
১২৭	১	ব্রহ্মাত্মৈকাবাদে	ব্রহ্মাত্মৈক্যবাদে
১২৭	১২	ভট্টপাদসম্মত,	ভট্টপাদসম্মত
১২৭	১২	সঙ্গত	সঙ্গত,
১২৭	২৩	প্রস্তু	অস্তু
১২৮	১৮	সমুহের	সমূহের
১২৮	২৩	অস্বরূপ পরাচ্ছন্দাৎ	অস্বরূপপরাচ্ছন্দাৎ
১২৮	২৪	প্রমাণং	প্রমাণং,
১২৮	২৫	সম্ভাব্যেত	সম্ভাব্যেত,
১২৮	২৫	তদ্রূপজ্ঞানকর্ত্তব্যতা বচনং	তদ্রূপজ্ঞানকর্ত্তব্যতাবচনং
১২৮	২৫	দৃশ্যতে	দৃশ্যতে,
১৩৩	৩	সোহন্বেষ্টব্যঃ	সোহন্বেষ্টব্যঃ
১৩৩	১৩	ভাস্করীর	ভাস্করীয়
১৩৪	২৭	আন্বয়িকং	আন্বয়িকং
১৩৫	২২	নীরোগ	নীয়োগ
১৩৬	৪	তত্ত্ব জ্ঞানের	তত্ত্বজ্ঞানের
১৩৬	২১	মিথ্যা বিষয়োপদেশস্তত্ত্বজ্ঞানার্থপরঃ	মিথ্যাবিষয়োপদেশস্ত-ত্ত্বজ্ঞানার্থপরঃ
১৪১	২৫	জীবম্মুক্ত	জীবন্মুক্ত
১৪২	৭	নিষ্প্রপঞ্চতা।	নিষ্প্রপঞ্চতা

পৃষ্ঠা	পঙ্‌ক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১৪২	১৮	তদ্‌বিধির্নিরাকাঙ্খো	তদ্‌বিধির্নিরাকাঙ্ক্ষো
১৪২	১৮	প্রতিপত্যোঃ	প্রতিপত্ত্যোঃ
১৪২	২০	ক্কচিদ্‌	ক্বচিদ্‌
১৪২	২১	দ্বেষ্টিবা	দ্বেষ্টি বা
১৪২	২২	অভুতোপ্যর্থঃ	অভূতোপ্যর্থঃ
১৪২	২৩	ভূতব্যবহার হেতুর্ভবতি	ভূতব্যবহারহেতুর্ভবতি
১৪৫	২১	অলোকায়তসেব	অলোকায়তৈব
১৪৫	৩০	কর্ত্তং	কর্ত্তুং
১৪৬	২৫	তদ্‌ভাবমাপাদিত	তদ্‌ভাবমাপাদিতা
১৪৯	২৮	স্বাভাবিক	স্বাভাবিকঃ
১৫২	২১	ধাতোর্বাহ	ধাতোর্বা
১৫২	২৩	তদ্‌দ্রব্যাতিরিক্ত ক্রিয়াগ্রাহিণ	তদ্‌ দ্রব্যাতিরিক্ত-ক্রিয়াগ্রাহিণ
১৫৬	২০	কর্ম্ম সম্বন্ধে	কর্ম্মসম্বন্ধে
১৫৬	২১	স্বর্গাদ্যসম্বন্ধাৎ	স্বর্গাদ্যসম্বন্ধা
১৫৭	২৩	পুরুষপ্রযত্নসাধ্যে হপি	পুরুষপ্রযত্নসাধ্যোহপি
১৫৭	২৫	ব্যাপ্তুং	ব্যাপ্তুং,
১৫৭	২৫	সচাদর্শনাদ্‌	স চাদর্শনাদ্‌
১৫৮	২৩	সংভস্তস্তত	সংভবৎস্তত
১৫৯	২৩	অসাফলস্য	অসফলস্য
১৫৯	২৩	চোদনাপ্রতীতমনুপপন্নমিত্তি ইতি	চোদনাপ্রতীতমনুপ-পন্নমিতি
১৬১	২৩	বিধিন্র্	বিধির্ন
১৬২	২২	নন্বানর্থক্যমুপদেশস্তৈ এবং	নন্বানর্থক্যমুপদেশস্তৈবং
১৬২	২৩	নাহহনর্থক্যম্‌	নাহনর্থক্যম্‌
১৬২	২৪	দৃষ্টফলৈরুপয়ৈর্বিষয়োপার্জনে	দৃষ্টফলৈরুপায়ৈর্বিষয়ো-পার্জনে

পৃষ্ঠা	পঙ্‌ক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১৬২	২৯	প্যাত্ম…	আত্ম…
১৬৩	২২	কামেতু	কামেতু ;
১৬৩	২৪	প্রবর্ত্তে	প্রবর্ত্ততে
১৬৩	২৫	অত স্তদৃশমপি	অতস্তাদৃশমপি
১৬৬	২২	ইমমেবচার্থমঅভিপ্রেত্য	ইমমেবচার্থমভিপ্রেত্য
১৬৬	২২	অকর্ত্তব্যস্ত	অকর্ত্তব্যশ্চ
১৬৬	২৩	ইত্যাত্যুক্তমত্রভবতা	ইত্যাত্যুক্তমত্রভবতা।
১৬৬	২৩	ন্যায়কণিকা।	ন্যায়কণিকা
১৬৬	২৪	যঙ্গাত্ত ত্বপায়ো	যঙ্গাত্তত্বপায়ো
১৬৬	২৭	নাভ্যপগমঃ	নাভ্যুপগমঃ
১৬৮	২	একজীববাদ	নানাজীববাদ

আরো বই

* সুধীভূষণ ভট্টাচার্য—বাংলা ছন্দ
* নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত—যুগ পরিক্রমা (২ খণ্ডে সম্পূর্ণ)
* জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—পঞ্চোপাসনা ১[illegible]

  ভারতের বিভিন্ন ধর্মসাধনার ধারা ও ইতিহাস সম্বন্ধে সচিত্র প্রামাণিক সংযোজন।
* কৃষ্ণচৈতন্য মুখোপাধ্যায়—ফা-হিয়েনের দেখা ভারত ৩.০০

  বাংলা ভাষায় এর চেয়ে নির্ভরযোগ্য অনুবাদ ও আলোচনা হয়নি।
* হরিদাস ও উমা মুখোপাধ্যায়—

  (১) জাতীয় আন্দোলনে সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ৪.০০

  (২) উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব ও ভারতীয় জাতীয়তাবাদ ৭.০০
* অনির্বাণ—বেদ মীমাংসা (১ম খণ্ড) ১০.০০